সংসারকোষ।

এবং

উপহারের যোগতত্ত্ব, উপন্যাস, সুখের সংসার, গৃহিণীপনা, প্রতিভা, আদর্শকৃষক, কুসুমকোরক, যন্ত্রশিক্ষা, প্রেমসঙ্গীত, ব্যায়াম, সরলচিকিৎসা, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা, সিদ্ধতন্ত্রমন্ত্র, সমাজরহস্য, দু-পিট-সাদা ও সংসারকোষের পরিশিষ্ট

এই আঠার খানি সংসারকোষের সহিত একত্রে বাঁধান।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা,

১১৫/১, নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

১১২৪ সাল

সংসারকোষ।

রন্ধন-প্রণালী।

আহার্য্যই মানবের জীবনস্বরূপ। আহার না করিলে শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন এবং অধিক দিন অনাহারে থাকিলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, এইজন্য আহার্য্য গ্রহণ জীবনধারণের একমাত্র উপায়। মানবের যত প্রকার আহার্য্য আছে, তাহা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা চোব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়। দন্তের সাহায্যে যাহা চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতে হয় তাহার নাম চোব্য, যাহা জিহ্বাদির সাহায্যে চুষিয়া খাইতে হয় তাহার নাম চুষ্য, যাহা চাটিয়া খাইতে হয় তাহার নাম লেহ্য, এবং পানীয় যাহা তাহারই নাম পেয়, এই চতুর্ব্বিধ খাদ্যই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে।

খাদ্য সামগ্রী আহারোপযোগী প্রস্তুত করিবার প্রণালীকে রন্ধন বলে। রন্ধন সকলেই কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন, কিন্তু তাঁহারা যাহা জানেন তাহা সাধারণ; কোন নূতন খাদ্য প্রস্তুত করিবার তাঁহাদিগের ক্ষমতা নাই। নূতন খাদ্য সহস্তে প্রস্তুত করা যে কতদূর আনন্দজনক, তাহা বর্ণনাতীত। বঙ্গযুবতী যাহাতে এই নূতন নূতন খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া স্বামীপুত্রের ও নিজের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারেন, সেইজন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইতেছে। ইহার রন্ধন-প্রণালীগুলি পরীক্ষা করিয়া বিশেষে লিখিত হইতেছে, সুতরাং কোন পরীক্ষার্থী ইহা অনর্থক পরিশ্রম হইবে ভাবিয়া পরীক্ষায় যেন বিরত না হন। এতল্লিখিত প্রণালী অনুসারে রন্ধন করিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন।

রন্ধনকালে এই কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাত্র, সময়, পরিমাণ, জ্বাল, উপকরণ এবং পরিবেশন। কোন্ খাদ্য কোন্ পাত্রে রাখিলে তাহার গুণ নষ্ট হয়, সময় বিশেষে কোন্ খাদ্য কতক্ষণে রন্ধন করিতে হইবে, কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে লইলে তাহার আনুসঙ্গী মসলাদি

কি পরিমাণে লাগিবে, কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে জ্বালে রন্ধন করিতে হইবে, রন্ধনের উপকরণগুলি কি প্রকার হওয়া আবশ্যক, এই সকল বিষয়ে পাচ-কের জ্ঞান না থাকিলে রন্ধনকার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তাঁহার সকল পরিশ্রম অনর্থক ও খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। এমত স্থলে এই সকল বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ প্রকারে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। ইহাতে যে যে দ্রব্য রন্ধন করিতে যে যে পরিমাণ লিখিত হইল, অবিকল সেই পরিমাণ অনুসারে দ্রব্যাদি গ্রহণ ও লিখিতানুরূপ রন্ধন করিবেন। বিশেষ অনুরোধ, আমাদের লিখিত বিষয়ের অন্যথা করিয়া পরিণামে যেন প্রকরণের নিন্দা না করেন।

রাজ-খিঁচুড়ী।

এই খিঁচুড়ী সর্ব্বপ্রকার খিঁচুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এইজন্যই ইহার নাম রাজ-খিঁচুড়ী হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা যথানিয়মে রন্ধন করিলে উহা রাজভোগ্যই হইয়া থাকে। এই খিঁচুড়ীর উপকারিতাও অনেকাংশে অধিক। খাদ্যের স্বেতসারই শরীরের উন্নতি করে, এই খিঁচুড়ীতে সেই স্বেতসারের অংশ অধিক থাকায় ইহা বলকারী এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। ভাতের যে মাড় ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাতেই তাহার সারাংশ অনে-কাংশে নির্গত হইয়া যায়, কিন্তু খিঁচুড়ীতে তাহা হয় না, কেন না ইহা একবারেই রন্ধন শেষ হয়।

এক্ষণে এই খিঁচুড়ী রন্ধনের প্রণালী লিখিত হইতেছে। দাইল এক সের, চাউল এক পোয়া এবং ঘৃত অর্দ্ধ সের ইহার প্রধান অঙ্গ। চাউল ও দাইল এইরূপ পরিষ্কার করিয়া ধুইবে যে, তাহাতে অপরিষ্কার বা ক্ষুদ না থাকে। প্রথমতঃ একটা হাঁড়ীতে চর্ব্বিশূন্য পাঁটার মাংস এক সের চারি সের জল দিয়া জ্বালে চড়াইবে। অপর উনানে জল গরম হইতে থাকিবে, ঐ হাঁড়ীতে ধনে দুই তোলা, গোলমরিচ এক তোলা, আদা দুই তোলা, জীরা এক তোলা, গোটা তেজপাত এক তোলা ও জাফরাণ এক তোলা নিক্ষেপ করিয়া মুখে ঢাকনী দিয়া রাখিবে। তেজপাত ভিন্ন বাকী সকল মসলা থেৎলাইয়া দিবে। এইরূপে হাঁড়ীতে জ্বাল দিতে যখন বুঝিবে জল এক

সের পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে, তখন ছোট এলাচের দানা দুই আনা, দারুচিনির কুচি চারি আনা ও লবঙ্গ চারি তোলা ঐ হাঁড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মুখ বন্ধ করত জ্বাল দিতে থাকিবে। যখন বুঝিবে আর এক সের জল কমিয়া আসিয়াছে, তখন উনান হইতে নামাইয়া এক ঘণ্টাকাল রাখিয়া দিবে। হাঁড়ীর জল ঠাণ্ডা হইলে মাংস ও মসলা বেশ করিয়া সেই জলে কচলাইয়া একখানি পরিষ্কার কাপড়ে তাহা ছাঁকিয়া সেই জল পৃথক্ পাত্রে ঢাকিয়া রাখিবে।

এক্ষণে ভাল খাঁড়ী মুসূরীর দাইল এক সের ও সরু চাউল এক পোয়া একত্রিত করত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে। বেশ শুষ্ক হইলে এক পোয়া গাওয়া ঘৃত একটী প্রসস্তমুখ মৃৎ বা লৌহপাত্রে চড়াইয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে। ঘৃত পাকিয়া উঠিলে পেঁয়াজ ৮টী, গোল-আলু ৮টী, কাবাবচিনি দুই আনা, লবঙ্গ চারি আনা ও ছোট এলাচের দানা দুই আনা সেই ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া খুন্তি বা তথাবিধ কোন পাকদণ্ড দ্বারা ঘনঘন নাড়িতে থাকিবে। দিব্য ভাজা হইলে এক তোলা আদার রস দিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে প্রায় ভাজা হইয়াছে তখন তাহাতে চাউল ও দাইল নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্ববৎ নাড়িতে থাকিবে। চাউল ও দাইল অর্দ্ধাংশ ভাজা হইলে,পূর্ব্বে যে মাংসের জল ঢাকা আছে তাহার অর্দ্ধাংশ তাহাতে ঢালিয়া দিয়া পাত্রের মুখে সরা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। অধিক জ্বাল দিবার আবশ্যক নাই। মৃদুজ্বালেই ইহা ভাল পাক হইয়া থাকে। মাংসের জল ক্রমশঃ ইহাতে খাওয়াইবে। পরিশেষে উত্তমরূপ সুসিদ্ধ এবং চাউল ও দাইল একত্রে মিশ্রিত হইলে তাহাতে এক তোলা মিশ্রির গুঁড়া ও এক পোয়া সদ্যদধি নিক্ষেপ করিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। এই অবসরে পৃথক একখানি লৌহপাত্রে অবশিষ্ট ঘৃত চড়াইয়া ঘৃত পাকিয়া উঠিলে তাহাতে পেস্তা আধ পোয়া ও কিস্‌মিস্ আধ পোয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে খিঁচুড়ীর হাঁড়ী ঢালিয়া দিবে এবং ৪ মিনিট পরে নামা-ইয়া তাহাতে গোলাপজলের ছিটা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। শীতল হইলে তখন ব্যবহার করিবে।

কদলীবৃক্ষ আমাদের কল্পতরু বিশেষ। ইহার কিছুই ফেলা যায়

মোচা।

মা। পাতা, কলা, মোচা, থোড়, গাছ, মূল কিছুই বাদ যায় না, সকলই আমাদের বিশেষ আবশ্যকীয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, কদলীবৃক্ষ আমাদের কল্পতরু। পক্ক কদলী সুখাদ্য, বলকারী, এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক; কাঁচা—অতি সুস্বাদু তরকারী; মোচাতেও অতি উপাদেয় তরকারী রন্ধন করিতে পারা যায়। এই মোচার উৎকৃষ্ট তরকারী কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয় তাহাই লিখিত হইতেছে। মোচা চারি প্রকার, ডাঙ্গ্‌রা অর্থাৎ বীজে কলার মোচা, গর্ভথোড়ের মোচা, যাহার অর্দ্ধাংশ এক্ষণে গাছের মধ্যে আছে, বাকিমোচা অর্থাৎ যে মোচার সমস্ত অংশ এক্ষণে বাহির হইয়া দুই চারিটী খোলা ছাড়িয়াছে, আর কাঁটামোচা অর্থাৎ যে মোচার খোলা বাহির হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে কলা বাহির হইবার কোন আশা নাই। এই চারি প্রকার মোচারই ব্যঞ্জন হইতে পারে। তবে গর্ভথোড়ের মোচাই সমধিক সুখাদ্য। মোচার দম্‌পোক্তা রাঁধিতে হইলে এই মোচাই সমধিক প্রসস্থ। মোচার খোলাগুলি ফেলিয়া দিয়া সেই ছোট ছোট কলাগুলির দুইদিক বাদ দিয়া মধ্যের অংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে এবং উত্তমরূপ ধৌত করিবে। একটী বড় হাঁড়ির অর্দ্ধাংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে জ্বাল দিতে থাকিবে। খণ্ড খণ্ড মোচাগুলি একখানি পাৎলা কাপড়ে বাঁধিয়া ভাব দিয়া নামাইবে। একখানি কড়ায় একছটাক ঘৃত দিয়া জ্বাল দিবে। যখন ঘৃত পাকিয়া আসিবে, তখন আদাকুচি এক তোলা, জীরে আদ তোলা, গোটা মৌরী এক তোলা, দারুচিনির কুচি এক তোলা, ছোট এলাচের দানা এক তোলা, লবঙ্গ দুই তোলা ও তেজপাত এক তোলা দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে সেগুলি বেশ ভাজা হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে মোচাগুলি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে। অল্পক্ষণ পরেই তাহাতে অর্দ্ধপোয়া দধি এবং দুই তোলা লবণ দিয়া মৃদুজ্বালে নাড়িতে থাকিবে, যখন ঢাকনী হইতে চুর্ চুর্ করিয়া শব্দ হইতে থাকিবে, তখন ইহাতে এক তোলা পরিষ্কার চিনি নিক্ষেপ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখিবে।

পৃথক্ লৌহপাত্রে এক ছটাক ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে লবঙ্গ, দারুচিনি

ছোট এলাচের দানা দিয়া সামান্য ভাজা হইলে পূর্ব্বোক্ত মোচাগুলি ইহাতে ঢালিয়া দিয়া অল্পক্ষণ জ্বালে রাখিয়া নামাইয়া রাখিবে। এই সময় যদি সরু সরু পেঁয়াজ ভাজা এক তোলা পরিমাণে দেওয়া যায়, তবে ইহা আরও সুখাদ্য হইয়া থাকে, কিন্তু না দিলেও ক্ষতি নাই।

ওলের দাল্না।

ওল বড় সুখাদ্য ব্যঞ্জন। ইহা যেমন উপকারী, তেমনি সুখাদ্য কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে প্রায়ই মুখ ধরিয়া থাকে। প্রক্রিয়া করিলে ওলের মুখ-ধরা-দোষ সম্পূর্ণ না হউক কতকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। কলাপাত, তেঁতুল, কাচা সরিষা প্রভৃতির সহিত ওলখণ্ডগুলি এক বার সিদ্ধ করিয়া লইলে এই দোষ নিবারিত হয়।

ইহার রন্ধনে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির আবশ্যক। ওল একসের, ঘৃত একপোয়া, তেঁতুল আধতোলা, মরিচ দুইতোলা, হরিদ্রা দুইতোলা, লবণ একতোলা, আদা দুইতোলা, লবঙ্গ চারি আনা, গন্ধদ্রব্য পরিমাণ মত, আর তেজপাত চারিখানি। এই কয়েকটী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পাচক প্রথমতঃ একটী হাঁড়ীর গলা পর্য্যন্ত জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে তেঁতুল দিবে। জল তেঁতুলের সহিত মিশ্রিত হইলে এবং ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে ওলখণ্ডগুলি নিক্ষেপ করিবে। ওল খণ্ড খণ্ড করিবার সময় একটু নিপুণতার আবশ্যক। ওলগুলি এমন ভাবে খণ্ড খণ্ড করিবে যে, তাহার চোক্গুলি না থাকে। ওলের চোক্ই বিষাক্ত, এইজন্য উহাতেই মুখ ধরিয়া থাকে, এইগুলি ফেলিয়া দিলে মুখ ধরিবার কোন ভয় থাকে না।

ওলগুলি সিদ্ধ হইলে নামাইয়া রাখিবে। পরে একটী লৌহপাত্রে আধ পোয়া পরিমাণে ঘৃত চড়াও। ঘৃত পাকিয়া আসিলে তাহাতে লবঙ্গ, এলাচের দানা, জীরা ও তেজপাত কখানি ফেলিয়া দিবে। এগুলি ভাজা হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ওলগুলি নিক্ষেপ করিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। ওল বেশ ভাজা হইলে তাহাতে হরিদ্রা, লবণ, আদাকুচী ও

মরিচ জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া একবার নাড়িয়া হাঁড়ীর মুখ ঢাকিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে। ওল গলিয়া জলের সহিত মিশিয়া গেলে, তাহা নামাইয়া রাখিবে এবং একখানি লৌহপাত্রে অবশিষ্ট ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে আবার কয়েকখানি তেজপাত ও গুটীকত ছোট এলাচের দানা নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে ওলগুলি সমস্ত ঢালিয়া দিবে, এবং গন্ধদ্রব্য দিয়া একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবে। এবার যে পর্য্যন্ত না পরিবেশন হয়, সেই পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। ওল এইরূপ প্রণালীতে রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় হয়। ইহা পুষ্টিকর, কফ ও অম্লনাশক, অগ্নি-বৃদ্ধিকর এবং অর্শরোগনাশক। কেবলমাত্র ওল ব্যবহারে অর্শরোগ নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে।

কট্‌লেট্।

কট্‌লেট বিলাতী খাদ্য। ইহা পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিলনা, সম্প্রতি পাশ্চাত্যগণের সহিত ভারতবর্ষে উহা নূতন আমদানী হইয়াছে। ধরিতে গেলে ইহা আমাদের বড়ারই রূপান্তর মাত্র। অধুনা অনেকেই ইহা সুখাদ্য বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন, বস্তুতঃ কট্‌লেট্ উপযুক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত হইলে উহা খাইতে সুখাদ্যই বটে।

গল্লা চিংড়ি-মাছ (টাট্‌কা হওয়া আবশ্যক) কিনিয়া আনিয়া তাহার মাথাটী কাটিয়া ফেলিবে এবং চিংড়ির সমস্ত খোলা বাদ দিয়া কেবল লেজের দিকের এক অঙ্গুলি মাত্র প্রসস্ত খোলা রাখিয়া দিবে। চিংড়ির খোলাগুলি বাদ দেওয়া হইলে এক খানি ধারাল ছুরি দিয়া তাহার পেটের দিক লম্বাভাবে চিরিবে এবং পার্শ্বের দিক এমন ভাবে থুরিবে যে, উহা দিব্য চওড়া হয়, অথচ কোন অংশ একেবারে কাটিয়া পৃথক হইয়া না পড়ে। এইরূপ করিয়া চিংড়ি গুলি প্রস্তুত হইলে তাহা লবণ, হরিদ্রা ও আদার রস (পেঁয়াজের রসও) মাখাইয়া একটী পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। এক খানি চাটুতে যে কয়েকটী মাছের কট্‌লেট্ হইবে, সেই কয়েকটী মাছ উত্তম রূপ ভাজা হইতে পারে এই পরিমাণে ঘৃত দিয়া জ্বালে চড়াইবে, ঘৃত পাকিয়া আসিলে যথারীতি ভাজিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবে।

এদিকে বিস্কুটের গুঁড়া এবং ডিম্বের পীতবর্ণ পদার্থ একত্রে মিশাইয়া সেই ভাজা মৎস্যের গায়ে পূর দিয়া পুনরায় ভাজিয়া লইবে। পূর লাগাই-বার সময় মাছের ন্যাজাটী বাহির করিয়া রাখিবে; এইরূপ করিলেই কট্‌-লেট্‌ প্রস্তুত হইল। মাংসের কট্‌লেট্‌ও এই ভাবে প্রস্তুত হয়। ময়দাও বিস্কুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

মুড়ি ঘণ্ট।

মুড়িঘণ্ট অতি সুখাদ্য ব্যঞ্জন। ইহা সকলেই সানন্দে আহার করিয়া থাকেন। রোহিতমৎস্যের মুড়িঘণ্ট সুখাদ্য এবং উৎকৃষ্ট। রোহিতমৎ-স্যের মুড়ি এক সের, ঘৃত এক পোয়া, আদা এক ছটাক, ধনে দুই তোলা, জীরে দুই তোলা, মরিচ পাঁচ মাষা, ছোট এলাচ দুই মাষা, দারুচিনি দুই মাষা, লবঙ্গ দুই মাষা, তেজপাত দুই মাষা ও কুম্‌কুম্‌ এক মাষা। এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রিত করিয়া পাচক মুড়িঘণ্ট রাঁধিতে বসিবেন। যে পরিমাণে দাইল রাঁধিতে যতটুকু জলের প্রয়োজন, সেই মত জল দিয়া দাইল সিদ্ধ করিতে থাকিবে। এদিকে একখানি পৃথক কড়াইয়ে ঘৃত দিয়া ফেণা মরিলে তাহাতে তেজপাত ফোড়ন দিয়া মুড়িগুলি উত্তমরূপে ভাজিবে এবং পৃথক পাত্রে রাখিবে। ভাজিবার পূর্ব্বে মুড়িগুলি বেশ করিয়া কুটিয়া ধৌত করিবে, যেন রক্ত বা আঁইস না থাকে।

এদিকে যখন দেখিবে দাইল সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন ঐ তেজ-পাত সমেত মুড়ি তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ঐ সময় জীরে বাঁটা, মরিচ ও তেজপাত দিবে। মুড়ি দেওয়ার পর যতক্ষণ মুড়িটী দাইলের সহিত মিশ্রিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এক একবার নাড়িতে থাকিবে, উত্তম মিশ্রিত হইলে নামাইবার উপযুক্ত হইবে। তখন পৃথক পাকপাত্রে অবশিষ্ট ঘৃতটুকু জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সম্ভলন করিবে। সম্ভলনের পর আর অধিকক্ষণ জ্বালে রাখা উচিত নহে, তাহা হইলে দাইল নষ্ট হইতে পারে। সম্ভলন করিয়া তাহাতে গন্ধদ্রব্য, এলাচের দানা ও গরম মসলা প্রভৃতি দিয়া নামাইবে।

রোগীর উপযুক্ত যূষ।

ইংরাজী চিকিৎসায় রোগীকে প্রায়ই মাংসের যূষ (Broth) দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে এই যূষ দিতে গিয়া অজ্ঞতা বশত মাংসের ঝোলই দিয়া থাকেন। ইহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই অধিক-তর হইয়া থাকে, এইজন্য প্রকৃত ফলদায়ক যূষ প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইতেছে। এক পোয়া পরিমাণে চর্ব্বি রহিত মাংস চারি সের জলের সহিত জ্বালে চড়াইবে, যখন দেখিবে জল দুই সের দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহা উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে মাংসগুলি সেই জলে উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া পুনরায় জ্বালে চড়াইবে, এবং যখন দেখিবে অর্দ্ধ সের মাত্র জল অবশিষ্ট আছে, তখন তাহা নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। একটী পৃথক পাত্রে চারি পাঁচ ফোটা ঘৃত দিয়া তাহাতে দুইটী গোলমরিচ ও গুটিকত ছোট এলাচের দানা দিয়া সাঁৎলাইবে, এবং উহা সাদা বোতলে পুরিয়া সিপি আঁটিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলেই ব্রথ বা যূষ প্রস্তুত হইল। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং রোগীর পথ্য। পায়রা ও হাঁস প্রভৃতির যূষ প্রস্তুতেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

আনারসের মোরব্বা।

স্বভাবতঃ আনারস অতি সুখাদ্য এবং স্নিগ্ধ ফল। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ছাড়াইয়া লবণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে যেমন উপাদেয়, মোরব্বা আবার আরও চমৎকার, একখানি খাইলে আর ভুলিতে পারা যায় না। কোন কার্য্য উপলক্ষে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই সকল উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া নিমন্ত্রিতগণকে খাইতে দিলে তাঁহারা বিশেষ পরিতৃপ্ত হন, এবং প্রশংসাভাজন হয়েন সন্দেহ নাই।

আনারস ধারল ছুরি দ্বারা ছাড়াইয়া এবং চোকগুলি সযত্নে ফেলিয়া দিয়া তাহা চাকা চাকা করিয়া কাটিবে এবং সরু কাঁটা বা বড় সূচ দ্বারা ছিদ্র করিবে। ছিদ্র করিয়া চারিদণ্ডকাল আনারসগুলি শীতল জলে ভিজা-ইয়া রাখিবে, তৎপরে একখানি খোলায় জল চড়াইয়া তাহাতে আনারস-

গুলি দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে তাহা একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া দিবে।

এদিকে একখানি খোলায় দুইসের চিনির রস প্রস্তুত করিবে। গাদ ভাল করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন। রস প্রস্তুত হইলে সেই রসে আনারসগুলি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রস ক্রমশঃ যখন ঘন হইয়া আসিবে তখন নামাইলেই হইল। মোরব্বা গরম গরম খাইলে স্বাদ বুঝিতে পারা যায় না, যত ঠাণ্ডা হয়, ইহার আস্বাদ ততই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যদি আনারসের বরফী করিতে চাও, তবে ঐ প্রণালীতে আনারসগুলি রসে ফেলিয়া ঘন ঘন এমন ভাবে নাড়িতে থাকিবে যে, আনারসগুলি তাড়ুর আঘাতে না ভাঙ্গে অথচ রস ও তাড়ুর আবর্ত্তনের সহিত আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ করিলেই রসে দানা বাঁধিয়া আনারসের গায়ে লাগিতে থাকিবে। তখন উনান হইতে খোলা নামাইয়া অনারসগুলি রসে ডুবাইয়া দিতে থাকিবে। যখন আনারসের গায়ে সমস্ত রস আঁটিয়া লাগিবে, তখন ঢাকিয়া রাখিবে; সে দিন আর তাহা খুলিবার বা ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। পর দিন আনারসগুলি খোলা হইতে ধীরে ধীরে তুলিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবে এবং তাহা যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবে।

রসগোল্লা।

এক সের ছানা পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া তাহা দলিতে হইবে। যদি ছানা শক্ত হয়, তবে তাহা এক পোয়া গোলাপ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চট্‌কাইবে, আর যদি ছানা নরম হয় তবে গোলাপ জলের পরিবর্ত্তে তাহাতে ৫। ৬ ফোটা গোলাপী আতর মিশ্রিত করিয়া দলিতে থাকিবে। ছানা উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে তাহা গোলাকার করিয়া রাখিয়া দিবে। যে পাত্রটীতে এই গোলাকার হংসডিম্ববৎ ছানাগুলি রাখিবে, সে পাত্রটী ঢাকিয়া রাখিবে, কেন না ঢাকিয়া না রাখিলে তাহাতে ধূলা প্রভৃতি পড়িতে পারে এবং বায়ুর সংস্পর্শে উহা কঠিন হইয়া যাইতে পারে।

এদিকে একখানি খোলায় দুই সের চিনি ও তিন পোয়া জল মিশাইয়া

জ্বাল দিতে থাক, যখন গাদ উঠিবে তখন তাহার উপর দুগ্ধ মিশ্রিত জলের ছিটা দিবে, তাহা হইলে গাদ তুলিতে কোন কষ্ট হইবে না। বেশ করিয়া গাদ তোলা শেষ হইলে যখন দেখিবে, রসটী পরিষ্কার হইয়াছে, তখন সেই পূর্ব্বপ্রস্তুত ছানার গোলাকার রসগোল্লা গুলি রসে নিক্ষেপ করিয়া তাড় দিয়া এমন ভাবে নাড়িবে, যেন রসগোল্লার গায়ে আঘাত না লাগে, অথচ সে-গুলি ইতস্তত নাড়িলে উল্টাইয়া যায়। এইরূপ করিয়া যখন দেখিবে রসগোল্লাগুলির মধ্যে রস প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন নামাইয়া রাখিবে।

রসগোল্লার অম্ল।

রসগোল্লা একটী প্রধান এবং উপাদেয় মিষ্টান্ন। ইহার যদি অম্ল রাঁধিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহার আস্বাদন যে কতগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহা পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন।

একটী প্রস্তর বা মাটীর পাত্রে এক পোয়া পাকা তেঁতুল তিন পোয়া জলের সহিত গুলিয়া ছাঁকিয়া রাখিয়া দাও।

তৎপরে একটী হাঁড়ীতে এক ছটাক ঘৃত দিয়া জ্বাল দিতে থাক, যখন ঘৃত পাকিয়া উঠিবে, তখন তাহাতে জাফ্রান চারি আনা, আদাকুচি চারি আনা, শর্ষপ দুই আনা ও এক আনা ছোট এলাচের দানা দিয়া হাঁড়ীর মুখ ঢাকিয়া রাখিবে, যখন শরিষাগুলি ফুটিতে থাকিবে তখন হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া তাহাতে তেঁতুলগোলা নিক্ষেপ করিবে। তারপর ফুটিয়া উঠিলেই রস সমেত রসগোল্লাগুলি ঢালিয়া দিবে। রসগোল্লা তেঁতুলের রসে উত্তমরূপ পাক হইলে তাহাতে এক পোয়া সদ্যদধি ও এক ছটাক পাতি অভাবে কাগজী লেবুর রস দিয়া একবার নাড়িয়া নামাইবে। যে পর্য্যন্ত না শীতল হয় এবং পরিবেশনের সময় উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঢাকনী খুলিবে না। এই রসগোল্লা খাইতে এত উপাদেয় যে, যিনি একবার মাত্র ইহার স্বাদ গ্রহণ করিবেন, তিনি জীবনে কখন ভুলিতে পারিবেন না।

ছানার পায়স।

আজ কাল রুচীর পরিবর্ত্তনের সহিত খাদ্য দ্রব্যের পাক প্রকরণও পরি-

বর্জ্জিত হইতেছে। পূর্ব্বে এক প্রকার চাউলের পায়সই ব্যবহৃত হইত, এখন ছানার পায়স, পেস্তার পায়স, সাগুর পায়স, শুজির পায়স, কিস্‌মিসের পায়স, কত ধরণের কত রকমের পায়স নূতন নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে।

ছানার পায়স রন্ধন করিতে হইলে ভাল ছানা এক সের, খাঁটী দুগ্ধ চারি সের, পেস্তার কুচি আধ ছটাক, গোলাপ জল আধ পোয়া এবং চিনি আধ সের সংগ্রহ করিবে।

প্রথমে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ তাহাতে ছানা দিবে এবং বারম্বার তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে সমস্ত ছানা রসে উত্তম রূপে মিশ্রিত হইলে খোলা সহিত উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে।

পৃথক কড়াইয়ে চারি সের দুগ্ধ দিয়া জ্বাল দিবে। দুগ্ধ যত ঘন ঘন নাড়িবে ততই উহা সুমিষ্ট এবং ঘন হইবে, দুগ্ধ জ্বাল দিবার সময় একথা স্মরণ রাখিবে। সাবধান! যেন কড়াইয়ের গায়ে দুগ্ধ না লাগে এবং সর না পড়ে, এইরূপ দুগ্ধ জ্বাল দিতে দিতে যখন উহা দুই সের পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিবে, তখন কড়াইয়ের ছানা সমস্ত তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। দুগ্ধের সহিত ছানা উত্তমরূপ মিশিয়া গেলে তাহাতে পেস্তাকুচি নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে এবং তৎক্ষণাৎ উহাতে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই ছানার পায়স প্রস্তুত হইল।

চন্দ্রপুলী।

ইহা একটী উপাদেয় মিষ্টান্ন। লোকলৌকিকতায় আত্মীয়স্বজনের জল খাবারে এই সকলের ব্যবহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহা দেখিতে যেমন নয়নতৃপ্তিকর ভোজনেও তেমনি রসনাতৃপ্তিকর এবং কাহাকে দিতেও তেমনি হৃদয়তৃপ্তিকর। ইহার আকার, গুণ, আস্বাদন সকলই চমৎকার।

চন্দ্রপুলী প্রস্তুত করিতে হইলে দোমালা নারিকেল উত্তমরূপে বাঁটা এক সের, উৎকৃষ্ট চিনি আধ সের, পেস্তার কুচি এক তোলা, বাদাম কুচি এক তোলা, কিস্‌মিস্ দুই তোলা, মিছরির দানা দুই তোলা, শুষ্ক ক্ষীর

এক ছটাক, গোলাপী আতর চারি ফোটা, ছোট এলাচের দানা চারি আনা ও এক ছটাক ঘৃতের প্রয়োজন।

প্রথমত চিনির রসে নারিকেল বাঁটা দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাক, যখন দেখিবে যে, উহা উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া আটা বাঁধিয়াছে এবং তাড়ুর আগায় লাগিয়া যাইতেছে, তখন উহা নামাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

এই অবসরে পৃথক একটী পাত্রে ঘৃত চড়াইয়া জ্বাল দিবে এবং ঘৃতের ফেণা মরিলে তাহাতে পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ ও বাদামগুলি নিক্ষেপ করিয়া ভাজিয়া লইবে।

ক্ষীরের সহিত গোলাপী আতর মিশাইয়া পরিশেষে মিছরির দানা ও বাদামাদি ভাজা একত্রিত করিবে। এইরূপ প্রস্তুত করিয়া কলাপাতে ঘৃত মাখাইয়া চন্দ্রপুলীর যে আকার ইচ্ছা, সেই রূপ করিয়া কাটিবে। পূর্ব্বোক্ত নারিকেলের মধ্যে ঐ ক্ষীরের পূর দিয়া তাহা কলাপাতের মধ্যে রাখিয়া হস্তের সাহায্যে সেইরূপ প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল।

পোলাও।

আজ কাল সকল জাতির মধ্যেই পোলাও প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ সকলেই পোলাও ব্যবহার করিতেছেন। এমতস্থলে পোলাও রন্ধনের প্রণালী সকলেরই জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

পোলাও প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়েকটী সংগ্রহ করিতে হইবে। ছাগমাংস—একসের, হরিদ্রা—এক তোলা, ঘৃত—আধসের, তেজপাত—আধতোলা, ধনে—দুইতোলা, জীরা—দুইআনা, মিহি চাউল—একসের, গোলমরিচ—দুই তোলা, লবণ—আড়াই তোলা, কাবাবচিনি—আধ তোলা, আদা—দুইতোলা, ছোট এলাচ—আধ আনা, রশুন সিকি-তোলা, দারুচিনি—একতোলা, পিঁয়াজ—আধপোয়া ও লবঙ্গ—দুই তোলা।

এই কয়েকটী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পোলাও রাঁধিতে আরম্ভ করিবে। প্রথমে পেঁয়াজ, আদা ও রশুনের খোঁসা ফেলিয়া কুচি করিবে। পরে ধনে দুইতোলা, পেঁয়াজ একছটাক, (রশুন আধ তোলা), আদা একতোলা, গোলমরিচ একতোলা, কাবাবচিনি আধতোলা, হরিদ্রা একতোলা, একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া একটী হাঁড়ীতে জল চড়াইয়া তাহাতে ঐ পুটলী ও মাংস নিক্ষেপ করিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর। যখন জলটী লাল হইবে, তখন সেই জল হইতে মাংসগুলি তুলিয়া হাঁড়ীটীর মুখ ঢাকিয়া রাখিবে, পরে একখানি কড়াইয়ে এক ছটাক ঘৃত দিয়া ৮টী পেঁয়াজ সরু সরু করিয়া কাটিয়া ভাজিয়া তুলিয়া রাখিবে। পুনরায় একছটাক ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে অর্দ্ধেক তেজপাত নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। তেজপাত গুলি ভাজা ভাজা হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত আঁকনি জল ঢালিয়া দিয়াই নামাইয়া রাখিবে। পুনরায় আবার আর একছটাক ঘৃত ঢালিয়া দিয়া তাহাতে পুনরায় আঁকনি জল সন্তলন করিবে এবং তাহা পূর্ব্ববৎ পৃথক পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে। এবার অবশিষ্ট ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া মাংসগুলি ভাজিবে। মাংস ভাজা হইলে তাহাতে ধৌত করা অথচ শুষ্ক চাউল দিবে। চাউলগুলি অল্প ভাজা হইলে তাহাতে ঐ আঁকনি জল দিয়া উত্তমরূপে মুখটী ঢাকিয়া দিবে। দুই তিনবার ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে অবশিষ্ট মসলা দিয়া আগুণের উপর বসাইয়া রাখিবে। এই সময় যে মুখ বন্ধ করিবে, তাহাতে কোন ক্রমে যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এই রূপ করিলেই পোলাও প্রস্তুত হইল। ইহা অতিশয় গুরুপাক, বলকারী ও কোষ্ঠপরিষ্কারক। বিবেচনা করিয়া আহার না করিলে উদরাময় প্রভৃতি পীড়া জন্মে।

আলুর দম।

আলু বড় উপকারী। ইহা যেমন পুষ্টিকর, তেমনি সকল সময়েই পওয়া যায়। ইহা প্রায় সকল ব্যঞ্জনেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং হইতে পারে। আলুর দম একটী সুখাদ্য ব্যঞ্জন। ইহার রন্ধন প্রণালীও অতি সহজ। আলুর দমে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়েকটীর আবশ্যক।

আলু আস্ত এবং খোঁসা ছাড়ান একসের, ধনে বাঁটা—দুইতোলা, লবণ—দুইতোলা, ঘৃত—গব্য অভাবে মাহেষ একপোয়া, গোলমরিচ—ছয় আনা, সদ্য দধি——একপোয়া, ছোট এলাচ ও দারুচিনি চূর্ণ এক তোলা, পাকা তেঁতুল অভাবে পাতিলেবুর রস—ছয় আনা, লবঙ্গ চূর্ণ—দুই আনা, বাদাম বাঁটা—পাঁচতোলা, চিনি পরিষ্কার—আধতোলা।

এই কয়েকটী দ্রব্য আলুর সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া হাঁড়ীতে দাও এবং উত্তমরূপে হাঁড়ীর মুখ বন্ধ কর, যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। ফাঁক থাকিলে তাহা ময়দা দিয়াও আঁটিয়া দিতে পার। আধ ঘণ্টা পরে যেমন ফুটিবার শব্দ শুনিবে, তখনি ঢাকনী খুলিয়া একবার দেখিয়া ঢাকিয়া নামাইয়া ফেলিবে, তাহা হইলেই আলুর দম প্রস্তুত হইল।

ছানার দাল্না।

অনেকের বিশ্বাস, ছানা কেবল মিষ্টান্ন প্রস্তুতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বস্তুত তাহা নহে, ইহার দাল্নাও অতি সুখাদ্য হয়। রন্ধন প্রণালী নিম্ন প্রকার।

ছানা টাট্কা—একসের, জীরামরিচ বাঁটা—আধ তোলা, ঘৃত—একপোয়া, ছোটএলাচ খণ্ড—এক তোলা, চিনি—আধ পোয়া, দারু-চিনি খণ্ড—এক তোলা, তেজপাত—দশখানি, লবণ—দুই তোলা, ধনে বাঁটা—আধ তোলা, জল—আধ সের, আদাবাঁটা—আধতোলা, লবঙ্গ—এক তোলা।

ছানা বরফীর মত করিয়া কাট। পরে একখানি কড়াইয়ে আধ পোয়া ঘৃত দিয়া পাকিয়া উঠিলে তাহাতে ছানার খণ্ড গুলি দিয়া ভাজিয়া লও। ভাজা যেন বাদামী রংয়ের হয়। ভাজা হইলে তাহা তুলিয়া রাখিবে। এক ছটাক ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে তেজপাত কখানি আধ ভাজা হইলে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ও চিনি বাদে সমস্ত মসলা গুলিয়া সেই জল ঢালিয়া দাও। ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে ছানাখণ্ডগুলি দিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। যখন দেখিবে অর্দ্ধেক জল মরিয়া গিয়াছে, তখন আর একটী পাত্রে অবশিষ্ট ঘৃত চড়াইয়া ফেণা মরিলে

তাহাতে এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। সেগুলি ভাজা হইলে তাহাতে পূর্ব্বপ্রস্তুত সমস্ত ছানা ঢালিয়া দিবে। অল্পক্ষণ পরে তাহাতে চিনি দিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবে, তাহা হইলেই হইল।

পাঁটার মাংস।

আমাদের দেশে পাঁটার মাংস অধিকাংশ লোকেই আদরের সহিত আহার করিয়া থাকেন। বস্তুত রাঁধিতে পারিলে ইহা অতি উপাদেয়ই হইয়া থাকে। ইহা রুচীকর, বলকর এবং মেদমজ্জা ও শোণিতবর্দ্ধক। ছাগমাংস ব্যবহার বহুকাল হইতে প্রচলিত; কিন্তু রন্ধন সম্বন্ধে সকল পাচকের অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহা সকল সময় সুখাদ্য হয় না। ভাল খাদ্য যত ভাল হইবে ততই উপাদেয়, কিন্তু প্রস্তুতের ব্যতিক্রমে তাহা আবার তেমনি অখাদ্য হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে ছাগমাংস উৎকৃষ্ট রাঁধিতে পারা যায়, তাহার উপায় লিখিত হইতেছে। পাঠক পাঠিকা এই নিয়মে একবার রাঁধিয়া দেখুন, ইহা কেমন সুখাদ্য হয়। ছাগমাংস রাঁধিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের আবশ্যক।

মাংস—একসের, গোল আলু—আধসের, ঘৃত—আধপোয়া, সরিষার তৈল—একছটাক, জল—আড়াইসের, হরিদ্রা বাঁটা—দুইতোলা, আদা বাঁটা—একতোলা, জীরামরিচ বাঁটা—দুইতোলা, ধনে বাঁটা—চারিতোলা, কাঁচাধনে বাঁটা—দুইতোলা, লবণ—চারিতোলা, ছোট এলাচের দানা দুই আনা, লবঙ্গ বাঁটা—দুই আনা, দারুচিনি খণ্ড—দুই আনা, গোটা তেজপাত দশখানি, লঙ্কা বাঁটা—দেড়তোলা, চিনি—একতোলা, ও দধি—একছটাক।

মাংসগুলি এমন ভাবে কুটিবে যে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র না হয়। মাংস-গুলি কুটিয়া উত্তমরূপে ধৌত করত তাহাতে কাঁচা ধনে বাঁটা, দধি, হরিদ্রা ও একতোলা লবণ মাখিয়া ঢাকিয়া রাখ। একটী পাকপাত্রে এক ছটাক তৈল দিয়া তাহার ফেণা মরিয়া গেলে তেজপাত কখানি দাও। তেজপাত বেশ ভাজা হইলে তাহাতে মাংসগুলি দিয়া একবার নাড়িয়া

রাখ। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনী খুলিয়া দেখিবে মাংস হইতে অনেক জল বাহির হইয়াছে। তখন একবার নাড়িয়া দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল না মরে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়িয়া মাংসের রং যখন বাদামী হইবে, তখন পাত্র সহিত নামাইয়া রাখ। আর একটী পৃথক্ পাত্রে অর্দ্ধাংশ ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে আলুগুলি দিব্য করিয়া ভাজিয়া লও এবং ভাজা শেষ হইলে তাহাতে আদা, জীরামরিচ, লঙ্কা ও ধনের অর্দ্ধাংশ দিয়া জল ঢালিয়া দাও। ফুটিয়া উঠিলে মাংসগুলি দিয়া একবার নাড়িয়া ঢাকিয়া রাখ। যখন দেখিবে মাংস সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ঝোল একটী পাত্রে তুলিয়া তাহাতে অবশিষ্ট মশলা (লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ ও চিনি বাদে) উত্তমরূপে গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া অল্পক্ষণ রাখ।

এদিকে অন্যপাত্রে অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া ফেণা মরিলে তাহাতে লবঙ্গ, দারুচিনি ও এলাচ গুলি দিয়া ভাজা হইলে তাহাতে ঝোল সহিত মাংস ঢালিয়া দাও এবং একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া দিয়া নামাইয়া রাখ। দুইদণ্ড পরে পাত্রের ঢাকনি খুলিয়া একবার নাড়িয়া পরিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখ।

রাউতা।

রাউতা বড় সুখাদ্য চাট্‌নী। ইহা এতদূর মুখপ্রিয় যে, একবার খাইলে আর ভুলিতে পারা যায় না। ইহার প্রস্তুত প্রণালী যেমন সহজ, ব্যয়ও তদ্রূপ সামান্য। পাঠকগণ কোন উৎসবে এই সুমধুর চাট্‌নী প্রস্তুত করিয়া আত্মীয়স্বজনকে আহার করাইলে বিশেষ প্রসংশা লাভে সমর্থ হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। রাউতা প্রস্তুত করিতে এই কয়েকটী দ্রব্যের আবশ্যক।

লাউ বা শশা—একসের, দধি—একসের, লেবুর রস—এক ছটাক, রাই-সরিষা বাটা—দুই তোলা, লবণ—তিন তোলা, আম আদার রস—আধ কাঁচ্চা ও চিনি এক পোয়া।

প্রথমে লাউগুলি সরু সরু করিয়া কুটিবে। যেন তাহাতে বীজের সম্পর্কও না থাকে। লাউ কুটিয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কেবল

জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিয়া এক খানি কাপড়ে বাঁধিয়া দুই দণ্ড কাল ঝুলাইয়া রাখিবে। জল ঝরিয়া গেলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য দিয়া অল্প অল্প চট্‌কাইতে হইবে। সমস্ত দ্রব্যগুলি যেন উত্তমরূপ মিশ্রিত হয়, অথচ লাউগুলি একবারে গলিয়া না যায়, এইরূপ প্রণালীতে চট্‌কাইলে রাউতা প্রস্তুত হইল।

বেলের মোরব্বা।

ইহা প্রস্তুত করিতে তাদৃশ কষ্ট নাই। কচি বেলের খোসা ছাড়াইয়া তাহা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া জলে ধৌত করিবে। যেন বীজ না থাকে। এই বেলের চাকাগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া একটী পৃথক পাত্রে রাখিবে। আবশ্যক মত চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ বেলগুলি নিক্ষেপ করিবে, এবং চিনির রসে ফুটাইয়া রসের সহিত বেলগুলি একটী নূতন হাঁড়ীতে পুরিয়া রাখিয়া দিবে। শীতল হইলে ব্যবহার করিবে। বেলের মোরব্বা খাইতে যেমন সুখাদ্য—গুণও তদ্রূপ। বেলের এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা ধারক ও সারক উভয়গুণবিশিষ্ট; এই জন্যই ইহার নাম শ্রীফল হইয়াছে। ইহা প্রতিনিয়ত এক খানি ব্যবহার করিলে প্রায়ই পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

রোগীর পথ্য জলসাগু।

বর্ত্তমান সময়ে সাগুই একমাত্র রোগীর পথ্য হইয়াছে। পূর্ব্বকালে পথ্যের ব্যবস্থা যেমনই থাকুক বর্ত্তমান সময়ে যখন সাগুই একমাত্র পথ্য হইয়াছে, তখন ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তুত করিতে জানিয়া রাখা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবশ্যক। ইহাতে এই কয়েকটী দ্রব্যের আবশ্যক। সাগু—এক ছটাক, মিছরি—দুই ছটাক, দারুচিনির কুচি—দুই রতি, এলাচ দানা—এক রতি, কোমলালেবুর খোসা—এক সিকি, জল—একসের।

সাগুগুলি ধৌত করিয়া এক সের জলে একঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখ, পরে সেই জলের সহিত সাগুর পাত্র উনানে উঠাও এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাক। যখন বেশ জলবৎ হইবে, দানা থাকিবে না, তখন লেবুর খোসা ভিন্ন

অন্য সমস্ত মশলা দিয়া পূর্ব্ববৎ নাড়িতে থাক। পরে লেবুর খোসা দিয়া তৎক্ষণাৎ নামাও এবং ঢাকিয়া রাখ। খাইবার সময় লেবুর খোসা ফেলিয়া দিলেই হইল, ইহা ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে খাওয়াই কর্ত্তব্য।

দুগ্ধসাগু।

রোগবিশেষে চিকিৎসকগণ দুগ্ধসাগুর ব্যবস্থা করেন। দুগ্ধসাগু বলকারী, লঘুপাক, রোগীর উপযুক্ত কিন্তু দুগ্ধসাগু যে প্রণালীতে সাধারণত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সাগুর পায়স বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং ইহা লঘু না হইয়া গুরুপাক হইয়া থাকে। প্রকৃত লঘুপাক দুগ্ধসাগু কি প্রণালীতে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা লিখিত হইতেছে।

সাগু—এক ছটাক, মিছরি—দুই ছটাক, জল—আধসের, দুগ্ধ—আধসের, ছোট এলাচের দানা একরতি, দারুচিনির গুঁড়া—একরতি।

প্রথমত অল্প পরিমাণে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া (একটী বলক উঠিলেই) তাহাতে চিনি দিয়া নামাইয়া ঢাকিয়া রাখ। পূর্ব্ব হইতে পৃথক একটী পাত্রে সাগুগুলি ধৌত করিয়া এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে আধসের জলের সহিত জ্বাল দিয়া জলসাগুর ন্যায় পাক হইলে তাহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া বারম্বার নাড়িতে থাক, ঘন ঘন না নাড়িলে চাপ্ বাঁধিয়া গিয়া সাগু খারাপ হইয়া যাইবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে, দুগ্ধের সহিত সাগু মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাতে এলাচের দানা ও দারুচিনি চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া দুই একবার নাড়িয়া নামাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাও ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে আহার করা কর্ত্তব্য। সাগু যত ঠাণ্ডা হয়, ততই গুরুপাক হইয়া থাকে।

সাগুর খিচুড়ী।

ইহাও রোগীর উপযোগী। প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ।

সাগু—দুইতোলা, সোনামুগ অভাবে গোটা মুহুরির দাইল—দুইতোলা, লবণ—ছয় আনা, হরিদ্রা বাঁটা—এক সিকি, ছোট এলাচের দানা—

ছুই রতি, দারুচিনি—একরতি, জীরামরিচ বাঁটা—এক আনা, ধনে বাঁটা—এক আনা, জল—আধসের, ঘৃত—এক কাঁচ্চা।

সাগু ও দাইল উত্তমরূপ ধৌত করিয়া আধসের জলের সহিত মিশাইয়া উনানে উঠাও। হাঁড়ীর মুখ ঢাক্‌নী দিয়া ঢাকিয়া দাও। যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন হরিদ্রা দিয়া একবার নাড়িয়া দাও এবং পুনরায় ঢাকিয়া রাখ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ এবং সমস্ত দাইল সাগুর সহিত মিশিয়া না যায়, ততক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার নাড়িয়া দিবে মাত্র। সিদ্ধ হইলে জলের সহিত জীরামরিচ বাঁটা মিশাইয়া ঢালিয়া দিবে এবং লবণ দিবে। কিছুকাল পরে ঘৃত ব্যতিত সমস্ত মসলা দিয়া বার কত ঘন ঘন নাড়িয়া এক দণ্ডেরও কম সময় ঢাকিয়া রাখিবে। পরে ঘৃত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইলেই সাগুর খিঁচুড়ী হইল।

ভূণী-খিঁচুড়ী।

প্রকৃত প্রস্তাবে রাঁধিতে পারিলে ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য হইয়া থাকে। ভূণীখিঁচুড়ীতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের আবশ্যক।

চাউল—দেড় পোয়া, মুগ্‌হরির দাইল—একসের, ঘৃত—আধসের, লবণ তিনতোলা, জল—দেড়সের, হরিদ্রাবাঁটা—একতোলা, বাঁটা ধনে তিনতোলা, বাঁটা আদা—আধতোলা, বাঁটা লঙ্কা—একতোলা, জীরামরিচ বাঁটা—এক তোলা, তেজপাত—দশখানি, ছোট এলাচ গোটা—আধ তোলা, কুচি দারুচিনি—আধতোলা, লবঙ্গ—তিন আনা, দধি—এক পোয়া, পিঁয়াজকুচি—চারিতোলা, (না দিলেও হয়)।

প্রথমে সমস্ত ঘৃত পাক পাত্রে দিয়া তাহা পাকিয়া আসিলে তাহাতে পিঁয়াজকুচিগুলি নিক্ষেপ করিয়া বাদামী রংয়ের হইলে তুলিয়া পৃথক পাত্রে রাখ। যে ঘৃত পাকপাত্রে অবশিষ্ট রাখিয়াছ, তাহাতেই সমস্ত মসলা ও দধি (লবণ ভিন্ন) দিয়া নাড়িতে থাক। দাইল ভাজা হইয়া আসিলে তাহাতে জল ঢালিয়া দিয়া হাঁড়ীর মুখ ঢাক্‌নী দ্বারা বন্ধ কর। ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে লবণ দিয়া আবার ঢাকিয়া রাখ এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার নাড়িয়া দাও। যখন দেখিবে জল মরিয়া আসিয়াছে এবং

সমস্ত দ্রব্যগুলি দিব্য মিশিয়াছে, তখন নামাইয়া রাখিবে এবং কিছুক্ষণ পরে পরিবেশন করিবে। ভুনী-খিঁচুড়ীর দাইলগুলি আস্ত থাকিবে, অথচ থকথকে হইবে।

হিন্দুস্থানী আমের চাট্‌নী।

আহারান্তে চাট্‌নী বড় মুখপ্রিয়। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নিম্নরূপ। প্রথমে কাঁচা আম এক সের কুটিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে সেই আমে কালজীরা বাঁটা দেড় তোলা, লবণ পাঁচতোলা, রশুন দেড় তোলা (না দিলেও হয়), আদা বাঁটা তিন তোলা মিশাইয়া উত্তমরূপ চট্‌কাইয়া এক একটী গোলাকার দলা বাঁধিবে। প্রত্যেক দলা গুলি কলাপাতে মুড়িয়া শুষ্ক করিয়া তৈলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে এবং ব্যবহার কালে তাহা হইতে তুলিয়া ব্যবহার করিবে।

ডিমের রসগোল্লা।

ইহা যেমন বলকারী—তেমনি সুখাদ্য মিষ্টান্ন। প্রস্তুত করিতেও তাদৃশ কষ্ট বা ব্যয় নাই। প্রথমতঃ যে কয়েকটী ডিমের রসগোল্লা করিবে সেই কয়েকটী ডিম সিদ্ধ করিয়া তাহার খোসা পরিত্যাগ করিয়া একটী সরু কাটীদ্বারা তাহার চারিদিকে বিদ্ধ করিবে এবং সেই ছিদ্রপথে লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া প্রবেশ করিয়া দিবে।

একখানি ছোট কড়াইয়ে পরিষ্কার ঘৃত চড়াইয়া পাকিয়া উঠিলে তাহাতে ডিম কয়েকটী ফেলিয়া দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে। ডিম কয়টী যখন বাদামী রংঙে ভাজা হইবে, তখন উহা নামাইয়া পৃথক রাখিবে। একখানি খোলায় একসের চিনি, আধসের জল দিয়া রস প্রস্তুত করিবে, কাটকুটী বেশ যত্নের সঙ্গে তুলিয়া ফেলিবে, রস প্রস্তুত হইলে তাহাতে ডিম কয়টী নিক্ষেপ করিয়া তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডিমের মধ্যে রস প্রবেশ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, রস ডিমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন কড়াই নামাইয়া রাখিবে, দুইদিন পরে, অভাবে একদিন পরে সেই রসগোল্লা ভোজন

করিলে রসনার পরিতৃপ্তি বিধানে সমর্থ হইবেন, বুদ্ধিমান পাচক এসকল নিত্যনূতন খাদ্য প্রস্তত করিয়া বিশেষ প্রশংশালাভ করিতে পারেন।

ক্ষীরের লুচি।

নাম শুনিয়াই বুঝিয়াছেন, ইহা কেমন উপাদেয় খাদ্য। বস্তুত ইহার স্বাদ অতীব মধুর। একবার যিনি ইহার স্বাদ গ্রহণ করেন, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না।

প্রথমে ঘৃত ময়ান দিয়া একসের ময়দা প্রস্তত কর, বেলুন ও চাকীতে ঘৃত মাখাইয়া যতদূর পার পাৎলা করিয়া লুচি প্রস্তত কর। পরে কঠিন ক্ষীর লেছি করিয়া তাহাতে ধীরে ধীরে লুচি প্রস্তত কর। ক্ষীরের লুচি প্রস্তত কালে বিশেষ সাবধান হইবে, যেন ফাটিয়া বা ছিঁড়িয়া না যায়। ক্ষীরের লুচি হইলে নীচে একখানি ময়দার লুচি, তাহার উপর ক্ষীরের লুচি ও তাহার উপর একখানি ময়দার লুচি দিয়া তাহার উপর দুই একবার বেলুন ঘুরাইয়া ধারাল ছুরি দ্বারা গোল করিয়া লুচি খানি কাটিয়া ফেলিলে লুচি খানি দিব্য গোলাকার হইবে, পরে হাত দিয়া ধার গুলি একটু চাপিয়া দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তাহা হইলেই ক্ষীরের লুচি প্রস্তত হইল। আবার এই লুচি যদি চিনির রসে ফেলিতে পার, তাহা হইলে উহার স্বাদ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

ছানার লুচি।

ছানারও অতি সুখাদ্য লুচি প্রস্তত করা যায়। প্রস্ততপ্রণালী নিম্ন রূপ। ছানা সদ্য কাটিয়া তাহা একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া চাপ দিয়া এক ঘণ্টা কাল রাখিবে। ইহাতে ছানা শীঘ্র কঠিন হইবে। পরে ছানা খুলিয়া তাহা অনবরত [illegible]লিতে থাকিবে, একটু নরম হইলে তাহাতে যদি দুই এক ফোটা আতর [illegible]তে পার তাহা হইলে অতি উৎকৃষ্ট হয়। জানা আবশ্যক যে, আতর [illegible] হইবে বলিয়া যেন পুরাতন গন্ধহীন আতর দেওয়া না হয়। এ প্র[illegible]আতর দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্যান্য নিয়ম ক্ষীরের [illegible] ন্যায়।

ক্ষীরের লুচি রসে না ফেলিলেও চলে কিন্তু ছানার লুচি রসে না ফেলিলে চলেনা, স্নুতরাং এ দিকে যেমন লুচি ভাজিবে অমনি পার্শ্বে রস থাকিবে, তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। যে দিন লুচি প্রস্তুত হইবে সে দিন ব্যবহার করিবে না, খোলায় রস ও লুচিগুলি রাখিয়া দিবে, পর দিন আহার করিলে অতি উপাদেয় হইবে।

বৈজ্ঞানিক প্রকরণ।

অধুনা বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির সহিত নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালী সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতেছে। যে সমস্ত দ্রব্যাদির গুণাগুণ আমাদের অজ্ঞাত ছিল, এক্ষণে তাহা আমরা অনায়াসে বিদিত হইতেছি। পাঠকগণ এক্ষণে সহজে তাঁহাদিগের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিলে সামান্য ব্যয়ে অধিকতর আবশ্যকীয় মূল্যবান বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

পমেটম্।

/এক সের বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল একটী পরিষ্কার পাত্রে জ্বালে চড়াও। তৈল ফুটিয়া উঠিলে এবং ফেণা মরিয়া গেলে, তাহাতে এক ছটাক মোম দাও। মোম ও তৈল একত্রে মিশ্রিত হইলে নামাইয়া গরম থাকিতে কুড়ী ফোটা চন্দনের তৈল মিশাইয়া ছায়াতে রাখ, পর দিন তাহা ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া লও। যদি রং করিতে ইচ্ছা হয়, তবে চন্দনের তৈল মিশাইবার পূর্ব্বে তাহাতে ইচ্ছামত পাঁচ রতি পরিমাণে রং দাও। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গন্ধ করিতেও পারা যায়। যিনি যেরূপ গন্ধ ইচ্ছা করেন, তিনি চন্দনের তৈলের পরিবর্ত্তে তাহাই দিবেন।

সোডা ওয়াটার।

একটী পাছা সরু সাদা বোতলে এক পোয়া [illegible] কড়া ফোটা টার-টারিক এসিড (Tartaric acid) দিয়া একবার [illegible] রসে তাহাতে দেড়

ছটাক সোডা নিক্ষেপ করিয়াই সবলে সিপি আঁটিয়া তার দিয়া মুখ বাঁধিবে এবং বোতলের মুখ নিচের দিকে করিয়া রাখ।

লেমনেড।

একটী সাদা বোতলের অর্দ্ধাংশ পরিষ্কার জলে পূর্ণ কর। তাহাতে আধ ড্রাম কার্ব্বনেট অব সোডা (By-carbonet of soda) ও দুই ড্রাম পরিষ্কার চিনি (Powdered sugar) নিক্ষেপ করিয়া দুই চারি বার নাড়। তাহার পর তাহাতে সাইট্রিক এসিড (Citric acid) ৩৫ ফোটা ও লেবুর আতর (Essence of Lemon) ত্রিশ ফোটা মিশ্রিত করিয়া সিপি বন্দ কর।

লেমন সিরপ।

একসের জলে পাঁচ পোয়া পরিষ্কার চিনি দিয়া গরম কর। পরে এক পোয়া লেবুর রস, এক আউন্স নাইট্রিক এসিড (Nitric acid) দিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল ঢাকিয়া রাখিয়া দাও। পরে অর্দ্ধ তোলা ভিনিগার (Vinigar) মিশাইয়া বোতলে পূর্ণ করিয়া রাখ।

সাবান।

আজ কাল সাবানের ব্যবহার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে সাবানের দাম যোগান অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি ঘরে সাবন প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে অল্প খরচে উৎকৃষ্ট ও অধিক সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। বিলাত হইতে যে সমস্ত সাবান আমদানী হয়, তাহা হিন্দুর সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য; ইহা ছড়িয়া দিলেও ইহাতে এমন দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যাহা শরীরের অনেক অনিষ্ট করে, ঘরে সাবান তৈয়ার করিলে কোন দোষও হয় না, অথচ অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়।

একটী বড় পাত্রে করিয়া দুই ভাগ সাজিমাটী, এক ভাগ কলিচুন, এবং তিন ভাগ নারিকেল তৈল দিয়া উত্তাপ দিবে। উত্তমরূপে গলিয়া গেলে তাহাতে এক তোলা ফটকিরি (Alum) নিক্ষেপ করিয়া অল্পক্ষণ পরে তাহাতে জল ঢালিয়া দিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া জ্বাল দিতে থাক। অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটাইয়া রাখ। পর দিন দেখিবে জল হইতে পৃথক হইয়া সাবান

ভাসিতেছে। তখন উহা তুলিয়া লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হইল। যদি ইহা সদগন্ধ করিতে চাও, তবে এই সাবান গলাইয়া ইচ্ছামত গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিলেই হইল। ইহা রং করিতে হইলেও এই সময় প্রতি সেরে আধতোলা পরিমাণে রং দিয়া মিশ্রিত হইলে ছাঁচে ঢালিবে।

ফুলেলতৈল।

কতকটা পরিষ্কার তুলা তীলতৈলে ভিজাইয়া তাহার উপর পুরু করিয়া যে ফুলের তৈল প্রস্তুত করিবে, সেই ফুল (যাতি, চামেলী, বেল—যাহা ইচ্ছা হয়) সাজাইবে, এবং সেই তুলা ফুলের সঙ্গে জড়াইয়া পাঁইজ করিয়া চাপা দিয়া রাখিবে। সপ্তাহ কাল পরে সেই তুলা হইতে টিপিয়া তৈল বাহির করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত তীলতৈল মিশাইয়া লইবে।

কলপ।

একছটাক লেদার্জ্জ (Letharge), দুই ছটাক সোডা (Soda carb), দুইভাগ খটিকা চূর্ণ (Powder of chuk) মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ব্যবহার কালে গরম জলে মিশাইয়া ব্রস দ্বারায় চুলে দিয়া দুই ঘণ্টা পরে ধৌত করিলেই চুল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে। এই কলপ সপ্তাহ কাল স্থায়ী।

কঠিন চুল নরম করণ।

যাহাদের চুল শক্ত, টেরি হয় না, তাহারা আধতোলা গম (Gum) ও সাত আউন্স ট্রাজকলী (Trazcale) জলে মিশাইয়া তাহাতে ১০ফোটা লেবুর আতর ও ৩ আউন্স ভিনিগর (Vinigar) মিশাইয়া চুলে দিয়া চুল যে ভাবে যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকে ফিরিবে।

নকল কালি। (Coppy ink)

ইংরাজি কালিতে লবঙ্গচূর্ণ ও পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া তাহাতে যাহা ইচ্ছা লিখিবে এবং তাহার উপর এক খানি সাদা কাগজ রাখিয়া চাপা দিলে সেই সাদা কাগজে লেখায় নকল উঠিবে।

অদৃশ্যকালি।

তুঁতে আর নিশাদল সমান অংশে জলে গুলিয়া লিখিলে লেখা দেখা যায় না। গরম করিলেই লেখা পড়া যায়। লেবুর রসে কট্‌কিরী

ভিজাইয়া লিখিলে লেখা অদৃশ্য হয়, এবং জলে কাগজ ডুবাইলে লেখা দেখা যায়।

রুপার গাছ।

একটী বোতলে এক আউন্স সুগার অব লেড (Sugar of Lead), বার ড্রাম এসেটিক এসিড (Acetic acid) ও অর্দ্ধ পোয়া জল মিশ্রিত করিয়া, একটী তারে কতকটা দস্তা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে একটী সুদৃশ্য রুপার গাছ হইবে।

কাচপাত্রে খোদাই।

যেখানে খোদাই হইবে, তাহার উপরে মোম লাগাইয়া একটী সূচের দ্বারা লিখিয়া সেই দাগে দাগে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydro clorec acid) দিয়া ১০ মিনিট পরে তাহা তুলিয়া ধুইয়া ফেলিলেই কাচের গায়ে সুদৃশ্য চিত্র অঙ্কিত হইবে।

পিতলকাঁসায় খোদাই।

ইহাতে খোদাই করিতে হইলে মোম দিয়া পূর্ব্ববৎ লিখিবে। কেবল হাইড্রোক্লোরিক এসিডের পরিবর্ত্তে আওডাইন্ (Iodine) দিলেই হইবে।

ভাঙ্গা কাচপাত্র।

গ্ল্যাস, ডিকেণ্টর (Decanter) বোতল প্রভৃতির একটু কানা ভাঙ্গিয়া গেলেই তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, কিন্তু ইহার ভগ্ন অংশ বাদ দিলেই ব্যবহার করা যায়। যতটুকু রাখিতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত জলপূর্ণ করিয়া একটী তপ্ত লৌহসলাকা জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিলেই অকর্ম্মণ্য অংশ ভাঙ্গিয়া যায়। যে স্থানে কাটিতে হইবে সেই স্থানে কেরোসিন তৈলের পলিতা জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। কেরোসিনের পরিবর্ত্তে সলেড অয়েলও (Salad oil) ব্যবহৃত হইতে পারে।

কালির দাগ।

কাপড়ের কালির দাগ তুলিতে হইলে সেই স্থানে আগে মোমবাতী ঘষিয়া তাহা সাবান দিয়া ধৌত করিলেই কালির দাগ উঠিয়া যাইবে।

কাপড়ের চিট্ তুলিবার উপায়।

কাপড়ের চিট্ তুলিতে হইলে সাবান দিয়া তাহার উপর চাথড়ি দিয়া ঘর্ষণ করিলেই চিট্ উঠিয়া যাইবে।

তেলের দাগ তুলিবার উপায়।

কাপড়ে তেলের দাগ লাগিলে জল, ক্ষার, আকরট চূর্ণ ও লেবুর কোয়া ভিজার জল দ্বারা ধৌত করিলেই তেলের দাগ উঠিবে।

গহনায় রং করা।

সোণার গহনার রং খারাপ হইয়া গেলে অগ্নিতে এক গোছা চুল ফেলিয়া দিলে যে ধূম উঠিবে, তাহাতে সেই গহনা থানি ধরিলে কাঁচা সোণার মত রং হইবে।

ক্ষীরচূর্ণ। (Milk Powder)

যে স্থানে দুগ্ধ মিলে না, সেই স্থানে এই ক্ষীর চূর্ণ থাকিলেই তাহাতে দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এক খানি পরিষ্কার কলাই করা লৌহ পাত্রে এক সের খাঁটি দুগ্ধ মৃদুজ্বালে জ্বাল দিবে, যেন কড়ায়ের গায়ে ধরিয়া না লাগে। যখন ক্ষীর হইবে, তখন একখানি খুন্তিতে করিয়া কড়ায়ের গায়ে লাগাইয়া দিবে, এবং আধ পোয়া পেস্তা চূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া এমন ভাবে বোতলে পূরিয়া রাখিবে যে, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। যখন দুগ্ধের আবশ্যক হইবে তখন সেই ক্ষীর চূর্ণের সহিত জল মিশাইয়া জ্বাল দিলেই দুগ্ধ হইবে। ইহার উপকারিতাও অবিকল দুগ্ধের মত।

টাট্‌কা সাক সব্‌জী।

সাক সব্‌জী তিন চারি মাস পর্য্যন্ত টাট্‌কা রাখা যায়। যে দেশে সর্ব্বদা টাট্‌কা তরকারী পাওয়া যায় না, তথাকার অধিবাসীগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের আর কোন কষ্টই থাকে না।

একটী দুই মুখ খোলা পিপের দশ আনা অংশ এমন স্থানে পুতিবে যেথানে অধিক হিম বা অধিক রৌদ্র না লাগে। পরে সেই পিপের মধ্যে সাক্ সব্‌জী পূর্ণ করিয়া পিপের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে, এবং পিপের গলা

পর্য্যন্ত ঢালু করিয়া মাটি ধরাইয়া রাখিবে। তাহা হইলেই বহুদিন পর্য্যন্ত শাক্ সব্জী টাট্কা থাকিবে। পাঠক ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

নূতন লেখা পুরাতন করণ।

বারভাগ জলে এক ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrocloric acid) মিশাইয়া তাহাতে লেখা কাগজ খানি চারি ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া শুকাইয়া লও।

পুরাতন লেখা নূতন করণ।

একটু কালি কেরোসাইনাইড (Cerosinaid) নামক দ্রব্যে গুলিয়া যেখানে যেখানে লেখা পড়া যায় না, সেই সেই স্থানে লাগাও। পরে জলের সহিত হাইড্রক্লোরিক এসিড মিশাইয়া সমস্ত কাগজ খানিতে লাগাইয়া ব্লটীং কাগজে জল তুলিয়া লইয়া শুকাইলে দেখিবে, তাদৃশ অদৃশ্য প্রায় পুরাতন লেখাও দিব্য পড়া যাইতেছে।

কাগজের জাল নিবারণ।

এক ছটাক জলে ১২ ফোটা গ্যালিক এসিড (Galic acid) মিশাইয়া তাহাতে কাগজ খানি ভিজাইয়া তাহাতে লিখিলে সে দলিল কেহ জাল করিতে পারিবে না।

হীরার ফুল।

আধ সের জলে আধ সের ফট্কিরি সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহাতে যে ফুল ডুবাইয়া তুলিবে, তাহাই যেন হীরার জড়োয়া বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপ দুই একটী ফুল বৈটকখানায় রাখিয়া দিলে তাহার শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়।

ফুলের বর্ণ পরিবর্ত্তন।

একটী কাঁচ পাত্রে ইথার (Ithur) দুই ড্রাম ও আধ ড্রাম তরল এমোনিয়া (Amonia) মিশাইয়া তাহাতে লাল ফুল ডুবাইলে নীল ও সাদা ফুল ডুবাইলে স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিবে। ঘর সাজাইতে এইরূপ ফুলের তোড়া বিশেষ উপযোগী।

পীড়া অসাবধানতার শাস্তি

অদৃশ্যকালি।

কাচপাত্রে আধ আউন্স এসেটিক এসিড, আধ আউন্স অক্সাইড অফ কোবল্ট (Oxide of cobalt) ও আধ আউন্স যবক্ষার (Nitrozan) মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লিখিলে লেখা অদৃশ্য হইবে, অগ্নির উত্তাপে দিব্য গোলাপী কালির লেখা দেখা যাইবে।

কাচ পাত্রে তুঁতে, মিউরেট অব এমনিয়া (Meurete of Amonia) সমভাগে মিশাইয়া তাহাতে লিখিলে লেখা অদৃশ্য হইবে, পরে উত্তাপ দিলেই পীতবর্ণ লেখা দৃষ্টি-গোচর হইবে।

মিউরেট অব কোবল্ট (Meurete of cobult) ও জল সমভাগে মিশাইয়া তাহাতে লিখিলে লেখা অদৃশ্য হইবে, পরে অগ্নির উত্তাপে সবুজ বর্ণের লেখা দৃষ্টি গোচর হইবে।

দুগ্ধ ও পেঁয়াজের রসে লিখিলে লেখা অদৃশ্য হইবে, পরে লিখিত কাগজ খানি জলে ডুবাইলে লেখা দেখা যাইবে।

লৌহ অস্ত্র পরিষ্কার।

ছুরি, কাতারী, তরবারী প্রভৃতিতে মরিচা ধরিলে প্রথমত তাহা গরম জলে ডুবাইয়া পরে কাঁকর চূর্ণ (Rotten stone) দিয়া ঘষিবে, পরে শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে সমস্ত মরিচা উঠিয়া যাইবে।

মারবেল পরিষ্কার।

মারবেল পাথরে ময়লা জমিলে সাবান ও কলিচূণ (Quick lime) মাথাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা রাখিয়া সাবান জলে ধৌত করিলে সমস্ত ময়লা উঠিয়া যায়।

রৌপ্য পরিষ্কার।

রূপার বাসন ও গহনা প্রভৃতিতে ময়লা জমিলে একখানি নেকড়া সাবান জলে ভিজাইয়া ঘর্ষণ করিলে সমস্ত ময়লা উঠিয়া যাইবে।

কাচ পরিষ্কার।

প্রথমে সাবান জলে পরিষ্কার করিয়া শেষে চাখড়ি মাথাইবে এবং জল

দ্বারা ধৌত করিবে। তাহা হইলেই আয়না ও কাচের দ্রব্য পরিষ্কার হইবে।

পশমী কাপড়ের তৈলের দাগ তোলা।

পশমের কোন কাপড়ে তৈল পড়িলে প্রথমত সেই স্থানে তারপিন তৈল (Turpentine) লাগাইয়া শুষ্ক হইলে সাবান দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া জলে ধৌত ও বাতাসে শুষ্ক করিলেই কাপড়ের তৈল উঠিয়া যাইবে।

সিরপ।

দুই সের জলে আধ সের পরিষ্কার চিনি দাও এবং কয়েক মিনিট ফুটিলে তাহাতে ডিমের হরিৎ অংশ নিক্ষেপ কর। পরে বোতলে পুরিয়া প্রতি বোতলে ১০ ফোটা লেবুর আতর দাও।

ল্যাভেন্‌ডার।

ল্যাভেণ্ডার (Levender water) প্রস্তুত করিতে হইলে মৃগনাভির তৈল (Essence of musk) চারি ড্রাম, এমবারগ্রিস (Essence of Ambergris) চারি ড্রাম, দারুচিনির তৈল (Oil of Cinnamon) দশ ফোটা, গিরিনিয়ম ফুলের তৈল (Oil of geranium) দুই ড্রাম, স্পিরিট ২০ আউন্স একত্রিত করিলেই ল্যাভেণ্ডার প্রস্তুত হইল।

গোলাপী হেয়ার অয়েল।

অলিব অয়েল (olive oil) এক পাইণ্ট, গোলাপী আতর (otto Roses) ১০ ফোঁটা, চৌব তামাকের আতর (Essence of Bergamot) দশ ফোটা একত্রে মিশাইলেই হেয়ার অয়েল প্রস্তুত হইল।

গোলাপীতৈল।

অলিব অয়েল দুই পাইণ্ট, অটো অব রোজ এক ড্রাম, অইল অব রোজমেরি (Oil of rosemery) এক ড্রাম, এলকানেট রুট (Alkanet-root) এক ড্রাম, সামান্য গরম করিলেই প্রস্তুত হইল। এলকানেট রুট না দিলেও ক্ষতি নাই। ইহা কেবল রংয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৈলে দিলে গাঢ় গোলাপী হয়।

বৃষ্টির জলে জুতা রক্ষা।

এই প্রকার করিলে জুতায় জল লাগিলেও তাহা ভিজিবে না। বর্ষা-কালে জুতার জন্য লোককে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এক্ষণে তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিলে গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন।

মসিনার তৈল (Linseed oil) এক পাইণ্ট, তারপিন তৈল সিকি পাইণ্ট, ইওলো ওয়াক্‌স্ (yellow wox) এক ছটাক, বরগণ্ডিপিচ্ (Burgundy pitch) এক ছটাক, একত্রে মিশ্রিত ও জ্বাল দিয়া রাখিবে। ব্যবহারকালে ইহা ব্রসে করিয়া জুতায় মাখাইয়া রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে রাখিলেই হইল।

কর্পূরের মালা।

ইহা দেখিতে যেমন সুদৃশ্য, উপকারিতাও তদ্রূপ। এই মালা একগাছি গৃহে থাকিলে অনেক পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারা যায়। সামান্য পরিশ্রম ও সামান্য ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। স্পারমেসিটি (Spermaceti) ও হোয়াইট ওয়াক্স (white wox) চারি ড্রাম, অ্যালমণ্ড অয়েল (almond oil) এক আউন্স, ও তিন ড্রাম কর্পূর একত্রে মিশ্রিত করিবে। কর্পূর মিশাইবার পূর্ব্বে তাহা অল্প পরিমাণে স্পিরিটে ফেলিবে। এইরূপ প্রস্তুত হইলে ছাঁচে ঢালিয়া সূচী দ্বারা ছিদ্র করিলেই এবং সূত্র দ্বারা গাঁথিয়া লইলেই হইল।

জামের আরক।

এক ঝুড়ি সুপক্ক জাম একটী পাত্রে রাখ। চারি পাঁচ দিন রৌদ্রে দিয়া তাহাতে পরিমাণ মত লবণ দিয়া আর দুই দিন রাখ। পরে সেই পাত্রে সমস্ত জামগুলি চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে প্রতি সেরে আধ পোয়া হিসাবে চিনি মিশাইয়া এক দিন রৌদ্রে রাখিবে। ইহা বৎসরাবধি ভাল থাকে।

কেশ বর্দ্ধক তৈল।

চারি আউন্স এরণ্ডতৈল (Caster oil) ৪ আউন্স উৎকৃষ্ট জ্যামেকা রম, ত্রিশ ফোটা গোলাপের তৈল মিশাইয়া বোতলে রাখিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে কেশ বৃদ্ধি ও সুদৃশ্য হইবে।

কৃত্রিম স্বর্ণ।

পরিশ্রুত ভার্দিগ্রিস ৪ আউন্স, টাটিকা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া প্রেসাটেস (Tutice alexandr ine parasabams,) দুই আউন্স, সলপেটর এক আউন্স, বারক্স (boraks) আধ আউন্স, সমস্ত মিশাইয়া উত্তাপ দাও এবং জলে নিক্ষেপ কর।

ডিম্ব।

বহুদিন ডিম্ব রাখিতে হইলে এক গাম্‌লা জলে ৩২ আউন্স লবণ, আট আউন্স ভেলা টারটারিক এসিড একত্রে মিশাইয়া সেই জলে ডিম্ব রাখিলে টাট্‌কা থাকে।

মাংস।

বহু দিন মাংস রাখিতে হইলে ননীতোলা দুগ্ধে টাট্‌কা মাংস ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন বেশ থাকে।

মধুমদ্য।

মদের বিকটতা নিবারণ করিতে হইলে দশ সের মধু, সিডার (cider) ১২ গ্যালন, রম আধ গ্যালন ও ব্রাণ্ডী আধ গ্যালন মিশাও, তাহাতে টারটার ৬ আউন্স, এবং এমণ্ড এক আউন্স মিশাইলেই হইল।

সিরপ ওয়াইন।

জল ৫০ গ্যালন, এল্‌ডার যুষ (alder juse) ৫০ গ্যালন, চিনি ১২০ পাউণ্ড, ক্লোভস্‌ (cloves) আধ আউন্স, জিঞ্জার এক আউন্স একত্রে উত্তপ্ত ও তাহাতে তিন গ্যালন স্পিরীট মিশাইয়া বোতলে পূর্ণ করিয়া রাখিলেই হইল।

সুগন্ধী লজঞ্জিস্‌।

কাসিয়া তিন ভাগ (cassia), মির (myrrh) দুই ভাগ, স্যাফর্ণ (safforn) দুই ভাগ, চিনি ১০০ ভাগ, গোলাপ ৫ ভাগ উত্তাপে নরম হইলে তাহা ইচ্ছামত আকৃতিতে ছাঁচে বা হাতে প্রস্তুত করিলেই হইবে।

লেমন সুগার।

টারটারিক এসিড ৩ আউন্স, চিনি পরিষ্কার ৭ আউন্স, লেবুর আতর ৩ ড্রাম একত্রে মিশাইলেই হইল।

চৈন স্বর্ণ।

তাম্র ৩০ ভাগ, পিতল দশ ভাগ ও টিন ৭ ভাগ উত্তাপে মিশ্রিত করিলেই হইল।

জারমান্ সিল্ভার।

নিকেল ১ ভাগ, জিঙ্ক ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিলেই হইল।

ম্যাকাসার অয়েল।

অলিব অয়েল ১ পাউণ্ড, অরিজনম্ (orizanum) এক ড্রাম, অয়েল অব রোজমেরী ১ স্ক্রূপল একত্রে মিশাইলেই হইল।

মিল্ক অব রোজ।

অয়েল অব অ্যামণ্ড (Almond) ৪ আউন্স, পীওরলাস্ (Peorlash) ১ ড্রাম, গোলাপ জল এক আউন্স একত্রে মিশাইয়া তাহাতে ৪ আউন্স বিশুদ্ধ খাঁটি দুগ্ধ দাও। ইহা মুখব্রণের একটী চমৎকার ঔষধ

গোলাপী লজঞ্জিস।

চিনি ৬ পাউণ্ড, ষ্টাচ্ ১ পাউণ্ড, অটোরোজ ১ ড্রাম, ও গম চূর্ণ ১২ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিলেই হইল।

রোজমেরী ওয়াটার।

রোজমেরী টপ ২১ পাউণ্ড, জল ১০ গ্যালন, ৭ গ্যালন থাকিতে নামাইয়া ফিল্টার করিলেই হইল।

গোলাপী তৈল।

পরিষ্কার অলিব অয়েল ২ ভাগ, গোলাপ ফুলের পাতা ১ ভাগ, পরিষ্কার তীলতৈল ২ ভাগ একত্রে সপ্তাহ কাল ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লও।

গোলাপী পমে[illegible]

গোলাপী পমেটম প্রস্তুত করিতে হইলে চর্ব্বি ১১ ভাগ ও গোলাপের পাতা ৪ ভাগ গরম জলে সিদ্ধ কর। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া দুই দিন পাত্র সহিত ঢাকিয়া রাখ। পরে উত্তমরূপ গলিলে দেখিবে, জল

হইতে পৃথক হইয়াছে। তখন জল হইতে উঠাইয়া পুনরায় জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে ৫ ফোটা গোলাপী আতর মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হইল।

জল হইতে শুষ্ক হস্ত তোলা।

লিউকোপোডিয়মের চূর্ণ (Powder of Liucopodium) হস্তে মাখিয়া জলের মধ্যে হস্ত ডুবাইলে হস্তে জল লাগিবে না।

স্বতঃ ঘূর্ণায়মান গোলক।

অতি উষ্ণজলে কর্পূরের ডেলা নিক্ষেপ করিলে তাহা আপনা হইতে ঘুরিতে থাকিবে, আবার তাহাতে একফোটা তার্পিন তৈল নিক্ষেপ করিলে আরও ঘুরিতে থাকিবে।

বিনা জলে জল প্রদর্শন।

একটী খলে এক কাঁচ্চা কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া, নীল ভিটলের চূর্ণ এক কাঁচ্চা, সল্‌পেট অব সোডা এক কাঁচা, এসিটেড লেড্ এক কাঁচ্চা একত্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলেই দেখিবে, জলে খল পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এসেন্স অব রোজ।

অটোরোজ ৭ ড্রাম, স্পিরিট এক গ্যালন, একত্রে মিশাইয়া তাহাতে গোলাপ ফুলের কুঁড়ী মিশাইয়া এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিবে।

উইণ্ডসর সাবান।

কঠিন সাবান ৭ পাউণ্ড, অয়েল করাওয়ে (coraway) ২ ড্রাম, কাসিয়া চূর্ণ ৩ আউন্স একত্রে জ্বালে চড়াইয়া গলিলে ছাঁচে ঢালিবে।

কৃত্রিম বজ্র।

লৌহের গুঁড়া দুই ড্রাম, ১ ড্রাম স্পিরিটে মিশাইয়া তাহা একটী সরু টিনের নলে পূর্ণ করিবে, এবং তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। সংযোগ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক আউন্স বিলাতি বারুদ যে দিকে আগুন দিবার পথ আছে, সেই দিকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া অগ্নি দিলে বজ্রের ন্যায় ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইবে।

কৃত্রিম ঝড়বৃষ্টি।

যে বৃক্ষের কোটর বৃহৎ এমন একটী বৃক্ষের কোটর জল দ্বারা পূর্ণ

রাখিয়া দর্শকগণকে তাহার নিম্নে লইয়া যাইবে। প্রদর্শক বৃক্ষে উঠিয়া সেই জল মধ্যে কতকটা সল্‌ফার নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি দিবার পূর্ব্বে এক বোতল সতেজ স্পিরিট দিয়া পরিশেষে তাহাতে অগ্নি দিবে। তাহা হইলে সেই জল ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিম্নে ছিটাইয়া পড়িবে। দর্শকগণ তাহা দর্শনে মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈল প্রস্তুতের প্রণালী।

দ্রব্যাদির নাম।

নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল, অ্যালকেনিক রুট, গোলাপফুল, পচাপাতা, চন্দন কাষ্ঠ, হেনা কাষ্ঠ, দোনা, একাঙ্গি, কস্তুর, শতমুলী, তাম্বুল, হেনার তৈল, কাহি, চন্দন, লিমন গ্রেস্ অয়েল (লেবুর আতর), ভারবেনা, জাফ্‌রাণ, বণ্‌কালী, নিরোলি, অটোডিরোজ, রোজমেরি, বর্গমেট, লেবেণ্ডার, জ্যারানিয়ম, শিনেমন্, লবণ।

সুবাসিত তৈল প্রস্তুতের নিয়ম।

নারিকেল তৈল /২॥০ সের, অ্যাল্‌কেনিক রুট ৵০ অর্দ্ধ ছটাক, গোলাপ ফুল /।০ একপোয়া, পচাপাতা /।০ একপোয়া, চন্দনকাষ্ঠ অর্দ্ধ পোয়া, হেনাকাষ্ঠ/০ এক ছটাক, রেড়ির তৈল /॥০ অর্দ্ধ সের, কাহি (ইণ্ডিয়ান জিঞ্জার গ্র্যাণ অয়েল) দেড় ছটাক, হেনার তৈল ৵০ ছটাক, চন্দন তিন কাচ্চা, অটোডিরোজ ৩০ ফোটা।

"নারিকেল তৈল" (কোঁচনিয়ে তৈল) পরিষ্কৃত অর্থাৎ সাদা জলের ন্যায় পাৎলা, দুর্গন্ধ বিহীন, অনুমান আট আনা সের। কলিকাতা জগন্নাথের ঘাটে নারিকেল তৈল ব্যবসায়ীদিগের নিকট পাওঁয়া যায়।

"আল্‌কেনিক রুট" (বিলাতী কাষ্ঠ বিশেষ) লাল রং। ইহা কলিকাতার বিলাতী ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট কিম্বা বেনের দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ২॥০ টাকা সের।

"গোলাপ ফুল," বছরাই গোলাপ ফুলের শুষ্ক কুঁড়ি। ||০—৸০—১৲ টাকা সের বিক্রয় হয়। মাথাঘসার গলি এবং অন্যান্য বেনের দোকানে পাওয়া যায়। "চন্দনকাষ্ঠ, "পচাপাতা" "হেনা কাষ্ঠ" মাথাঘসার মসলা বিশেষ। উক্ত দোকানে পাওয়া যায়। ঐ মূল্য।

"রেড়ির তৈল," যাহাকে ইংরাজিতে ক্যাষ্টর অয়েল কহে। "গাবদানার তৈল।" উৎকৃষ্ট জলের ন্যায় পাৎলা, স্বল্পগন্ধযুক্ত। বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

"কাহি," আতর বিশেষ। আতরওয়ালার দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ১০। ১২ টাকা সের।

"হেয়ার তৈল," ফুলাল তৈল বিশেষ, মূল্য ৩।৪ টাকা সের।

"চন্দন তৈল," মূল্য ১৮।২০ টাকা সের।

"অটোডি রোজ," গোলাপের বিলাতী আতর। মূল্য প্রতি শিশি ১৸০ আনা। বিলাতী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

"নিরোলি" কমলা লেবুফুলের আতর। বিলাতী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। ১ড্রাম শিশি ১।৵০ আনা।

"রোজমেরি," "বর্গেমেট," "জ্যারানিয়ম," "লেভেণ্ডার" বিলাতী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। ১আউন্স।৵০ আনা।

"লেমন্ অয়েল," লেবুর আতর। আতরওয়ালার দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ৶০ আনা ভরি।

"ভার্ব্বেনা," বিলাতী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

"লবণ," যে লবণ আমরা খাই।

তৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

তেল আনিয়া চিনে মাটির জার কিম্বা মাটির কলসী করিয়া ১ দিবস রৌদ্রে দিবেন। তৎপরে "অ্যালকেনিক রুট" গোলাপফুল, চন্দন কাষ্ঠ, হেনা কাষ্ঠ, পচাপাতা ইত্যাদি হামান দিস্তা দ্বারা অল্প পরিমাণে থেত্‌লিয়া তৈলে ফেলিবেন। ৮।১০ দিবস পরে তৈল হইতে মসলা ছাঁকিয়া ফ্লানেল, বা ব্লটীং কাগজদ্বারা উত্তমরূপ পরিষ্কার করিবেন। এমন ভাবে পরিষ্কার করিবেন, যাহাতে তৈলে ময়লা না থাকে। সমস্ত প্রকার

তৈলেই এরূপ করিতে হয়। ঐ তৈলে প্রথমে রেড়ির তৈল উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবেন। তৎপরে লবণ ফেলিয়া দিবেন। তৎপরে হেনা তৈল, চন্দন তৈল ঐরূপ ভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে। একত্রে সমস্ত মিশ্রিত করিয়া, এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ন্যূনাধিক কুড়ি বার ঢাল উপর করিতে হইবে। তৎপরে ঐ তৈল এক দিবস এমত ভাবে আবৃত রাখিতে হইবে, যাহাতে বায়ু প্রবেশ বা বহির্গত না হয়। তৎপর দিবস অটোডিরোজ মিশ্রিত করিয়া বোতল কিম্বা শিশিতে পুরিবেন।

পরিমাণ নারিকেল তৈল /১৷৹ পাঁচ পোয়া, অ্যাল্‌কেনিক রুট এক তোলা, গোলাপফুল অর্দ্ধ ছটাক, পচাপাতা অর্দ্ধ ছটাক, হেনা তৈল দুই ছটাক, রেড়ির তৈল অর্দ্ধ পোয়া, লবণ এক তোলা, কাহি এক ছটাক, চন্দন তৈল এক ছটাক।

১নং তৈল।

নারিকেল তৈল /১ এক সের, অ্যাল্‌কেনিক রুট এক ছটাক, পচাপাতা ৻১৹ অর্দ্ধ ছটাক, গোলাপফুল ৻১৹ অর্দ্ধ ছটাক, হেনা তৈল /৹ এক ছটাক, লবণ একতোলা, চন্দন তৈল ৻৫ এক তোলা, কাহি ৻১৹ অর্দ্ধ ছটাক।

২ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /৫ পাঁচ সের, গোলাপফুল অর্দ্ধ সের, অ্যাল্‌কেনিক রুড /৹ এক ছটাক, রেড়ীর তৈল আধ সের, কাহি তিন ছটাক, হেনা /৷৹ তিন পোয়া, চন্দন ৶৹ তিন ছটাক।

৩ নং তৈল।

নারিকেল তৈল ।৹ দশ সের, অ্যাল্‌কেনিক রুট ৷৶৹ ছটাক, গোলাপ ফুল /১ এক সের, পচাপাতা /৷৹ অর্দ্ধ সের, চন্দন কাষ্ঠ /।৹ এক পোয়া একাঙ্গি /।৹ এক পোয়া, কস্তুর /।৹ এক পোয়া, হেনা তৈল এক সের, চন্দন তৈল /।৹ এক পোয়া, চামেলী তৈল /১ সের, গোলাপী আতর ২ দুই ভরি, কাহি /।৹ এক পোয়া।

৪ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /১।৹ পাঁচ পোয়া, অ্যাল্‌কেনিক রুট এক তোলা, গোলাপফুল ৻১৹ অর্দ্ধ ছটাক, পচাপাতা ৻১৹ অর্দ্ধ ছটাক, হেনা তৈল ৶৹

দুই ছটাক, রেড়ির তৈল ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া, লবণ ৻৫ এক তোলা, কাহি /০ একছটাক, চন্দন /০ এক ছটাক।

৫ নং তৈল (অতিশয় স্নিগ্ধকারি)।

নারিকেল তৈল।০ দশসের, অ্যাল্‌কেনিক রুট /০ এক ছটাক, গোলাপ ফুল /৷৷০ আধ সের, পচাপাতা /৷৷০ আধ সের, দোনা /।০ এক পোয়া, কস্তুরী /।০ এক পোয়া, শতমূলী ৵০ দুই ছটাক, হেনা /।০এক পোয়া, চন্দন তৈল ৵০ আধ পোয়া, কাহি ৵০ দুই ছটাক, লেমন্ অয়েল ৵০ আধ পোয়া।

৬ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /৩ তিন সের, অ্যাল্‌কেনিক রুট /০ এক ছটাক, হেনা /।০ এক পোয়া, রেড়ির তৈল ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, লবণ ৻৫ এক তোলা, লেমন গ্রেস অয়েল /০ ছটাক।

৭ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /৫ পাঁচ সের, অ্যাল্‌কেনিক রুট /০ এক ছটাক, গোলাপফুল /।০ এক পোয়া, কাহি ৶০ তিন ছটাক, রেড়ির তৈল /৷৷০ অর্দ্ধ সের, লবণ ৻১০ অৰ্দ্ধ ছটাক, লেমন গ্রেস অয়েল /১০ দেড় ছটাক।

৮ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /৪, অ্যাল্‌কেনিক রুট /০, তাম্বুল /০, একাঙ্গি /০, দোনা ৻৫, কস্তুর /০,গোলাপফুল ৻১০, পচাপাতা ৻১০, চন্দনকাষ্ঠ ৻১০, হেনা তৈল ৵০, কাহি ৶০, চন্দন তৈল ৵০।

৯ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /৷৷০, অ্যালকেনিক রুট /০, পচাপাতা /০, লেমন গ্রেস অয়েল /।০, ভার্ব্বেনা ৵০ ছটাক।

১০ নং তৈল।

নারিকেল তৈল /১, আল্‌কেনিক রুট /০, পচাপাতা /০, ভার্ব্বিনা /০।

পাঠকগণ! তৈলের ভাগ উৎকৃষ্ট হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর ক্রমে লিখিত হইয়াছে।

নানাবিধ বাজী।

নীল আলোক।

এণ্টিমনি (Metalic Antimony) ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোরা ৫ ভাগ, পৃথক চূর্ণ ও শুষ্ক করত মিশ্রিত করিবে।

সবুজ আলোক।

আর্সেনিক (Metalic Arsenic) দুই ভাগ, কয়লা তিন ভাগ, ক্লোরেট অব পটাশ (Clorete of potash) পাঁচ ভাগ, গন্ধক তের ভাগ, নাইট্রেট অব ব্যারাইটা (Nitrate of Barieta) আশি ভাগ পৃথক চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া লইবে।

লাল আলোক।

গন্ধক এক ভাগ, সোরা এক ভাগ, সল্‌ফিউরিক অব এণ্টিমনি (Sulpheuric of Antimony) এক ভাগ, নাইট্রেট অব ষ্টন্‌সিয়া (Naitrate of Stensia) পাঁচ ভাগ পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া লইবে।

গোলাপী আলোক।

গোলাপী আলোক (Rose red-light) প্রস্তুত করিতে হইলে গন্ধক ষোল ভাগ, ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়ম (Cloraide of Calsium) তেইশ ভাগ, ক্লোরেট অব পটাশ (Clorate of potash) একষষ্টি ভাগ চূর্ণ করত মিশাইয়া লইবে।

বাইলেট আলোক।

বাইলেট আলোক (Violet light) প্রস্তুত করিতে হইলে কয়লা আট ভাগ, গন্ধক দশ ভাগ, তাম্র (copper) পনের ভাগ, ক্লোরেট অব পটাশ ত্রিশ ভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিলেই হইল।

সাদা আলোক।

সোরা ষাট ভাগ, গন্ধক কুড়ি ভাগ, ব্ল্যাক এণ্টিমনি (Black Antimony) দশ ভাগ, কর্পূর চারি ভাগ, বন্দুক তাঙ্গার গুড়া ছয় ভাগ একত্রে মিশাইলেই হইল।

হাওয়াই।

তিন ভাগ সোরা, দুই ভাগ গন্ধক, দুই ভাগ কয়লা পৃথক চূর্ণ কর, তাহাতে দুই ভাগ লোহার গুঁড়া মিশাও। তারপর নলে পুরিয়া এক দিক বন্ধ করিয়া নীচের দিকে পলতে আঁটিয়া এবং তাহার গায়ে একটী তিনহস্ত পরিমিত সলাকা বাঁধিলেই হইল।

মতিয়া তুবড়ী।

সোরা চল্লিশ ভাগ, গন্ধক সাড়ে বার ভাগ, কয়লা সাড়ে তিন ভাগ, বন্দুকের চুঙ্গী ভাঙ্গার গুঁড়া দেড় ভাগ একত্রে মিশাইয়া খুলিতে পুরিবে।

বাতাসী তুবড়ী।

সোরা ষোল ভাগ, গন্ধক সাড়ে ছয় ভাগ, কয়লা আড়াই ভাগ, লোহা চূর্ণ সওয়া ভাগ মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ খুলিতে পুরিবে।

রংমসাল।

সোরা কুড়ি ভাগ, গন্ধক পাঁচ ভাগ, হরিতাল আড়াই ভাগ, মনছাল (মনঃশীলা) সওয়া ভাগ, রংসবেদা অর্দ্ধ ভাগ একত্রে মিশাইয়া চুঙ্গিতে পুরিলেই হইল। চুঙ্গি প্রস্তুত করিতে পুরু কাগজ ব্যবহার করা উচিত।

তারাবাজী।

ষাইট ভাগ সোরা, আড়াই ভাগ গন্ধক, আড়াই ভাগ কয়লা, সাড়ে পাঁচ ভাগ হরিতাল একত্রে মিশাইয়া তল্‌তা বাঁশের চুঙ্গিতে পুরিলেই হইল। ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে অসংখ্য তারার ন্যায় ফুল কাটিতে থাকে।

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।

গৃহস্থ এই কয়েকটী নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ রাখিবেন। এই কয়েকটী তাঁহাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ফুল গাছের পোকা নিবারণ।

ফুল গাছে পোকা লাগিলে জলের সহিত গন্ধক (sulphur) ও তামাক

চূর্ণ মিশাইয়া গাছের উপর ঢালিয়া দিবে, তাহা হইলে দুই এক দিনে পোকা নষ্ট হইয়া ফুলগাছ আবার নবপল্লবিত ও পুষ্পে শোভিত হইবে।

পঙ্গপাল, কাম প্রভৃতি নিবারণ।

শষ্যক্ষেত্রে পঙ্গপাল ও কাম ফড়িং আসিয়া শষ্য নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার নিবারণ আবশ্যক। ক্ষেত্রের চারি কোণে চারিটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালিবে। যে সমস্ত কাষ্ঠে অধিক ধূম হয় তাহাই ইহাতে দিবে। অত্যন্ত ধূম হইলে তাহাতে দুই একটী শুষ্ক তামাকের পাতা দিবে। এই ধূম যতদূর যাইবে, পঙ্গপাল প্রভৃতি ততদূর হইতে পলায়ন করিবে।

ইন্দুর নিবারণ।

স্থকরের চর্ব্বি জলে দিয়া ১৫০ ডিগ্রি (Fahrenheit) তাপ দাও, পরে তাহাতে সিকি পরিমাণ হুইস্কি সুরা (Encore whisky) মিশাইয়া বোতলে পূর্ণ করত তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখ। শীতল হইলে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেই দ্রবপদার্থে বস্ত্রখণ্ড শিক্ত করত ইন্দুরের গর্ত্তে দাও এবং যেখানে যেখানে ইন্দুরের গমনাগমন বুঝিবে, তথায় ছিটাইয়া দাও। সে গৃহ হইতে ইন্দুর নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে।

আরস্থলা নিবারণ।

এক চাম্‌চা প্লসটার (Plaster) দ্বিগুণ পরিমাণে জই চূর্ণ (Out powder) এবং সামান্য চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘরের কোণে বাক্সের মধ্যে রাখিবে। ইহার গন্ধ পাইলেই আরস্থলা পলায়ন করিবে।

পিপীলিকা নিবারণ।

কলিচূণ জলের সহিত মিশাইয়া পিপীলিকার গর্ত্তে দিলে তাহারা পলায়ন করে। খাদ্য দ্রব্যে কর্পূর দিয়া রাখিলে তাহাতে আর পিপীলিকার উপদ্রব হয় না। তামাক ভিজার জলও পিপীলিকা নিবারণের অমোঘ ঔষধ।

ছারপোকা নিবারণ।

স্পিরিট অফ্ নাপ্‌থা (Spirit of Naphtha) দ্রবে [illegible] করিয়া শয্যায়,

পালঙ্কে এবং যেখানে যেখানে উহাদের থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে দিলে ছারপোকার আর উপদ্রব থাকে না।

মাছির উপদ্রব নিবারণ।

আধ চাম্‌চা ব্ল্যাক পেপার (Black papher) চূর্ণ, এক চাম্‌চা ব্রাউন সুগার (Brown Sugar) আর এক চাম্‌চা সর বা মাখন(Cream) একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখ, তখনি ঘরের সমস্ত মাছি পলায়ন করিবে।

মশক নিবারণ।

কুলকাঠের সতেজ অগ্নিতে নাল্‌তে (তিক্ত পাটের পাতা) নিক্ষেপ করিলে যে ধূম নির্গত হইতে থাকিবে, সেই ধূম গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সমস্ত ঘরে লাগাইবে। তাহা হইলে গৃহের সমস্ত মষক মরিয়া যাইবে।

কয়েকটী টোট্‌কা।

সহজ সহজ টোট্‌কা জানা থাকিলে সময় সময় তাহার দ্বারা বড়ই উপকৃত হওয়া যায়। ঔষধ নাই, চিকিৎসক নাই, এমন সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার প্রতিকারে টোট্‌কাই একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং দুই একটী টোট্‌কা শিক্ষা করিতে বোধ হয় কেহই অসম্মত হইবেন না।

বিষক্রিয়ার প্রতিকার।

আর্শেনিক (Arsenic) উদরস্থ হইলে গরম জল, প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ, তুঁতে ভিজার জল, ডিম্বের শ্বেত অংশ, এই সকল খাইতে দিবে। ইহাতে আর্শেনিক উঠিয়া পড়িবে।

পারদ (Mercury), কেলোমেল (Celomel) প্রভৃতি উদরস্থ হইলে উষ্ণ জল খাইতে দিবে। তুঁতের জল আরও উপকারী।

অত্যধিক এসিড (acids, as Hydroeloric, salt, Sulphur &c) উদরস্থ হইলে ম্যাগনেসিয়া, (Magnesia) সাবানগোলা জল ও চাখড়ি খাইতে দিবে।

উদ্ভিজ্জের সহিত বিষ উদরস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ (Sulphate of zink) গরম জল ও দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে।

বিন্দু মাত্র অশ্রু দুঃখের পূর্ণ নিদর্শন

ফলের ক্ষতিত বিষ উদরস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ সোহাগা ও তুঁতে ভিজাইয়া সেই জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে। আমিষজলও ইহার প্রধান ঔষধ।

ক্ষিপ্ত জন্তুর দংশন জনিত বিষ নিরাময় করিতে হইলে দষ্ট স্থান কষ্টিক (Caustic) দিয়া দাগ দিবে। জোলাপ এবং গরম জল বা দুগ্ধ পান করিতে দিবে। যদি সময় ও সুবিধা হয়, তবে রোগীকে একবার ক্ষৌর-কর্ম্ম করিবে।

সকলের দ্রষ্টব্য।

১। জলমগ্নে অনেক লোকের মৃত্যু হয়, অতএব জলপথে বা জলে সাবধান হইবে। যাঁহারা সন্তরণ জানেন না, তাঁহাদিগের জলপথে গমন, অবগাহন ও স্নান অবিধি।

২। বৃষ্টির সময় বৃক্ষতল, লৌহস্তম্ভ, উচ্চচূড়মন্দিরাদিতে আশ্রয় লইবে না। কেন না এই সকলেই বজ্রপাত হয়।

৩। শীতবাত হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করিবে।

৪। উন্মত্ত অশ্বে আরোহণ, বা জীর্ণ কোন বস্তুর উপর (মঞ্চ প্রভৃতি) আরোহণ সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

৫। গৃহের বিষাক্তদ্রব্য (ঔষধ, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি) সমুদায় পৃথক্ স্থানে সাবধানে রাখিবে, এবং বড় বড় অক্ষরে তাহার উপর "বিষ" এই কথা লিখিয়া রাখিতে ভুলিও না।

৬। একদিকে যাইতে অন্য দিকে চাহিও না। তাহাতে জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৭। গৃহের মধ্যে, গৃহপথে বা পথে কাচকণ্টকাদি রাখিও না।

৮। অগ্নির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

৯। সযত্নে পীড়িতের (যদি থাকে) ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

১০। বালক বালিকারাই দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দীপ ও বস্ত্রাদি এক স্থানে রাখিবে না। অসাবধানকে

দীপের নিকট যাইতে দিও না, অশান্তের নিকট টোট্‌কা জিনিষ (কাচাদি) রাখিও না।

বিসূচিকা।

১। রোগীর শয্যা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

২। ধুনা ও অগ্নি সর্ব্বদা গৃহ মধ্যে রাখা আবশ্যক।

৩। রোগীর মল পল্লীর বাহিরে পুঁতিয়া ফেলিবে, নতুবা এই পীড়া সমস্ত পল্লীতে সংক্রমিত হইবে।

৪। রোগীর উদর ফ্ল্যানেল (Flannel) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে।

৫। রোগীর ধূমপান নিষিদ্ধ।

৬ নিদ্রার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মাদক দ্রব্য বা অহিফেন সেবন করাইয়া রোগীকে নিদ্রিত করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে।

৭। চিকিৎসক যাহাতে উপস্থিত থাকিয়া ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্য জীবনের সুখ, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে জীবনে সুখ থাকে না। স্বাস্থ্য রক্ষায় অধিক কষ্ট নাই। এই কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করিলেই যথেষ্ঠ।

১ সর্ব্বদা পরিষ্কার নির্ম্মলবায়ু সেবন করিবে। যদি কার্য্যবশতঃ সর্ব্বদা সে সুবিধা না ঘটে, তবে প্রভাতে বায়ু সেবন করিবে।

২। দেহের পরিচালনে—দেহের উন্নতি, সুতরাং দেহের পরিচালন করিবে; তবে যাঁহারা জীবিকার্থ সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা আর পৃথক দেহচালন কি করিবেন?

৩। শারিরীক ও মানসিক, উভয় পরিচালন সমান অংশে করিবে, নতুবা এক দিক অকর্ম্মণ্য হইয়া বিশেষ ক্ষতি করিবে।

৪। তামাক ও মদ্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। যিনি যাহাই বলুন, ইহা নিশ্চয়ই শরীরের অবনতি করে।

৫। পুষ্টিকর খাদ্যই ব্যবহার করিবে, নতুবা অহিতকর খাদ্য রাশি রাশি উদরস্থ করিয়া পাকযন্ত্র দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিও না।

৬। মৎস্য মাংস পুষ্টিকর, ইহা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু পচা মাছ বা রুগ্ন পশুর মাংস কদাচ ব্যবহার করিবে না।

৭। প্রত্যেক ঋতুর পরিবর্ত্তনে পরিচ্ছদের তারতম্য করিবে, নতুবা পীড়িত হইবার সম্ভাবনা।

৮। প্রত্যেক ঋতুর শেষে ও ঋতুর প্রথমে পীড়া হইবার সম্ভাবনা, সে সময় বিশেষ সাবধান হইবে।

৯। উৎকট পরিশ্রম বা নিষ্কর্ম্মে জড়বৎ অবস্থান, শরীরের বিশেষ অবনতি করে।

১০। স্নান, ভোজন, পান ও শয়ন প্রভৃতির যথাসাধ্য নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিবে।

১১। কৌতুক প্রদর্শনার্থ জিদের উপর কোন উৎকট কার্য্য করিবে না। ইহাতে শরীরের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে।

গৃহশিক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষা মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। নতুবা তাঁহার জীবনে সুখ থাকে না, সুতরাং তৎ প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গৃহকর্ম্ম, গৃহশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক আরও কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে লিখিতেছি।

শয়নঘর।

শয়ন একটী প্রধান সুখ। নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। শয়নঘর, শয্যা প্রভৃতির ব্যতিক্রম ঘটিলেও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; অতএব শয়নঘর কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা লিখিত হইতেছে।

শয়নঘর পরিষ্কৃত এবং প্রসস্থ হইবে। তাহার কোন স্থান ভিজা বা সেঁৎসেঁতে না হয়, শুষ্ক এবং বায়ু প্রবাহিত গৃহ শয়নের সম্পূর্ণ উপযোগী। ক্ষুদ্র, অপ্রসস্থ ও অন্ধকারময় গৃহ, যেখানে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তাদৃশ গৃহে শয়ন সমূহ পীড়াদায়ক। শয়নঘরের জানালা দক্ষিণ দিকে রাখিবে। তক্তাপোষ পালঙ্ক প্রভৃতিতে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের তক্তাপোষ প্রভৃতি ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা বাঁশের উচ্চ মাচনা বাঁধিয়া তদুপরি শয্যা প্রস্তুত করিবেন। জানালার দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না। শয়নগৃহ প্রত্যহ প্রাতে ও স্বায়হ্নে পরিষ্কার

করিবে। শয্যা প্রত্যহ, অভাবে একদিন অন্তর রৌদ্রে দিবে। তাহা হইলে তাপপরিচালকতা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া শায়িত ব্যক্তির দৈহিক উন্নতির বিধান করিবে।

পানীয় জল।

বৃষ্টির জলই পানীয় জলের প্রধান। বৃষ্টিকালে কোন অনাবৃত স্থানে একখানি পরিষ্কার কাপড়ের চারি কোণ টানা দিয়া তাহার মধ্যস্থলে একখানি পাথর বা তথাবিধ কোন ভারি জিনিশ দিলে সেই স্থান ঝুলিয়া পড়িবে। তখন তাহার নিম্নে কলসী রাখিলেই তাহাতে জল পড়িবে। এই জল পানার্থ ব্যবহার করিবে। স্রোতজলও মন্দ নহে। স্রোতজলে কলসী পূর্ণ করিয়া কলসীর নিচে কয়েকখানি পাথরের নুড়ী দিয়া রাখিলে জল পরিষ্কার ও শীতল হয়। কূপ ও পুষ্করণীর জল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণে ফট্‌কিরি ও কর্পূর দিয়া রাখিলে চলে। অপরিষ্কার জল পান করিলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। আহার্য্য জীর্ণ হয় না, বিসূচিকা বসন্ত প্রভৃতি পীড়া পাণীয় জলের সহিতই সংক্রমিত হয়। গ্রীষ্মকালে পাণীয় জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনেক সময় বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়া হইতে অব্যহতি পাওয়া যায়।

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।

গৃহস্থ স্বীয় বালক বালিকাদিগকে এই কয়েকটী বিধির অনুসরণ করাইবেন, এবং নিজেও এইরূপ নিয়মে চলিবেন।

১। ধীরে ধীরে আহার করিবে। অতি ভোজন পীড়াদায়ক।

২। শরীর হিম ও ঠাণ্ডাবায়ু হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

৩। গৃহাদিত অপরিষ্কার রাখিবে না, ইহাতেও পীড়া জন্মে।

৪। গৃহাগত ব্যক্তির সম্মান রক্ষার ত্রুটী করিবে না। প্রশান্ত বদনে হাস্য মুখে তাঁহাদিগের অভ্যার্থনা করিবে।

৫। ঋতু ও সময় ভেদে পানভোজনের তারতম্য করিবে।

৬। আবশ্যকীয় দ্রব্য—স্বয়ং দেখিয়া কিনিবে, তাহাতে দ্রব্যও উৎকৃষ্ট হইবে এবং ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে।

৭। আরব্ধকার্য্য অপরিসমাপ্ত রাখিবে না। তাহা হইলে তাহা সম্পাদন করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

৮। পীড়াকে তাচ্ছিল্য করিবে না। ইষ্টকালয়স্থ ক্ষুদ্রবৃক্ষ পরিণামে ইষ্টকালয়কে নষ্ট করে।

৯। পুস্তক পাঠ কালে প্রদীপ পশ্চাতে রাখিয়া পাঠ করিবে, তাহা না হইলে চক্ষু পীড়িত হইবে।

১০। অগ্নির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। রন্ধন কালের অগ্নি রন্ধনশেষে যেন কোন মতে প্রজ্জ্বলিত না হয়।

১১। বালকগণ বড় অসাবধান, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি লৌহ অস্ত্র এবং অগ্নি প্রভৃতি হইতে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে।

১২। বিশ্বাসী এবং পরিশ্রমী ভৃত্য নিযুক্ত করিতে সর্ব্বদা যত্নবান হইবে, কেননা ইহারা প্রভুর জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

১৩। পরিমিতব্যয় শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

১৪। ঋণ করিও না। ঋণ অশান্তির আকর স্বরূপ।

যুবকের প্রতি উপদেশ।

১। যাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়, সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যৌবনকালে হৃদয়বৃত্তির অপকর্ষতায় শরীরধ্বংশকরী নানাবিধ দুষ্ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

২। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে হৃদয়কে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখ।

৩। বিপদে ধৈর্য্যই প্রধান অবলম্বন, এই কথা স্মরণ করিয়া বিপদে বিচলিত হইও না। ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া সকল কার্য্যের সূত্রপাত করিবে, বিপদে দৃঢ়তা অবলম্বন করিবে।

৪। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার ফল স্মরণ কর, এবং যাহা করিবে তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিও।

৫। শত্রুতা—পরমশত্রু। পরকে হিংসা করিলে পরও তোমাকে হিংসা করিতে পারে, সেই হিংসার ভীষণ—মর্ম্মযাতনা স্মরণ করিয়া পরের

প্রতি শত্রুতা করিও। তাহা হইলে তুমি কখনই শত্রুতা সাধনে সমর্থ হইবে না।

৬। সৎকার্য্য করিয়া তাহার গর্ব্ব করিও না, কিন্তু অসৎকার্য্য করিয়া তাহার অনুতাপ করিও।

৭। কার্য্যের পূর্ব্বে তাহার ফলাফল চিন্তা করিতে অপেক্ষা করিবে, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিয়া অপেক্ষা করিও না। আরব্ধকার্য্য যত শীঘ্র শেষ হয়, তাহাই করিবে।

৮। তোমার কার্য্যে তোমার পরিবার ও স্বদেশ অনেক আশা করেন, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবে।

যুবতীর প্রতি উপদেশ।

১। রূপের গর্ব্ব করিও না। রূপ নিজের সত্রু, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

২। রূপজমোহে সংসারের অনেকেই মোহিত! সেই রূপের অনুধ্যানে সংসারে বিষের স্রোত বহিতেছে, সেই স্রোত বর্দ্ধিত করিতে নিজের অসার রূপ ঢালিও না।

৩। ধন ও জন ক্ষণিক। পরিবর্ত্তনশীল মরজগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ধন, রূপ, যৌবন, অহঙ্কার—কালে কিছুই থাকিবে না। একথা যেন সর্ব্বদা তোমার স্মরণ থাকে।

৪। সংসার তোমার নিকট হাব ভাব কটাক্ষ চাহে না, রূপ যৌবন ধন চাহে না; তোমার নিকট দয়া, ক্ষমা, শান্তি ও স্নেহ মমতা চাহে।

৫। উচ্চহাস্য—শূন্যহৃদয়ের পরিচায়ক, উচ্চ কথা—নির্লজ্জতার চিহ্ন, অধিক বাক্য—বাচালতার লক্ষণ, এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পরিমিত কথা, লজ্জা ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিবে।

৬। স্বামীপুত্রের—তুমি শান্তিনিকেতন, শান্তি দানে কার্পণ্য করিও না। রূপের—গুণের—ধনের—যৌবনের অহঙ্কারে স্বামীপুত্রও সুখী হয়েন না, বরং তাঁহারা অধিক[illegible] পীড়িত হয়েন।

৭। তুমি স্বাধীনা নহ। স্বামীপুত্র তোমার অবলম্বন, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

৮। বাল্যে—পিতা, যৌবনে—ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্রই রমণীর অবলম্বন, সেই অবলম্বন ত্যাগ করিও না।

৯। প্রকৃত অবলম্বন সামান্য ও কদর্য্য হইলেও চিরকাল থাকে, কৃত্রিম অবলম্বন নানাবিধ বিলাসিতায় পূর্ণ থাকিলেও তাহা ক্ষণিক। এই কথা বুঝিয়া স্বামীপুত্রের সেবা করিবে।

১০। তোমার—সংসার, তুমি সংসারের সার, অতএব রমণি! সাবধান! সংসার ভুলিও না। সংসারের সুগমপন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিপথে যাইও না, বিপথে অনেক কণ্টক। পরিণামে কণ্টকের আঘাত সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

১১। স্বামী তোমার মুখ চাহিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত করিও না। তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইও না।

১২। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সেইরূপ থাকিবে, কেননা তুমি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহার সুখ দুঃখে তুমি সমান অংশে অধিকারিণী। যাহা স্বামীর ক্ষমতাতীত, সে কার্য্যে উত্তেজনা করিয়া স্বামীকে যেন কষ্ট দিও না, এই আমার শেষ অনুরোধ।

নীতিকথা।

একটী বাটি।

নবদ্বীপের ভবশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় পরম পণ্ডিত, নবধা লক্ষণাক্রান্ত, অনেকগুলি শিষ্যের তিনি গুরু। বাঙ্গালার প্রায় সকল দেশের অধিকাংশ গ্রামেই তাঁহার শিষ্যের বাস। তর্করত্ন প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিষ্যবাটীতে বার্ষিক আদায় করিতে গমন করেন, আশ্বিন মাসে পূজার পূর্ব্বে বার্ষিক আদায় করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। বার্ষিক যে টাকা আদায় হয়, তাহাতে বারমাসে তের পার্ব্বণ, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, লোকলৌকিকতা, সংসার খরচ ও টোলের খরচ নির্ব্বাহ হইয়াও বরং বৎসর বৎসর কিছু কিছু জমে।

ভট্টাচার্য্যের গদা নামে একটী বিশ্বাসী ভৃত্য আছে। আজ সেই প্রিয়তম ভৃত্য গদাকে সঙ্গে লইয়া ভট্টাচার্য্য শিষ্যবাটী বাহির হইয়াছেন।

ভট্টাচার্য্যের যাত্রা এবার বড় মন্দ। যে দেশে আসিয়াছেন, সেখানে ভয়ানক বিসূচিকার উপদ্রব।—কেহই বার্ষিক দিতে পারেনা। ঔষধ পথ্যই অনটন—বার্ষিক কিরূপে দিবে? ভট্টাচার্য্যও বড় দয়ালু। কি করেন, নাচার! ভট্টাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন স্থির করিলেন। গদাও এ প্রস্তাবে মত দিল। পাঠকের জানা আবশ্যক যে, গদাই ভট্টাচার্য্যের সখ। মন্ত্রণা কালে মন্ত্রী, মোট বহিবার সময় মুটে, গরুর জাব দিবার সময় সে রাখাল; অধিক কি গদাই ভট্টাচার্য্যের অবলম্বন, তাই গদার সম্মতিক্রমে কল্য প্রভাতেই রওনা হইবেন, স্থির রহিল।

ভট্টাচার্য্য নিদ্রিত। গদার যন্ত্রণাপূর্ণ শব্দে ভট্টাচার্য্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভট্টাচার্য্য ব্যস্তসমস্ত,—মুক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর! সংবাদ কি?" গদা ক্ষীণস্বরে কহিল, "আর সোম্বাদ, সোম্বাদ মোর মাতা! হাগাই মোরে সাল্লে।" ভট্টাচার্য্যের তখন ঘুমের ঘোর আছে, কহিলেন, "তোমার বাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহ হইল না, পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত কর।"—"আর ফুটে"—গদা সকাতরে বলিল, "আর ফুটে—পেট যে ইকিবারে ফুটো হোয়ে গিয়েছে। ঠাকুর!—আর দেখ কি?" ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, তাঁহার স্নেহের গদাধর বিসূচিকায় আক্রান্ত, তিনি বিষম চিন্তিত হইলেন। গৃহস্থ, যাহারা এখনও ছিল, তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিল—ফল হইল না, ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্নেহের গদাকে হারাইলেন! অনেক আক্ষেপ করিলেন,—সেই আক্ষেপ ব্রাহ্মণীকে উদ্দেশ করিয়াই হইল!

বাড়ী যাইতে হইবে ত? ভট্টচার্য্য তল্পী লইয়া বড় বিপদগ্রস্থ হইলেন। এক টাকার স্থানে পাঁচ টাকা দিব বলিলেন, তবুও যে সময়! আজ যে আছে—কাল সে নাই, এসময়ে কেহ যাইতে চাহিল না। আধ্ পাগ্লা-গোছের একটা লোক ছিল, সে বল্লে "মশয়, আমি যাব।" ভট্টাচার্য্য হাতে স্বর্গ পাইলেন, বলিলেন, "তোমাকে পারিশ্রমিক কি দিব বাপু?" সে বলিল, "আপনি পরম পণ্ডিত, টাকা কড়ি আমি লইব না, যখন যা জিজ্ঞাসা করিব, আপনাকে তখনি তাহার উত্তর দিতে হইবে, উত্তর না দিলে সেইখানে আপনার জিনিশপত্র নামাইয়া চলিয়া আসিব।" ভট্টাচার্য্য শঙ্কিত মনে স্বীকৃত হইলেন।

দুই দিন পাগল দিব্য চলিল। তৃতীয় দিনে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর

মধ্যে উপস্থিত—বেলা দ্বীপ্রহর! ভট্টাচার্য্য পথশ্রান্ত, নিকটে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। পাগল এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে একটি বাটীর প্রতি পাগলের দৃষ্টি পড়িল, পাগল অমনি বলিল "ঠাকুর! এ বাটি কিসের?" ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, বাটির গায়ে লেখা আছে, "এই বাটির ইতিহাস না জানিয়া কেহ এ স্থান ত্যাগ করিও না।" ভট্টাচার্য্য ভাবিয়া আকুল,—পাগল ছাড়িবে কেন? সে ভট্টাচার্য্যকেও পাগল করিয়া তুলিল। এমন সময় একটী পথিক—সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। পথিক কহিলেন, "সম্মুখে যে বন দেখিতেছেন, তথায় এক যোগী বাস করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন।" পাগল ভট্টাচার্য্যকে টানিয়া যোগীর উদ্দেশে ছুটিল।

ভট্টাচার্য্য যোগীর নিকটে সমস্ত কথা বলিলে, যোগী বাটির বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! এই যে বন দেখিতেছেন, এইখানে পূর্ব্বে একটী—সুদৃশ্য অট্টালিকা ছিল। বিশ্বকর্ম্মা বিষ্ণুর আদেশে লোকপরীক্ষার্থে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। জগতে যত সুদৃশ্য পদার্থ ছিল, সকলই এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই অট্টালিকার চারিটী সিংহদ্বার। প্রথম দ্বারে-দ্বারী মদ্য লইয়া আছে, দ্বিতীয় দ্বারে গোমাংস, তৃতীয়দ্বারে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মণিমাণিক্যযুক্ত সুকুমার, এবং চতুর্থদ্বারে একিটী যৌবনলাবন্যসম্পন্না বারবণিতা রক্ষিত। যিনি এই অট্টালিকা দর্শন করিতে চাহিতেন, তাঁহাকে প্রথমদ্বারে মদ্যপান করিয়া প্রবিষ্ট হইতে হইত। একজন দর্শক এইস্থানে ঐ অট্টালিকা দেখিতে উপস্থিত হন। দ্বারে প্রবেশ করিতেই দ্বারী তাঁহাকে মদ্যপান করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ মদ্যপানে অস্বীকৃত হইলেন সুতরাং তাঁহার অদৃষ্টে অট্টালিকা দর্শন ঘটিল না। ব্রাহ্মণের অট্টালিকা দর্শনে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই ইহার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করিলেন, মদ্যপান ত দেবতারাও করেন, তবে আর দোষ কি?" ব্রাহ্মণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় প্রথমদ্বারে উপস্থিত ও একপাত্র মদ্যপান করিয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিক ওদিক দেখিতেই মদের মত্ততা জন্মিল, তখন আরও মদ্যপানে স্পৃহা জন্মিল পুনরায় দ্বারবানের নিকট মদ্য প্রার্থনা করিলেন।

দ্বারবান তখন কহিল, "এক পাত্রই দিবার নিয়ম, তাহা ত দিয়াছি, এখন যদি পান করিতে চাও, তবে উপযুক্ত পণ দিলে দিতে পারি।" ব্রাহ্মণ সকাতরে বলিলেন, "আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই।" দ্বারবান কহিল, "না থাকুক, সংগ্রহ করিবার উপায় আছে. দ্বিতীয়দ্বারে যে বালক আছে, সে মণিমাণিক্যে ভূষিত, তাহাকে হত্যা করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দাও, আমি অকাতরে তোমায় ইচ্ছামত সুরা দিব।' ব্রাহ্মণের তখনও একটু বুদ্ধি ছিল,তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমেই মত্ততা। মনে মনে বুঝিলেন, "লোকালয়ে হত্যা করিলেই দণ্ড পাইতে হয় এবং পাপী বলিয়া গণ্য হইতে হয়, এখানে ত কেহ দেখিতে আসিতেছে না। আর পাপই বা কি? মনুষ্যের মুখেই পাপ, সুতরাং কুমারটীকে হত্যা করিলে আমাকে সাস্তি বা পাপ কিছুই ভোগ করিতে হইবে না।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া কুমারের সম্মুখে গমন ও পার্শ্বস্থ তরবারী দ্বারা তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন, এবং রত্নাদির বিনিময়ে প্রচুর মদ্যপান করিলেন। আরও মত্ততা,—জ্ঞানমাত্র রহিল না। ব্রাহ্মণ দ্বারবানের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। সে গোমাংস দেখাইয়া কহিল, "ঐ আছে—খাও।"ব্রাহ্মণ বিরক্তি না করিয়া সেই গোমাংস ভক্ষণ করিলেন। মত্তাতার উত্তেজনা,—তাহার উপর আবার গোমাংসের উত্তেজনা,—ব্রাহ্মণ বিহ্বল হইলেন। চতুর্থদ্বারে উপস্থিত হইয়া মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে, বারবণিতা বিলোলকটাক্ষ হাবভাবে মোহিত করিল। কামাতুর বারবণিতায় উপরত হইলেন। এই সমস্ত কার্য্য শেষে ব্রাহ্মণ চৈতন্য হারাইলেন; অচৈতন্যেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন একে একে সকল কথা স্মরণ হইল। তখন বুঝিলেন,—তাঁহার পরিণাম!—তিনি যে বাটিতে মদ্যপান করিয়াছিলেন, সেই বাটিটী ঐ স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এক মদ্যপানে কতগুলি দোষ ঘটিল। কুমারহত্যা, গোমাংসভোজন, বারাঙ্গনা অভিগমন, যে কয়েকটী মহাপাপ,—মদ্যের মত্ততায় সেই কয়েকটী ঘটিল। পাগল সন্তুষ্ট চিত্তে বিনাবাক্যব্যয়ে ভট্টাচার্য্যের তল্পী লইয়া ছুটিল। যথা সময়ে ভট্টাচার্য্য গৃহে উপস্থিত হইলেন। গদাধরের মৃত্যুর পর ভট্টাচার্য্য আর সুখ পাইলেন না উপযুক্ত ভৃত্য প্রভুর এতদূর প্রিয়।

অঋণী—চিরবিপদ্‌মুক্ত

ধুলাখেলা।

বোগদাদের নবাব আজদ্‌বক্ত বড় ন্যায়পরায়ণ। তিনি দাতা, প্রজার পিতামাতা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর্ত্তা। সহররক্ষক রাজ্যের দুঃখ কষ্টের কথা যদি গোপন করে, এই জন্য তিনি গোপনে ছদ্মবেশে নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। দুঃখের বিষয়,-তিনি এমনগুণজ্ঞ-এমন গুণবান হইয়াও একটী বিষয় তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতার প্রতিবন্ধক হইতেছিল। সেই বিষয়টী বারাঙ্গনার রূপজ প্রেম! নবাব সামান্য লোক নহেন,—মনে মনে সমস্ত ঘটনা ও তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, "তিনি কখনই সেই বারবণিতার অপবিত্র গৃহে পদার্পণ করিবেন না।" কিছু দিন গেল,—আবার ঐ ললনা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল, নবাব তন্ময় হইলেন! নিজে নবাব, প্রজাপুঞ্জ তাঁহার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলে অশ্রদ্ধা করিবে,—এই ভাবিয়া তখন আর যাওয়া হইল না, রজনীশেষে গমনে কৃতনিশ্চিত হইয়া সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত! নবাব সাহেব ছদ্মবেশে দ্রুতপদে চলিলেন। দ্রুত—অতি দ্রুত,—কোথায় পা দেন—কোথায় যান, ঠিক নাই,—তবুও দ্রুত চলিয়াছেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, একটী বালক পথে বসিয়া ধুলা খেলায়—পথিপার্শ্বে একটী গর্ত্ত খনন করিতেছে। নবাব তাহাকে সরিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল। নবাবের তখন "মুমুর্ষু" অবস্থা,—তিনি চোক পাকাইয়া কহিলেন, "কেন এখানে গর্ত্ত খুঁড়িতেছিস্? রাস্তার লোক যে পড়িয়া যাইবে।" বালক হাসিয়া উত্তর করিল,—"পথ্ ছোড়্‌কে যো বিপথে যায়েঙ্গে।" "আপ্সে ঐ গিরেঙ্গে।" প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া যে বিপথে গমন করে তাহার জীবনই নষ্ট হয়। নবাব ঠকিলেন।—বালক—তুচ্ছ-বালকের নিকট বোগ্‌দাদের সুবুদ্ধি নবাব শিক্ষা পাইলেন, আর যাওয়া হইল না। নবাব বালককে পুরস্কৃত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাঠক! সধর্ম্ম, স্বপথ পরিবর্জ্জনই মৃত্যুর কারণ,—এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

বৌ-মা।

আজ পূর্ণিমা! পূর্ণচন্দ্র পূর্ণকলা প্রসারণ করিয়া জগতকে অমৃতময় করিতেছেন! আকাশে তারকা নাই,—বৃক্ষাগ্রে ক্ষুদ্র খদ্যোত নাই,—

আছে কেবল পূর্ণচন্দ্র। রজনী গম্ভীরা,—জীবগণ শান্তির কোমলক্রোড়ে নিদ্রিত,—এমন কি ঝিল্লিগণও নিদ্রিত,—তবে চকিতে শুষুপ্তিঘোরে এক একবার রব করিতেছে মাত্র। এমন সময় কে ঐ রমণী?—মুক্তবাতায়নে একদৃষ্টে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন? দৃষ্টি নির্নিমেষ,—বাহ্যজ্ঞান শূন্য! যুবতী কাহার যেন আশাপথ চাহিয়া আছেন,—কেহ যেন আসিবে,—যুবতী অনেক দিন হইতে যেন তাহার আশাপথ চাহিয়া আছেন,—আর পারে না! পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণকান্তি দর্শনে যুবতীর ভ্রমরকৃষ্ট-চক্ষুর্দ্বয় জলভরাক্রান্ত হইল,—এক দুই করিয়া চারি বিন্দু বারি গোলাপ-গণ্ডে প্রবাহিত হইল,—যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিয়া সৌধনিম্নস্থ তরঙ্গিনীর প্রতি চাহিলেন! কি দেখিলেন?—নদীর প্রতিহিল্লোল স্বর্ণ উষ্ণিষ পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—পূর্ণচন্দ্র নদীসলীলে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া হাস্য করিতেছেন,—রাজা ধনকুবেরসিংহের পুত্রের বজ্‌রা—সেই নদী জলে ভাসিতেছে,—দাঁড়ীরা উচ্চৈঃস্বরে সারি গাহিতেছে,—দাঁড়ে দাঁড়ে চন্দ্র কীরণ জ্বলিতেছে,—যুবতী অস্বস্থা হইলেন। নৈরাশ্যের প্রতিকূলে ধৈর্য্যের বাঁধ বাধিয়া স্বামীর আশাপথ চাহিয়া রহিলেন।

রাজনগরের ধনকুবেরসিংহ বড় ধনবান। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া পিতামাতা ধনকুবের নাম রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ধনকুবের ধনে কুবের সদৃশই ছিলেন। ধনকুবেরের একমাত্র পুত্র,—বৃদ্ধবয়সের এক-মাত্র অবলম্বন,—বৃদ্ধের হৃদয়ের একমাত্র আশাদ্বীপ শশিশেখর। বৃদ্ধ পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ বিধিমতে যত্ন করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ধনবানের সন্তানের প্রকৃতি যেরূপ জঘন্য হয়, শশিশেখরের তাহাই হইল, বৃদ্ধ নিরবে অশ্রুজল মার্জ্জন করিলেন। আত্মিয়েরা শশিশেখরের বিবাহ দিতে বলিলেন। বিবাহ হইলে সকল দোষ কাটিয়া যাইবে বলিলেন, বৃদ্ধ সম্মত হইয়া সুরূপাপাত্রির অনুসন্ধান করিতে লোক নিযুক্ত করিলেন। কত পাত্রির তত্ত্ব আসিল, শেষে কঙ্কণকুমারই সর্ব্বাপেক্ষা সুরূপা ও সুল-ক্ষণা বলিয়া বিবেচিত হইলেন, শুভক্ষণে শশিশেখরের সহিত কঙ্কণের বিবাহ হইল।

আত্মিয়েরা ভুল বুঝিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বিবাহ হইলে শশিশেখরের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইবে, এখন তাহার বিপরীত হইল।

শশিশেখরের দুশ্চরিত্রতা দিন দিন হ্রাস না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইল, বৃদ্ধ মর্ম্মাহত হইলেন। কঙ্কণ এখন আর বালিকা নহে, সে স্বামীর দুশ্চরিত্রতা দেখিয়া নিরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার আশা ফুরাইল, বুঝিল—কুক্ষণে তাহার বিবাহ হইয়াছে! হয় ত তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই শশিশেখরের এরূপ অবস্থা,—এই ভাবিয়া কঙ্কণ আরও মর্ম্মাহতা হইল, তাহার প্রেমপূর্ণ—ক্ষুদ্র হৃদয় টুকু পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

বৃদ্ধ ধনকুবের ভাবিয়াছিলেন, পুত্রকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া,—তাহার অপার সাংসারীক সুখ দেখিয়া যাইবেন, কিন্তু বৃদ্ধের ভাগ্যে তাহা ঘটিল কৈ?—পুত্রের বিষয় ভাবিয়া বৃদ্ধ শীর্ণ ক্রমেই হইলেন, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর বুঝি বাঁচিবার আশা নাই! বৃদ্ধ বেশ বুঝিলেন, সময় আগত! পুত্রই পৈত্রিক সম্পত্তীর অধিকারী, কিন্তু সে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে সম্বৎসরে কিছুই থাকিবে না। ধনকুবের মনে মনে একটু ধনের অহঙ্কার করিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সন্তান অন্যের দ্বারস্থ হইবে, তাঁহার দাসদাসী অন্যের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, বৃদ্ধের পক্ষে ইহা বড়ই অসহ্য। মনে মনে ধনকুবের যুক্তি করিলেন, আপন যাবতীয় ঐশ্বর্য্য বধুমাতা কঙ্কণের নামে লিখিয়া দিবেন। কার্য্যেও তাহাই হইল। বিষয়ে শশিশেখরের কোন অধিকার রহিল না। তবে হটাৎ অর্থ না পাইলে শশিশেখর হয় ত বিষম অনর্থ ঘটাইবে,—হয় ত অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতে গিয়া বিষম বিপন্ন হইবে,—কুলে কালি পড়িবে,—এই ভাবিয়া পুত্রের পাঁচ শত টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উহা ভিন্ন তাঁহার নিজ দাসদাসীগণও সংসার হইতে বেতনাদি পাইবে। শিশিশেখর নির্দ্দিষ্ট মাসহারা ভিন্ন এক কপর্দ্দকও পাইবে না। উইলে এইরূপ লেখা পড়া হইল। তখন এত আইন আদালত ছিল না, স্থানীয় কাজীর নিকট হইতে নবাবের মোহরাঙ্কিত ও সহি করিয়া আনা হইল,—বৃদ্ধেরও জীবনদীপ নিবিল! দলিল লেখাপড়া হইবার পরেই বৃদ্ধ চিরদিনের মত মর্ত্তভূমী পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে কঙ্কণকুমারীকে নিকটে বসাইয়া বৃদ্ধ সজলনয়নে কহিলেন, "চলিলাম মা! তুমি লক্ষ্মী,—তোমাকে আনিয়া কত কষ্ট দিলাম, এখনো কত কষ্ট পাইবে!

পাষণ্ড সন্তান,—আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—দেখিও,—তাহার যেন কোন কষ্ট না হয়। মা! সাধ্বি! তোমাকে অধিক আর কি বলিব, পাষণ্ডকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিও।” কঙ্কণ ধনকুবেরকে পিতার ন্যায় দেখিতেন,—তাঁহার অপরিমেয় স্নেহে কঙ্কণ সকল যন্ত্রণা সকল কষ্ট ভুলিতেন,—আজ সেই একমাত্র স্নেহদেবতার মৃত্যুতে তাঁহার শোক দ্বিগুনিত হইল; দরবিগলিতধারে অশ্রুপ্রবাহ বহিল। ধনকুবেরের তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি রুদ্ধ প্রায়,—অতি কষ্টে—সজলনয়নে কহিলেন, “ওমা! কাঁদিও না, তোমার সকল কষ্টের মূলই আমি,—তোমার চক্ষের জল আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়!—তোমার উষ্ণনিশ্বাস আমাকে নরকে লইয়া যাইবে! মা! আর কাঁদিও না। কৈ? শশিশেখর কৈ?”—হা হতভাগ্য! কোথায় তোমার শশিশেখর? তুমি এদিকে মৃত্যুশয্যার সায়িত,—মৃত্যুর ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ;—ওদিকে তোমার প্রিয়তমপুত্র প্রেমশয্যায় সায়িত,—হৃদয় আনন্দস্রোতে টলটলায়মান!—নরাধম একবার আসিল না,—পিতার মুমূর্ষু অবস্থা একবার দেখিল না,—বৃদ্ধের পুত্রসমাগম ইচ্ছা জীবনের সহিত অনন্তে মিলাইয়া গেল।

ধনকুবেরের বৃহৎপুরী রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হইল। দাসদাসী, সকলেই প্রভুর নিতান্ত অনুরক্ত ছিল,—তাহারা ধনকুবেরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, বিপদে, দুঃখে তাহারা প্রভুর স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় পাইত, আজ তাহারা পিতৃহীন হইয়া রোদন করিতে লাগিল!—সান্ত্বনা করিবার কেহ আর কেহই নাই।

রোদন-স্রোত কতকটা প্রসমিত হইলে বৃদ্ধের শব জাহ্নবীতীরে নীত হইল! এখন অগ্নিসৎকারার্থ পুত্রের প্রয়োজন। শশিশেখরকে আনিতে লোক ছুটিল। তিনি তখন সুরায় উন্মত্ত,—বসন বিত্রস্ত,—বদন ফেণযুক্ত,—নৃত্য করিতেছেন! সংবাদবাহক বিনীতবচনে রোদন করিতে করিতে উপস্থিত ঘটনা জানাইল।—ইয়ারমণ্ডলী করতালী দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল! যিনি পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করেন,—যাঁহার অভাবে মানব স্বীয় জীবনকে অসার মনে করে,—যে সন্তান সংসারের একমাত্র অবলম্বন,—জীবনের একমাত্র বন্ধন,—পুন্নাম নরকত্রাতা সেই সন্তান, পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সানন্দে করতালী দিয়া মধুর নাকিসুরে

ধরিলেন, "এত দিনে পূর্ণ হল মনের বাসনা!" ইয়ারমণ্ডলী চারিদিক হইতে করতালী ও বাহবা দিল, শশিশেখর আনন্দে গলিয়া গেলেন। আগন্তুক দূত পুনরায় স্বীয় আগমনের কারণ জানাইল। শশিশেখর পুনরায় কহিলেন, "বেশ!—বেশ!—উত্তম হয়েছে! এতদিন হাত তোলা, এখন বাবা মেলা—মেলা!" আগন্তুককে প্রসাদ দিতে অনুমতি করিলেন, সে রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। পরে কঙ্কণই বৃদ্ধের পুত্রের কাজ করিলেন!—তিনিই বৃদ্ধের যথাবিধি সৎকার করিলেন। সর্ব্বভুক চন্দনকাষ্ঠের সহিত সেই পবিত্রদেহ গ্রাস করিল। পবিত্র জাহ্নবীজলে চিতা ধৌত করিয়া বিষণ্ণবদনে সকলে গৃহে আসিলেন।

কঙ্কণকুমারীর ন্যায় পুত্রবধূ কয়জন পাইয়া থাকে? এমন সুকৃতী কার? কিন্তু নরাধম তুমি শিশিশেখর! এমন রত্ন চিনিলে না!—কুসঙ্গে পড়িয়া এমন ধন তুমি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। ধিক্—শতধিক তোমায়,—তুমি তোমার নিজের ভাগ্য একবার পরীক্ষা করিলে না।

শশিশেখরকে এখন পায় কে? তিনি এখন স্বাধীন! পূর্ব্বে গোপন ভাবে গোপনীয় স্থানে আমোদ-আহ্লাদ চলিত, ধনকুবেরের মৃত্যুর পর হইতে এখন আর সে ভয়ত নাই, সদর বৈঠকখানায় শশিশেখর খাস্ মজ-লিস করিয়াছেন। রঙ্গমহল নানারঙ্গে পূর্ণ। পূর্ব্বে অর্থের অপ্রতুল হইলে এক একবার গৃহে আসিতে হইত,—এখন আর আসিতে হয় না। প্রথম মাসেই মাসহারার টাকা পাইয়া তাহা এক সপ্তাতে উড়াইয়া ফেলিলেন। টাকা নাই,—খাজাঞ্জিকে রোকা লিখিয়া দিলেন। দ্বারবান্ রোকা লইয়া ফিরিয়া আসিল,—খাজাঞ্জি টাকা দেয় নাই! সে বলে, "কাহার টাকা,—কাহাকে দিব? স্বর্গীয় কর্ত্তার ধনে তাঁহার তীল পরিমাণেও অধিকার নাই, তিনি মাসহারা পাইবেন মাত্র। ক্রোধে শশীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "যাও,—পুনরায় গিয়া বল,—তাহাকে আমি জবাব দিলাম,—আমার অন্নে প্রতি-পালিত হোয়ে, আমাকে অপমান?—দূত পুনরায় জবাবী এস্তাহার জারী করিতে চলিল। এবার আসিয়া আরও ভয়ানক বথা শুনাইল। জবাবের কথা শুনিয়া খাজাঞ্জি হাস্য করিয়া বলিয়াছে, "আমি তাঁহার চাকর নহি, তিনি আমাকে জবাব দিবার কে?—আগে স্বর্গীয় কর্ত্তার চাকর ছিলাম,

এখন আমরা বধূঠাকুরাণীর চাকর,—তিনি কে? তাই তাঁহার হুকুম আমাকে তামিল করিতে হইবে?" শশিশেখর প্রথমতঃ খাজাঞ্জিকে পাগল বলিয়া মনে করিলেন; আবার ভাবিলেন, পিতা কি এতই নির্ব্বোধ,—যে একটা পাগলকে খাজাঞ্জি রাখিয়াছিলেন?—আশ্চর্য্য! শশিশেখরকে চিন্তিত দেখিয়া একজন ইয়ার কহিল, কি জি! এত ভাবনা কেন? এস, একটু পেয়ার—"হাঁ হাঁ সে ত সত্যই, তবে কি জান,—মনটা বড় খারাব লাগ্‌ছে।" শশিশেখরের এই কথা শুনিয়া এক জন ইয়ার বিচক্ষণের মত কহিল, জি! তুমিই যদি সকল ভাবনা ভাবিবে, তবে আমরা আছি কেন?—আর তোমার ভাবনাই বা কেন?—এই একটা পাগলের কথায়?—ভাল, তাকে না এনে একবার ভৌজী ঠাকুরাণীকে আনিয়ে সব কথা জেনে নেওয়াই ত উচিত। তুমি ত অন্দরে যাবে না,—তা না যাওয়াই উচিত। কি জানি?—কার মনে কি আছে, তাত বলা যায় না, কি বলহে?—সকলেই একবাক্যে একথার প্রতিধ্বনি করিল। ভৌজী ঠাকুরাণীকে এখানে আনিবার কারণ, দুরাত্মাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পাঠকের হয়ত বাকি নাই।

শশিশেখর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন,—একখানি পত্র দ্বারা কঙ্কণকুমারীকে ডাকিয়া পাঠান হইল। কঙ্কণ এই আশাতীত অনুগ্রহে যেন গলিয়া গেল। জীবনে যাহা কখন হয় নাই,—এ জীবন থাকিতে যাহা আর কখনও হয় ত হইবে না,—সেই স্বামীসন্দর্শন,—স্বামীর আহ্বান কি কখন তাচ্ছিল্য করিবার বিষয়? কঙ্কণকুমারী তখনই যাইতে চাহিলেন,—খাজাঞ্জির নিকট তখনি সংবাদ গেল। খাজাঞ্জি বাল্যকাল হইতে কঙ্কণকুমারীকে দেখিতেছে,—ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছে,—বিবাহের সময় খাজাঞ্জিই তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে,—খাজাঞ্জির নিকট কঙ্কণকুমারীর লজ্জা কোথায়? খাজাঞ্জি কঙ্কণকে মায়ের ন্যায় ভক্তি করে, কঙ্কণ তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ,—পিতার ন্যায় ভক্তি করেন। পুত্র পলিতকেশ অশিথিপর বৃদ্ধ, মাতা ষোড়শবর্ষিয়া যুবতী। এ দৃশ্য পাঠক! অপূর্ব্ব—অতুলনীয়। খাজাঞ্জি আসিল। পাকাচুল পাকাদাড়ি একবার বাম হস্তে নাড়িয়া দিয়া মাটির দিকে মাথা গুঁজিয়া কহিল, "কেন মা ডাকিয়াছ?"

কঙ্কণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কত কথা, কত গল্প যাহার

সহিত করিয়াছেন,—বাল্যে যাহার সহিত অকপটে কথা কহিয়াছেন, তাহার সম্মুখে এক্‌টা সামান্য কথার উত্তর দিতে পারিলেন না! খাজাঞ্জি বুঝিল। লোকের মন বুঝিয়া সে দাঁড়িচুল পাকাইয়াছে। মনের কথা তাহার কাছে কি লুকান যায়? খাজাঞ্জি কহিল, "তা লজ্জা কি মা, আমি যে তোমার সন্তান। বুঝিয়াছি, শশী আমার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল, সেই কথা ত বলিতেছ মা?" কঙ্কণের এতক্ষণে কথা ফুটিল, বলিলেন, "হাঁ, সেই কথাই বটে, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাই—"খাজাঞ্জি বিস্মিত হইল!—তাড়াতাড়ি কহিল, "সে কি?—কোথায় ডাকিয়াছে?—তুমিই বা কোথায় যাইবে?—হাঃ পাগ্‌লি! সেখানে কি যেতে আছে? কত বদমাস্ সেখানে;—তার দেখা করার আবশ্যক হলে সে কেন অন্দরে আসুক না?" কঙ্কণ কহিলেন, "না রামচরণ,তাহা হইবে না। তুমি সন্তান,—তোমাকে বলিতে কি,এ সৌভাগ্য হয়ত আর আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না।—তুমি আমার সঙ্গে আইস,—সেখানে দুষ্ট লোক থাকে ভালই, যখন তিনি আছেন,—তখন ভাবনা কি রাম-চরণ?" রামচরণ মাথা নাড়িল, বলিল "হাঃ সর্ব্বনাশীর মেয়ে! তাই যদি তোর বুদ্ধি থাক্‌বে, তবে তার সঙ্গে দেখা কত্তে চাইবি কেন?" রাম-চরণের কথায় কঙ্কণের অন্ধকার হৃদয়ে যেন সহসা জ্ঞান-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। মনে ভাবিলেন, "হইতে ও পারে," প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কি রামচরণ! এমনও কি হয়?—তা আমাকে বল নাই কেন?" বিচক্ষণ রামচরণের কৌশল এক জন অন্তঃপুর-রমণীর বুঝিবার সাধ্য কি? রামচরণ ধীরে ধীরে কহিল, "বলি নাই মা, তার কারণ আছে। তুমি ত মা তেমন মেয়ে নও,—প্রকাশ করে শেষে কি প্রাণটা হারাব?" রামচরণের কথা কঙ্কণের আরও বিশ্বাস হইল। যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা মাতাপুত্রে কেবল ঐ কথাই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। রামচরণ প্রকৃত কথাটী না বলিয়া কেবল সেই কথার অত্যাশ্চর্য্য গুণেরই প্রসংশা করিতে লাগিল,—রাত্রিও অধিক হইল! তখন রামচরণ "কাল বলিব" বলিয়া উঠিয়া গেল.—সে দিন আর যাওয়া হইল না।

এদিকে শশিশেখরের আর অর্থ নাই। নিজের নিয়মিত খরচও চলে না। যে সকল বন্ধু এক দণ্ড তাঁহাকে না দেখিলে জগৎ আঁধার দেখিতেন,

তাঁহারা একে একে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। শশিশেখরের মজলিশ জন কোলাহলে দিবারজনী পূর্ণ থাকিত,—এখন তথায় জনমানবেরও সমাগম নাই। বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রাণপণে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করেন। শশিশেখর এত দিনে বুঝিলেন, "মধুশূন্য কমলে ভ্রমর বসে না!" কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্য প্রকার, তিনি আবার ভ্রমর সংগ্রহ কিসে করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোথায় তিনি সংসারের গতি চিনিবেন,—কোথায় তিনি এই ঠেকায় শিখিবেন,—কিন্তু তাহা না হইয়া তাঁহার চিত্তে অধঃপাতের চিত্র অঙ্কিত হইল। যাহার বুদ্ধি বিকৃত, তাহা শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হইবার নহে! ভাল অবিলম্বে মন্দ হয়,—কিন্তু মন্দকে ভাল করিতে অনেক কষ্ট—অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হয়।

শশী অনেক চিন্তা করিয়া এক কৌশল আবিষ্কার করিলেন। স্থির করিলেন, যাহার বিষয়, তাহার নিকট একবার ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবেন। কার্য্যত তাহাই হইল।

শশিশেখর অন্দরে সংবাদ দিলেন, তিনি কঙ্কণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সংবাদ যথাসময়ে যথাস্থানে প্রেরিত হইল। দাসদাসীরা কানাকানি আরম্ভ করিল। খাজাঞ্চি রামচরণ ভাবিলেন,—ঔষধ ধরিয়াছে, আর কঙ্কণ ভাবিল,—এত দিনে বুঝি বিধাতা তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, আশা বুঝি এত দিনে পূরিবে। এক জন বৃদ্ধা দাসী তাড়াতাড়ি কতকটা তৈল আনিয়া কঙ্কণের চুল বাঁধিতে আসিল, নিষেধ করিয়া কঙ্কণ কহিলেন, "বামা! তাও কি হয়? আমার বেশভূষার প্রয়োজন কি? আমি এত দিন পরে কি তাঁহার মন ভুলাইতে তুচ্ছ বেশভূষা করিব?" বামা নিরস্ত হইল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, এখন দুঃখিত হইয়া আপন মনে বকিতে বকিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হৃদয়ে আশা, ভয়, সুখ, অভিমান একত্রিত হইয়া কঙ্কণকে নিতান্ত পীড়িত করিল। এতটা সুখ যেন তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। তিনি শয্যায় উপবিষ্টা হইয়া সজলনয়নে সভয়ে শশিশেখরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আশা পূরিল,—শশিশেখর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।—চকিতে কঙ্কণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল,—মস্তক ঘুরিল,—হৃদয় সবলে আঘাতিত হইল,—তিনি সভয়ে দেখিলেন, অতুল-

নীয় রূপরাশি অযত্নে শয্যায় পতিত! এমন রূপ, এমন মনোহর লাবণ্য তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে কঙ্কণের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আপনা ভুলিয়া,—আপনার অবস্থা ভুলিয়া তিনি স্বর্গীয় স্বর্ণপ্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বিলুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল,—ধীরে ধীরে কঙ্কণকে নিকটে আনিয়া হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন, "কঙ্কণ! আমায় ক্ষমা করিবে কি?"—কঙ্কণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, "ক্ষমা?—কে কাহাকে ক্ষমা করিবে প্রভু? স্বামিন্!—" শশি-শেখর হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কঙ্কণ তাহাতে বাধা দিয়া কহি-লেন, "বাধা দিওনা, এ সুখ আর কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, আজ আমার পুনর্জ্জন্ম, ভাগ্য সুপ্রসন্ন, জীবন স্বার্থক।"

এমন অনেক সময় আসিয়া পড়ে,—এমন ঘটনা সময়ে সময়ে সঙ্ঘটিত হয়,—যে, তাহাতে নিতান্ত অধার্ম্মীকেরও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে,—নিতান্ত নিষ্ঠু-রের চক্ষেও জল আইসে,—পাষণ্ডও নিজের বিভীষিকাময়ী চিত্র দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হয়।

শশিশেখর মনে মনে বুঝিলেন, এমন স্বর্গীয়-স্বর্ণপ্রতিমার আদর করি নাই,—এমন কণকলতার আশ্রয়হীনতা একবার চক্ষেও দেখি নাই, তাই আমার এই মনস্তাপ। শত উপদেশ—সহস্র চেষ্টা করিয়া যাহা না হইয়াছিল, কঙ্কণের এই অব্যক্তভাব,—তাঁহার এই একবিন্দু নয়নজল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস তাহাই করিল।

শশিশেখর স্থির করিলেন,—সংসারের মায়ামোহ সুখদুঃখ সবই বুঝি-লেন, দেখিলেন, তাঁহার নিজের দুষ্কার্য্য,—দেখিলেন তাঁহার জীবনের পরি-ণাম!—হৃদয় ঔদাস্যে পূরিল,—শশিশেখর কয়েক দিন ভাবিয়া শেষে বৈরাগ্যব্রতই ব্রত করিবেন স্থির করিলেন। কঙ্কণের প্রাণের সাধ মিটিল,—কেবল এক দিনের জন্য। জগতের সুখ এই প্রকার।

প্রজারা শুনিয়াছে, যুবরাজ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তাহারা বড় আশায় আজ নগরময় মহা উৎসব লাগাইয়াছে। আবার অকস্মাৎ তাহারা সংবাদ পাইল, যুবরাজ—উদাসীন!—কঙ্কণ তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতেছেন!

কঙ্কণ গৈরিকবসনে দেহ আবৃত করিয়া হস্তে কমণ্ডলু অক্ষমালা লইয়া

বাহির হইলেন।—প্রজাকুল ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই রোদন করিয়া বলিল, "মা! তোর সন্তানদের ছেড়ে কোথা যাবি মা?—কে আমাদের রক্ষা কর্ব্বে?—" বৃদ্ধ রামচরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া কঙ্কণের হাত খানি ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ রামচরণ বুঝাইল,—"গার্হ্যস্থ ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ!—এই মহাযোগ সাধন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর! ইহারই অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য।" শশিশেখর বুঝিলেন, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবেন, কিন্তু নিজে সহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন না। রাজ্য ভার কঙ্কণের উপরেই রহিল। কঙ্কণের একদিকে স্বামীসেবা, অপর দিকে প্রজাপালন; তিনি কায়মনে প্রজাকুলের হিতসাধন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাঁহার শাসনগুণে বিমোহিত।—সেই সময় দেশের সর্ব্বত্র সকলেই কঙ্কণের নাম রাখিল কি,—"**বৌ-মা!**" কঙ্কণের রাজত্বের নাম হইল,—বৌ-মায়ের রাজত্ব!!!

হিতকথা।

মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাম্। কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্॥
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ। সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহম্। ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যহি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান বিহীনা বিমূঢ়াঃ। তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ॥
নলিনীদলগত জলবত্তরলং। তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং॥
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥
মা কুরু ধন জন যৌবনগর্ব্বং। হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং॥
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা। ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ। শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ॥
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ॥

প্রহার অপেক্ষা উপদেশ সমধিক কার্য্যকরী

মোহচ্ছেদ।

(অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে)

জনক রাজার প্রশ্ন।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্য মেতত্ত্বং ব্রূহি মে প্রভো॥

হে প্রভো! জ্ঞান, মুক্তি এবং বৈরাগ্য কি প্রকারে জীবগণ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন।

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষং সত্যং পীযুষবদ্ভজ॥

হে শিষ্য! যদি তোমার মুক্তিতে ইচ্ছা থাকে, তবে বিষের ন্যায় বিষয়কে ত্যাগ কর। ক্ষমা, অকাপট্য, দয়া, সন্তোষ ও সত্য, এই সকলকে অমৃতের ন্যায় সেবা কর।

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্নবায়ুর্দ্যৌর্নবাভবান্।
এষাং সাক্ষিণ মাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে ভিন্ন এবং ইহাদের দ্রষ্টা যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তাঁহাকে জান, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধান্মুক্তো ভবিষ্যসি॥

হে শিষ্য! যদি বিবেকের দ্বারা দেহাদিকে পৃথক্ করিয়া চেতনস্বরূপে বিশ্রাম করিয়া থাক, তবে এখনই মহাসুখী, শান্ত ও বন্ধ মুক্ত হইবে।

অহং কর্ত্তেত্যহং মানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥

আমি কর্ত্তা, এই অভিমানরূপ মহাকালসর্প তোমাকে দংশন করিয়াছে; অতএব আমি অকর্ত্তা এই শুদ্ধ ত্বং পদার্থে বিশ্বাসস্বরূপ অমৃতকে পান করিয়া সুখী হও।

Alls well that ends well.

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

আমি মুক্ত, এই অভিমান যে করে সেই মুক্ত এবং আমি বদ্ধ এই অভিমান যার, সেই বদ্ধ; যে হেতু আত্মা বদ্ধ ও মোক্ষাতীত। যেমন মতি তাহার গতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়িভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারিসূর্য্যকরে যথা॥

যেমন শুক্তির অধিষ্ঠানে রজত, রজ্জুতে সর্প ও রৌদ্রে জল কল্পিত হইতেছে, এইরূপ আমাতে অজ্ঞানদ্বারা বিশ্ব কল্পিত হইয়া ভাসমান হইতেছে।

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ॥

শরীর, স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ ও ভয় এ সকল কল্পনা মাত্র; অতএব এই সকল কাল্পনিক বস্তু দ্বারা চিদ্রূপ আত্মার কি কার্য্য?

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গাইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি॥

যেমন সমুদ্রে তরঙ্গের স্ফূর্ত্তি হয়, এইরূপ যে আত্মার অধিষ্ঠানে বিশ্বের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, সেই আত্মা আমি, ইহা জানিয়াও কি নিমিত্ত দীনের ন্যায় ধাববান হইতেছ?

জীবন্মুক্তির লক্ষণ কহিতেছেন।

ন ত্বং শূদ্রাদিকোবর্ণো নাশ্রমী নাক্ষিগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥

তুমি স্বরূপেতে বিপ্রাদি বর্ণাশ্রম রহিত, সঙ্গ ও আকারহীন এবং বিশ্বের সাক্ষী অর্থাৎ চেতন, ইহা জানিয়া সুখী হও।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা॥

হে ব্যাপক-স্বরূপ আত্মন্! ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ এ সকল মনের ধর্ম্ম, তোমার নহে; অতএব তুমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহ, নিত্যমুক্ত স্বরূপ।

একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্ত মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরং॥

এক দেহাদিদ্রষ্টা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুমি, তোমার এই বন্ধ আত্মাকে দেহাদিরূপে দেখিতেছ।

একোবিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব॥

এক অর্থাৎ অদ্বয়, অতএব বিশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত বোধ অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপ, এবম্ভূত যে আত্মা, সেই আমি, এই নিশ্চয় বহ্নিদ্বারা অজ্ঞান-বনকে দগ্ধ করিয়া শোকহীন ও সুখী হও।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব॥

এই আত্মা ভ্রমদ্বারা সংসারীর ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যে হেতু তিনি স্বরূপে দ্রষ্টা, বিভু, পূর্ণ, চেতন, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, নিস্পৃহ ও শান্ত হয়েন।

কূটস্থং বোধসদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
অভাসোঽহং ভ্রমং ত্যক্ত্বা ভাবং বাহ্যমথান্তরম্॥

আমিই, অহঙ্কার দেহাদিই আমি, ও সুখী আমিই দুঃখী এই ভ্রমকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকার অদ্বৈতজ্ঞানরূপ আত্মাকে চিন্তা কর।

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধেঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিস্কৃত্য সুখী ভব॥

হে পুত্র! তুমি চিরকাল পর্য্যন্ত দেহাভিমান-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছ, সম্প্রতি চেতনস্বরূপ এই জ্ঞানখড়্গের দ্বারা ঐ রজ্জু ছেদন করিয়া সুখী হও।

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধো সমাধিমনুতিষ্ঠসি॥

শিষ্য! তুমি সঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন ও স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন অর্থাৎ নিত্য মুক্ত। তথাপি অদ্যাপি যে তুমি সমাধি অনুষ্ঠান করিতেছে, এই তোমার বন্ধ।

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মা-গমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাং ॥

তোমাতে জগৎ আছে, এবং তুমি জগতে আছ। বস্তুতঃ তুমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব ক্ষুদ্রচিত্ত অর্থাৎ বিপরীত ভাবনাপর হইও না।

নিরপেক্ষো নির্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরিক্ষুব্ধোভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥

শিষ্য! তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নির্বৃত্তি উপায়ত অপেক্ষা শূন্য ও জন্মমরণাদি বিকারহীন ও নির্ভয় এবং তুমি পর্য্যস্ত, শীতলান্তঃকরণ অগাধবুদ্ধি শোভ-শূন্য ও চৈতন্যকে ভাবনা কর।

সাকার মনৃতং বিদ্ধি নিরাকারস্তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥

সাকার অর্থাৎ দৃশ্যমান শরীরাদি মিথ্যা, ও নিরাকার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেহাদি রহিত যে পরমাত্মা, তিনি নিত্য। হে শিষ্য! ইহাই জান। যেহেতু এই তত্ত্বোপদেশ দ্বারা মোক্ষ হয়।

একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥

এক, সর্ব্বগত যে আকাশ, তিনি যেমন ঘটের অন্তর্বাহ্যবর্ত্তী, সেইরূপ নিত্য নিরন্তর যে ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বপ্রাণিগণে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই প্রকার গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য আপনার কৃতার্থতা আবিষ্কার করিতেছেন।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥

অহো কি আশ্চর্য্য! নিরুপাধি, নির্ব্বিকার, অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ আত্মা হইয়া এতকাল পর্য্যন্ত মোহ কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলাম।

যথা প্রকাশয়ামেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বমথবা ন চ কিঞ্চিন ॥

আমি যেমন এই স্থূলদেহের প্রকাশক, তেমনি এই জগতেরও প্রকা-

শক, এনিমিত্ত এই দেহাদি জগৎ আমার, কিন্তু আমি নহে। বাস্তবিচারে আমার কিছুই নাই, যেহেতু আমি অসঙ্গস্বরূপ।

স্বশরীরমহোবিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে॥

অধুনা লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর তৎসহিত সকল জগতকে বিচার দ্বারা পৃথক জানিয়া গুরুপদেশ প্রাপ্ত যে কোন চাতুর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মাবলোকন করিতেছি।

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটোযদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্॥

যেমন বস্ত্রকে বিচার করিলে তন্তু অর্থাৎ সূত্রমাত্রই হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বের বিচার করিলে বিশ্ব ব্রহ্মমাত্রই হয়।

যথৈবেক্ষুরক্লৃপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
ময়ি ক্লৃপ্তমিদং বিশ্বং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্॥

যেমন শর্করা ইক্ষুরসে কল্পিত হইয়া সেই ইক্ষু কল্পিত হইয়াছে, তেমন আমাতে কল্পিত যে বিশ্ব, তাহার অন্তর্ব্বাহে আমি ব্যাপ্ত হইয়া আছি। এতৎ শ্লোকত্রয়ের ভাবার্থ এই যে, অস্তি অর্থাৎ আছে, ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি পাইতেছে, প্রিয় অর্থাৎ প্রেমাস্পদ, এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র অবস্থিত যে আত্মা, সেই আমি।

মত্তোবিনির্গতং বিশ্বং মষ্যবলয়মেষ্যতি।
মৃদিকুম্ভো জলে বীচঃ কণকে কুণ্ডলং যথা॥

যেমন মৃত্তিকা হইতে কুম্ভ, জল হইতে তরঙ্গ, ও স্বর্ণ হইতে কুণ্ডলাদ্যলঙ্কার উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লয় হয়, এইরূপ আত্মা হইতে উৎপন্ন যে বিশ্ব, তাহা আত্মাতেই লীন হইবে।

অহো অহং নমোমহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত-জগন্নাশেহপি তিষ্ঠতঃ॥

আত্মা অত্যাশ্চর্য্য রূপ হয়েন; অতএব সেই আত্মাকেই নমস্কার করি। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত জগতের নাশ হইলেও স্বরূপে অবস্থিত আত্মার বিনাশ নাই।

অহো অহং নমোমহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাংমনসগোচরম্ ॥

যে আত্মা অত্যাশ্চর্য্যরূপ সেই আত্মাকে নমস্কার করি, যে আত্মার কিছুই নাই, কিন্তু দশেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত বস্তু, তৎসমস্তই যে আত্মার অবস্থান।

নানাবিধ খেলা।

চতুরঙ্গ।

বিশুদ্ধ আমোদ সময় সময় আবশ্যক। সাংসারীক কঠিন পরিশ্রমের পর একটু আধটু আমোদ-আহ্লাদ একটু আধটু ক্রিড়া-কৌতুক বড়ই আবশ্যক। যখন কঠিন শ্রমে মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন এই আমোদ-প্রমোদ সেই নির্জ্জীব প্রাণের সজীবতা সম্পাদন করে। আপাততঃ দাবা খেলার বিষয় লিখিতেছি।

সাঙ্কেতিক অক্ষর।

রাজার পরিবর্ত্তে—"রা, দাবার অথবা মন্ত্রীর—দা, নৌকার—নৌ, গজ বা পিলের—গ, ঘোড়া বা অশ্বের—ঘো, বড়ে বা প্যাদার—ব, কিস্তির—কিং, ঢাকিবার—ঢাং, উঠ্‌সা কিস্তির উ—কিং।

যখন কোন সাঙ্কেতিক অক্ষরের পরে কোন একটী ঘরের নম্বর দেওয়া যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ গুটী ঐ ঘরে বসিবে অথবা ঐ ঘরে চালিতে হইবে। যথা স্থাপনাধ্যায়ের ১ম, প্রশ্নে লাল রা ৬৩। নৌ ৩২, ২৯। অর্থাৎ লাল পক্ষের রাজা ৬৩ ঘরে ও নৌকা দুখানি ৬২ ও ২৯ ঘরে আছে। সেই রূপ উত্তরাধ্যায়ের ১ম, উত্তরের লাল নৌ ৬। কাল রা ১৫ লেখা আছে। তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, লাল পক্ষ প্রথমে আপন নৌকা ৬ ঘরে চালিল, পরে কাল পক্ষ তাহার রাজা ১৫ ঘরে চালিল ইত্যাদি। একপক্ষের দুই গুটি প্রায়ই এক ঘরে যাইতে পারে না। যথা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ নৌ ৬ বলিলে যে নৌকা ৬২ ঘরে আছে সেই কেবল ৬ ঘরে যাইতে পারে। কিন্তু আর এক খানা নৌকা যদি ২ ঘরে থাকিত তবে সেখানে দুই নৌকাই এক ঘরে যাইতে পারিত, সুতরাং সেরূপ

স্থলে যে ঘরে নৌকা চালিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা উচিত। সেরূপ স্থল হইতে ৬২ নৌ ৬ এইরূপ লেখা যাইবে।

এক পক্ষের কোন গুটি যে ঘরে আছে অন্য পক্ষের একটি গুটি সেখানে চালিতে বলিলে, পূর্ব্ব লিখিত গুটিকে মারিয়া বসিতে হইবে। এই রূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। যথা, ঐ প্রথম উত্তরে লাল গ ২৪। অর্থাৎ লাল গজকে কাল রাজা মারিয়া নিজে সেখানে বসিল। যে চাল দিলে বিপক্ষ রাজাতে কিস্তি পড়ে, সে চালের শেষে কিং লেখা থাকিবে, যথা ১ম উত্তরে নৌ ৬ কিং অর্থাৎ লাল নৌকা ৬ ঘরে চালিয়া কাল রাজাকে কিস্তি দিল। যে চাল দিলে উঠ্‌সা কিস্তি পড়ে সে ছালের শেষে উ, কিং লেখা হইবে আর কিস্তি পড়িলে অন্য পক্ষ ঢাকিয়া দিলে সে চালের শেষে ঢাং লেখা থাকিবে। যে চাল দিলে মাত হয়, সে চালের শেষে মাৎ শব্দ লেখা থাকিবে।

বোধ হয় পুস্তক দেখিয়া খেলিতে চেষ্টা করিলেই আলোচনাকারী এ সমুদায় আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

পরাজিত পক্ষ কেন পুস্তক লিখিত চাল দিবে?—যদি এরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার উত্তর এই যে, সে চাল ভিন্ন তাহার অন্য চাল নাই, অথবা সে চাল না দিলে সে আরো শীঘ্র মাত্ হইবে।

সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লাল রাজার প্রথম বসিবার স্থান ৬০ ঘর। কাল রাজার ৫ এবং গতিও সেইরূপ।

প্রথম প্রশ্নে লাল রাজার প্রথম চাল। পরে কাল রাজার প্রথম চাল।

প্রশ্নমালা।

১ম প্রশ্ন।	৪র্থ প্রশ্ন।
লাল।	লাল।
রা ৬৩। নৌ ৬২, ২৯। গ ৫৯। ৭৬	রা ৩। নৌ ১১,৩৭। গ ৪৬
ব ৩৯।	ঘো ১০। ব ১৮।
কাল।	কাল।
রা ৮ নৌ ২৫। গ ২৩।	রা ১। দ ২৮। নে ৩০

ব ১৬, ২৬, ২৭।

লালের প্রথম চাল, পাঁচ চাল মধ্যে কালকে মাত্ করিবে।

২য় প্রশ্ন।

লাল।

রা ৫৭। নৌ ১৬। ঘো ৩৭। গ ৭। ব ৪৯, ৫০।

কাল।

রা ৭। দ ৩৫। গ ২৩। ব ১৪, ১৫, ১৬ ও ৩৬।

লালের প্রথম চাল, চারি চাল মধ্যে কালকে মাত্ করিবে।

৩য় প্রশ্ন।

রা ৬৪। গ ৫৫। দ ৩৭। ঘো ৬।

কাল।

রা ৮। দ ৪৩। ঘো ২২। ব ১৫, ৩২।

লাল প্রতিপক্ষকে তিন চাল মধ্যে মাৎ করিবে।

লাল।

রা ৪৭। নৌ ৩৭, ৩৭।

ঘো ২২। ব ৫৬।

৪র্থ কাল।

রা ১৫ নৌ ৮। দ ৫২। ব ২৩, ৫৬।

যাহার আগচাল, সে অপর পক্ষকে চারি চাল মধ্যে এবং কালকে আপন বড়ে দ্বারা চারি-চাল মধ্যে মাৎ করিবে।

৫ম প্রশ্ন।

লাল।

রা ২৩। গ ২৭। ব ২৫ ও ৩১।

কাল।

রা ৮। ব ১৭

লাল চারি চালের মধ্যে ৩১ ঘরের বড়ে দ্বারা অন্য পক্ষকে মাত্ করিবে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন।

লাল।

রা ২৪। দ ১৯। ১২, ২৮। ব ৩৩।

কাল।

রা ৮। দ ১৪। ঘো ৫৮। ব ৩। ৪১।

লাল চারি চাল মধ্যে বিপক্ষকে মাত্ করিবে।

৭ম প্রশ্ন।

কাল।

রা ৩। দ ৫৯। নৌ ৬১। গ ২৫। ব ৯, ১১।

লাল চারি চাল মধ্যে কালকে মাত করিবে।

৯ম প্রশ্ন।

লাল।

রা ৬৪। দ ৩৫। নৌ ৩৩

ধনী আহারে অপারগ এজন্য উপবাস করে

করিবে। লালের প্রথমে প্রথম চাল দেওয়া গেলে পরে কালকে প্রথম চাল দেওয়া যাইবে।

৮ম প্রশ্ন।

লাল।

রা ৫৬। দ ৪৪। নৌ ৩২। গ ৫। ব ৩৭। ৫৫।

ঘো ২৮। ব ৫৫, ৫৬।

কাল।

রা ৭। দ ৩। নৌ ৬। গ ২৩। ব ১৫, ১৬, ১৯।

লাল চারি চালের মধ্যে কাল মাত্ করিবে।

দাবার ঘর।

১ নৌকা	২ ঘোড়া	৩ গজ	৪ দাবা	৫ রাজা	৬ গজ	৭ ঘোড়া	৮ নৌকা
৯ বড়ে	১০ বড়ে	১১ বড়ে	১২ বড়ে	১৩ বড়ে	১৪ বড়ে	১৫ বড়ে	১৬ বড়ে
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮
৪৯ বড়ে	৫০ বড়ে	৫১ বড়ে	৫২ বড়ে	৫৩ বড়ে	৫৪ বড়ে	৫৫ বড়ে	৫৬ বড়ে
৫৭ নৌকা	৫৮ ঘোড়া	৫৯ গজ	৬০ রাজা	৬১ দাবা	৬২ গজ	৬৩ ঘোড়া	৬৪ নৌকা

উত্তর মালা।

প্রথম উত্তর।

লাল। কালা।

নৌ ৬ কিং রা ১৫

২য় উত্তর।

লাল। কাল।

ঘো ২২ কিং ব ২২

গ ২৪ কিং	রা ২৪
নৌ ৭	গ ১৪
নৌ ৩২ কিং	গ ৩২
নৌ ৩২ কিং	গ ৩২

ব ৩১ কিস্তিতে মাৎ করিল।

৩য় উত্তর।

দ ১৬ কিং	ঘো ১৬
ঘো ২৩ কিং	রা ৭

গ ২৮ কিং মাৎ করিল।

৫ ম উত্তর।

লাল।	কাল।
নৌ ৩৩ কিং	দ ২৫
নৌ ২৭ উ, কিং	নৌ ৪৭
নৌ ৯ কিং	দ ৯

ব ১০ কিং মাৎ করিল।

৬ ষ্ঠ উত্তর।

লাল।	কাল।
রা ১৪	রা ১৬
গ ৬	রা ৮
গ ১৫ কিং	রা ১৬

ব ২৩ কিং মাৎ করিল।

৮ম উত্তর।

লাল।	কাল।
দ ২২ কিং	দ ২২
২৮ ঘো ২২	যে চাল ইচ্ছা
ঘো ২৯	ঐ

নৌ ৫ কিং	রা ১৫
গ ৬ কিং	রা ৮

গ ২৪ উ, কিং মাৎ করিল।

৪র্থ উত্তর।

লাল।	কাল।
নৌ ১১ কিং	রা ২৪
নৌ ২৬ কিং	নৌ ১৬
ঘো ৭ কি	রা ৩১

গ ২২ কিং মাৎ করি।

কাল যে চাল দিয়াছে তাহা না দিয়া অন্য চাল দিলে সে আর ও শীঘ্র মাৎ হইবে।

৭ ম উত্তর।

কালর আগচাল হইলে এই রূপ হইবে যথা।

কাল।	লাল।
নৌ ৫৮ কিং	রা ৪৮
দ ৫৫ কিং	রা ৪০
দ ৫৬ কিং	রা ৩১

দ ২৪ কিং মাৎ।

৯ ম উত্তর।

লাল।	কাল।
গ ১২ কিং	রা ৪
গ ২১ উ, কিং	রা ১৩

ঘো ২৩ দ ১২ কিং রা ৬
অথবা। অথবা
১৪ কিং মাৎ করিল। ২২

তাস।

তাসের গ্রাবু, বিস্তি, বিবিধরা, গোলামচোর, প্রেমারা, কাতুর, তেমাচ, ছ্যাকরা, ক্রোন (crone) প্রভৃতি অনেক রকম খেলা আছে। আর সে সকলের অনেকই অনেকে জ্ঞাত আছেন সুতরাং সে সকল বাজে কথায় পুস্তক পুরাইব না ; বরং দুই একটী তাসের ভেল্‌কী (card's mazic) লিখিতেছি।

না দেখিয়া তাস বলা।

একত্রিশ খানি তাসের মুখ নিজের দিকে রাখ, এবং একখানি তাস দর্শকদিগের দিকে রাখ। হাত ঘুরাইয়া সেই তাসখানি যখন দেখাইবে, প্রদর্শকের দিকে একত্রিশ খানির একখানি দেখা যাইবে সে খানি অগ্রে দেখিয়া সেই নাম করিবে। এই অবসরে আবার আর একখানি দেখিবে। এইরূপ সমস্ত তাস দেখাইবে।

মনস্থ তাস বলা।

২০ খানি তাস দেখাইয়া দর্শককে বলিতে হইবে যে, আপনি ইহার যে কোন খানি চিনিয়া রাখুন। তাহার পর তাসগুলী তাসিয়া এই চারি সারিতে এই নিয়মে সাজাইবেন। কবে যাবিরে, সেই সমাজে,—ছাড়-কুইচ্ছা,—পাড়া পাময়। সাজাইয়া প্রশ্ন কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্ সারে তাঁহার চিহ্নিত তাস আছে। তিনি সেইরূপ বলিলেই বাহির করিয়া দিবে। মিল যে যে অক্ষরে যে তাস আছে, সেই দুখানিই দর্শকের অভিপ্রেত।

অক্ষ।

পাশা ক্রিয়া অনেক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন। যাহা হউক যদি কেহ শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলেই এই মাত্র একটী উপদেশ থাকিল যে, যে দানে তাঁহার খেলিতে হইবে, তাহার দুই বাদ দিয়া যাহা হয়,

তাহাই উপরে রাখিয়া পাশা ঘুরাইলেই তাঁহার ইচ্ছামত দান পড়িবে। ৭ ফেলিতে ৫, ৯ ফেলিতে ৭ এইরূপ করিবেন।

ধাঁধা।

বাঙ্গালা ধাঁধা অনেকেই জানেন, এজন্য তাহা দেওয়া বাহুল্য, দুই একটী ইংরাজী ধাঁধা দেওয়া গেল। পাঠক শিক্ষা করিয়া রাখিলে অনেক উপকার পাইবেন।

1. A Powerful soldier without food dwells in a doorless house by the Almighty: when his might sufficiently increases he breaks through the house to the outside, what is this?
2. A car rolls along in the sky but touches not the ground. Its driver is on the earth but the vehicle remains in the sky.
3. It booms but is not bumble bee, it has a thread on its neck, but is not a Brahmin.
4. It has hundred legs, and two horns. Woe to him who incurs its wealth.
5. A Person is dumb while alive, but speaks very fluently, when he is dead. He has no skin on his body after his death, yet takes part in Hindu ceremoneis.
6. He has no leg but going every where, no blood; but he is the blood of all, who is he?

উত্তর।—১ম উঃ—ডিম্ব। ২য় উঃ—ঘুড়ি। ৩য় উঃ—চর্কা। ৪র্থ উঃ—কেন্নু। ৫ উঃ—শঙ্খ। ৬ষ্ঠ উঃ—টাকা।

সরল আর্য্যা।

মন কশা—যত করিয়া মন তাহার বামে ইলেক দিলে আধপোয়ার দাম হয়। উদাঃ—৫৲ টাকা মন, আধপোয়ার দাম—৵৫ এক পয়সা।

,,—যত মন, টাকা প্রতি সেরের দাম ৫৮ গণ্ডা ধরিবে। আনাপ্রতি দুই কড়া।

,,—যত টাকা মন হইবে, তত আনা আড়াইসেরের দাম। উদাঃ—৫৲ মন, /২॥০ দাম ।/০ আনা উত্তর।

,, ছটাকের দাম পয়সা করিয়া তাহার দক্ষিণে ০ দিলে মণের দাম হয়। উদাঃ—/১০ ছটাক। পয়সা ৬+০=৬০৲ টাকা মন।

জমাবন্দি—যত টাকা বিঘা, কাঠা প্রতি ৫১৬ গণ্ডা, আনা প্রতি এক গণ্ডা। ৫॥০ টাকা বিঘার খাজনা হইলে,—৫+১৬=।০ এবং ॥০ আনা ৮ গণ্ডা একুনে ।৮ কাঠার খাজনা উত্তর।

বিঘাকালি—দীর্ঘ ও প্রস্থ পরিমাণ যত, তাহার বিঘায়×বিঘায়=বিঘা, কাঠা×বিঘা=কাঠা, কাঠা×কাঠা=গণ্ডা। ২০ গণ্ডায় বিঘা। উদাহরণ; দীর্ঘ—৫ বিঘা ৬ কাঠা, প্রস্থ—৩ বিঘা ৫ কাঠা। ৫ বি=২৫ বি; ৩×৬=১৮ কাঠা; ৫×৬=২৬ কাঠা, ৫ কা×৩ কা=৩০ গণ্ডা ১॥০ কাঠা=১৭/৪॥০ উত্তর।

ঘনকালি—দীর্ঘ×প্রস্থ×বেধ=উত্তর। উদাঃ—৫ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ, ৩ হাত বেধ। ৫×৪=২০×৩=৬০ হাত উত্তর।

বর্গকালি—দীর্ঘ×প্রস্থ=উত্তর। উদাঃ—৫ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ। ৫×৪=২০ হাত উত্তর।

দেওয়ালকালি।—প্রথমে দেওয়ালের দীর্ঘ×প্রস্থ×বেধ করিয়া রাখ। পরে ইটেরও ঐরূপ দীর্ঘ×প্রস্থ×বেধ স্থির করিয়া দেওয়াল÷ইট=যাহা হইবে, ততগুলি ইট ঐ দেওয়াল প্রস্তুত করিতে লাগিবে।

পরিমিতি।—সমকোণী ত্রিভুজের নিম্নে পতিত রেখাকে ভূমি, দণ্ডায়মান রেখার নাম কোটী, এবং বাঁকা রেখাকে কর্ণ বলে। ইহার কালি করিতে হইলে যদি কোটীর পরিমাণ স্থির করিতে হয়, তবে কর্ণ×কর্ণ—ভূমি×ভূমি স্থির করিয়া তাহার বর্গই উত্তর।

কর্ণ জিজ্ঞাস্য হইলে কোটী×কোটী×ভূমি×ভূমি স্থির করিয়া তাহার বর্গমূল উত্তর।

ভূমি জিজ্ঞাস্য হইলে কোটী×কোটী×কর্ণ×কর্ণ স্থির করত বর্গমূলই উত্তর।

মাসমাহিনা ।

মাসমাহিনা—কত টাকা মাসে মাহিনা হইবে, কত দিনের মাহিনা কত হয়, ইহা দেখিলেই তাহা বলা যাইবে।

দিন মাহিনা	১	২	৩	৪	৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০
।০	৴২॥=	৴৫।—	৴৮	৴১০॥=	৴১৩।—	/৬॥=	৵০	৵১৩।—	৶৬॥=	।০
॥০	৴৫।—	৴১০॥=	৴১৬	/১।—	/৬॥=	৵১৩।—	।০	।/৬॥=	।৵১৩।—	॥০
১৲	৴১০॥=	/১।—	/১২	৵২॥=	৵১৩।—	।/৬॥=	॥০	॥৵১৩।—	৸/৬॥=	১৲
২৲	/১।—	৵২॥=	৶৪	।৫।—	।/৬॥=	॥৵১৩।—	১৲	১।/৬॥=	১॥৵১৩।—	২৲
৩৲	/১২	৶৪	।১৬	।৵৮	॥০	১৲	১॥০	২৲	২॥০	৩৲
৪৲	৵২॥=	।৫।—	।৵৮	॥১০॥=	॥৵১৩।—	১।/৬॥=	২৲	২॥৵১৩।—	৩।/৬॥=	৪৲
৫৲	৵১৩।—	।/৬॥=	॥০	॥৵১৩—	৸/৬॥=	১॥৵১৩।—	২॥০	৩।/৬॥=	৪৵১৩।—	৫৲
১০৲	।/৬॥=	॥৵১৩—	১৲	১।/৬॥=	১॥৵১৩।—	৩।/৬॥=	৫৲	৬॥৵১৩।—	৮।/৬॥=	১০৲
২০৲	॥৵১৩।—	১।/৬॥=	২৲	২॥৵১৩।—	৩।/৬॥=	৬॥৵১৩।—	১০৲	১৩।/৬॥=	১৬॥৵১৩—	২০৲
৪০৲	১।/৬॥=	২॥৵১৩।—	৪৲	৫।/৬॥=	৬॥৵১৩।—	১৩।/৬॥=	২০৲	২৬॥৵১৩।—	৩২।/৬॥=	৪০৲
৮০৲	২॥৵১৩।—	৫।/৬॥=	৮৲	১০॥৵১৩।—	১৩।/৬॥=	২৬॥৵১৩।—	৪০৲	৫৩।/৬॥=	৬৪॥৵১৩।—	৮০৲

শিক্ষা। যে টাকা বা তারিখ নাই, তাহাও যোগ করিয়া লইলেই হইবে, যেমন ২৮৲ টাকা বেতনের হিসাব জানিতে হইলে ২০ টাকার হিসাবে ১৩।/৬॥=, ৫৲ টাকার ৩।/৬॥= ও তিন টাকা হিঃ ২৲ টাকা, একুনে ১৮॥৵১৩। উত্তর।

দিন নির্ণয়।

	জানু	ফেব্রু	মার্চ্চ	এপ্রে	মে	জুন	জুলা	অগঃ	সেপ্ট	অক্টো	নবে	ডিসে
জানুয়ারী	৩৬৫	৩৩৪	৩০৬	২৭৫	২৪৫	২১৪	১৮৪	১৫৩	১২২	৯২	৬১	৩১
ফেব্রুয়ারী	৩১	৩৬৫	৩৩৭	৩০৬	২৭৬	২৪৫	২১৫	১৮৪	১৫৩	১২৩	৯২	৬২
মার্চ্চ	৫৯	২৮	৩৬৫	৩৩৪	৩০৪	২৭৩	২৪৩	২১২	১৮১	১৫১	১২০	৯০
এপ্রেল	৯০	৫৯	৩১	৩৬৫	৩৩৫	৩০৪	২৭৪	২৪৩	২২১	১৮২	৫৫১	১২১
মে	১২০	৪৯	৬১	৩০	৩৬৫	৩৩৪	৩০৪	২৭২	২৪২	২১২	১৮১	১৫১
জুন	১৫১	১২০	৯২	৬১	৩১	৩৬৫	৩৩৫	৩০৪	২৭৩	২৪৩	২১২	১৮২
জুলাই	১৮১	১৫০	১২২	৯১	৬১	৩০	৩৬৫	৩৩৪	৩০৩	২৭৩	২৪২	২১২
আগষ্ট	২১২	১৮১	১৫৩	১২২	৯২	৬১	৩১	৩৬৫	৩৩৪	৩০৪	২৭৩	২৪৩
সেপ্টেম্বর	২৪৩	২১২	১৮৪	১৫৩	১২৩	৯২	৬২	৩১	৩৬৫	৩৩৫	৩০৪	২৭৪
অক্টোবর	২৭৩	২৪২	২১৪	১৮৩	১৫৩	১২২	৯২	৬১	৩১	৩৬৫	৬৩৪	৩০৪
নবেম্বর	৩০৪	২৭৩	২৪৫	২১৪	১৮৩	১৫৩	১২৩	৯১	৬১	৩১	৩৬৫	৩৩৫
ডিসেম্বর	৩৩৪	৩০৩	২৭৫	২৪৪	২১৪	১৮৩	১৫৬	১২২	৯১	৬১	৩০	৩৬৫

শিক্ষা।

কোন্ মাসের কোন্ দিন হইতে কোন্ মাসের কোন্ দিন পর্য্যন্ত কত দিন হয়, তাহা এতদ্বারা জানা যায়। মাসের মাস ও উপরের মাসের সংঘাত স্থানের যে দিন তাহাই উত্তর। যদি জিজ্ঞাস্য দিনের তারতম্য থাকে, তবে সম সংখ্যক করিয়া দেখিয়া তাহাতে পূর্ব্ব অবশিষ্ট দিন যোগ করিয়া লইবে। যেমন যদি ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই আগষ্ট কত দিন জিজ্ঞাস্য হয়, তবে ১৪ হইতে ১৪ দেখিয়া যত দিন হয়, তাহাতে ২ যোগ দিলেই হইবে।

সরল ডাইরেক্টরী।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম ২০এ মে ১৮১৯। রাজ্যপ্রাপ্তি ২০এ জুন ১৮৩৭। বিবাহ রাজকুমার এলবার্টের সহিত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩। ইহাঁর ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা।

গভর্ণর জেনেরেলগণ।—ওয়ারেণ হেষ্টিংস্—১৭৭৭—১৭৮৫। ম্যাক-মার্সান ব্যারোনেট—১৭৮৬—১৭৮৬, কর্ণয়ালীশ ১৭৮৬—১৭৯৩। স্যরজন শোর ১৭৯৩—১৭৯৮। এপিয়ড্ কার্স ১৭৯৮—১৭৯৮। ওয়েলেশলী ১৭৯৮—১৯০০। মারকুইস্ কর্ণয়ালীশ ১৮০০—১৮০৬। বার্লো—১৮০৫ ১৮০৭। মিণ্টো ১৮০৭—১৮১৩। হেষ্টিং ১৮১৩—১৮২৩। জন এড্যাম ১৮২৩—১৮২৩। আমহার্ষ্ট ১৮২৩—১৮২৮। বেলি ২৮২৮ ১৮২৮। বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮—১৮৩৫। মেটকাফ ১৮৩৫—১৮৩৬। অক্ল্যাণ্ড ১৮৩৬—১৮৪২। এলেনবরা—১৮৪১—১৮৪৪। হার্ডিঞ্জ—১৮৪৪—১৮৪৮। ডেলহেউসী —১৭৪৭—১৮৫৬। ক্যানিং ১৮৫৬—১৮৬২। এল্গিন ১৮৬২—১৮৬৩। রবার্ট নেপিয়ার—১৮৬৩—১৮৬৩। উইলিয়ম ডেন্সিল ১৮৬৩—১৮৬৪। লরেন্স ১৮৬৪—১৮৬৯। মেয়র ১৮৬৯—১৮৭২। ষ্ট্রাট ১৮৭২—১৮৭২। মার্চিষ্টন—১৮৭২—১৮৭২। নর্থব্রুক ১৮৭২—১৮৭৬। লিটন ১৮৭৬—২৮৮০ রিপন ১৮৮০—১৮৮৪। ডফরিন১৮৮৫—।

প্রধান প্রধান ঘটনা—কাবুল সমর ১৮৪২। চিলেনওয়ালার যুদ্ধ ১৮৪৯। এসেটিক সোসাইটী পত্তন ১৭৪৮। ডিসরেলীর মৃত্যু ১৮৪৮। প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ ১৭৮০। ইষ্টিণ্ডিয়া রেলপথ খোলা ১৮৫৪। গোয়ালীয়রের যুদ্ধ ১৮০৪। কলিকাতার রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত ১৭৯৯। ব্রহ্মে সন্ধিস্থাপন ১৮২৬। জং বাহাদুরের মৃত্যু ১৮৭৭। নেপাল সমরা-বসান ১৮১৬। কলিকাতায় টেলিগ্রাফের সৃষ্টি ১৮৫৪। লর্ড বেকনের মৃত্যু ১৬২৬। তামাকের প্রথম বিলাতি আমদানী ১৫৮৫। সাহাজান পুরের হত্যাকাণ্ড ১৮৫৭। পলাসির যুদ্ধ ১৭৫৭। মারহাট্টা যুদ্ধ ১৮০৮। আফগান যুদ্ধ ১৮৪২। হেষ্টিংস যুদ্ধ ১০৬৬। বকসরের যুদ্ধ ১৭৬৪। জন ব্রাইটের জন্ম ১৮১১। বাঙ্গালোরের যুদ্ধ ১৭৯১। গ্লাডষ্টোনের জন্ম ১৮০৯। বারুদের সৃষ্টি ১৩৩০। কাচের বিলাতি আমদানী ৬৬৩।

ফস্‌ফরাস (দ্বীপক) আবিষ্কার ১৬৭৭। প্রথম কাগজ ১০০০ (A. D.) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ১৪৭৮ (A. D.) নেপলিয়ন বোনাপার্টির মৃত্যু ১৮২১। গারিবলদির জন্ম ১৮০৭। গারিবলদির মৃত্যু ১৮৮২। ওয়াটার্লু যুদ্ধ ১৮১৫। কানপুরের যুদ্ধ ১৮৫৭। কলম্বাসের প্রথম আবিষ্কার ১৪৯১। এমেরিকা আবিষ্কার ১৪৯২। মিল্‌টনের মৃত্যু ১৬৭৪। ওয়াসিংটন আরভিঙের মৃত্যু ১৮৫৯। লর্ড বেকনস্ ফিল্‌ডের জন্ম ১৮০৫। গ্যাম্‌বটার মৃত্যু ১৮৮২। পৃথিবীর সৃষ্টি (খৃঃ পূঃ) ৪০০৪। বেদ সংকলন ১২২০০। বুদ্ধের জন্ম ৫৬৯—মৃত্যু ৬৩৩। কলেরগাড়ির সৃষ্টি ১১৫৫। চৈতন্যের জন্ম ১২৮৫। মহম্মদের জন্ম ৫৬৯—মৃত্যু ৬৬৩। বিক্রমাদিত্যের জন্ম ৫৬। ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৭১২। সাধক রামপ্রসাদের জন্ম ১৭২০।

কলিকাতার ষ্ট্রীট ও লেনের ডাইরেক্টরী।

কলিকাতার কোন্ ষ্ট্রীট্ কোন্ স্থানে আছে, সে স্থানের নাম কি, কোন্ ষ্ট্রীটে কতগুলী বাড়ী, কতগুলী লেন* বাহির হইয়াছে, এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ইহা দেখিলেই জানিতে পারিবেন। অনেক ব্যক্তি কলিকাতার কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহা কোথায়, ইহা না জানিতে পারায় বিষম চিন্তিত হন, তাঁহাদের সে অভাব ইহাতেই পুরণ হইবে।

অক্রুর দত্তের লেন।—(বহুবাজার) ১—২০ নং বাড়ী আছে। ৫ নং পরে বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন মিলিয়াছে। ২ নং শেষ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

অভয় হালদারের লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ৭ নং শেষ মলঙ্গা লেন।

অক্ষয় চন্দ্র দত্তের লেন।—(নিমতলা) ১—১৪নং বাড়ী আছে। ১৪ নং শেষ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্।

অনাথ নাথ দেবের লেন।—(দর্জিপাড়া) ১—৮ নং বাড়ী আছে।

আগা করবুল্লা মহাম্মদের ষ্ট্রীট্।—(মুর্গীহাটা গির্জ্জার রাস্তা) ১ হইতে ৮ নং বাড়ী ইহাতে আছে। ৩ নং পরে আমড়াতলা ষ্ট্রীট্ মিশিয়াছে। ৮ নং বাড়ীর পর হইতে পর্টুগিস্ চার্চ্চ লেন মিশিয়াছে।

আহীরিটোলা ষ্ট্রীট্।—১—১৭৩ নং বাড়ী আছে। ২৮ নং হইতে

বাবুরাম ঘোষের লেন, ৫২ নং হইতে নিমু গোঁসাইয়ের লেন, ৮৫ নং হইতে রাজ কিশোর দের লেন, ১২০ নং হইতে শঙ্কর হালদারের লেন, ১২৫ নং হইতে হরঢোলের লেন, ১৫৫ নং ভগবান বন্দোপাধ্যায়ের লেন মিলিত হইয়াছে।

আলবার্ট রোড। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে অপার উড্ ষ্ট্রীট্ মিশিয়াছে।

আমড়াতলা ষ্ট্রীট। ১—২৯ নং বাড়ী আছে। ৩ নং পরে আমড়াতলা লেন বাহির হইয়াছে। ১৪ নং আগাকরবুল্লা মহম্মদের ষ্ট্রীট মিশিয়াছে।

আমড়াতলা লেন। ১—২৭ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে আমড়াতলা দ্বিতীয় গলি আরম্ভ হইয়াছে।

আনিস্ বর্বস্ লেন। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে গদাই খানসামার লেন ও ৩৫ নং পরে নাজির নজিবুল্লার লেন বাহির হইয়াছে। ৩৬ নং শেষে রিপণ ষ্ট্রীট্ মিশিয়াছে।

আন্টুনি বাগান লেন (মৃজাপুর)। ১—২৮ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে বুধু ওস্তাগরের লেন বাহির হইয়াছে। ২৮ নং শেষে অপার সারকুলার রোড্।

আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন (বাগ্‌বাজার)। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষে বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট।

আনন্দ খাঁয়ের লেন (বেনেটোলা)। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ৯ নং পরে হরঢোলের গলি মিশিয়াছে। ২৫ নং শেষে বেনেটোলা ষ্ট্রীট।

আরকুলি লেন (চাঁপাতলা)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং পরে কলেজ ষ্ট্রীট ও ২১ নং পরে চাঁপাতলা দ্বিতীয় লেন মিশিয়াছে।

আরমানিয়ান্ ষ্ট্রীট।—আরমানি গির্জ্জা রাস্তা। ৭ নং পরে লকা ষ্ট্রীট ও ১৩ নং পরে আমড়াতলা ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১৬ নং পরে গোবিন্দ চন্দ্র ধরের লেন বাহির হইয়াছে। ১৯ নং পরে লোয়ার চিৎপুর রোড্ ২৩ নং পরে রূপচাঁদ রায়ের ষ্ট্রীট, ২৮ নং পরে মল্লিকের ষ্ট্রীট, ৩৮ নং পরে ক্রস্ ষ্ট্রীট্ মিশিয়াছে। ৪৬ নং খোংরা পটী ষ্ট্রীট।

আরপুলি লেন। (পটলডাঙ্গা) ১—২৪ নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে পঞ্চানন তলা ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ২৪ নং পরে কলেজ ষ্ট্রীট।

আশুতোষ দের লেন (সিমুলিয়া)। ১—৩০ নং বাড়ী আছে। ৫নং পরে মাণিকতলা ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ৩০ নং পরে বলরাম দের ষ্ট্রীট।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (মৃজাপুর)। ১—১৫৩ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে নিলমনি গাঙ্গুলীর লেন, ১৪ নং পরে রামহরি ঘোষের লেন, ১৯ নং পরে গুখিল মিস্ত্রির লেন বাহির হইয়াছে। ২৯ নং পরে পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। ৩২ নং পরে কেরিস্ চার্চ্চ লেন বাহির হইয়াছে। ৭৬ নং পরে মাণিকতলা ষ্ট্রীট। ৭৯ নং পরে যুগোলকিশোর দাসের লেন বাহির হইয়াছে। ১০৬ নং পরে বেচু চাটুজ্জের ষ্ট্রীট। ১১৫ নং পরে নরসিংহের লেন বাহির হইয়াছে। ১১৮ নং পরে সিতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। ১২৮ নং পরে মৃজাপুর ষ্ট্রীট। ১২৯ নং হইতে নিলমণি দত্তের লেন ও সক্রৃষ্ণ ঘোষের লেন বাহির হইয়াছে। ১৩১ নং হইতে ভুবন মোহন ধরের লেন বাহির হইয়াছে। ১৩৫ নং হইতে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন বাহির হইয়াছে। ১৪২ নং চাঁপাতলা দ্বিতীয় লেন, ১৪৬নং পরে নিত্যবাবুর লেন বাহির হইয়াছে। ১৫৩নং পরে বহুবাজার ষ্ট্রীট।

ইলসিয়ম রো (পুরাতন নাচ ঘরের রাস্তা)। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ থিয়েটর রোড।

ইউরোপীয়ান এসাইলম হাড়িপাড়া গলি)। ১—৪৪ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে হাড়িপাড়া লেন, ৬ নং পরে গার্ডন লেন, ১৮ নং পরে তালতলা লেন, ২০ নং পরে মৌলবী এমদাদ আলীর লেন, ২৫ নং পরে কমদান বাগান লেন, ৩১ নং মৌলবী আবদুল লতিপের ষ্ট্রীট, মিশিয়াছে। শেষ লোয়ার সারকুলার রোড।

ইমাম বক্স খানাদারের লেন (সোনাগাছি)। ১—৩১ নং বাড়ী আছে।

ঈশ্বর মিত্রের লেন (গোয়াবান)। ১—২২ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লেন, ও ২২ নং পরে গোয়াবাগান লেনের সংযোগ।

ঈশ্বর ঠাকুরের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১৩ নং বাড়ী আছে।

উইলিয়মস্ লেন (জেলিয়া পাড়া রাস্তা)। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে শেষ।

উডষ্ট্রীট (বামন বস্তির রাস্তা)। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ১৩ শেষ পার্ক ষ্ট্রীট।

উড ষ্ট্রীট (অপার)। ১—৩ নং বাড়ী আছে। ৩ নং শেষ থিয়েটর রোড।

উল্টডিঙ্গা রোড। ১—৪০ নং বাড়ী আছে। ৪০ নং শেষ অপার সার-কুলার রোড।

উমাচরণ দাসের লেন। ১—৩৮ নং বাড়ী আছে। ১২ নং পরে ঢুকুরিয়া বাগান লেন, ও ১৯ নং পরে রাম হরি মিস্ত্রির লেন মিলিয়াছে।

উমেশচন্দ্র দত্তের লেন (রামবাগান)। ১—২২ নং বাড়ী আছে। ২১ নং পরে রাজকৃষ্ণের লেন মিলিয়াছে। ২২ নং শেষে বিডিন ষ্ট্রীট।

উড়িয়া পাড়া লেন (নেবুতলা—বহুবাজার)। ১—৪৩ নং বাড়ী আছে। ২৪ নং পরে ঠাকুর দাস পালিতের লেন, ও ৪৩ নং শেষ নেবুতলা লেন মিলিয়াছে।

এমামবাড়ী লেন। ১—৫৮ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং পরে নলপুকুর লেন, ৩৭ নং পরে গুরিমা লেন, ৪৮ নং পরে খাইরো মেথরের লেন মিলিয়াছে। ৬৮ নং শেষ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

এমামবাগ লেন (গুমঘর রাস্তা)। ১—৪০ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং পরে হাসপাতাল লেন মিশিয়াছে।

এস্প্লেণ্ড।—(পূর্ব্ব) ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ৩ নং পরে ডেক্রিস্-লেন মিশিয়াছে। শেষ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

এস্প্লেণ্ড।—(পশ্চিম) ১—৪ নং বাড়ী আছে। শেষ গবর্ণমেণ্ট প্লেশ।

এজরা ষ্ট্রীট (ডোমটুলির রাস্তা)। ১—৬৭ নং বাড়ী আছে। ১ নং পরে রাধাবাজার লেন, ৫১ নং পরে মানোক লেন বাহির হইয়াছে। শেষ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট (গভর্ণমেণ্ট প্লেশ)। ১—২৯ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং শেষ ওল্ডকোর্টহাউস ষ্ট্রীট।

ওয়েলেস্লী প্রথম লেন (মাদ্রাসার রাস্তা)। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

ওয়েলেস্লী দ্বিতীয় লেন। ১—২৪ নং বাড়ী আছে।

ওয়েলেস্লী প্লেশ (কোম্পানীর দাওয়াইখানার রাস্তা)। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট। ১—৯০ বাড়ী আছে। ৯ নং পরে সুকুর সরকারের

লেন, ২০ নং পরে করিম বক্স খানসামার লেন, ২৪ নং পরে মৃর্জ্জা মেন্দির লেন, ৪৬ নং পরে মেদী বাগান লেন, ৪৯ নং পরে হিল্‌স্‌ লেন, ৫৮ নং পরে ওয়েলেস্‌লী প্রথম লেন, ৬০ নং পরে ওয়েলেস্‌লী দ্বিতীয় লেন, ৭৪ নং পরে পিরু খানসমার লেন, ৭৫ নং পরে ওয়েলেস্‌লী স্কোয়ার, ৮৪ নং পরে মুচীপাড়া লেন মিশিয়াছে। ৯০ নং শেষ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার। ১—১৪ নং বাড়ী আছে।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট (বহুবাজার)। ১—৬৩ নং বাড়ী আছে। ৯ নং পরে গোপীমোহন বসুর লেন, ১০ নং পরে যদুনাথ দের লেন, ১৪ নং পরে শ্রীনাথ দাসের লেন, ২৭ নং পরে মদন বড়ালের লেন, ৩২ নং পরে মলঙ্গা লেন, ৩৪ নং পরে ব্যাপারীটোলা লেন, ৩৭ নং পরে এমামবাগ লেন, ৩৮ নং পরে অক্রুর দত্তের লেন, ৫১ নং পরে চৈতন্য সেনের লেন, ৫৯ নং পরে হিদারাম বাড়ুয্যের লেন মিলিয়াছে। ৬৩ নং শেষ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

ওয়েস্‌টন লেন (বন্দুক ওয়ালার গলি)। ১—১১ নং বাড়ী আছে।

ওখিলমিস্ত্রির লেন। ১—৮৩ নং বাড়ী আছে। ৬ নং পরে মৃজাপুর ট্যাঙ্ক লেন মিলিয়াছে। ৮৩ নং শেষ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

ওল্ড বৈঠকখানা বাজাররোড (সিয়ালদহ)। ১—১৭০ নং বাড়ী আছে। ৪৪ নং পরে হলওয়েল লেন, ৭৬ নং পরে পাতুর বাগান লেন, ১০৪ নং পরে কেরিশচর্চ্চ লেন, ১৩৪ নং পরে নুর মহম্মদ সরকারের লেন, ১৫২ নং পরে ওখিলমিস্ত্রির লেন, ১৬৪ নং পরে স্কটলেন মিশিয়াছে। ১৭০ নং শেষ বহুবাজার ষ্ট্রীট.

ওল্ড চিনেবাজার ষ্ট্রীট। ১—২৩৫ নং বাড়ী আছে।

ওল্ড কোর্টহাউস ষ্ট্রীট (লালদীঘির পূর্ব্ব)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে ম্যাঙ্গো লেন মিশিয়াছে।

ওল্ড পোষ্ঠ আফিস ষ্ট্রীট। ১—১৩ নং বাড়ী আছে।

কালীদাস সিংহের লেন (মেছুয়া বাজার)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে। ৩৬ নং শেষ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

কামাক ষ্ট্রীট (ডনকান্‌বস্তির রাস্তা)। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ পার্ক ষ্ট্রীট।

কামারডাঙ্গা রোড (ইটালী)। ১—৬১ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং পরে শম্ভুবাবুর লেন বাহির হইয়াছে।

কানাল ষ্ট্রীট (ইটালী)। ১—২০ নং বাড়ী আছে।

ক্যানিং ষ্ট্রীট (মুরগীহাটা)। ১—১৩৭ নং বাড়ী আছে। ৩৭ নং পরে স্থকিয়াস্ লেন আরম্ভ।

কাউন্সিল হাউসষ্ট্রীট (পাথুরেঘির্জ্জা)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

ক্রিক রো। ১—৫৮ নং বাড়ী আছে। ২৪ নং পরে মৃজাপুর লেন, ৩৮ নং পরে সাঁকারীটোলা লেন, ৪৭ নং পরে নেবুতলা লেন, ৫৭ নং পরে ডাঙ্গা ভাঙ্গা লেন মিলিয়াছে। শেষ ৫৮ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

ক্রুকেড লেন (বাঁশতলা)। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে ওয়টারলুষ্ট্রীট মিলিয়াছে।

ক্রস ষ্ট্রীট। ১—২০৬ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে রামমোহন মল্লিকের লেন, ৬১ নং পরে ক্রুস ষ্ট্রীট বাইলেন, ১০৩ নং পরে পগেয়াপটী মিশিয়াছে।

কলিঙ্গাবাজার ষ্ট্রীট (জানবাজার)। ১—১৫১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে উমাচরণ দাসের লেন, ১৯ নং পরে জানবাজার ৪র্থ লেন, ৩৬ নং পরে মৌলবীর লেন, ৪৫ নং পরে মিছরী খানসামার লেন, ৬১ নং পরে কীর লেন, ১১৯ নং পরে করিম বক্স খানসামার লেন, ১৪০ নং সুকুর সরকারের লেন মিলিয়াছে।

কলিঙ্গা প্রথম লেন। ১—৫২ নং বাড়ী আছে। ৫ নং পিরু খানসামার লেন, ১২ নং পরে ওয়েলেশলী ১ম লেন মিলিয়াছে। শেষ সীমা ওয়েলেশলী স্কোয়ার।

ক্লাইব ঘাট ষ্ট্রীট। ৫ নং বাড়ী আছে।

ক্লাইব রো। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ইহা ক্লাইব ষ্ট্রীটের শাখা।

ক্লাইব ষ্ট্রীট। ১—১০৭ নং বাড়ী আছে। ৩১ নং পরে বেনফিল্ড লেন ৪৪ নং পরে রামমোহন মল্লিকের লেন, ৭৬ নং পরে রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট মিলিয়াছে। ১০১ নং শেষ ফেয়ার্লি প্লেশ।

কলেজ স্কোয়ার (ঠন্ ঠনিয়া)। ১—১১৫ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে বেনেটোলা লেন, ১৪ নং পরে রতন মিস্ত্রির লেন মিলিয়াছে।

কলেজ ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)। ১—১১৫ নংবাড়ী আছে। ১৮ নং পরে চাঁপাতলা দ্বিতীয় লেন, ২৭ নং পরে আরকুলী লেন, ৩৪ নং পরে আরপুলী লেন, ৫২ নং পরে প্রতাপ চন্দ্রচট্টোপাধ্যায় লেন, ৫৪।১ নং পরে তামার লেন, ৫৬ নং পরে মিরজাফরস্ লেন, ৮২ নং পরে শম্ভুচন্দ্র চাটুজ্জের ষ্ট্রীট, ৮৬ নং পরে ভবানী চরণ দত্তের লেন, ৮৭ নং পরে সর্ব্বেশ্বর সেনের লেন, ৯১ নং পরে নিমুখানসামার লেন, ১০৬ নং পরে চাঁপাতলা লেন, ১১২ নং পরে বিবি রোজিরার লেন মিলিয়াছে। ১১৫ নং শেষ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

কলুটোলা লেন। ১—১৭ নং বাড়ী আছে।

কলুটোলা ষ্ট্রীট। ১—৯০ নং বাড়ী আছে। কয়েকখানি দোকানের পর হরিণ বাড়ী লেন, ১২ নং পরে কলুটোলা লেন, ২৩ নং পরে চুনা গলি, ৩৩ নং পরে গোপাল চন্দ্রের লেন, ৩৮ নং পরে সুরতী বাগান লেন, ৭৩ নং পরে রতু সরকারের লেন মিলিয়াছে।

কুণ্ডর লেন (কাঁসারী পাড়া)। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

কুপার লেন। ১—৬ নং বাড়ী আছে।

কারফর্ম্মার লেন (ধর্ম্মতলা)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। শেষ ১৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে মিলিয়াছে।

কর্ণয়ালিশ স্কোয়ার। ১—৪ নং বাড়ী আছে।

কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট। ১—২২৮ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে বেচু চাটুজ্জের ষ্ট্রীট, ১০ নং পরে শঙ্কর ঘোষের লেন, ২০নং পরে শিবনারায়ণ দাসের লেন, ২২ নং পরে সুকিয়া ষ্ট্রীট, ৩৮ নং পরে নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, ৪৩ নং পরে কিশোরী লাল মুকুজ্জের লেন, ৪১ নং পরে মদন মিত্রের লেন, ৭২ নং পরে রায় বাগান ষ্ট্রীট, ৭৬ নং পরে হোগোলকুড়ে গলি, ৭৮ নং পরে গ্রে ষ্ট্রীট, ৮২ নং পরে সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, ৯৪ নং পরে ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, ১০৩ নং পরে কালাচাঁদ সান্ন্যালের লেন, ১২১ নং পরে গোপী মোহন দত্তের লেন, ১২৭ নং পরে বৃন্দাবন পালের লেন, ১৩০নং পরে কৃষ্ণরাম বসুর লেন, ১৫৮ নং পরে বৃন্দাবন বসুর লেন, ১৬৩ নং পরে ভীম ঘোষের লেন, ১৮৪ নং পরে বিডিন ষ্ট্রীট, ১৮৩ নং পরে মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ১৯৫ নং পরে গৌর মোহন মুকুজ্জের ষ্ট্রীট, ২০০নং পরে সিমলা ষ্ট্রীট, ২১৭ নং পরে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মিলিয়াছে।

A blunt knefe shows a dull wife.

কেদার নাথ দত্তের লেন (বিডিন ষ্ট্রীট)। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

কালাকর ষ্ট্রীট (বাঁশতলা)। ১—২৩ নং বাড়ী আছে।

কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট (বাগবাজার)। ১—২২ নং বাড়ী আছে।

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট (দর্জ্জিপাড়া)। ১—৭৫ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং পরে হরিমোহন বসুর লেন, ৩৫ নং পরে নিলমণি সরকারের ষ্ট্রীট, ৩৭ নং পরে বেচারাম চাটুজ্জের লেন, ৬৪ নং পরেতারক চাটুজ্জের লেন বাহির হইয়াছে। ৩৭৫ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

কালাচাঁদ সান্ন্যালের লেন। ১—৯ নংবাড়ী আছে। ৯ নং শেষ কর্ণওয়া-লিশ ষ্ট্রীট।

কালীদাস দত্তের লেন (বহুবাজার)। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ৮নং শেষ হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের লেন।

কার্ত্তিক বসুর লেন (বালাখানা)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ গ্রে ষ্ট্রীট।

কাঁসারী পাড়া লেন। ১—৪২ নং বাড়ী আছে। ৪২ নং শেষ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

কাঁসারী পাড়া রোড (পিপুলপটী)। ১—৯৫ নং বাড়ী আছে। ৯২ নং পরে বেনীমাধব নন্দনের প্রথম গলি।

কাশী ঘোষের লেন (মালি বাগান)। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। ১—৪১ নং বাড়ী আছে। ৩৫ নং পরে মধুশুদন পালের লেন বাহির হইয়াছে। ৪১ নং পরে অপার চিৎপুর রোড।

কাশীনাথ মল্লিকের লেন। ১—২০ নং বাড়ী আছে।

কেন্দার ডাইনের লেন। ১—২২ নং বাড়ী আছে। ২২ নং শেষ বহু-বাজার ষ্ট্রীট।

কিশোরী লাল মুখোপাধ্যায়ের লেন (সুকিয়া ষ্ট্রীট)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

কয়লা ঘাটা ষ্ট্রীট। ১—৭ নং বাড়ী আছে। ৭ নং শেষ ষ্ট্রাণ্ড।

কমিদান বাগান লেন। ১—৪২ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে মধু-শুদন পালের লেন বাহির হইয়াছে।

কৈলাশ দাসের লেন (মসজীদ বাড়ী)। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

কৈলাশ সাহার লেন (চোর বাগান)। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ৯নং শেষ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

কৃপানাথের লেন (সভাবাজার)। ১—১৬ নং বাড়ী আছে।

কৃষ্ণ সিংহের লেন (সিমুলিয়া)। ১—৩৮ নং বাড়ী আছে।

কৃষ্ণরাম বসুর লেন। ১—২৩ নং বাড়ী আছে।

কৃষ্ণদাস লাহার লেন। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

কৃষ্ণদাস পালের লেন (কাঁসারী পাড়া)। ১—২৮ নং বাড়ী আছে।

কম্বলিয়া টোলা লেন। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

কপালীটোলা লেন। ১—৫২ নং বাড়ী আছে। ৫২ নং শেষ জিগ্‌জ্যাগ্ লেন।

করিম বক্স খানসামার লেন। ১—৫ নং শেষ। বহুবাজার।

কড়েয়া বাজার ষ্ট্রীট। ১—৮৯ নং বাড়ী আছে।

কড়েয়া রোড। ১—২০ নং বাড়ী আছে।

কাইড ষ্ট্রীট। ১—১৫নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ চৌরঙ্গী।

কানুলালের লেন (বড় তলা)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

করবুল্লা ট্যাঙ্ক লেন।—১—অপার সারকুলার রোড।

খেলাতচন্দ্র ঘোষের লেন (পাথুরে ঘাটা)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে।

খেঙ্গরা পটী ষ্ট্রীট (চিনা বাজার)। ১—১৭২ নং বাড়ী আছে।

ক্ষেত্র ঢোলের লেন (সভাবাজার)। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

ক্ষেত্রমোহন দাসের লেন (কপালি টোলা)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে।

ক্ষিরো মেথরের লেন (কপালি টোলা)। ১—২৭ নং বাড়ী আছে।

গ্রে ষ্ট্রীট। ১—১১৭নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে ভোলানাথ কুণ্ডুর লেন, ৩০ নং পরে কালীপ্রসাদ দত্তের লেন, ৩৭ নং পরে দুর্গাদাস মুকুজ্জের লেন, ৪১ নং পরে যজ্ঞেশ্বর বসুর লেন, ৫৮ নং পরে সৃষ্টিধর দত্তের লেন, ৯৬ নংপরে রাজা কালীকৃষ্ণের লেন মিশিয়াছে। শেষ ১১৭ নং অপার চিৎপুর রোড।

গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন (সারকুলার রোড)। ১—২৪ নং বাড়ী আছে।

গদাই খানসামার লেন (কলিঙ্গা)। ১—৩৩ নং বাড়ী আছে।

গঙ্গাধর বাবুর লেন (বহুবাজার)। ১—২৮ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং পরে চাঁপাতলা লেন মিলিয়াছে।

গঙ্গানারাণ দত্তের লেন (পাথুরে ঘাটা)। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে দর্পনারাণ ঠাকুরের গলি মিলিয়াছে।

গরাণহাটা ষ্ট্রীট। ১—৩৭ নং বাড়ী আছে। ৩৩ নং পরে ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন। ৩৭ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড (বটতলা)।

গাঙ্গুলীর লেন (দর্ম্মাহাটা)। ১—৯ নং বাড়ী আছে। শেষ ৯ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

গার্ডেনার্স লেন (হাড়িপাড়া)। ১—২৬ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং পরে ইউরোপিয়ান এসাইলম লেন।

গিউন্স লেন। ১—৩ নং বাড়ী আছে।

গোয়া বাগান লেন। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ২। ৩ নং পরে প্যারী-চরণ সুরের বাইলেন বাহির হইয়াছে। ২৫ নং শেষ বিডিন ষ্ট্রীট।

গোয়া বাগান ষ্ট্রীট। ১—১৪ নং বাড়ী আছে।

গোবিন্দ সরকারের লেন (বহুবাজার)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে বিশ্বনাথ মতিলালের লেন, ১২ নং পরে কৃষ্ণদাস লাহার লেন বাহির হইয়াছে। ১৫ নং শেষ বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন।

গোকুল মিত্রের লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে। শেষ অপার চিৎ-পুর রোড।

গোলাবাড়ী ঘাট ষ্ট্রীট (বাগবাজার)।

গোলোক দত্তের লেন (বেনেটোলা)। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে শঙ্কর হালদারের লেন মিলিয়াছে। শেষ বেনেটোলা ষ্ট্রীট।

গোমিস্ লেন (লোয়ার সারকুলার রোড)। ১—:৬ নং বাড়ী আছে।

গুলু ওস্তাগরের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে।

গুমঘর লেন (চাঁদনী)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে হাস-পাতাল লেন মিলিয়াছে।

গুপ্তের লেন (জোড়াসাঁকো)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন (চৌধুরীর রাস্তা)। ১—৫৩ নং বাড়ী আছে।

৪৩ নং পরে শিবনারাণ দাসের লেন ও ৪৭ নং পরে শঙ্কর ঘোষের লেন মিশিয়াছে। ৫০ নং শেষ বেচু চাটুজ্জ্যের ষ্ট্রীট।

গুরুপ্রসাদ ঘোষের লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

গোপাল বিশ্বাসের লেন। ১—১১ নং বাড়ী আছে।

গোপালচন্দ্রের লেন (চুনা গলি)। ১—১৪ নং বাড়ী আছে।

গোপালচন্দ্র নেউগীর লেন। ১—১৯ নং বাড়ী আছে।

গোপী মোহন বসুর লেন। ১—৩৫ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং পরে ফকির চাঁদ দের লেন মিশিয়াছে।

গোপী মোহন দত্তের লেন (বাগবাজার)। ১—৩৩ নং বাড়ী আছে।

গোপী সেনের লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ১০ নং শেষ চিৎপুর রোড।

গোরস্থান লেন (পার্ক ষ্ট্রীট)। ১—৬১ নং বাড়ী আছে।

গোঁসাইয়ের লেন। ১—১১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

গৌর চরণ দের লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ হিদে-রাম বন্দোপাধ্যায়ের লেন।

গৌর লাহার ষ্ট্রীট। ১—১৮ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে বৃন্দাবন বসাকের লেন, ১৩ নং পরে গোপী কিশোর পালের লেন মিশিয়াছে। ১৮ নং শেষ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।

গৌর মোহন মুকুজ্জের ষ্ট্রীট (সিমুলিয়া)। ১—১১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষ সিমলা ষ্ট্রীট।

গোবর্দ্ধন দাসের লেন (শ্যামবাজার)। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

গবর্ণমেণ্ট প্লেশ (লাটসাহেবের কুটীর রাস্তা)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ৪। ১ নং পরে ফেন্সি লেন, ৭ নং পরে ওয়েলেশলী প্লেশ, ৯ নং পরে ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, ১২ নং পরে বাঁশতলা লেন মিশিয়াছে।

গোবিন্দ চাঁদ ধরের লেন। ১—১৯ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং শেষ আর্ম্মানিয়ান ষ্ট্রীট।

গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন (চাঁপাতলা)। ১—১৯ নং বাড়ী আছে।

গোয়ালটোলা লেন (জানবাজার)। ১—১৪ নং বাড়ী আছে।

Better pay the cook than the doctor.

গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট (ধর্ম্মতলা)। ১—৪ নং বাড়ী আছে।

গিরী বাবুর লেন (বহুবাজার)। ১—৩১ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং পরে গঙ্গাধর বাবুর লেন।

ঘোষের লেন (শুঁড়ীপাড়া)। ১—৩৮ নং বাড়ী আছে। ৩৬ নং পরে যুগোলকিশোর দাসের লেন। শেষ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

চর্চ্চ লেন। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। শেষ সেণ্ট জেম্‌স্‌ স্কোয়ার।

চিৎপুর রোড।—(লোয়ার) ১—১৮৭ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে ছাতাওলা গলি, ১২ নং পরে তেরিটিবাজার ষ্ট্রীট, ৩১ নং পরে কলুটোলা ষ্ট্রীট, ৩৯ নং পরে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ৬২ নং পরে তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, ৬৫ নং পরে রামপ্রসাদ সাহার লেন, ৪৭ নং পরে মেছুয়াবাজার রোড, অপর চিৎপুর রোডের সংযোগ এবং কটন ষ্ট্রীট, ৯৮ নং পরে অর্মানিয়ন ষ্ট্রীট, ১৩১ নং পরে গোবিনচাঁদ ধরের লেন, ১৪৩ নং পরে ক্যানিং ষ্ট্রীট, ১৫৩ নং পরে পার্শীচার্চ্চ ষ্ট্রীট এবং ১৪৭ নং শেষে লালবাজার ষ্ট্রীট।

চিৎপুর রোড।—(অপার) ১—৪১০ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে মুন্সী সদরুদ্দিনের লেন, ১৯ নং পরে জগবন্ধু বড়ালের লেন, ৩৩নং পরে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৫৭ নং পরে মদনমোহন বাড়ুজ্যের লেন, ৫৯ নং পরে দ্বারকা নাথ ঠাকুরের লেন, ৭৫ নং পরে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ৪২ নং পরে গুপ্তোর লেন, ৮৪ নং পরে নন্দলাল মল্লিকের লেন, ৮৮ নং পরে সেটের বাগান গলি, ৯৭ নং পরে বিডিন ষ্ট্রীট, ১০৯ পরে গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ১১৮ নং পরে দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, ১২১ নং পরে মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, ১৩৫ নং পরে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, ১৪৮ নং পরে গুপীসেনের লেন, ১৫৪ নং পরে গ্রে ষ্ট্রীট, ১৬১নং পরে গোকুলমিত্রের লেন, ১৬৫নং পরে রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট, ১৭৪ নং পরে গোঁসাইয়ের লেন, ১৮১ নং পরে রামকান্ত বসুর লেন, ১৮৫ নং পরে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, ১৯৮ নং পরে বাগবাজার ষ্ট্রীট, ২০০ নং পরে দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, ২০১ নং পরে গোপাল নিয়োগীর লেন, ২৪৬ নং পরে গোলাবাড়ীঘাট ষ্ট্রীট, ২৫১ নং পরে কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট, ২৫৭ নং পরে রাজার ঘাট ষ্ট্রীট, ২৬৭ নং পরে নন্দরাম সেনের গলি, ২৯৬ নং পরে বেণেটোলা ষ্ট্রীট, ৩১৪ নং পরে আহিরী টোলা ষ্ট্রীট, ৩২৬ নং পরে নিমু-গোঁসায়ের লেন, ৩৩৩ নং পরে বৃন্দাবন বসাকের লেন, ৩৪৪ নং পরে নিম-

তলাঘাট ষ্ট্রীট, ৩৫৬ নং পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, ৩৬৯ নং পরে পাথু-রিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, ৩৭২ নং পরে রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট, ৩৭৬ নং পরে সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, ৩৮৫ নং পরে বড়তলা ষ্ট্রীট, ৪১০ নং পরে লোয়ার চিৎপুর রোডের সংযোগ এবং কটন ষ্ট্রীট বাহির হইয়াছে।

চৌধুরীর লেন (শ্যামবাজার)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

চৌরঙ্গী লেন। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে মারকুইস ষ্ট্রীট মিলিয়াছে।

চৌরঙ্গী রোড। ১—৫৮ বাড়ী আছে। সাহেব পল্লী।

চর্চ্চলেন (বহুবাজার)। ১—৭ নং বাড়ী আছে। হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে।

চাঁপাতলা লেন (মলঙ্গা)। ১—৬১ নং বাড়ী আছে। ২৬ নং পরে গঙ্গাধর বাবুর লেন, ৩০ নং পরে চাঁপাতলা প্রথম লেন, ৪০ নং পরে বিবি রোজিয়ার লেন, ৪৯ নং পরে নিমু খানসামার লেন, ৫৩ নং পরে মহম্মদ ক্রসেণ্ট লেন বাহির হইয়াছে। ৬১ নং শেষ চুনা গলী।

চাঁপাতলা প্রথম বাইলেন। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

চাঁপাতলা দ্বিতীয় লেন (কলেজ ষ্ট্রীট)। ১—১০২ নং বাড়ী আছে। ৯ নং পরে হাড়কাটা গলি, ১৫ নং পরে রাধামোহন পালের লেন, ৩৮ নং পরে চুনাপুকুর লেন, ৪১ নং পরে নৃত্য বাবুর লেন, ৫২ নং পরে ছত্রপাড়া লেন, ৮০ নং পরে রামচাঁদ বাড়ুজ্যের লেন, ৯১ নং পরে পঞ্চাননতলা লেন, ৯৭ নং পরে গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, ৯৯ নং পরে আড়কুলী লেন বাহির হইয়াছে। ১০২ নং শেষ কলেজ ষ্ট্রীট।

চাঁদনীচক প্রথম লেন। ১—২৩ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে বিণ্টিক লেন, ১৮ নং পরে হাইস্‌লেন বাহির হইয়াছে। ২৩ নং শেষ মিরিথিস্ লেন।

চাঁদনীচক দ্বিতীয় লেন। ১—২১।১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে চাঁদনীচক প্রথম লেন, ১৪ নং পরে মুডের কিলস্‌লেন বাহির হইয়াছে।

চাঁদনীচক ষ্ট্রীট। ১—৬১ নং বাড়ী আছে। ৫৭ নং পরে ঘুমগর লেন বাহির হইয়াছে। ৬১ নং শেষ এমামবাগ লেন।

চাউলপটী লেন। ১—২২ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পর হইতে কাঁশারী পটীর রাস্তা বাহির হইয়াছে।

চিনাবাজার লেন (পুরাতন চিনাবাজার)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে জাক্‌সন ঘাট ষ্ট্রীট।

চুনাপুকুর লেন (বহুবাজার)। ১—৫৬ নং বাড়ী আছে।

চুনাগলী (হোয়ার ষ্ট্রীট হইতে)। ১—৯৬ নং বাড়ী আছে। ২০ নং পরে চাঁপাতলা প্রথম লেন, ৩২ নং পরে সভারাম বসাকের লেন, ৩৯ নং পরে গোপালচন্দ্রের লেন, ৬৩ নং পরে শ্রীনাথ বসুর লেন, ৭৯ নং পরে পিটারস্ লেন মিশিয়াছে।

ছাতাওলা গলী (লোয়ার চিৎপুর রোড)। ১—৪৩ নং বাড়ী আছে। ১৮নং পর ব্ল্যাকবর্ণ লেন বাহির হইয়াছে। ৩৪ নং সম্মুখে তেরেটী বাজার।

ছিদাম মুদীর লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—২৩ নং বাড়ী আছে।

ছুতারপাড়া লেন (চাঁপাতলা)। ১—৫৭ নং বাড়ী আছে। ৬ নং পরে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন, ২২ নং পরে রামকান্ত মিস্ত্রির লেন মিশিয়াছে।

ছকু খানসামার লেন। ১—২০ নং বাড়ী আছে। ২০ নং শেষ সাউথ সারকুলার রোড।

জ্যাক্‌সনঘাট ষ্ট্রীট (পুরাতন চিনাবাজার)। ১—৩৪ নং বাড়ী আছে। ৩৪ নং শেষ ক্যানিং ষ্ট্রীট।

জানবাজার প্রথম লেন (জানবাজার)। ১—৭ নং বাড়ী আছে।

জানবাজার দ্বিতীয় লেন (জানবাজার)। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

জানবাজার তৃতীয় লেন (জানবাজার)। ১—২২ নং বাড়ী আছে।

জানবাজার চতুর্থ লেন (জানবাজার)। ১—২১ নং বাড়ী আছে।

জানবাজার পঞ্চম লেন (জানবাজার)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে।

জানবাজার ষ্ট্রীট। ১—১৪২ নং বাড়ী আছে। ২৫ নং পরে রামহরি মিস্ত্রির লেন, ৩৬ নং পরে মুচীপাড়া লেন বাহির হইয়াছে। ১৪২ নং শেষ চৌরঙ্গী রোড।

জেবস্ লেন (বেণ্টিক ষ্ট্রীট)। ১—৩ নং বাড়ী আছে।

জেলেপাড়া লেন (বহুবাজার)। ১—৩৪ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন মিশিয়াছে।

জেলিয়া পাড়া ষ্ট্রীট (চোরবাগান)। ১—৪৫ নং বাড়ী আছে। ৪৫ নং শেষ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

জগদীশ নাথ রায়ের লেন। ১—৭ নং বাড়ী আছে।

জয়নারায়ণ চন্দ্রের লেন। ১—১৯ নং বাড়ী আছে। ৯ নং শেষ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

জগবন্ধু বড়ালের লেন। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ৯ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

জগমোহন মল্লিকের লেন (বড়তলা)। ১—৯ বাড়ী আছে।

জগমোহন সাহার লেন (চোরবাগান)। ১—১৪ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

জগন্নাথ শুঁড়ীর লেন (হোগলকুঁড়ে)। ১—২৯ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং শেষ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

জিগ্‌জ্যাগ লেন। ১—৪২ নং বাড়ী আছে। ৪২ নং শেষ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

জরিপস্ লেন (বিডিন ষ্ট্রীট)। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে রামচন্দ্র ঘোষের লেন মিশিয়াছে। ১০ নং শেষ বিডিন ষ্ট্রীট।

ঝামাপুকুর লেন। ১—৫৩ নং বাড়ী আছে।

ঠাকুরদাস পালিতের লেন (বহুবাজার)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং শেষ বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলিতে মিশিয়াছে।

ডেক্রিস্ লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে বাঁশতলা লেন, ৫ নং পরে এস্‌প্লেণ্ড ষ্ট্রীট, ৭ নং পরে ক্রুকেড লেন মিলিয়াছে।

ডেলহউসী স্কোয়ার। ১—৩৪ নং বাড়ী আছে। ১১ নং সম্মুখে লাল বাজার ষ্ট্রীট।

ডেমজিলস্ লেন (ফেরিটিবাজার)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে।

ডিক্সসন লেন (সারপেণ্টাইন)। ১—৩৪ নং বাড়ী আছে। ৩৪ নং শেষ সর্পেণ্টাইন লেন।

ডফস্ ষ্ট্রীট (হেদুয়ার পার্শ্বে)। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে রামমোহন সাহার লেন, ১৪ নং পরে হরি পালের লেন বাহির হইয়াছে। ১৭ পরেই বিডিন ষ্ট্রীট।

তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। ১—৪৮ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং পরে রাম মোহন ঘোষের লেন, ১৯ নং পরে প্যারীলাল মল্লিকের লেন, ৩৯ নং পরে কাশীনাথ মল্লিকের লেন মিলিয়াছে। ৪৮ নং শেষ লোয়ার চিৎপুর রোড।

তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন।—১—৩০ নং বাড়ী আছে। ৩০ নং শেষ কালীপ্রসাদ দের ষ্ট্রীট (বালাখানা)।

তেলীপাড়া লেন (শ্যামপুকুর)। ১—৪৩ নং বাড়ী আছে।

তেরিটীবাজার ষ্ট্রীট। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

তালতলাবাজার ষ্ট্রীট। ১—৪৫ নং বাড়ী আছে।

তালতলা লেন (তালতলা)। ১—১০১ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং পরে মুন্সী দেদার বক্স লেন মিশিয়াছে। ১০১ নং শেষ জানবাজার ষ্ট্রীট।

থিয়েটর রোড।—(পুরাতন নাচ ঘরের রাস্তা) ১—৩৪নং বাড়ী আছে। ৩১ নং শেষ চৌরঙ্গী রোড।

দেওয়ানের লেন (বেনেটোলা)। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

দিননাথ রক্ষিতের লেন (বেনেটোলা)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে।

দেওয়ানের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

দুর্গাচরণ পিতুড়ির লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—২০ নং বাড়ী আছে। ২০ নং শেষ হিদেরাম বাড়ুজ্যের লেন।

দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট (সোণাগাছী)। ১—১১৪ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, ১৬ নং পরে নিলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, ২৯ নং পরে লাল ওস্তাগরের লেন ও ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুরের লেন, ৩৬ নং পরে ছিদেম মুদীর লেন, ৬৬ নং পরে রামচাঁদ নন্দীর লেন, ৬৯ নং পরে গুলু ওস্তাগরের লেন, ৯৯ নং পরে রামজয় শীলের লেন, ১০৪ নং পরে এমামবক্স থানাদার লেন, ১১০ নং পরে মণিরুদ্দিন লেন, ১১১ নং পরে সোনাগাছী লেন মিলিয়াছে। ১১৪ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। ১—৪৫ নং বাড়ী আছে। ২৪ নং পরে হরলাল মিত্রের লেন, ৩২ নং পরে গোপাল নিয়োগীর লেন মিলিয়াছে। ৪৫ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

দয়েহাটা ষ্ট্রীট (বড়বাজার)। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং শেষ বড়তলা ষ্ট্রীট।

দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। ১—২৩৬ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে মিরবহর ঘাট ষ্ট্রীট, ২৩ নং পরে গাঙ্গুলী লেন, ৩২ নং পরে দর্পনারাণ ঠাকুরের লেন,

৪৯ নং পরে কারফর্ম্মা লেন মিলিয়াছে। ৬০ নং পরে জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, ৭০ নং পরে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট মিলিয়াছে। ৭২ নং পরে রোমজান ওস্তাগরের লেন বাহির হইয়াছে। ৮৮ নং পরে মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, ১০৪ নং পরে আহীরিটোলা ষ্ট্রীট, ১১৫ নং পরে নাথের বাগান ষ্ট্রীট, ১৩০ নং পরে বেনেটোলা ষ্ট্রীট, ১৪৪ নং পরে সভাবাজার ষ্ট্রীট মিলিয়াছে। ১৯১ নং পরে ব্রজ গোবিন্দ সাহার লেন বাহির হইয়াছে। ২৩৬নং শেষ মিরবহরঘাট ষ্ট্রীট।

দর্পনারাণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট (মনসাতলা)। ১—৩৮ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং পরে গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন বাহির হইয়াছে।

দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট। ১—৫২ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে অনাথ নাথ দের লেন, ২৯ নং পরে রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, ৩৩ নং পরে ছিদাম মুদীর লেন, ৪১ নং পরে ঈশ্বর ঠাকুরের লেন, ৪৮ নং পরে লাল ওস্তাগরের লেন বাহির হইয়াছে। ৫২ নং শেষ নারাণ চাঁদ দত্তের লেন।

দ্বারকা নাথ ঠাকুরের লেন (পাথুরে ঘাটা)। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

ধর্ম্মতলা লেন (চিৎপুর রোড)। ১—৫২ নং বাড়ী আছে। ২২ নং পরে রতন সরকারের লেন, ৩৬ নং পরে রাজমোহন বসুর লেন আরম্ভ।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (চৌরাঙ্গ)। ১—১৮৫ নং বাড়ী আছে। ২৮ নং পরে নিলমণি হালদারের লেন, ৪৫ নং পরে মুটের লেন, ১৩১ নং পরে ধর্ম্মতলা বাই লেন, ১৩৪ নং পরে নেবুতলা লেন, ১৪১।২ নং গঙ্গারাম পালিতের লেন, ১৫৭ নং পরে হাসপাতাল লেন, ১৬৭ নং পরে চাঁদনীচক লেন মিলিয়াছে। ১৮৫ নং শেষ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

নারাণপ্রসাদ বাবুর লেন। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং শেষ কটন ষ্ট্রীট।

নাথের বাগান ষ্ট্রীট। ১—২৮ নং বাড়ী আছে। ১নং পরে বিপ্রদাস দের লেন বাহির হইয়াছে। ২৮ নং শেষ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

নবাব্দি ওস্তাগরের লেন (মাণিকতলা)। ১—৫২ নং বাড়ী আছে।

নাজীর নজিবুল্লার লেন (সাঁকারী টোলা)। ১—৩৫ নং বাড়ী আছে।

নেবুতলা লেন (সাঁকারী টোলা)। ১—৬৮ নং বাড়ী আছে। ১১ নং পরে সর্পেণ্টাইন লেন, ৩৩ নং পরে ক্যাভেণ্ডার লেন, ৫৫ নং পরে উড়ে পাড়া লেন মিশিয়াছে।

নীলমণী মিত্রের ষ্ট্রীট (দর্জ্জিপাড়া)। ১—৪৪ নং বাড়ী আছে।

নীলমণী সরকারের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—৪ নং বাড়ী আছে।

নিমু গোঁসাইয়ের লেন (আহীরিটোলা)। ১—৭৫ নং বাড়ী আছে। ৫২ নং পরে বাবুরাম ঘোষের লেন মিশিয়াছে। ৭৫ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

নিমুখানসামার লেন (হীরাকাটা গলি)। ১—৬০ নং বাড়ী আছে।

নিতাই বাবুর লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

নিউ চিনাবাজার ষ্ট্রীট। ১—১৫৩নংবাড়ী আছে। ১৫৩নংশেষ ক্লাইবষ্ট্রীট।

নীলমণী হালদারের লেন (জানবাজার)। ১—৪৩ নং বাড়ী আছে।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। ১—৮৮ নং বাড়ী আছে। ২৬ নং পরে অক্ষয় দত্তের লেন, ৪৫ নং পরে চড়ক ডাঙ্গা ষ্ট্রীট, ৭৩ নং পরে মথুর সেনের গার্ডন লেন, ৮৫নং পরে রোমজান ওস্তাগরের লেন বাহির হইয়াছে। ৮৮ নং শেষ ষ্ট্রাণ্ড।

নবীন সরকারের লেন (বাগবাজার)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে গোপীমোহন দত্তের লেন বাহির হইয়াছে।

নলিতমোহন দাসের লেন। ১—১১ নং বাড়ী আছে।

নুর মহম্মদ সরকারের লেন। ১—২৬ নং বাড়ী আছে।

নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট। ১—৫১ নং বাড়ী আছে। ৫১ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

নরসিংহ লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

নরাণ চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। ১—৩২ নং বাড়ী আছে। ৩২ নং পরে অনাথ নাথ দের লেন বাহির হইয়াছে। ৪২ নং শেষ বিডিনষ্ট্রীট।

নয়ানসুরের ঘাট লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

নিয়োগীপুকুর ঈষ্ট লেন (জানবাজার)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে।

নিয়োগী পুকুর ওয়েষ্ট লেন (জানবাজার)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে। ৩৬ নং শেষ জানবাজার ষ্ট্রীট।

পাঁচি ধোপানীর গলি। ১—১৯ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং শেষ মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।

পাঁচু খানসমার ষ্ট্রীট (সিয়ালদহ)। ১—১৯ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে ওল্ড বৈঠকখানা দ্বিতীয় লেন মিলিয়াছে।

পার্ব্বতি চরণ ঘোষের লেন (শিমলা—কাঁশারী পাড়া)। ১—২৯ নং বাড়ী আছে।

পার্ক ষ্ট্রীট (যাদুঘরের রাস্তা)। ১—৫৭ নং বাড়ী আছে। ২৮ নং পরে গোরস্থান লেন, ৩৭ নং পরে মেন্দীবাগান লেন মিলিয়াছে। ৫৭ নং শেষ চৌরঙ্গী রোড।

পারসী চার্চ্চ ষ্ট্রীট (ডোমটুলীর রাস্তা)। ১—২০ নং বাড়ী আছে। ২০ নং শেষ ইজ্‌রা ষ্ট্রীট।

পাথুরীয়া ঘাটা ষ্ট্রীট। ১—৯৬ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে লক্ষ্মী নারাণ দত্তের লেন, ৪৯ নং পরে ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ৯৬ নং শেষ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

পাটোয়ার বাগান লেন (সিয়ালদহ)। ১—২২ নং বাড়ী আছে। ২২ নং শেষ ওল্ড বৈটকখানা বাজার রোড।

প্যারীলাল মল্লিকের লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

পিপুলপটি লেন। ১—৪ নং বাড়ী আছে।

পিরু খানাসামার লেন। ১—২৩ নং বাড়ী আছে। ২৩ নং শেষ ওয়েলেশ্‌লী ষ্ট্রীট।

প্রতাপ চন্দ্র ঘোষের লেন। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ৮ নং শেষ বাড়ী বারাণশী ঘোষের ষ্ট্রীট।

পিতাম্বর সেনের লেন। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ৯ নং শেষ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

পলক ষ্ট্রীট। ১—২৯ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং শেষ বাধাবাজার ষ্ট্রীট।

পুর্টুগীজচর্চ্চ ষ্ট্রীট। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭নং শেষ ক্যানিং ষ্ট্রীট।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট (পাথুরে ঘাটা)। ১—৩৩ নং বাড়ী আছে।

প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন। ১—১৪ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং শেষ কলেজ ষ্ট্রীট।

পদ্মনাথের লেন। ১—১১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট (বাগবাজার)।

পগেয়াপটি ষ্ট্রীট (বড়বাজার)। ১—৩২ নং বাড়ী আছে। ৩২ নং শেষ ক্রশ ষ্ট্রীট।

Never puloff till tomorrow what you can do today.

পঞ্চানন তলা লেন (বহুবাজার)। ২৫ নং বাড়ী আছে। ২৫ নং শেষ হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

পঞ্চাননতলা প্রথম লেন (চাঁপাতলা)। ১—৭৮ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং পরে ব্রজনাথ দত্তের লেন, ৭২ নং পরে রাধানাথ মল্লিকের লেন মিশিয়াছে।

পটুয়াটোলা লেন। ১—৬১ নং বাড়ী আছে। ৬১ নং শেষ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। ১—৪৫ নং বাড়ী আছে। ৪৫ নং শেষ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

ফেয়ার্লী প্লেশ (পরমিটের উত্তর)। ১—৮ নং বাড়ী আছে। শেষ সাঁকারীটোলা লেন।

ফেন্সি লেন (গবর্ণমেণ্ট প্লেশ)। ১—৬ নং বাড়ী আছে।

ফেলুইফ বাজার ষ্ট্রীট। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

ফরডুইস্ লেন (বহুবাজার)। ১—২৩ নং বাড়ী আছে। ১২ নং পরে সর্পেণ্টাইন লেন মিশিয়াছে। শেষ ২৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট (ধর্ম্মতলা)। ১—৭৫ নং বাড়ী আছে। ১ নং পরে মুটস্ লেন, ১৪ নং পরে শিবচন্দ্র দের লেন, ১৬ নং পরে জানবাজার ৫ ম লেন, ৪৬ নং পরে ফরডুইস্ লেন, ৬৫ নং পরে উমাচরণ দাসের লেন মিলিয়াছে। ৭৫ নং শেষ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন (গরাণহাটা)। ১—৩৭ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং শেষ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট মিলিয়াছে।

ফকিরচাঁদ দের লেন। ১—১৫ নং বাড়ী আছে।

ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট (মেছুয়া বাজার)। ১—২৩ নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে কালীদাস সিংহের লেন, ১৩ নং পরে বৃন্দাবন মল্লিকের লেন বাহির হইয়াছে। ২৩ নং শেষ মেছুয়াবাজার রোড।

ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট। ১—২২ নং বাড়ী আছে। আরম্ভ অপার সারকুলার রোড। শেষ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট।

ব্রজগোবিন্দ সাহার লেন (দর্ম্মাহাটা)।——

ব্রজনাথ দত্তের লেন (পঞ্চানন তলা)। ১—২৮নং বাড়ী আছে।

বলরাম দের ষ্ট্রীট (জোড়াসাঁকো)। ১—১৬১নং বাড়ী আছে। ৮৮নং পরে বিন্দু পালিতের লেন, ৬০নং পরে রামতনু বসুর লেন, ৮৩ নং পরে, ভৈরব বিশ্বাসের লেন, ৮৯নং পরে ক্ষেত্রমোহন সুরের লেন, ৯৭নং

পরে আশুতোষ দের লেন, ১০৬ নং রামবাগান লেন বাহির হইয়াছে। ১৬১নং শেষ বারাণশী ঘোষের ষ্ট্রীট।

বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার)। ১—২৮নং বাড়ী আছে। ৬নং পরে গোপাল বিশ্বাসের লেন, ১১নং পরে পদ্মনাথের লেন, ১৫নং পরে কৃষ্ণরাম বসুর লেন বাহির হইয়াছে। ২৮নং শেষ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট (কুমারটুলী)। ১—৬১নং বাড়ী আছে। ৪২ নং পরে হরচন্দ্র মল্লিকের লেন বাহির হইয়াছে। ৬১নং শেষ সভাবাজার ষ্ট্রীট।

বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট (কুমারটুলী)। ১—৪২নং বাড়ী আছে। ৬নং পরে বিশ্বম্ভর মল্লিকের লেন, ১৮নং পরে বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট বাহির হইয়াছে। ১৪নং সম্মুখে নন্দরাম সেনের লেন। ১২নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

বড়বাজার (মনোহর দাসের চক্)।

বড়তলা ষ্ট্রীট (ময়রাহাটা) ১—৯১নং বাড়ী আছে। ৩নং পরে রামকুমার রক্ষিতের লেন, ১৬নং পরে শ্যামাম্বাইয়ের লেন, ২২নং পরে নারায়ণ প্রসাদ বাবুর লেন, (৫২নং বাঁশতলা গলির সংযোগ) ৫৫নং পরে কুন্দলালের লেন, ৭১নং পরে হাঁস পুকুর লেন, ৭৭নং পরে জগমোহন মল্লিকের লেন বাহির হইয়াছে। ৯১নং শেষ ময়রাহাটা।

বসাকের লেন (বাঁশতলা ষ্ট্রীট)। ১—১৬নং বাড়ী আছে।

বারাণশী ঘোষের ষ্ট্রীট (জোড়াসাঁকো)। ১—১৫৫নং পর্য্যন্ত বাড়ী। ১২নং পরে বারাণশী ঘোষের দ্বিতীয় লেন, ১৩/১নং পরে শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন বাহির হইয়াছে। ২৩নং পরে রাজেন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ৩৩নং পরে পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, ৩৪নং পরে বসাকবাগান লেন, ৫৫/১ নং পরে ভুবন চাটুজ্জের লেন, ৬৯নং পরে কৃষ্ণদাস পালের লেন, ৮০নং পরে রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন, ৮৪নং নং পরে সরকার্স লেন বাহির হইয়াছে। ৮৮নং পরে সিমলা ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১০৮ নং পরে রামতনু বসুর লেন, ১১৬নং পরে কাঁশারীপাড়া লেন বাহির হইয়াছে। ১২০ নং পরে জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১২১নং হইতে জোড়াপুকুর লেন, ১৩২নং হইতে প্যারীমোহন পালের লেন বাহির হইয়াছে। ১৪৯/৪ পরে চাসাধোপা

পাড়া ষ্ট্রীট ও ১৪১নং পরে বলরাম দের ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১৫৫নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

বারিটোশ্ লেন (লালদীঘির নিকট)। ১—৩নং বাড়ী আছে।

বিডিনষ্ট্রীট। ১—১০৪নং বাড়ী আছে ৪নং পরে উমেশ দত্তের লেন বাহির হইয়াছে। ৭/১নং পরে রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১০নং পরে কাশি ঘোষের লেন, ১৭নং পরে কৃষ্ণ সিংহের লেন, ২১ নং পরে হরিপালের দ্বিতীয় লেন, ১৪ নং পরে হরিতকি বাগান লেন বাহির হইয়াছে। ৩২ নং পরে অপার সারকুলার রোড। ৩২/৪ নং পূর্ব্বে কুরবুল্লাট্যাঙ্ক রোড, ৩২/৮ নং পূর্ব্বে গোয়াবাগান লেন বাহির হইয়াছে। ৪৪ নং সম্মুখে গোয়া-বাগান ষ্ট্রীট। ৪৭নং সম্মুখে কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট। ৬২নং পূর্ব্বে নয়ানচাঁদ দত্তের লেন, ৬৫/২নং পরে কেদার নাথ দত্তের লেন, ৭৯নং পূর্ব্বে জরীপ্‌স্ লেন, ৯২ নং পূর্ব্বে রামচাঁদ বসুর লেন বাহির হইয়াছে। এইখানে গরাণহাটা ষ্ট্রীট আরম্ভ হইয়াছে। ১০৪নং শেষে অপার চিৎপুর রোড।

বিবি রোজিয়াস্ লেন (দয়েহাটার গলি)। ১—৭নং বাড়ী আছে। ৭নং শেষে কলেজষ্ট্রীট।

বেদিয়া পাড়া রোড (লোয়ার সারকুলার রোড)। ১—৬নং বাড়ী আছে। ৬নং শেষে পিপুলপটী গলি।

বীরচাঁদ গোঁসায়ের লেন (বাগ্‌বাজার)। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ৯নং শেষে রাজবল্লব ষ্ট্রীট।

বাবুল্লার লেন (সিন্দুরীয়াপটী বড়বাজার)। ১—৬নং বাড়ী আছে।

বাবুরাম ঘোষের লেন (আহীরিটোলা)। ১ হইতে ৫৯নং বাড়ী আছে। ৩নং পরে নিমুগোঁসায়ের লেন। ৫৯নং শেষে আহীরিটোলা ষ্ট্রীট।

বাবুরাম শীলের লেন (বহুবাজার)। ১—২৮নং বাড়ী আছে। ২০নং পরে হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন। ২৮নং শেষে স্ক্যাভেঞ্জার্স লেন।

বেচারাম চাটুজ্জের ষ্ট্রীট (ঠন্‌ঠনিয়া)। ১— ৪৮নং বাড়ী আছে। ১১নং হইতে ঝামাপুকুর লেন বাহির হইয়াছে। ১৫ নং পরে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ৪৩নং হইতে গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন বাহির হইয়াছে। ৪৮/৫নং শেষ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট।

বাদুড়বাগান লেন (বাদুড়বাগান)। ১—২০নং বাড়ী আছে। ৮১নং

অপার সারকুলার রোড হইতে বাহির হইয়া বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে মিশিয়াছে।

বাগবাজার ষ্ট্রীট। ১নং—৭৩নং বাড়ী আছে। ৪৪নং পরে গোপীমোহন দত্তের লেন। ৭৩নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন (সাঁকারীটোলা)। ১ হইতে ১৩নং বাড়ী আছে। ৯ নং পরে জেলিয়াপাড়া লেন, ২৫নং পরে গোবিন্দ সরকারের লেন, ৩৭নং পরে অক্রুর দত্তের লেন বাহির হইয়াছে। ৪১নং শেষ সাঁকারীটোলা লেন।

বেনিয়া পুকুর লেন (ইটালী)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে। ২৮ নং পরে সারকুলার রোড। ৩৬ নং শেষে বেনিয়া পুকুর লেন।

বেনিয়া পুকুর রোড (ইটালী)। ১—৪৫ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে বেনিয়া পুকুর লেন, ২০ নং পরে পুলিশ হাঁসপাতাল রোড ও ফুলবাগান রোড বাহির হইয়াছে। ৪৫ নং শেষ হাত্তিবাগান রোড।

বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট (বেনেটোলা)। ১—১১৯ বাড়ী আছে। ২১ নং হইতে আনন্দ খাঁয়ের লেন, ২৪ নং হইতে গোলক দত্তের লেন, ৫১ নং পরে রামপালের লেন বাহির হইয়াছে। ৬৯ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড। ১৯ নং পরে দিন রক্ষিতের লেন, ৭০/১ নং পরে দেওয়ানের গলি, ৮৯ নং হইতে বারয়ারীতলা লেন বাহির হইয়াছে। ১১৯ নং শেষে দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

বেনিয়া টোলা লেন (পটলডাঙ্গা)। ১—৫১ নং বাড়ী আছে। ২২ নং শেষ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। ৫১ নং পরে কলেজ স্কোয়ার।

বাঁকশাল ষ্ট্রীট (কয়লাঘাট)। ১—৬ নং বাড়ী আছে। ৩ নং শেষ হেয়ার ষ্ট্রীট। ৬ নং শেষ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।

বাঁশতলা গলি (চোরবাগানের নিকট)। ১—৩২ নং বাড়ী আছে। ২২ নং পরে বাঁশতলা ষ্ট্রীট। ৩২ নং শেষ বড়তলা ষ্ট্রীট।

বাঁশতলা লেন (গবর্ণমেণ্ট প্লেশ) ১—৪ নং বাড়ী আছে। ৩ নং হইতে ডিক্রিস্ লেন বাহির হইয়াছে। ৪ নং শেষ গবর্ণমেণ্ট প্লেশের পূর্ব্ব।

বাঁশতলা ষ্ট্রীট (বড়বাজার)। ১—৬৬ নং বাড়ী আছে। ৫ নং পরে জগমোহন মল্লিকের ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১৪ নং পরে হাঁস পুকুর প্রথম লেন, ২০ নং পরে বাঁশতলা গলি বাহির হইয়াছে। ৪৯ নং পরে শিবতলা ষ্ট্রীট, ৬৬ নং শেষে কালাকর ষ্ট্রীট, ও ৬৬ নং শেষ ময়দাপটী লেন।

বিন্দুপালিতের লেন (সিমুলিয়া চাষাধোপা পাড়া)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং শেষ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট।

বিপ্রদাস দের লেন (নাথের বাগান)। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ১০ নং শেষ নাথের বাগান ষ্ট্রীট।

বিশ্বনাথ মতিলালের লেন (বহুবাজার)। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের লেন।

বিশ্বম্ভর মল্লিকের লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

ব্ল্যাকবর্ণ লেন (চুনাগলি)। ১—৩২ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে ছাতাওয়ালা লেন। ৩৫ নং শেষ চুনাগলি।

বণ্ডফিল্ড লেন (বড়বাজারের পশ্চিম)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং শেষ ক্লাইব ষ্ট্রীট।

বুধু ওস্তাগরের লেন (সিয়ালদহ)। ১—২৬ নং বাড়ী আছে। ২২ নং পরে আনটুনী বাগান লেন মিশিয়াছে। ২৬ নং শেষ বৈঠকখানা বাজার।

বসুপাড়া লেন (বাগবাজার)। ১—৫৪ নং বাড়ী আছে। ২৬ নং পরে রামকান্ত বসুর লেন বাহির হইয়াছে। ৫৪ নং শেষ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

বহুবাজার লেন (বহুবাজার)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং পরে কপালীটোলা লেন বাহির হইয়াছে। ২১ নং শেষে বহুবাজার ষ্ট্রীট।

বহুবাজার ষ্ট্রীট। ১—৩২১ নং বাড়ী আছে। ২১ নং পরে জিগজ্যাগ লেন, ৪১ নং পরে শিবতলা লেন, ৬১ নং পরে কেন্দারদাইন লেন, ৭৭। ৭৮ নং পরে নূতন বহুবাজার লেন বাহির হইয়াছে। ৪৩ নং সম্মুখে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ৮৯ নং পরে গৌরচরণ দের লেন, ৯৪ নং পরে দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন, ১০৬ নং পরে মদন দত্তের লেন বাহির হইয়াছে। ১২৩ নং সম্মুখে সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার। ১৩০ নং পরে হুজুরীমল ট্যাঙ্ক লেন, ১৩৪ নং পরে ফর্দ্দিশীর লেন বাহির হইয়াছে। ১৪৮ নং সম্মুখে লোয়ার এবং অপার সার-কুলার রোড, ১৫২ নং পরে ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড। ১৬০ নং পরে উইলিয়ম লেন, ১৭১ নং পরে চুনাপুকুর লেন, ১৭৪ নং পরে হাড়কাটা লেন বাহির হইয়াছে। ২১২ নং সম্মুখে কলেজ ষ্ট্রীট। ২৪০ নং পরে গঙ্গাধর বাবুর লেন, ২৬১ নং পরে গিরি বাবুর লেন, ২৬৯ নং পরে হাবেরলী লেন, ২৭৩

নং পরে চুনাগলি বাহির হইয়াছে। ২৯৩ নং পরে ছাতওয়ালা লেন বাহির হইয়াছে। ৩১১ নং শেষ লোয়ার চিৎপুর রোড।

ব্রাহ্মসমাজ লেন (সাঁকারীটোলা)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ সাঁকারীটোলা ষ্ট্রীট।

বৃন্দাবন বসুর লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১৪ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং শেষ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।

বৃন্দাবন বসাকের লেন (বটতলা)। ১—৪০ নং বাড়ী আছে। ৪০ নং শেষ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।

বৃন্দাবন ঘোষের লেন (সাঁকারীটোলা)। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ৮ নং শেষ সাঁকারীটোলা ষ্ট্রীট।

বৃন্দাবন মল্লিকের লেন (সিমুলিয়া)। ১—২৬ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন বাহির হইয়াছে।

বৃন্দাবন পালের লেন (শ্যামবাজার)। ১—২৭ নং বাড়ী আছে। ২৭নং শেষ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট (রাণী মুদীর গলি)। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ৪নং পরে ক্রকেড লেন, ৯ নং পরে গিবনস্ লেন, ১৭ নং পরে বারিটোস্ লেন বাহির হইয়াছে। ২০ নং শেষ ওল্ডকোর্টহাউস ষ্ট্রীট।

ব্রজ দুলালের ষ্ট্রীট (হরিবর্দ্ধনের গলি, পাথুরেঘাটা)। ১—৪৩ নং বাড়ী আছে। ৫৪ নং রতন সরকারের গার্ডন ষ্ট্রীটের সম্মুখ হইতে আরম্ভ। ১৭ নং পরে খেলাত ঘোষের লেন বাহির হইয়াছে।

ভীমঘোষের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—২০নং বাড়ী আছে। ১৯নং শেষে কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট ও ভীম ঘোষের বাইলেন। ২০নং শেষে হরিঘোষের ষ্ট্রীট। ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন (চোরবাগান)। ১—৩৮ নং বাড়ী আছে। ৩৮ নং শেষে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

ভুবন চাটুজ্জের লেন (কাঁশারীপাড়া)। ১—১১নং বাড়ী। ১১নং শেষে বারাণশী ঘোষের ষ্ট্রীট।

ভুবনমোহন ধরের লেন (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট)। ১—২০ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে সক্রুষ্ণ ঘোষের লেন মিশিয়াছে। ২০ নং পরে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

ভবানীচরণ দত্তের লেন (সান্‌কীভাঙ্গা)। ১—৬০নং বাড়ী আছে। ২নং পরে মদনমোহন সেনের লেন, এইখানে কলেজ ষ্ট্রীট বাহির হইয়াছে। ৬০ নং শেষে হলিডে ষ্ট্রীট।

ভৈরব বিশ্বাসের লেন (সিমুলিয়া)। ১—৯নং বাড়ী আছে। ৯নং শেষে বলরাম দের ষ্ট্রীট।

ভগবান বাড়ুজ্জের লেন (আহীরিটোলা)। ১—১১নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষে আহীরিটোলা ষ্ট্রীট।

ভান্সিটার্ট রো (এক্সচেঞ্জকা পূর্ব্ব গলি)। ১—২ নং বাড়ী আছে। শেষ ডালহাউসী স্কোয়ার।

ভিক্টোরিয়া টেরাক (কমাক্ ষ্ট্রীট)। ১—১১ নং বাড়ী আছে।

মহম্মদ ক্রসেণ্ট লেন (মলঙ্গা)। ১—২১ নং বাড়ী আছে।

ম্যাঙ্গো লেন। ১—২৬ নং বাড়ী আছে, ৪ নং হইতে বারিটো লেন মিলিয়াছে। ২৬ নং শেষ ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট (আহীরিটোলা)। ১—৫০ নং বাড়ী আছে।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট। ১—১৮৪ নং বাড়ী আছে। ৯ নং পরে রাম বাগান লেন, ৩১ নং পরে আশুতোষ দের লেন, ৩৩ নং পরে ভৈরব বিশ্বাসের লেন, ৪৬ নং পরে বলরাম দের ষ্ট্রীট, ৫৩ নং পরে মহেন্দ্র গোঁসাইয়ের লেন, ৫৪ নং পরে সিমুলিয়া ষ্ট্রীট বাহির হইয়াছে। ৬৪ নং পরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ৭০।১ নং পরে মদনমিত্রের লেন, ৭৯ নং পরে বিনোদ বিহারী সাহার লেন, ৮৫ নং পরে ঘোষের লেন বাহির হইয়াছে। ৯২ নং পরে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ১১৩ নং পরে অপার সারকুলার রোড। ১১৪ নং পরে হরিতকি বাগান লেন, ১২৬ নং পরে গোয়াবাগান লেন বাহির হইয়াছে। ১২৭ নং ছাড়িয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ১৪১ নং পরে কৃষ্ণ সিংহের লেন, ১৫৪ নং পরে কাশী ঘোষের লেন বাহির হইয়াছে। ১০৭ নং পরে রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট, ১৭৫ নং পরে উমেশ দত্তের লেন, ১৯৩ নং পরে রাম কৃষ্ণ বাগ্‌চীর লেন মিশিয়াছে। ১৮৪ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড। এই খানে বিডিন উদ্যান।

মারকুইস ষ্ট্রীট। ১—৩৭ নং বাড়ী আছে।

মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। ১—৫ নং বাড়ী আছে। ৫ নং শেষ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

মীর জাফরস্ লেন। (কলেজ ষ্ট্রীট)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে। ৩৬নং শেষ কলেজ ষ্ট্রীট।

মেদীবাগান। ১—২৭ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে হিলস্‌লেন বাহির হইয়াছে। ২৭ নং শেষ পার্ক ষ্ট্রীট।

মিডিলটনষ্ট্রীট। (চৌরঙ্গী)। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

মৃজাপুর লেন। ১—৫০ নং বাড়ী আছে। ৩৩ নং পরে সাঁকারী টোলা লেন, ৪৩ নং পরে মৃজাপুর দ্বিতিয় লেন মিলিয়াছে।

মধু রায়ের লেন (সিমুলিয়া)। ১—১৬ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং শেষ সিম্‌লা ষ্ট্রীট।

মদন বড়ালের লেন (মলঙ্গা)। ১—৪৬ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং পরে অভয় হালদারের লেন, ২৭ নং পরে শ্রীনাথ দাসের লেন বাহির হইয়াছে। ৪৬ নং শেষ মলঙ্গা লেন।

মদন দত্তের লেন (বহুবাজার)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে।

মদন মিত্রের লেন (সুকেস্ ষ্ট্রীট)। ১৩ নং পরে অভয় হালদারের লেন, ২৭ নং পরে শ্রীনাথ দাসের লেন বাহির হইয়াছে।

মদনমোহন চাটুজ্জের লেন। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ১ নং পরে পাঁচী ধোবানীর লেন বাহির হইয়াছে।

মদনমোহন পালের লেন (সাঁকারী পাড়া)। ১—১৪ নং বাড়ী আছে।

মদনমোহন সেনের লেন (কলুটোলা)। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ২৩ নং পরে ভবানীচরণ দত্তের লেন বাহির হইয়াছে। ২৫ নং শেষ কলু-টোলা ষ্ট্রীট।

মল্লিকের ষ্ট্রীট। ১—৩২ নং বাড়ী আছে। ৯ নং পরে সোভারাম মল্লিকের লেন বাহির হইয়াছে। ৩২ নং শেষ আর্মনিয়ান ষ্ট্রীট।

মলঙ্গা লেন। ১—৭৩নং বাড়ী আছে। ১৩নং পরে শ্রীমন্ত দের লেন, ৩২ নং পরে ব্যাপারীটোলা লেন, ৪৪নং পরে অভয় হালদারের লেন, ৬৩নং পরে মদনমোহন বড়ালের লেন বাহির হইয়াছে।

মণ্ডল ষ্ট্রীট (দর্ম্মাহাটা)। ১—৪৫নং বাড়ী আছে।

মনসাতলা লেন।———

মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট।—১৬৩নং বাড়ী আছে। ১৭নং হইতে এমাম বক্স

থানাদারের লেন, ৩১নং পরে গুলু ওস্তাগরের লেন, ৪৬নং পরে রামচাঁদ নন্দীর লেন, ৬১নং পরে জগন্নাথ সুঁড়ীর লেন, ১১৯নং পরে নিলমণি সরকারের লেন, ১১৫নং পরে কৈলাশ দাসের লেন বাহির হইয়াছে। ১৬৩নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

মুসলমান পাড়া লেন। ১—৩৪নং বাড়ী আছে। ২৮ নং পরে হাইয়াদ খাঁয়ের লেন মিশিয়াছে। ৩৪নং শেষ অপার সারকুলার রোড।

মথুর সেনের গার্ডন লেন (জোড়াবাগান)। ১—৩৩ নং বাড়ী আছে। ৮নং পরে গোপীকৃষ্ণপালের লেন মিশিয়াছে। ৩৩নং শেষ নিমতলাঘাটষ্ট্রীট।

ময়দাপটী ষ্ট্রীট। ১—৭নং বাড়ী আছে। ৭নং শেষ শোভারাম বসাকের লেন।

মৃজাপুর ষ্ট্রীট। ১—৭০বাড়ী আছে। ২২নং পরে রাধানাথ মল্লিকের লেন, ৬৪ নং পরে পটুয়াটোলা লেন বাহির হইয়াছে। ৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীটে শেষ।

মৃজাপুর ট্যাঙ্ক লেন। ১—২৪ নং বাড়ী আছে। ২৪ নং শেষ অখিল মিস্ত্রির লেন।

মিশ্রি খানসামার লেন (কলিঙ্গা)। ১—১৯ নং বাড়ী আছে।

মিশন রো (লালগির্জ্জার রাস্তা)। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে ম্যাঙ্গো লেন বাহির হইয়াছে। ১২ নং শেষ লালবাজার ষ্ট্রীট।

মিত্রের লেন (চোর বাগান)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

মধু ঘোষের লেন (সিম্‌লা)। ১—১১ নং বাড়ী আছে।

মহেন্দ্র নাথ বসুর লেন। ১—২৮ নং বাড়ী আছে। ২৮ নং শেষ বৃন্দাবন পালের লেন।

ময়রা হাটা ষ্ট্রীট (বড়বাজার)। ১—৫০ নং বাড়ী আছে। ৫০ নং শেষ কটন ষ্ট্রীট।

মণিরুদ্দিনের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

মনোহর দাসের ষ্ট্রীট (বড়বাজার)। ১—১২৬ নং বাড়ী আছে। ১২৬ নং শেষ ক্রশ ষ্ট্রীট।

মুচীপাড়া লেন (জানবাজার)। ১—১৬ নং বাড়ী আছে। ৬ নং পরে স্মীথ্স্ লেন বাহির হইয়াছে।

মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট (চোরবাগান)। ১—১৩৪ নং বাড়ী আছে। ২৮ নং পরে শ্রীনাথ রায়ের লেন, ৩১ নং পরে পীতাম্বর সেনের লেন, ৩৩ নং পরে মিত্রের লেন, ৮৯ নং পরে রাধামোহন সাহার লেন, ৯১ নং পরে ভুবন মোহন বাঁড়ুজ্জের লেন, ৯৭ নং পরে কৈলাশ চন্দ্র সাহার লেন, ১১৫ নং পরে জগন্মোহন সাহার লেন, ১২১ নং পরে সিংহ বাগান লেন, ১২৮ নং পরে হরিহর সরকারের লেন বাহির হইয়াছে। ১৩৪ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

মুন্সী দেদার বক্স লেন। ১—২৪ নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে তালতলা লেন বাহির হইয়াছে।

মুন্সীওলীওলা লেন। ১—১৯ নং বাড়ী আছে। ৫ নং পরে তালতলা লেন বাহির হইয়াছে।

মৌলবী আবদুল লতীপের লেন। ১—৪ নং বাড়ী আছে। ৪ নং পরে ইউরোপিয়ান এসাইলম্ লেন মিশিয়াছে।

মৌলবী বজলর রহমনের লেন। ১—২ নং বাড়ী আছে।

মৌলবী গোলাম সোভানের লেন (কলিঙ্গা)। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং পরে গদাই খানসামার লেন বাহির হইয়াছে।

মৌলবী এমদাদ আলীর লেন (তালতলা)। ১—৪৬ নং বাড়ী আছে। ৪৬ নং শেষ তালতলা লেন।

মৌলবীর লেন (কলিঙ্গাবাজার ষ্ট্রীট)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

মেছুয়াবাজার রোড। ১—১৬৩ নং বাড়ী আছে। ৫১ নং পরে বাজার লেন, ৭২ নং পরে কালীদাস সিংহের লেন, ৯৫ নং পরে ঝামাপুকুর লেন, ১১৩ নং পরে ফুলবাগান লেন; ১৩৩ নং পরে মিত্রের লেন বাহির হইয়াছে। ১৬৩ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

মধুসূদন পালের লেন (কুমারটুলী)। ১—৩০ নং বাড়ী আছে। ৩০ নং শেষ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

যদুনাথ দের লেন (বহুবাজার)। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ৮ নং শেষ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

যুগোল কিশোর দাসের লেন (সুঁড়ীপাড়া)। ১—২৭ নং বাড়ী আছে।

ষোড়াবাগান ষ্ট্রীট। ১—২৮ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং পরে হরলাল দাসের লেন বাহির হইয়াছে।

ষোড়াপুকুর লেন (চোরবাগান)। ১—১১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

রাধাবাজার লেন। ১—১৮ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং শেষ রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

রাধাবাজার ষ্ট্রীট। ১—১৫৬ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে এজরা ষ্ট্রীট, ১৮ নং পরে পলক ষ্ট্রীট মিশিয়াছে। ১৫৬ নং শেষ লালবাজার ষ্ট্রীট।

রাধানাথ সাহার লেন। ১—৪১ নং বাড়ী আছে। ৪১ নং শেষ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

রাধামাধব পালের লেন (হাড়কাটা)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

রাধানাথ বসুর লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

রাধানাথ মল্লিকের লেন। ১—২৪ নং বাড়ী আছে। ২৪ নং শেষ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

রাজার লেন। ১—২৪ নং বাড়ী আছে। ১২ নং পরে মঙ্গলসিংহের লেন মিশিয়াছে। ২৪ নং শেষ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

রাজা গুরুদাসের লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ বিডিন ষ্ট্রীট।

রাজা কালীকৃষ্ণের লেন (সভাবাজার)। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ৮ নং শেষ গ্রে ষ্ট্রীট।

রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট। ১—৩৭ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে রাজা কালীকৃষ্ণের লেন মিশিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট (সভাবাজার)। ১—৮৪ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং পরে সীতাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের লেন, ২৩ নং পরে বীরচাঁদ গোঁসায়ের লেন, ৩৬ নং পরে ক্ষেত্র ঢোলের লেন, ৬৩ নং পরে রামকান্ত বসুর প্রথম লেন মিশিয়াছে। ৮৪ নং শেষ অপার চিৎপুর রোড।

রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট (ষ্ট্রাণ্ড)। ১—২৭ নং বাড়ী আছে।

রাজচন্দ্র সেনের লেন। ১—৩১নং বাড়ী আছে। ৩১নং শেষ কটস্ লেন।

রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

রাজকিশোর দের লেন (আহীরিটোলা)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে।

রাজকৃষ্ণের লেন। ১—১১ নং বাড়ী আছে। ১১ নং শেষ বিডিন ষ্ট্রীট্।

রাজমোহন বসুর লেন। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ২৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্।

রাজনারাণ বিশ্বাসের লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ১০ নং শেষ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

রামবাগান লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ৮ নং পরে নন্দলাল মল্লিকের লেন মিশিয়াছে। ১০ নং শেষ বলরাম দের ষ্ট্রীট।

রামচাঁদ ঘোষের লেন (ঢুলীপাড়া)। ১—২২ নং বাড়ী আছে। ২২ নং শেষ বিডিন ষ্ট্রীট।

রামচাঁদ নন্দীর লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১৫ বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন। ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং শেষ চাঁপাতলা ২য় লেন।

রামচন্দ্র মৈত্রের লেন। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীট।

রামকুমার রক্ষিতের লেন। ১—৯ নং বাড়ী আছে। ৯ নং শেষ কটন ষ্ট্রীট।

রামধন মিত্রের লেন। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ শ্যাম-পুকুর ষ্ট্রীট।

রামহরি ঘোষের লেন। ১—৭ নং বাড়ী আছে। ৭ নং শেষ মৃজাপুর ট্যাঙ্ক লেন।

রামহরি মিস্ত্রির লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ১০ নং শেষ উমাচরণ দাসের লেন।

রোমজান ওস্তাগরের লেন। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

রামজয় শীলের লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ দুর্গাচরণ

রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। ১—৭৮ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে রামকান্ত বসুর প্রথম লেন, ৫১ নং পরে বসুপাড়া লেন, ৭৬ নং পরে রামকান্ত বসুর দ্বিতীয় লেন বাহির হইয়াছে।

বসুর প্রথম লেন। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ২১ নং শেষ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।

রামকান্ত বসুর দ্বিতীয় লেন। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ১০ নং শেষ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।

রামকান্ত মিস্ত্রির লেন। ১—২৯ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং শেষ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

রামকৃষ্ণ বাগচীর লেন। ১—১৯ নং বাড়ীর আছে। ১৯ নং শেষ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

রামমোহন ঘোষের লেন। ১—৫২ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং পরে সুরতী বাগান লেন মিলিয়াছে।

রামমোহন মল্লিকের লেন। ১—৮ নং বাড়ী আছে। ৮ নং শেষ ক্রশ ষ্ট্রীট।

রামমোহন সাহার লেন (গোয়াবাগান)। ১—৩৫ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং পরে হরিতকী বাগান লেন বাহির হইয়াছে।

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১৬ নং বাড়ী আছে।

রামপাল লেন। ১—১৩নং বাড়ী আছে। ১৩নং শেষ বেনিয়াটোলাষ্ট্রীট।

রামপ্রসাদ সাহার লেন। ১—২৭ নং বাড়ী আছে। ২৭ নং শেষ লোয়ার চিৎপুর রোড।

রাম শঙ্কর রায়ের লেন (তালতলা)। ১—২১ নং বাড়ী আছে।

রামতনু বসুর লেন (চোরবাগান)। ১—৪৭ নং বাড়ী আছে।

রাওডন ষ্ট্রীট (পার্ক ষ্ট্রীট)। ১—৮ নং বাড়ী আছে।

রামনাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট (পটুয়াটোলা)। ১—১৪ নং বাড়ী আছে।

রূপচাঁদ রায়ের ষ্ট্রীট (আর্ম্মানিয়ন ষ্ট্রীট)। ১—২১ নং বাড়ী আছে।

রামবাগান লেন (বিডিন ষ্ট্রীট)। ১—২৪ নং বাড়ী আছে।

রায়ের লেন। ১—১৪ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং শেষ রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট।

দুঃখে না পড়িলে সুখভোগ হয় না।

রায়ের ষ্ট্রীট। ১—২৪ নং বাড়ী আছে। ২৪ নং শেষ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট।

রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন বাহির হইয়াছে। ১৭ নং শেষ সুকেস্ ষ্ট্রীট।

রসেল ষ্ট্রীট। ১—১৪ নং বাড়ী আছে। ১৪ নং শেষ পার্ক ষ্ট্রীট।

রতু সরকারের লেন (কলুটোলা)। ১—৫৬ নং বাড়ী আছে।

রতন মিস্ত্রির লেন। ১—২০ নং বাড়ী আছে। ২০ নং শেষ কলেজ ষ্ট্রীট।

রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট। ১—৭২ নং বাড়ী আছে। ৩৮/১ নং পরে রায়ের লেন, ৪৮ নং পরে নীলমাধব মুকুজ্জের লেন, ৫৫ নং পরে দর্প-নারাণ ঠাকুরের লেন বাহির হইয়াছে। ৭২ নং শেষ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

লালবাজার ষ্ট্রীট। ১—২১ নং বাড়ী আছে।

লাল বেহারী ঠাকুরের লেন (বহুবাজার)। ১—৪ নং বাড়ী আছে।

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেন। ১—২৯ নং বাড়ী আছে।

লাল ওস্তাগরের লেন (দর্জ্জিপাড়া)। ১—১০ বাড়ী আছে।

লারকিন্স্ লেন (বহুবাজার)। ১—২ নং বাড়ী আছে।

লিন্ডসে ষ্ট্রীট (পুরাতন ডাকঘরের দক্ষিণ)। ১—২১ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং পরে নূতন মিউনিসিপাল বাজার।

লক্ষ্মীনারাণ মুখোপাধ্যায়ের লেন (পাথুরে ঘাটা)। ১—১৯ নং বাড়ী আছে।

লডন ষ্ট্রীট। ১—২২ নং বাড়ী আছে।

লিটিল্ রসেল ষ্ট্রীট (থিয়েটর রোড)। ১—৫ নং বাড়ী আছে।

শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার)। ১—৩২নং বাড়ী আছে।

শ্যামাবাইয়ের গলি। ১—১০নং বাড়ী আছে।

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। ১—১৫৪ নং বাড়ী আছে। ২০নং পরে রাজনারাণ বিশ্বাসের গলি, ২৭ নং পরে কম্বুলেটোলা লেন, ৫৫নং পরে চৌধুরীর লেন, ৭৭নং পরে কৃষ্ণরাম বসুর লেন, ৯০নং পরে বৃন্দাবন পালের লেন, ১০০ নং পরে রামকান্ত বসুর লেন, ১২৯ নং পরে গোবর্দ্ধন দাসের লেন, ১৩৫নং পরে হেমচাঁদ করের লেন, ১৪৫নং পরে রামচাঁদ মিত্রের লেন বাহির হইয়াছে।

শ্যামপুকুর লেন। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। ১—৭৭নং বাড়ী আছে। ২৭ নং পরে শ্যামপুকুর লেন, ৪১নং পরে রামধন মিত্রের লেন, ৬৪নং পরে তেলীপাড়া লেন বাহির হইয়াছে। ৭৭নং শেষ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

শিবচরণ দেরর লেন। ১—১৮নং বাড়ী আছে। ১৮নং শেষ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট।

শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন (জোড়াসাঁকো)। ১—১৫নং বাড়ী আছে। ১৫ নং শেষ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

শিবনারায়ণ দাসের লেন। ১—৪৬ নং বাড়ী আছে। ১৬ নং পরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন মিলিয়াছে। ৪৬নং শেষ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট।

শিবু ঠাকুরের লেন (শিবতলা)। ১—৭৫ নং বাড়ী আছে। ৭৫নং শেষ শিবতলা ষ্ট্রীট।

শিবতলা লেন (বহুবাজার)। ১—৩৭নং বাড়ী আছে।

শিবতলা ষ্ট্রীট। ১—৪২ নং বাড়ী আছে। ১৩নং পরে শিবু ঠাকুরের লেন, ২৯ নং পরে হরিপ্রসাদ দের লেন বাহির হইয়াছে।

শিকদার বাগান ষ্ট্রীট। ১—৭৬ নং বাড়ী আছে। ৭৩নং শেষ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট।

শিকদার পাড়া লেন। ১—১০নং বাড়ী আছে।

শিকদার পাড়া ষ্ট্রীট। ১—৫৮নং বাড়ী আছে। ২০নং পরে শিবু ঠাকুরের লেন, ৫০ নং পরে শিকদার পাড়া লেন মিশিয়াছে। ৫৮নং শেষ রতন সরকারের গার্ডেনষ্ট্রীট।

সৃষ্টিধর দত্তের লেন। ১—৭নং বাড়ী আছে। ৭নং শেষ গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীনাথ দাসের লেন (বহুবাজার)। ১—১৭নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

শ্রীনাথ রায়ের লেন। ১—৩১নং বাড়ী আছে। ৩১নং মুক্তারাম বসুর ষ্ট্রীট শেষ।

শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। ১—১৩নং বাড়ী আছে। ১৩ নং শেষ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

শম্ভুনাথ দাসের লেন (কপালী টোলা)। ১—১৬নং বাড়ী আছে।

শম্ভুনাথ মল্লিকের লেন। ১—১৯ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং শেষ মল্লিকের ষ্ট্রীট।

শঙ্কর ঘোষের লেন। ১—২৪নং বাড়ী আছে। ২৪নং শেষ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট।

শঙ্কর হালদারের লেন (আহীরিটোলা)। ১—৪৮নং বাড়ী আছে। ৩২নং পরে গোলক দত্তের লেন মিলিয়াছে।

শত্রুঘ্ন ঘোষের লেন। ১—১৩নং বাড়ী আছে। ১৩ নং শেষ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

সোয়ালো লেন (চিনাবাজার গ্ল্যাসপটী)। ১—৩৭নং বাড়ী আছে।

সৈয়দ ইস্‌মাইলের লেন। ১—১৩নং বাড়ী আছে।

সৈয়দ কেলীর লেন (মেছুয়াবাজার)। ১—২১নং বাড়ী আছে। ২১নং শেষ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

সাঁকারীটোলা লেন। ১—৭৬নং বাড়ী আছে। ৩নং পরে ডিঙ্গাভাঙ্গা লেন, ১০নং পরে ফাল্গুন দাসের লেন, ১০নং পরে বৃন্দাবন ঘোষের লেন ও ক্রীক রো, ৪৭নং পরে মৃজাপুর লেন, ৫৩নং পরে লেবুতলা লেন, ৭২নং পরে বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন মিলিয়াছে। ৭৬নং শেষ ওয়েলিংটন স্কোয়ার বহুবাজার।

স্যাক্‌রা পাড়া লেন (বহুবাজার)। ১—১২নং বাড়ী আছে।

সাগর ধরের লেন (ছুতার পাড়া গলি)। ১—২৫ নং বাড়ী আছে। ৫নং পরে লেবুতলা লেন, ১৮নং পরে বাবুরাম শীলের লেন, ২০ নং পরে হিদেরাম বাঁড়ুজ্যের লেন মিশিয়াছে।

স্কটস্ লেন (জেলেপাড়ার রাস্তা)। ১—৩৭নং বাড়ী আছে। ২০নং পরে ওল্‌ডবৈঠকখানা বাজার লেন, ১৭ নং পরে রাজচন্দ্র সেনের লেন মিশিয়াছে। ৩৭নং শেষ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট (পটলডাঙ্গা)। ১—৮৩নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে নরসিংহ লেন, ৪৬ নং পরে মীর্জ্জাফরস্ লেন, ৭৪ নং পরে বেনেটোলা লেন মিলিয়াছে। ৮৫ নং শেষ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

সেটের বাগান গলি। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে।

সর্পেণ্টাইন লেন (বৈঠকখানার দক্ষিণ রাস্তা)। ১—১০৬নং বাড়ী আছে। ১৩নং পরে লেবুতলা লেন, ৪৮নং পরে ডিক্‌সন লেন, ৯৬নং পরে হজুরীমল ট্যাঙ্ক লেন মিশিয়াছে। ১০৬নং শেষ সেণ্ট জেম্‌স্ স্কয়ার।

সর্ট ষ্ট্রীট। ১—৩৪নং বাড়ী আছে, শেষ সাউথ কলিঙ্গা ষ্ট্রীট।

সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন (ছুতারপাড়া)। ১—১৯নং বাড়ী আছে।

সিম্‌লা ষ্ট্রীট। ১—৬৬নং বাড়ী আছে। ৪০ নং পরে মথুরায়ের লেন বাহির হইয়াছে। ৬৬নং শেষ কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট।

সীতাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লেন (সভাবাজার)। ১—১১নং বাড়ী আছে।

স্মিথ্‌স্ লেন। ১—১০নং বাড়ী আছে।

সভাবাজার ষ্ট্রীট। ১—৯৯ নং বাড়ী আছে। ৬৫নং পরে কৃপানাথের লেন, ৮৯নং হরচন্দ্র মল্লিকের লেন, ৯৮ নং পরে নয়ান সুরের ঘাট বাহির হইয়াছে।

সভারাম বসাকের লেন (কলুটোলা)। ১—৩২নং বাড়ী আছে।

সভারাম বসাকের ষ্ট্রীট (ময়দাপটী)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১০নং পরে বসাক লেন বাহির হইয়াছে। ১৫ নং শেষ ময়দাপটী ষ্ট্রীট।

সোণাগাছী লেন। ১—১৭নং বাড়ী আছে।

সনাতন শীলের লেন। ১—৮নং বাড়ী আছে।

সুকেস্ ষ্ট্রীট। ১—৩৭নং বাড়ী আছে। ৩৩নং পরে রামপ্রসাদ রায়ের লেন (১—১৭নং বাড়ী আছে), ৩৮নং পরে বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, (১—২৪ নং বাড়ী আছে), ৭২ নং পরে মদনমিত্রের লেন বাহির হইয়াছে।

সুকলাল জহুরীর লেন। ১—১০নং বাড়ী আছে। ১০নং শেষ বাঁশতলা ষ্ট্রীট।

সুকুর সরকারের লেন। ১—১২নং বাড়ী আছে। ১২ নং শেষ ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট।

সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেন। (বলরাম বসুর ঘাট রোড হইতে বাহির হইয়াছে)। ১—১০নং বাড়ী আছে।

স্ফুর্ত্তি বাগান লেন। ১—১৯নং বাড়ী আছে। ১৯ নং শেষ রামমোহন ঘোষের লেন।

সুতার কিন্‌স্ ষ্ট্রীট। ১—৩৯ নং বাড়ী আছে। ৩৯নং শেষ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

সাউথ কলিঙ্গা ষ্ট্রীট (মেদীবাগানের রাস্তা)। ১—১১৮ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং পরে গোলাম সোভানের লেন, ২৮নং পরে গদাই খান-

সামার লেন, ৪২ নং পার নাজিবুল্লার লেন, ৮৫নং পরে আব্দুল লতিপের লেন বাহির হইয়াছে।

সারকুলার রোড (লোয়ার)। ১—১১২ নং বাড়ী আছে। ২ নং পরে কামাক ষ্ট্রীট, ৩ নং পরে হাঙার ফোর্ড ষ্ট্রীট, (জুয়াতলা) লণ্ডন এবং রাউডন ষ্ট্রীট, থিয়েটর রোড, ২৩ নং পরে ইলিয়ট রোড, ২৮ নং পরে সাউথ কলিঙ্গা ষ্ট্রীট, ৫৩ নং পরে সরিপ দপ্তরীর লেন, ৫৭ নং পরে ইউরোপিয়ান এসাইলম লেন, ৭৯ নং পরে জানবাজার ষ্ট্রীট, ৮৪ নং পরে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (ক্রীক রো) ৯৩ নং পরে মৃজাপুর লেন, ৯৭ নং পরে সুরীর ট্যাঙ্কপাত লেন, ৯৮ নং পরে গোমিস্ লেন, ১০৩ নং পরে ডিক্‌সন লেন, ১০৬নং পরে সর্পেণ্টাইন লেন মিলিত হইয়াছে। ১১২নং শেষ সীমা অপার সারকুলার রোড।

সারকুলার রোড (অপার)। ১—১৭১ নং বাড়ী আছে। ১০ নং পরে ওল্ড বৈঠকখানা প্রথম লেন, ১৯ নং পরে ওল্ড বৈঠকখানা দ্বিতীয় লেন, ২৭ নং পরে পাঁচু খানসামার লেন, ৩১ নং পরে হাইয়ত খাঁর লেন, ৩২ নং পরে মুসলমান পাড়া লেন, ৩৬ নং পরে ছকু খানসামার লেন, (মৃজাপুর ষ্ট্রীট) ৫৮ নং পরে আণ্টুনী বাগান লেন, ৭৪ নং পরে মেছুয়াবাজার রোড, ৮৩ নং পরে সুকিয়াস ষ্ট্রীট, ৯৭ নং পরে নবাব্দি ওস্তাগরের লেন, ১০৩ নং পরে হোগলকুড়িয়া গলি, ১০৪ নং পরে গ্রে ষ্ট্রীট, ১২৬ নং পরে ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, ১৩৪ নং পরে কালাচাঁদ সান্ন্যালের লেন,১৫৫ নং পরে কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১৫৬ নং পরে শ্যামবাজার রোড মিলিয়াছে। শেষ মাণিকতলার পোল।

হালিডে ষ্ট্রীট (কলুটোলা)। ১—১০ নং বাড়ী আছে। ১ নং পরে ভবানীচরণ দত্তের লেন, ৬ নং পরে নীলমাধব সেনের লেন, ৮ নং পরে সৈয়দ সেলির লেন বাহির হইয়াছে। ১০ নং শেষ রতন সরকারের গার্ডন ষ্ট্রীট।

হাঁসপুকুর লেন (বড়তলা)। ১—১০ নং বাড়ী আছে।

হেয়ার ষ্ট্রীট (বাঁকশালের দক্ষিণ রাস্তা) ১—১৬ নং বাড়ী আছে। ৬ নং পরে গোরস্থান, ১০ নং পরে ডালহাউসী স্কোয়ার।

হাড়ি পাড়া লেন (তালতলা) ১—৭৩ নং বাড়ী আছে। ২১ নং পরে গার্ডেনিয়ার লেন, ৩০ নং পরে ইউরোপিয়ন এসাইলম লেন, ৩৭ নং পরে নিওগী পুকুর ঈষ্ট লেন, ৫৫ নং পরে নিওগী পুকুর ওয়েষ্ট লেন মিলিয়াছে। ৭৩ নং শেষ তালতলা বাজার ষ্ট্রীট।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীট (চৌরঙ্গী) ১—১৩ নং বাড়ী আছে। ৭ নং পরে কামাক ষ্ট্রীট।

হাড়কাটা লেন (বহুবাজার)। ১—৩৬ নং বাড়ী আছে। ৬ নং পরে রাধামোহন পালের লেন, ১৬ নং পরে চাঁপাতলা দ্বিতীয় লেন মিলিয়াছে। ৩৬ নং শেষ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

হার্টফোর্ডস্ লেন (ধোপা পাড়া)। ১—৪ নং বাড়ী আছে।

হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট। (কল্‌ভিন্ ঘাটের রাস্তা) ১—১২ নং বাড়ী আছে।

হেমচন্দ্র করের লেন (শ্যামবাজার)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

হিদেরাম বন্দোপাধ্যায় লেন (বহুবাজার)। ১—৬৭ নং বাড়ী আছে। ১৩ নং পরে বিশ্বনাথ মতিলালের লেন, ২১ নং পরে জেলেপাড়া লেন, ১৬ নং পরে হলধর বর্দ্ধনের লেন, ৩১ নং পরে কালিদাস দত্তের লেন, ৩৬ নং পরে লেবুতলা লেন, ৪০ নং পরে স্ক্যাভেঞ্জার লেন, ৪৮ নং পরে বাবুরাম শীলের লেন, ৫১ নং পরে মদন দত্তের লেন, ৫৫ নং পরে দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন, ৬৪ নং পরে গৌরচরণ দের লেন মিলিয়াছে। ৬৭ নং শেষ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

হিল্স্ লেন। (মেদি বাগান) ১—৭ বাড়ী আছে। ৭ নং শেষ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট।

হলওয়েল লেন। (মৃজাপুর) ১—২১ নং বাড়ী আছে।

হোগল কুড়িয়া গলি। ১—২৬/৩ নং বাড়ী আছে। ৭ নংপরে ঈশ্বর মিত্রের লেন, ১৮ নং পরে গোয়াল পাড়া লেন, ২৬ নং পরে প্যারীস্থরের লেন মিলিয়াছে।

হর ঢোলের লেন। ১—৩০ নং বাড়ী আছে।

হস্‌পিটেল লেন (নয়া বাজারের পশ্চিম রাস্তা)। ১—৭ নং বাড়ী আছে।

হলধর বর্দ্ধনের গলি (বহুবাজার)। ১—২৬ নং বাড়ী আছে। শেষ হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

হুমায়ুন প্লেশ (চৌরঙ্গি)। ১—৬ নং বাড়ী আছে।

হংগার ফোর্ড ষ্ট্রীট (সুরতী বাজার)। ১—১২ নং বাড়ী আছে।

হরচন্দ্র মল্লিকের লেন (সভাবাজার)। ১—১০৪ নং বাড়ী আছে।

২১ নং পরে নয়ান চাঁদ দত্তের লেন, ৩৮ নং পরে ভীমঘোষের লেন, ৪২ নং পরে বৃন্দাবন বসুর লেন, ৯২ নং পরে রামনারাণ ভট্টাচার্য্যের লেন, ৯৩ নং জগদীশ নাথ রায়ের লেন মিলিয়াছে।

হরিমোহন বসুর লেন (মসজীদ বাড়ী)। ১—১৭ নং বাড়ী আছে।

হরিপালের লেন (সুঁড়িপাড়া)। ১—১৮ নং বাড়ী আছে। ১৮ নং শেষ ডক্ ষ্ট্রীট।

হরিণ বাড়ী লেন (তেরিটি বাজার)। ১—৩৫ নং বাড়ী আছে। ৩৫/১ নং শেষ তেরিটি বাজার ষ্ট্রীট।

হরলাল দাসের লেন (জোড়াবাগান)। ১—২৯ নং বাড়ী আছে। ২৯ নং শেষ জোড়াবাগান ষ্ট্রীট।

হর ঢোলের লেন (আহীরিটোলা)। ১—২৯ নং বাড়ী আছে।

হরলাল মিত্রের লেন (বাগ্‌বাজার)। ১—৩৪ নং বাড়ী আছে।

হরপ্রসাদ দের লেন (শিবতলা)। ১—৯ নং বাড়ী আছে।

হরি সরকারের লেন (চোরবাগান)। ১—১৫ নং বাড়ী আছে। ১৫ শেষ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

হরিতকি বাগান লেন (মানিকতলা)। ১—৪৫ নং বাড়ী আছে। ৪৫ নং শেষ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

হজরি মল্‌স্ ট্যাঙ্ক লেন (বহুবাজার)। ১—৩৭ নং বাড়ী আছে। ১৯ নং পরে সর্পেণ্টাইন লেন মিলিয়াছে। ৩৭ নং শেষ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

হারেদ খাঁয়ের লেন (সিয়ালদহ)। ১—১৭ নং বাড়ী আছে। ১৭ নং শেষ মুসলমান পাড়া লেন।

তীর্থ ভ্রমণ।

তীর্থভ্রমণ সকল জাতীরই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। বিশেষ হিন্দুর তীর্থ-দর্শন বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কথিত। এজন্য তীর্থসমূহের বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত থাকা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। অনেকে ইচ্ছা করিলেও সঙ্গী অভাবে তীর্থ দর্শনে অসমর্থ হন। আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, কেবল তীর্থ স্থানের সম্যক বিবরণ অজ্ঞাত থাকাই সেই

প্রতিবন্ধকতার এক মাত্রকারণ। এই সমস্ত অভাব দর্শনে এবং তীর্থ দর্শনেচ্ছুগণের এই অভাবের কথঞ্চিৎ বিমোচনের জন্য কতিপয় প্রধান তীর্থের বিবরণ লিখিত হইল।

কাশী।—(বেনারশ বা বারাণসী)। কাশী হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থ। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে কাশীর ভাড়া ৬।০ আনা। হাওড়া হইতে বরাবর মোগলসরাই এবং তথা হইতে ব্র্যাঞ্চ রেলে রাজঘাট যাইতে হয়। রাজঘাটের অপর পারেই কাশী। এখানকার কর্ত্তব্য,—মণিকর্ণিকায় স্নান, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, বেণীমাধব, তিলভাণ্ডেশ্বর, পাতালেশ্বর, কালভৈরব, ধুন্দুগণেশ, জ্ঞানবাপী প্রভৃতি পূজা ও দর্শন।

কালীঘাট।—কলিকাতার দক্ষিণ। কলিকাতা লালবাজার হইতে ট্রাম ভাড়া /১০ আনা। আদিগঙ্গা স্নান, কালী ও নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন। প্রসিদ্ধ বাওয়ান্ন পীঠের এই পীঠই শ্রেষ্ঠ।

গয়া।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে বাঁকীপুর ভাড়া ৪৸/১০ আনা। পরে গয়া ষ্টেট রেলওয়ে গয়া ভাড়া ৷৷৵১০ আনা। বুধগয়া ষ্টেশন হইতে তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত। গদাধরের পাদপদ্ম, গয়াসুর প্রভৃতি দর্শন কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ এই স্থানে কর্ত্তব্য।

গোকুল।—হ্যাটারশ জংশন দিয়া মথুরা। মথুরার অংশ বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের কেলীকুঞ্জাদি দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাসাগর।—কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে যাইতে হয়। ভাড়া ১০৲ টাকা ২৫৲ টাকা ও ৬০৲ টাকা। ভাড়ার তারতম্যও হয়। গঙ্গাসাগরে স্নানাদি কর্ত্তব্য।

ঘোষপাড়া।—কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলে কাঁচড়াপাড়া অথবা মদন পুর। ভাড়া যথাক্রমে ।৵০ আনা ও ।৵০ আনা। সচীমাতার আরাধনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

ত্রিবেণী।—কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে হুগলী নামিয়া যাওয়া যায়। ত্রিবেণীর গঙ্গা স্নান সমধিক পুণ্যজনক বলিয়া কথিত।

তারকেশ্বর।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে শেওড়াফুলী ভাড়া ৵০ আনা। এখান হইতে তারকেশ্বর রেলে তারকেশ্বর ভাড়া ।৵.০ আনা। তারকনাথ নামক শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজাদি কর্ত্তব্য।

ঋণগ্রস্তের শরীরে উত্তমর্ণের অংশ আছে

প্রয়াগ।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে এলাহাবাদ ভাড়া ৭।/১০ আনা। এখান হইতে বেণীঘাট অন্যূন তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে মস্তক মুণ্ডন কর্ত্তব্য। অক্ষয় বট, পুষ্কর, সাবিত্রী প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা লিঙ্গাদি দ্রষ্টব্য।

পেঁড়ো।—এটী মুসলমানের প্রধান তীর্থ। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেল পাণ্ডুয়া ভাড়া ৷৷০ আট আনা। পেঁড়োর মস্‌জিদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথ।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে বৈদ্যনাথ ভাড়া ২৷৷৵ আনা। বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজাদি বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া কথিত।

বৃন্দাবন।—ই, আই, রেলে ও হ্যাটারশ রেলে মথুরা হইয়া বৃন্দাবন। কৃষ্ণের নানাবিধ মূর্ত্তি, বাল্যলীলার নানাবিধ চিহ্ন দ্রষ্টব্য।

মথুরা।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে তুণ্ডলা ভাড়া ১০৵৫ আনা এখান হইতে শাখা পথে মথুরা ভাড়া ।/৫ আনা। রাধা শ্যাম, কুঞ্জনাথ, মদনমোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি কৃষ্ণের নানাবিধ মূর্ত্তি পূজা ও দর্শন কর্ত্তব্য।

নবদ্বীপ।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে বগুলা ভাড়া ৵৫ আনা। এখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে হাঁসখালী। পরে এখান হইতে পুনরায় ঘোড়ার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর এবং এখান হইতে ঘোড়ার গাড়িতে নবদ্বীপ প্রায় ৪ ক্রোশ। গঙ্গাস্নান, এবং বুড়াশিব, চৈতন্য দেবের কীর্ত্তিস্তম্ব, সচীমাতা, সিদ্ধেশ্বরী এবং আরও কতকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুর।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে রাণাঘাট ভাড়া ৷৷/১০ আনা। নদীপারে ঘোড়ার গাড়ীতে শান্তিপুর। মদনমোহন গোপীনাথ প্রভৃতির পূজা ও দর্শন কর্ত্তব্য। রাসলীলার সময় এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

শ্রীক্ষেত্র।—(কটক দ্রষ্টব্য) জগন্নাথ দেব দর্শন ও পূজা এখানকার কর্ত্তব্য।

অযোধ্যা।—কালিকাতা হইতে ই, আই রেলে কানপুর ভাড়া ৮৵৭/১০ আনা। এখান হইতে আউদ এবং রহিল খণ্ড রেলে অযোধ্যা ভাড়া ১৷৷৶০ আনা। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি, সীতাদেবীর মূর্ত্তি ও নানাবিধ দেবমূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

দেশ পর্য্যটন।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে যাইতে হইলে যেরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন, এবং যে যে পথে যাইতে হয় তাহাই ইহাতে লিখিত হইল। বঙ্গবাসী কোন দূরদেশে গমন করিতে হইলে কোন্ পথে কোন্ দিক দিয়া যাইবেন, তাহাতে কত ব্যয় পড়িবে, এই চিন্তাতেই বিব্রত হন; অতঃ পর এতদ্দর্শনেই তাঁহাদের সেই চিন্তার অনেকাংশ লাঘব হইবে।

অম্বালা।—(পঞ্জাব) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে গাজিয়াবাদ ভাড়া ১২। ১৫ আনা * এখান হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলে অম্বালা।

অমৃতসর।—(পঞ্জাব) লাহোর হইতে ৪২ মাইল। কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে গাজিয়াবাদ ১২।১৫ আনা। পারে এন্, ডব্লু রেলওয়ে (N. w. ry) লাহোর ১৮৵ আনা এবং এখান হইতে অমৃতসর।

অরঙ্গাবাদ।—(গয়া) কলিকাতা হইতে ই আই, রেলওয়ে বাঁকিপুর, ভাড়া ৪।৵১০। পরে গয়া ষ্টেট রেলওয়ে (G. S. R) গয়া পর্য্যন্ত ভাড়া ৪৶১০। গয়া হইতে সেরগঁতি ২৪ মাইল গাড়ী বা একা, এবং এখান হইতে একায় অরঙ্গাবাদ ৩০ মাইল।

আগ্রা—(N. W. p) কলিকাতা হইতে ৩৮৩ মাইল দূর। হাওড়া রেলওয়ের ষ্টেশন (E. I. R) কলিকাতা হইতে ভাড়া ১০৸৶১৫ আনা।

আহম্মদপুর—(বীরভূম) কলিকাতা হইতে ১১১ মাইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ষ্টেশন! হাওড়া হইতে ভাড়া ১৷৶৫ আনা।

আহম্মদ নগর—(বোম্বাই) গোয়ালিয়র রেলওয়ের (G. 1. P. R.) শাখা ধনমন্মদ ব্রাঞ্চ। বোম্বাই হইতে ২১৮ এবং জব্বলপুর হইতে ৫৪৯ মাইল দূর।

আজমীর—(রাজপুতনা) এলাহাবাদ হইতে ৫১৪ মাইল দূর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আগ্রা পর্য্যন্ত ভাড়া ১০৸৶১৫ এবং আগরা হইতে রহিলখণ্ড রেলওয়ে (R M S R) আজমীর ভাড়া ৩৸৵০ আনা।

---

* রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া লিখিত হইল। পাঠকগণ জানিবেন তৃতীয় শ্রেণীর দেড়গুণ মধ্যম শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণ দ্বিতীয় এবং চতুর্গুণ ভাড়া প্রথম শ্রেণীর লাগে।

আকায়েব।—(ব্রিটীশবর্ম্মা) বি, আই, এস, এন্ কোম্পানির কলের জাহাজ প্রতি সপ্তাহে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে যাত্রাকরে। ভাড়া ২৭৸৵ আনা।

আলীগড়।—(NWp) এলাহাবাদ হইতে ৩১১ মাইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ষ্টেশন। ভাড়া ৪৵১৫ আনা।

আলীপুর।—(জলপাই গুড়ী) ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে (EBR) দামুকদিয়া পর্য্যন্ত ভাড়া ১।৵১৫ আনা। পরে পদ্মাপার হইতে হয়, এখানে আহারাদি করিবার বিশেষ সুবিধা। তৎপরে নর্দান বেঙ্গল রেলওয়ের সারা হইতে কাউনিয়া ভাড়া ২৸৫ আনা। এখানে তিস্তা নদী পার হইতে হয়, পরে এখান হইতে ১৪ মাইল দূরে মোগল হাট ব্রাঞ্চ ভাড়া ।৵১৫। দুর্লা নদী বহিয়া গিতালদা। ভাড়ার স্থিরতা নাই। এখান হইতে পাল্কী বা গাড়ীতে কুচবিহার। কুচবিহার হইতে আলীপুর ১২ মাইল। পাল্কীতে বা অন্য সুযোগে যাওয়া যায়।

আমৃতা।—(হাওড়া) কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল। ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধা। বর্ষাকালে উলুবেড়ীয়া পর্য্যন্ত ষ্টীমার পরে গুজরপুর খাল বাহিয়া নৌকা ঘাট হইতে এক মাইল পাল্কী।

আরঙ্গাবাদ।—(হায়দরাবাদ) কলিকাতা হইতে ই, আই রেল জব্বলপুর ভাড়া ৬৸/০। এখান হইতে জি, আই, পি, রেলওয়ে টোঙ্গা ভাড়া ১০৲ টাকা। এখান হইতে এক্কা বা ঘোড়ার গাড়ী দিওগণ ৪।০ পরে এখান হইতে গাড়ীতে আরঙ্গাবাদ ১২ মাইল। ভাড়া ২৲ টাকা।

আজিমগর।—(NWp) কলিকাতা হইতে ৫৫৪ মাইল। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলওয়ে বেনারস ভাড়া ৬।০ আনা। এখান হইতে আউদ এবং রহিল খণ্ড রেলওয়ে জৌনপুর ভাড়া ॥৵ আনা। এখান হইতে ঘোড়ার ডাকে আজিমগড় ৪০ মাইল ভাড়া ৭ টাকা।

আজিমগঞ্জ।—(মুরশীদাবাদ) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলওয়ে নলহাটী ভাড়া ১৸/৫। এখান হইতে নলহাটী ষ্টেট রেলওয়ে আজিমগঞ্জ ভাড়া ।৵০ আনা।

আমহার্ষ্ট।—(মৌলমীন বিট্রীশবর্ম্মা) কলিকাতা হইতে আসিয়েটিক ষ্টিম নাবিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার যোগে মৌলমীন এবং তথা হইতে ২ মাইল মাত্র।

আণ্ডামান দ্বীপ।—প্রতিমাসে টর্ণার মরিসন কোম্পানীর ষ্টীমার যাত্রা করে। (Via) রেঙ্গুন।

আরা।—(সাহাবাদ) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেশন। ভাড়া ৪৸১৫ আনা।

আসান সোল।—(বর্দ্ধমান) কলিকাতা হইতে ১৩২ মাইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেশন। ভাড়া ১॥৵১০ আনা।

আটক।—(রাউলপিণ্ডি) লাহোর হইতে ২৩০ মাইল। লাহোর হইতে আটক ভাড়া ৩৶০ আনা।

এলাহাবাদ।—(NWP) কলিকাতা হইতে ৫৬৫ মাইল দূর। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেশন। ভাড়া ৭।৴১০ আনা।

এটোয়া।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে এটোয়া ষ্টেশন, ভাড়া ১০৻১৫ আনা।

কাছাড়।—(আসাম) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে গোয়ালন্দ ভাড়া ২৻৫। ই, বি, রেলওয়ে ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ ভাড়া ৫৲। এখান হইতে ষ্টিমারে (IGS N CO) কাছাড়, ভাড়া ৮৸৵১০ আনা।

কাণপুর।—ই, আই রেলেওয়ের ষ্টেশন, ভাড়া ৮৸৵১০ আনা।

কুচবিহার।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে দামুকদিয়া ভাড়া ১।৶১৫। পদ্মা পারে এন, বি, রেলে সারা হইতে কাউনিয়া ভাড়া ১৸৫। তিস্তা নদী পারে তিস্তা ষ্টেশন হইতে মোগলহাট ভাড়া ।৵১৫। ধর্লা নদী পারে ২৪ মাইল দূর কুচবিহার।

কটক।—(উড়িষ্যা) কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে চাঁদবালী ভাড়া ৩৲। এখান হইতে পুনরায় ষ্টিমারে কটক।

কাল্না।—(বর্দ্ধমান) কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে কালনা ভাড়া, ॥০ আনা।

কপূর্রতলা।—(পঞ্জাব) লাহোর হইতে, এন, ডব্লু রেলে কাটারপুর ভাড়া ৸৶০। এই ষ্টেশন হইতে একায় কপূর্র তলা।

করাচি।—(Sind) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে গাজিয়াবাদ, ভাড়া ১২।৫ আনা। এখান হইতে এন, ডব্লু রেলে (M section) করাচি, ভাড়া ৩৲।

করিমগঞ্জ।—(শ্রীহট্ট) গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে করিমগঞ্জ ভাড়া ১।৴০ আনা।

কাশ্মীর।—(Native state) গুজরাট দিয়া যাইতে হয়। গুজরাট রেলে ভিমবার ২৮॥ মাইল, তথা হইতে সাইদাবাদ ১৫ মাইল। পরে ক্রমান্বয়ে নরেশ্বর, বাঙ্গাসরাই, রাজা উরি, থানামুণ্ডি, ব্রাহ্মগলা, পাসিয়ানর, আলিয়া বাদসরাই, হরিপুর, সুপাইন, রামু এবং সর্ব্বশেষে রাজধানী শ্রীনগর।

কৃষ্ণনগর।—(নদিয়া) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে বগুলা, ভাড়া ৸৫ আনা। এখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে হাঁসথালী, নদীপারে পুনরায় ঘোড়ার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর।

খুল্না।—কলিকাতা হইতে বি, সি, রেলে খুলনা ভাড়া ১।১০ আনা।

কোলা।—(মেদনীপুর) কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে উলুবাড়ীয়া, পরে নৌকা।

গোয়ালন্দ।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে গোয়ালন্দ ষ্টেশন, ভাড়া ২৻৫ আনা।

গোরোকপুর।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে দানাপুর ভাড়া ৪।৵১৫ আনা। গঙ্গা পার হইয়া সোলাপুর। এখান হইতে রেলে (NW রেলে) গোরোকপুর, ভাড়া ২॥/১০ আনা।

গৌহাটী।—(আসাম) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে গোয়ালন্দ ভাড়া ২৻৫ আনা। এখানে হইতে ষ্টিমারে (RSSNCO) গৌহাটী।

গুজরাট। (পঞ্জাব) সাহারাণপুর হইতে ৭০ মাইল। এন, ডব্লু রেলওয়ের ষ্টেশন, ভাড়া ৪৲ টাকা।

গোয়ালিয়র।—(C I) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে এলাহাবাদ, ভাড়া ৭।/১০ আনা। এখান হইতে এস, এস, রেলে ভাড়া ১৸/০ আনা।

ঘাটাল। (মেদিনীপুর) কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে উলুবাড়ীয়ার ভাড়া ৵০ আনা। এখান হইতে ষ্টীমার বা নৌকায় যাইতে হয়।

ঘাজিপুর।—(গাজিপুর) কলিকাতা হইতে ই আই রেলে দেলদারনগর, ভাড়া ৫॥৵৫। এখান হইতে গাজি পুর।

চাঁদবালী।—(বালেশ্বর) কলিকাতা হইতে প্রতি বুধবারে ষ্টীমার যায়। ভাড়া ১॥০ টাকা।

চট্টোগ্রাম।—(চিটাগং) কলিকাতা হইতে ই, বি রেলে গোয়ালন্দ ভাড়া ২৻৫ আনা। এখান হইতে ষ্টীমারে (GISNCO) ৪৮ ঘণ্টায় পৌছান যায়।

চুয়াডাঙ্গা।—(নদীয়া) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলওয়ে ষ্টেশন, ভাড়া ১৶১০ আনা।

চাইবাসা।—(সিংহভূম) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে বরাকর, ভাড়া ১৸/১৫ আনা। এখান হইতে পাল্কী ৩২ টাকা, গাড়ী ১৫৲ টাকা।

জব্বলপুর (C I) কলিকাতা হইতে জব্বলপুর ই, আই, রেলওয়ের ভাড়া ৭॥৶ আনা।

জাহানাবাদ।—(হুগলী) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে বর্দ্ধমান, ভাড়া ৸৶০ আনা। এখান হইতে ডাক গাড়ী বা গরুর গাড়ী।

যশোহর।—কলিকাতা হইতে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলে যশোহর। ভাড়া ॥৶/১৫ আনা।

জয়পুর।—(রাজপুতনা) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে আগরা, ভাড়া ১০৸৶/১৫ এবং এখান হইতে মালয়া রেলে জয়পুর ভাড়া ২৲ টাকা।

ঝান্সি।—(বুন্দেলখণ্ড) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে আগ্রা, ভাড়া ১০৸৶/১৫ আনা। পরে এস, এস, রেলে গোয়ালিয়ার ভাড়া ৸৶৫ আনা। এখান হইতে গো শকটে ঝান্সি।

ঢাকা।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে গোয়ালন্দ, ভাড়া ২৲৫ আনা। পরে ই, বি রেলওয়ের ষ্টীমারে ঢাকা, ভাড়া ৩।০ টাকা।

তমলুক।—(মেদিনীপুর) কলিকাতা হইতে ষ্টীমার উলুবাড়িয়া ভাড়া ৶০ আনা। এখান হইতে ষ্টীমারে তমলুক।

দারজিলিং।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে দামুকদিয়া ভাড়া ১।৶/১৫ আনা। পদ্মা পারে এন, বি, রেলে সারা হইতে সিলিগুড়ী ভাড়া ২।১০ আনা। এখান হইতে দারজিলিং রেলে (D H R) দারজিলিং, ভাড়া ৩৸৶/১০ আনা।

দেরাদুন (N W P) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে লাহোর, ভাড়া ৪/১৫ আনা। এখান হইতে এন, ডব্লু রেলে সাহারণপুর ভাড়া ২॥/১০ আনা এবং এখান হইতে ঘোড়গাড়ী ভাড়া ১১৲ টাকা।

দিল্লি।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে দিল্লি, ভাড়া ১২।৶১৫ আনা।

দায়মণ্ড হারবার।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে (মাতলা লাইন) দায়মণ্ড হারবার ভাড়া ॥০আনা।

দিনাজপুর।—কলিকাতা হইতে ই,বি রেলে দামুকদিয়া ভাড়া ১।৶/১৫আনা।

পদ্মা পারে সারা হইতে এন, বি, এস রেলে পার্ব্বতিপুর, ভাড়া ১৷৶১৫ আনা। পরে শাখা রেলে দিনাজপুর ভাড়া ৶১০ আনা।

দানাপুর।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে দানাপুর ষ্টেশন, ভাড়া ৪৷৶১৫ আনা।

দুম্‌কা।—ই, আই রেলে (লুপ) সাইস্থা ভাড়া ১৷৷১০ আনা। পরে ঘোড়ার গাড়ীতে সুরি ১১ মাইল। এখান হইতে পাল্কী বা গাড়ীতে দুম্‌কা।

দম্‌দম্‌।—(২৪ পরগণা) কলিকাতা হইতে ই, বি রেলে দম্‌দম্‌ ষ্টেশন, ভাড়া এক আনা মাত্র।

দরভাঙ্গা।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে মোকামা, ভাড়া ৩৷৷৶১৫ আনা। এখান হইতে ত্রিহুট রেলে (T S R.) দরভাঙ্গা ৸০ আনা।

দোমরাওন।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে দোমরাওন ষ্টেশন, ভাড়া ৫৶১০ আনা।

ধুবড়ী।—কলিকাতা হইতে ই বি রেলে দামুকদিয়া, ভাড়া ১৷৶১৫ আনা। পদ্মাপারে এন, বি, রেলে কাউনিয়া ভাড়া ১৸৫ আনা। কউনিয়া হইতে রেলে ধরলা ভাড়া ৷৷০ আনা। এখান হইতে ষ্টীমারে যাত্রাপুর ভাড়া ১৲ টাকা পরে রেলওয়ে ষ্টীমারে ধুবড়ি।

নাগপুর।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে জব্বলপুর ভাড়া ৭৷৷৶ আনা। তথা হইতে গাড়ীতে সিউনী ৮৬ মাইল। এখান হইতে নাগপুর ৮৬ মাইল।

নাইনিতাল।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে আলিগড় ভাড়া ১১৷৶১০ পরে আউদ ও রহিলখণ্ড রেলে মুরাদাবাদ ভাড়া ১৷৶০ আনা। এখান হইতে গাড়ীতে কালডিঙ্গা, পরে ১০০ মাইল পাহাড়ের উপর দিয়া নাইনিতাল।

নওগাঁ।—(আসাম) গোয়ালন্দ হইতে ষ্টিমারে শিলঘাট। এখান হইতে ৩২ মাইল গাড়ী বা অন্য প্রকারে নওগাঁও।

পেসোয়ার।—(পঞ্জাব) লাহোর হইতে ২৮২ মাইল। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের ষ্টেশন পোসায়ার।

পাবনা।—দামুকদিয়া হইতে ষ্টীমারে সারা। এখান হইতে পাল্কী ডাকে ২২ মাইল, ভাড়া ৬৲ টাকা।

পুরুলীয়া।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে বরাকর, ভাড়া ১৸/১৫ আনা। এখান হইতে ৪৬ মাইল।

পুর্ণিয়া।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে সাহেবগঞ্জ ভাড়া ২৸/৫ আনা। নদী পারে সিগ্রাম ডাক। ভাড়া ১২ টাকা, তৎসহ একজন চাকার বিনা ভাড়ায় যাইতে পারে।

ফতেগড়।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে কাণপুর ভাড়া ৮৸৴/১০ আনা। এখান হইতে কাণপুর রেলে ফতেগড়।

ফতেপুর সিক্‌রী।—(NWP আগ্‌রা) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে কাণপুর ভাড়া ৮৸৴/১০ আনা। কাণপুর রেলে আকনিরা ভাড়া ॥৴০ আনা। এখান হইতে ১১ মাইল একা।

ফিরোজপুর।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে দিল্লি ভাড়া ১২।৴/১৫ আনা। পরে আর, এম, রেলে (R M S R) রেওয়ারী ভাড়া ॥১৫ আনা, পরেই ফিরোজপুর।

ফরিদপুর।—কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে রাজবাড়ী, ভাড়া ১৸৴২৫ আনা। এখান হইতে ২০ মাইল পাল্কীতে যাইতে হয়।

বক্তিয়ারপুর।—(পাটনা) ই, আই রেলওয়ে ষ্টেশন, ভাড়া ৪৲১০ আনা।

বর্দ্ধমান।—কলিকাতা হইতে ই,আই, রেলে বর্দ্ধমান, ভাড়া ৸৴ আনা।

বরদা।—(বম্বাই) কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে দিল্লি ১২।৴/১৫ আনা। পরে সি, আই রেলে বরদা, ভাড়া ৮।৫ আনা।

বসোয়া।—(বীরভূম) নর্দান বেঙ্গল রেলের রামপুরহাট ষ্টেশনের ৭ মাইল দুরে। পাল্কী ও গাড়ী ভাড়া ১৲ টাকা।

বহরম পুর।—(মুরশিদাবাদ) কলিকাতা হইতে ই, আই রেল নলহাটী, ভাড়া ২॥/০ আনা। এখান হইতে নলহাটী ষ্টেট রেলে আজীমগঞ্জ ভাড়া ॥/০ আনা। এখান হইতে ১২ মাইল গাড়ী।

বগুড়া—(Bogra) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে দামুকদিয়া ভাড়া ১।৴/১৫। আনা, পরে এন, বি, রেলে সুলতানপুর ভাড়া ৸০ আনা। এখান হইতে ২৬ মাইল, গাড়ী ভাড়া ২৲ টাকা।

বনগ্রাম।—(যশোর) কলিকাতা হইতে বি, সি, রেলওয়ে বনগ্রাম (Bongong) ভাড়া ৸৴/১০ আনা।

বড়বাঁকী।—(অযোধ্যা) ই, আই, রেলে বেনারস, ভাড়া ৬।০ আনা। পরে আউদ এবং রহিলখণ্ড রেলে বড়বাঁকী ভাড়া ২॥০ টাকা।

বাগডোগরা।—(রঙ্গপুর) কলিকাতা হইতে ২৬০ মাইল। কলিকাতা হইতে ই, বি রেল-ওয়ে দামুকদিয়া ভাড়া ১।৶১৫ আনা। পদ্মাপারে সারা। এথান হইতে নর্দান বেঙ্গল রেলওয়ে ডোমার, ভাড়া ১৸০ আনা। ডোমার হইতে দুই মাইল মাত্র।

বাগেরহাট।—(খুলনা) কলিকাতা হইতে ১৪৩ মাইল। কলিকাতা হইতে ই, বি রেলে দমদমা ভাড়া এক আনা। এথান হইতে বি, সি, রেলে খুলনা, ভাড়া ১॥৶১০ আনা। খুল্না হইতে ষ্টীমারে বাগের-হাট ভাড়া ॥০ আনা।

বালেশ্বর।—(উড়িষ্যা) কলিকাতা হইতে ১০৪ মাইল। কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে (G S N CO) বরাবর বালেশ্বর, ভাড়া ২১৲ টাকা এবং ৯ টাকা।

বালিয়া।—(গাজিপুর NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে ডোমরা-ওন, ভাড়া ৫৶১০ আনা। এথান হইতে বালিয়া ১৪ মাইল একাতেই সুবিধা।

বালুরঘাট।—(দিনাজপুর) কলিকাতা হইতে ২১৫ মাইল। কলিকাতা হইতে ই, বি,রেলে দামুকদিয়া ১।৶১৫ আনা। পরে পদ্মার পারে হিলি, ভাড়া ১৶ আনা। এথান হইতে পাল্কীতেই যাইতে সুবিধা।

বান্দা।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলওয়ে ফতেপুর, ভাড়া ৮।১৫ আনা। এথান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে ৪৮ মাইল। গ্রীষ্মকালে উটের ডাকই প্রসস্ত।

বাঙ্গালোর।—(মহিসুর) কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে এলাহাবাদ ভাড়া ৭।৴১০। এলাহাবাদ হইতে জি, আই, পি, রেলে পুনা ভাড়া ৪৸৴৫। পুনা হইতে ঐ বাঙ্গালোর ব্রাঞ্চে বাঙ্গালোর ভাড়া ২।১০আনা।

বাণিয়াচঙ্‌।—(শ্রীহট্ট) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে দামুকদিয়া, ভাড়া ১।৶১৫। এথান হইতে ষ্টীমারে আজমীরগঞ্জ ভাড়া ১॥০। আজ-মীরগঞ্জ হইতে নৌকায় ৯ মাইল।

বাঁকীপুর।—(পাটনা) ই, আই, রেলের ষ্টেশন, ভাড়া ৪।৶১০ আনা।

বাঁকুড়া।—ই, আই, রেলে রাণীগঞ্জ ভাড়া ১॥/৫। এখান হইতে পাল্কী বা ঘোড়ায় ৩০ মাইল।

বেরিলী।—(NWP) ই, আই রেলে কানপুর ভাড়া ৮৸/১০ এবং এখান হইতে আউদ এবং রহিলখণ্ড রেলে বেরিলী ভাড়া ১॥/১৫ আনা।

বোলপুর।—(বীরভূম) ই, আই, রেলওয়ের ষ্টেশন, ভাড়া ১।১৫ আনা।

বোয়ালীয়া।—(রাজসাহী) নর্দান বেঙ্গল রেলের নাটোর ষ্টেশন ভাড়া।৴১০। এখান হইতে এক মাইল মাত্র।

বেহার।—(পাটনা) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে বক্তিয়ারপুর ভাড়া ৪৲১০ আনা। এখান হইতে মেল গাড়ী ৮ মাইল, ভাড়া এক টাকা।

বেতিয়া।—(চম্পারণ) ই, আই, রেলে মোকামা, তাড়া ৩॥৴১৫ আনা। গঙ্গা পারে ত্রিহুট রেলে (TSR) বেতিয়া ভাড়া ১॥০ টাকা।

বিষ্ণুপুর।—(বাঁকুড়া) কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে কর্ডলাইন পানাগড় ভাড়া ১।৫ আনা। এখান হইতে গাড়ীতে সোণামুখী, সোনামুখী হইতে ১১ মাইল রাধানগর গাড়িতে, পরে ৬ মাইল দূরে বিষ্ণুপুর।

ভারতপুর।—(রাজপুতনা) আগরা হইতে ৩৩ মাইল। (R M S R) ভাড়া।/১৫ আনা।

মালদহ।—কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে (লুপলাইন) রাজমহল ভাড়া ২॥৴৫। নৌকায় মাণিকচক পর্য্যন্ত এবং এখান হইতে মালদহ যাইতে (ইংরেজবাজার) গাড়ী প্রভৃতিতে সুবিধা আছে।

মণিপুর।—(নেটিব ষ্টেট) কাছাড় হইতে ষ্টিমারে জিরিঘাট। মণিপুর এখান হইতে ২০ মাইল।

মুঙ্গের।—(বেহার) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলওয়ে ষ্টেশন।

মুলতান।—লাহোর হইয়া যাইতে হয়। নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ের ষ্টেশন।

মজঃফরপুর।—(বেহার) কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে মোকামা ভাড়া ৩॥৴১৫। পরে ত্রিহুট রেলে মজঃফরপুর ভাড়া ৷৴০ আনা।

ময়মনসিংহ।—গোয়ালন্দ হইতে দৈনিক ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ। তথা হইতে ঢাকা রেলে ময়মনসিংহ ১/১৫ আনা। কলিকাতা হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৫॥/১০ আনা।

লাহোর।—(পঞ্জাব) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে গাজিয়াবাদ ভাড়া

১২।৫ এখান হইতে এন, ডব্লু রেলে লাহোর, ভাড়া ৪/১৫ আনা।

লালগোলা।—(মুরশীদাবাদ) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে নলহাটী ভাড়া ১৫/৫ আনা। পরে নলহাটী রেলে আজিমগঞ্জ ভাড়া ।৶০ আনা, নৌকায় জিয়াগঞ্জ। এখান হইতে গাড়ী,পাল্কী প্রভৃতির সুবিধা আছে।

শ্রীহট্ট।--গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ। এখান হইতে ষ্টীমারে ছাতক ভাড়া ১৲ টাকা। এখান হইতে ৩৪ মাইল শ্রীহট্ট।

সিমলা।—(পঞ্জাব) ই, আই, রেলে গাজিয়াবাদ ভাড়া ১২।৫ আনা। পরে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলে অম্বালা ভাড়া ২৶১০ আনা। পরে গাড়িতে কাসাউলি। এখান হইতে সিমলা ৩২ মাইল।

হায়দ্রাবাদ।—কলিকাতা হইতে জব্বলপুর ই, আই, রেলে ভাড়া ১০৶৫ আনা। জব্বলপুর হইতে জি, আই, পি, রেলে ওয়াডী জংশন ১৬।৶। এখান হইতে নিজাম রেলওয়ে হায়দারাবাদ ১৲ টাকা।

রায়বেরিলি।—(অযোধ্যা) কলিকাতা হইতে ই, আই রেলে কাণপুর ভাড়া ৮৸৶১০। পরে আউদ রহিলখণ্ড রেলে লক্ষৌ, ভাড়া ৭৷৶১০ আনা। এখান হইতে ৫১ মাইল ডাকগাড়ি।

রেঙ্গুন।—(ব্রহ্মদেশ) কলিকাতা হইতে ৮০০ মাইল। ষ্টীমারে যাইতে হয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে কলিকাতা হইতে রওনা হয়।

রাউলপিণ্ডি।—(পাঞ্জাব) রাউলপিণ্ডি নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলের ভাড়া ২৶৫আনা।

রুরকী।—(NWP) কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে গাজিয়াবাদ, ভাড়া ১২।৫। এখান হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলে সাহারণপুর ভাড়া ১।৶৫ আনা। পরে আউদ এবং রহিল খণ্ড রেলে রুরকী, ভাড়া ৪৷০ টাকা।

রঙ্গপুর।—সারাঘাট হইতে নর্দ্দান বেঙ্গল রেলে রাঙ্গপুর ভাড়া ১৷৶১০আনা।

সম্পূর্ণ।

উপহার গ্রন্থাবলী।

যোগতত্ত্ব, উপন্যাস, জ্যোতিষ, সুখের-
সংসার, গৃহিণীপনা, প্রতিভা, আদর্শ-
কৃষক, কুসুমকোরক, যন্ত্রশিক্ষা, প্রেম-
সঙ্গীত, ব্যায়াম, সরলচিকিৎসা,
ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা, সিদ্ধতন্ত্র-
মন্ত্র ও সমাজরহস্য ; এই ষোল-
খানি উপহার এবং আরও
চুপিট-সাদা নামক
একখানি পুস্তক
অতিরিক্ত।

যোগতত্ত্ব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় "

যোগতত্ত্ব ।

যোগ ।

যোগতত্ত্ব সম্যক বিবৃত করিবার পূর্ব্বে যোগ কি, তাহাই কথিত হইতেছে। যোগ সম্বন্ধে পাতঞ্জলদর্শনই প্রধানগ্রন্থ, সুতরাং সেই মতই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। পাতঞ্জল যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। (পাতঞ্জল দর্শন ২য় সূত্র) চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি কি?—মোহ, মায়া, বিবেকাদি। এই সমস্ত বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ নিবৃত্তির নামই যোগ। নিরোধ শব্দে আর একটী কথা উত্থাপিত হইতেছে। নিরোধ বলিলেই নিরোধ্য বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয়। যেমন যদি কেহ বলেন যে, "বশিষ্ঠ ঋষি অনাহারে তপশ্চারণ করিতেন।" এই কথা বলিলে যেমন তিনি আহার করিতেন কেবল তপশ্চারণ কালে অনাহারে থাকিতেন বুঝা যায়, তদ্রূপ "বৃত্তির নিবৃত্তি করিবে" বলিলে ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যে বৃত্তি উত্তেজিত তাহাই সংযত করিবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত উক্তির তাৎপর্য্য।

এখন পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অনেকাংশ হৃদয়ঙ্গম হইল। যোগ কি?—যে সমস্ত বৃত্তি উৎকর্ষতা ও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া মানবের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে, সেই সমস্ত বৃত্তির নিবৃত্তিকে যোগ বলে। মন সংসারের প্রেমে উন্মত্ত, সংসারের মায়াপাশে আবদ্ধ, স্নেহমমতায় পূর্ণ; প্রেম, প্রণয়, দয়া ও স্নেহ প্রভৃতি ভীষণ আকর্ষণে মনকে সর্ব্বদাই স্ব স্ব অভিমুখে আকৃষ্ট করিতেছে, মনের সর্ব্বত্র—সংস্কারময়; সেই মনকে প্রতিসংহার করা, সেই মায়াপাশ—সেই স্নেহমমতার ভীষণবন্ধন ছেদন করা, সেই সংসারকে তুচ্ছজ্ঞান করার পরিস্ফুট ও প্রকৃত সংজ্ঞা—যোগ।

যোগ শব্দের আর একটী অর্থ সংযোজন বা সংমিশ্রণ। একটী বস্তু অন্য বস্তুর সহিত সংযোজন বা সংমিশ্রণের নাম যোগ। যোগের প্রধান

সংযোগ আত্মা ও পরমাত্মার। পরমাত্মা আত্মার সহিত সংমিশ্রণ বা সংযোজন অর্থাৎ একত্রীকরণ যোগের উদ্দেশ্য। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই যোগফল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগীর যোগানুষ্ঠানও এই জন্য।

পরমাত্মার রূপ ও স্থায়িত্ব কি ?

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চিনমিষৎ।
সঈক্ষত লোকন্নু সৃজা ইতি স ইমান্ সৃজতেতি।

ঋঃ বেদ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মা ভিন্ন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, সেই আত্মার ইচ্ছা * অনুসারে লোক সকল সৃষ্ট হইল।

অপিচ—

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকারোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥

ঋঃ বেদ।

আত্মা বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, জীবাত্মার জন্মস্থান, সর্ব্বগুণ (স্বতঃ রজস্তমেতিগুণঃ) সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পতি এবং এই সংসারের স্থিতি, সৃষ্টি ও উদ্ধারের হেতুস্বরূপ।

এই পরমাত্মারূপী ভগবান কিরূপ এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় কি, সেই সকল বিবৃত হইতেছে।

যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতং॥

সেই ব্রহ্ম এক, কলারহিত, (১) আকাশাদির (চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বের

---

* আত্মার (ঈশ্বরের) ইচ্ছায় জীবাত্মার সৃষ্টি। ইহা সকলেই প্রায় জ্ঞাত আছেন। প্রমাণ প্রয়োগ বাহুল্য।

(১) কলা সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃষষ্টি। (শৈবতন্ত্রে—ত্রিংশত্তগোহংশস্তস্য ষষ্টিভাগঃ।) যথা,—গীত, বাদ্য, আলেক্ষ্য, নৃত্য, নাট্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুলকুসুমাবলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাঙ্গরাগ, মনিভুমিকা, কর্ম্ম, শয়ন, বয়ন, উদকবাদ্য, উদ্‌ঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগ্রথনবিকল্প, সেখরাপীড়াযোজন,

অতীত, (২) নিরঞ্জন, মনেরই প্রত্যক্ষীভূত, প্রমাণাদির অজ্ঞেয় এবং বিনাশ ও উৎপত্তি রহিত।

কৈবল্যং কেবলং শান্তং শুদ্ধমত্যন্ত নির্ম্মলং।
কারণং যোগনির্ম্মুক্তং হেতুসাধন বর্জ্জিতং॥

তিনি পরিত্রাতা, এক, শান্ত,শুদ্ধ ও অতি নির্ম্মল। তিনি (ত্রিকালের) কারণ স্বরূপ, যোগনির্ম্মুক্ত (৩) এবং নিমিত্ত উপাদান বিবর্জ্জিত।

হৃদয়াম্বুজমধ্যস্থং জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপকং।
তৎক্ষণাদেবমুচ্যেত বিজ্ঞানং ব্রূহি কেশব॥

কেশব! যিনি হৃদয়পদ্মমধ্যস্থ (ব্রহ্ম) এবং জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞেয়, তাঁহার (মুক্তিদাতার) বিশেষ বিবরণ বিবৃত কর।

নেপথ্যযোগ, কর্ণপত্রফঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌচমারযোগ, হস্তলাঘব, চিত্রশাকপূপভক্ষবিকারক্রিয়া, পানক রসরাগাসব যোজন, সূচীবাপ কর্ম্মাণি, সূত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বচকযোগ,পুস্তকবাচন, নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, কাব্যসমস্যাপূরণ, পট্টিকাবেত্রবান বিকল্প, তকুকর্ম্মানি, তক্ষণ, বস্তুবিদ্যা, রৌপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগজ্ঞান, আকারজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, মেষলাবকযুদ্ধ, বিধি, শুকসারিকা প্রলাপন, উৎসাদন, কেশমার্জ্জন কৌশল, অক্ষর মুষ্টিকা কথন, ম্লিচ্ছিক কবিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, পুষ্পকটিকানিমিত্তজ্ঞান, যন্ত্রণাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাট্য, মানসীক কাব্যক্রিয়া, ক্রিয়াবিকল্প, হুলিতকযোগ, অভিধানকোষ, ছন্দোজ্ঞান, বস্ত্র গোপণানি, দ্যূতবিশেষ, আকর্ষণক্রীড়া, বালক ক্রীড়নক, বৈনায়িকীবিদ্যাজ্ঞান, বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান, বৈত্যালিকীবিদ্যাজ্ঞান এই চৌষট্টি কলা।

(২) তত্ত্ব চতুর্বিংশতি প্রকার। যথা; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নেত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্‌, হস্ত, পাদ, মুখ, গুহ্য, পদ, লিঙ্গ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

(৩) যোগনির্ম্মুক্তং-বস্ত্যান্তর সম্বন্ধ রহিতং (টীকাকার)। অর্থাৎ সাংসারীক কোন বস্তুর সংযোগ পরিশূন্য নির্লিপ্তভাব। সংসার—যোগময়। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ, মেষবৃষাদি রাশী, অশ্বিনীভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র, কাল দণ্ড প্রভৃতি সময়, অচল সচল, জড় চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, মনুষ্যাদি জীব সকলেই যোগের অনুষ্ঠানে রত। সংযোগ ও বিয়োগে—সংসার। পঞ্চভূতের

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কেশব কহিতেছেন ;—

আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরৈ সমম্বয়াৎ।
যোগেন গতকামনাং ভাবনাব্রহ্মচক্ষতে ॥

আত্মমন্ত্র (৪) ও হংসের (৫) সহিত পরস্পর সমম্বয় করিলে এবং

যোগে বিশ্বের উৎপত্তি এবং পঞ্চভূতের বিয়োগে বিশ্বের প্রলয় বা ধ্বংস। এই যোগের আকর্ষণের যিনিই যে নাম প্রদান করুন, সকলেরই এক মুখ্য নাম—যোগ। মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, তান্তবাকর্ষণ, ঠৈকশিকাকর্ষণসকল আকর্ষণেরই মুল—যোগ। এ সংযোগের অস্তিত্ব না থাকিলে সংসারের সকল বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িত। পরমাণুসমষ্টি বস্তু পৃথক পৃথক হইয়া সংসারের অস্তিত্ব বিলোপ করিত। তাহা করে না বলিয়াই সংসার যোগময়। সকলেই যোগী। চেতন, অচেতন, অচল, সচল, উদ্ভিদ, লতা, সকলেই মহাযোগে নিমগ্ন।

(৪) আত্মমন্ত্র—প্রণবাত্মক মন্ত্র। প্রণব—ওঁকার। প্রণব মন্ত্রের সহিত হংসমন্ত্রের সম্মিলনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ। প্রণব কি? প্রণবই যোগের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রণবরূপী পরমাত্মা জীবশরীরে ষট্‌চক্রে অবস্থিত। জীবদেহে অন্নময়কোষ অবলম্বনে মনময় কোষ, মনময় কোষ অবলম্বনে বিজ্ঞানময় কোষ, এইরূপ প্রত্যেক কোষের পরস্পরের অবলম্বন সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া সর্ব্বশেষে চরমস্থান আনন্দময় কোষ বর্ত্তমান। সেই আনন্দময়কোষে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত আত্মা অবস্থিত। আত্মার অবস্থা চারি প্রকার। সেই অবস্থা চতুষ্টয়ে জীব চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রথম অবস্থা বৈশ্বানর। ইনি শরীরস্থ হইয়া চালনা করেন, ইহা জীবের চেতনাবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা। তৃতীয় অবস্থা প্রাজ্ঞ, উহা জীবের নিদ্রিতাবস্থা। চতুর্থ অবস্থা নিরঞ্জন, পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীত ব্রহ্ম। এই চাতুর্ব্বিধ অবস্থা "অ" "উ" "ম" এবং ওম্ মন্ত্রে সাধিত হয়।

নাড়ি সমূহের মধ্যে নিরন্তর বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। এই নাড়ীর মধ্যে নাড়ীপ্রধানা সুষুম্না অন্তরের ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কেশমূল পর্য্যন্ত প্রলম্বিত রহিয়াছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিলে জ্ঞান ও আনন্দময় অন্তরমধ্যস্থ পদ্মবৎ গৃহে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভুর্ভুবস্ব সকলই এই স্থানে। আত্মমন্ত্র সেই হংসমন্ত্রে সংযোগের উদ্দেশ্য আত্মাকে সুষুম্না নাড়ীতে সংযোগ করিয়া সেই পদ্মময় গৃহে সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ। এই সম্মিলনের নাম ষট্‌চক্র ভেদ।

যোগদ্বারা কামনা পরিশূন্য হইলে ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎজনিত দিব্য ফল-লাভ হইয়া থাকে।

গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরং।
সর্ব্বকাম প্রয়োগেন সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥

"মেরোর্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষেনিষণ্ণে।
মধ্যেনাড়ী সুষুম্নাত্রিত্রয়া গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা॥
ধুস্তরস্মেরপুষ্পগ্রথিততম পুষ্কন্দমধ্যাচ্ছিরস্থা।
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরশি পরিগতা মধ্যমস্যাজ্জ্বলন্তী॥"

দত্তাত্রেয় ষট্‌চক্রভেদ।

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ।
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥
সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং।

*   *   *   *   *

তস্য মধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নি পরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকাদিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাং পর্ব্বতাং শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যা কুলাক্ষরাঃ।
স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ॥
বীজবীজাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞা প্রাণঃ বায়ুবঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিতম্॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

(৫) হংস কি? হংস যোগের প্রধান অঙ্গ। হংসযোগ সাধনে যিনি অসমর্থ, তিনি কোন প্রকার সাধনায় সমর্থ হইতে পারেন না। যে বায়ু নাসাপথে আকর্ষণ করা যায়, তাহার নাম হং বায়ু; ইহার আর একটী নাম পূরক; আর যে বায়ু নাসাপথে নির্গত হইয়া থাকে তাহার নাম সঁ বায়ু, ইহার আর একটী নাম রেচক। এই রেচক ও পূরক বায়ু যোগ শিক্ষার সোপান স্বরূপ। এই বায়ুর নিরোধের নামই কুম্ভক। কুম্ভক-যোগে শ্বাস রোধ করিতে হয়, এবং শ্বাস উদরে অবিকল্পিত অবস্থায় থাকে বলিয়া কুম্ভকে সাধকের মৃত্যু হয় না। শাস্ত্রে আছে,——

যাবদ্বায়ুঃ স্থিতোদেহে তাবজ্জীবিত মুচ্যতে।
মরণং তস্য নক্রান্তিস্ততোবায়ুং নিরগ্ধয়েৎ॥

গমনকালে, অবস্থানকালে, সর্ব্বকালে (সয়নস্নানাদি) বায়ু ধারণ করিলে (৬) জীবের জীবন সহস্রবর্ষ হয়।

যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খমধ্যে কুরুচাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু॥
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপিচিন্তয়েৎ।

যে পর্য্যন্ত খগাকার দর্শন করিবে, সেই পর্য্যন্ত সেই আকার (খগাকার, আকাশসদৃশ ব্রহ্মরূপ) চিন্তা করিবে। দেহাকাশস্থ আত্মায় পরমাত্মা এবং

পূরক ও রেচক বয়ুর তারতম্যে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। দক্ষিণ নাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা রুদ্ধ করিয়া বাম নাসাপথে হং বায়ু আকর্ষণ কর, এবং যথাসম্ভব সেই বায়ু স্তম্ভিত রাখিয়া পরিশেষে অণামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপথে সঁ বায়ু নিঃসারিত করিবে এবং দক্ষিণ নাসাপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া বাম নাসাপথে নির্গত করিবে। এইরূপ বহুদিন করিলে শ্বাসবায়ু অধিকক্ষণ স্তম্ভিত রাখিতে সমর্থ হওয়া যাইবে। ইহা প্রাণায়াম যোগের সোপান। প্রাণায়াম হংসঁ সাধন ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। সেই জন্য প্রণবের সহিত হংসের সম্মিলন অর্থাৎ হংসবায়ু নিরোধ করিয়া প্রণব মন্ত্রসাধন করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত মূলশ্লোকের তাৎপর্য্য।

(৬) বায়ুধারণ কি?—প্রাণায়াম ও কুম্ভক। প্রাণায়াম পূর্ব্ব টিকায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কুম্ভকের বিষয় অতঃপর বিবৃত হইতেছে।

কুম্ভক—বায়ুর নিরোধে সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যখন বায়ু বেগ ধারণে সমর্থ হইবে, তখনই কুম্ভক সাধনে সিদ্ধ হইবার ক্ষমতা জান্মিয়াছে জানিবে। কুম্ভক প্রধানতঃ দ্বিবিধ। সহিত ও কেবল। যে কুম্ভক স্বীয় বীজমন্ত্র ব্যতিত সাধিত হয়, তাহার নাম কেবল কুম্ভক, ইহাতে পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, শরীর ক্লেদশূন্য হয়, কিন্তু পারমার্থিক কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত হয় না। আর সহিত কুম্ভক অর্থাৎ কুম্ভক যোগসাধন করিয়া নাসাবায়ু নিরোধ করত গুরুপ্রদত্ত কোন বীজমন্ত্র সমুচ্চারণ পূর্ব্বক অন্তরে সেই (বীজমন্ত্রের) আরধ্যদেবের আরাধনা করিলে সাধক পরমব্রহ্ম নিরঞ্জনের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইতে পারেন। প্রকৃতযোগ কেবল বায়ুর নিরোধ মাত্র। বজ্রাসনে উপবিষ্ট—সাধক প্রকৃত কুম্ভকযোগানুষ্ঠান করিলে

পরমাত্মা আত্মাময় করিবে, এবং তাহারই (আকাশ-সদৃশ আত্মারই) চিন্তা করিবে। অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। (৭)

স্থিরবুদ্ধি রসং মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণিস্থিতঃ।
বহির্ব্যোমস্থিতং নিত্যং নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতং॥

ব্রহ্মবিৎ স্থিরবুদ্ধি দ্বারা বহিরাকাশস্থিত নিত্য ব্রহ্ম, নাশাগ্রে অবস্থিত আছেন,—

নিষ্কলং তং বিজানীয়া শ্বাসো যত্র লয়ং গতঃ।
পুটদ্বয় বিনির্ম্মুক্তো বায়ুর্যত্র বিনিয়তে॥
এসংস্থং মনং কৃত্বা তং ধ্যায়েৎ পার্থ ঈশ্বর॥

তিনি কলাতীত জানিয়া শ্বাসকার্য্যের আকর্ষণ ও পরিবর্জ্জন দ্বারা নাসাপুটদ্বয় বিনির্ম্মুক্ত বায়ুতে মনঃসংযোগ করত পরমব্রহ্মের চিন্তা করেন।

নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ ষড়ূর্ম্মি রহিতঃ শিবং।
প্রভাশূন্যং মনশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ং॥

তিনি কলাহীন, প্রভাশূন্য—(বৃত্তির কার্য্য শূন্য) মন ও বুদ্ধি শূন্য এবং নিরাময় ও মঙ্গলময় জানিবে। (৮)

তিনি আপনা হইতে শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইয়া এবং তথায় অবস্থান করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারেন।

(৭) পরমাত্মা কিরূপ? কুলার্ণবে;—

অরূপং ভাবনাগম্যং পরংব্রহ্ম কুলেশ্বরী।
নির্ম্মলং নিষ্কলং নিত্যং নির্গুণং ব্যোমসন্নিভং॥

হে কুলেশ্বরি! নিরাকার পরংব্রহ্ম ধ্যানদ্বারা প্রাপ্তব্য। তিনি নির্ম্মল, কলা রহিত, নিত্য, নির্গুণ এবং ব্যোমসদৃশ।

নির্ম্মল—মালিন্যবিহিন, কলা—অংশ রহিত, নিত্য—সত্য, কেননা সত্য যাহা তাহাই নিত্য। নির্গুণ—গুণাতীত এবং ব্যোম—আকাশসদৃশ। আকাশ যেমন মহান্—পরমাত্মা তদ্রূপ। এই পরমাত্মা—আকাশরূপী, আত্মারূপ আকাশে এই পরমাকাশ পরমাত্মার সম্মিলন—জীবের মুক্তি। সামিপ্য শার্ষ্টি প্রভৃতি ইহার নিকট তুচ্ছ—তুচ্ছতর।

(৮) প্রভাশূন্য—বৃত্তির কার্য্য শূন্য, সেইজন্য তিনি মনরহিত, মনের স্বভাব বৃত্তি, সেই বৃত্তি না থাকিলে মনের কার্য্য থাকেনা সুতরাং তিনি

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ সত্তমুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

এই সর্ব্বশূন্য একমাত্র আনন্দরসাভিশিক্ত ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার নামই সমাধি (৯), (এবং সেই সমাধিস্থ ব্যক্তিই জীবন্মুক্তি পাইয়া) বন্ধন মুক্ত হন।

মনশূন্য। বুদ্ধিশূন্য—আশক্তিশূন্য। মন হইতেই আশক্তির সৃষ্টি। সেই মন নাই সুতরাং আশক্তির ক্ষেত্রাভাব হেতু আশক্তিশূন্য। নিরাময়—নির্ব্ব্যাধ।

(৯) সমাধি কি?

সমাধিঞ্চ পরং যোগং বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ॥
বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতিরাত্মপ্রতীতির্ম্মনঃ প্রবোধঃ।
দিনেদিনে যস্তভবেৎ স যোগী সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ॥
ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়ান্মুক্ত সংজ্ঞোদশদিভিঃ॥
অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্ব ভাববান্॥
ঘেরণ্ডসংহিতা।

গুরুর কৃপা ও প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে এবং গুরুর প্রতি ভক্তিমান সাধক বহুভাগ্যফলে সমাধিযোগ লাভ করেন। যে যোগীর আপনার, গুরুর ও বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস আছে, যাঁহার মনের স্থৈর্য্যতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তিনিই সমাধিযোগভ্যাসে সদ্যই সমর্থ হয়েন। মনকে শরীর (ঘট* শরীর) হইতে পৃথক করিয়া পরমাত্মায় সম্মিলন করণের নাম সমাধি। এতদ্বারা ইহ ও পারলৌকিক সকল অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই যোগে সিদ্ধকাম হইলে (আত্মায় ও পরমাত্মায় কোন পার্থক্য থাকে না) সাধক ভাবেন আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আমি, আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। আমি শোকতাপহীন, নিত্যমোক্ষপ্রাপ্ত ও ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকৃতিবিশিষ্ট;

---

* ঘট কি?
প্রাণাপান নাদবিন্দুজীবাত্মাপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈঘট উচ্যতে॥
প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাহা হইতে সম্মিলন ঘটে, তাহারই নাম ঘট বা দেহ।

যোগির কর্ত্তব্য।

যোগশিক্ষার পূর্ব্বে যোগশিক্ষার্থী এই কয়েকটী বিধির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

১। দূরদেশে, বনে, লোকালয়ে, রাজধানীতে ও জনপদে যোগারম্ভ করিবে না। (১০) ইহার কারণও লিখিত হইতেছে।

২। দূরদেশে যোগসাধনে অবিশ্বাস হয়, বনে যোগসাধনে যোগীর আত্মরক্ষায় সামর্থ থাকে না। রাজধানীতে ও লোকালয়ে যোগরহস্য প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিবে। (১১)

৩। ধার্ম্মিকরাজা কর্ত্তৃক শাসিত, ভক্ষদ্রব্য সুলভ, উপদ্রবশূন্য দেশে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবে। এই কুটীর সন্নিধ্যে দীর্ঘিকা কুপাদি জলাশয় নিখাত থাকিবে। কুটীর অত্যুচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, তাহা যেন গোময়লিপ্ত এবং কীটাদি শূন্য হয়। এইরূপ নির্জ্জনস্থানে যোগ (প্রাণায়াম) শিক্ষা করিবে। (১২)

৪। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই ঋতু চতুষ্টয়ে যোগারম্ভ করিবে না। করিলেও সে যোগে রোগভোগ করিতে হইবে। (১৩)

আমি সত্য, জ্ঞান ও নিত্যানন্দময়। এইপ্রকার নিত্য অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত সমাধিসিদ্ধ যোগী হওয়া যায়।

(১০) দূরদেশে তথারণ্যে রাজধান্যৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ।

(১১) অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে রক্ষিবর্জ্জিতং।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তথা ত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥

(১২) সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভক্ষেনিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচিরৈঃ পরিবেষ্টিতম্॥
বাপীকুপতড়াগঞ্চ প্রাচীর মধ্যবর্ত্তি চ।
নত্যুচ্চ্যং নাতিনীয়ঞ্চ কুটীরং কীট বর্জ্জিতম্।
সম্যগ্‌গোময়লিপ্তঞ্চ কুটীরস্তত্র নির্ম্মিতম্।
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রণায়ামং সমভ্যাসেৎ॥

(১৩) হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে যোগো হি রোগদঃ॥

৫। বসন্ত ও শরৎ এই ঋতুদ্বয়ই যোগশিক্ষার্থ প্রশস্ত, অতএব এই সময়ে যোগারম্ভ করিবে। এই সময় যোগারম্ভ করিলে যোগী সিদ্ধ ও রোগ নির্ম্মুক্ত হয়। (১৪)

৬। মিতাহার ব্যতীত যোগ শিক্ষা হয় না, অতএব সমাহিত চিত্তে মিতাহার করিবে। (১৫)

৭। শ্বেতম্বার বিশিষ্ট তেজোবর্দ্ধক খাদ্য কদাচ ভোজন করিবে না।

৮। যোগানুষ্ঠানের প্রারম্ভে নিত্য ক্ষীরভোজন ও দুগ্ধ পান করিবে। দুইবার মাত্র প্রতিদিবস আহার কবিবে। (১৬)

৯। কুশাসন, চর্ম্মাসন, মৃত্তিকাসন বা কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া যোগারম্ভ করিবে। পূর্ব্বমুখে নাড়িশুদ্ধ ও প্রাণায়াম করিবে। (১৭)

যোগসাধন।

সাধন সপ্ত প্রকার। শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত। যোগ সাধনেচ্ছুব্যক্তি এই সপ্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে অন্য সাধনার স্ত্রপাত্র করিবেন। (১৮)

---

(১৪) বসন্তে চাপি শরদি যোগারম্ভং সমাচরেৎ।
তদা যোগে ভবেৎ সিদ্ধো বিনায়াসেন কথ্যতে।

(১৫) শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদারার্দ্ধং বিবর্জ্জিতং।
ভূজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥

পরিস্কৃত, সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ খাদ্য উদরের অৰ্দ্ধাংশমাত্র পূর্ণ করিয়াই প্রশান্ত মনে অবস্থান করিবে। ইহারই নাম মিতাহার।

(১৬) আরম্ভং প্রথমে কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যং নিত্যভোজনম্।
মধ্যাহ্নে চৈব সায়াহ্নে ভোজনদ্বয়মাচরেৎ॥

(১৭) কুশাসনে মৃগাজীনে ব্যাঘ্রাজীনে চ কম্বলে।
স্থলাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥
নাড়ী শুদ্ধিং সমাসাদ্য প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ।

যোগনুরক্ত যোগী যোগভ্যাসকালে এই কয়েকটী নিয়ম বিশেষ প্রকারে স্মরণ ও অনুষ্ঠান করিবেন। এই কয়েকটীর ব্যতিক্রমে যোগফল লাভ সুদূর-পরাহত।

(১৮) শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্ত-সাধনম্॥

এই সপ্ত সাধনের উদ্দেশ্য ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীর শোধন, আসন দ্বারা শরীরের দৃঢ়তাকরণ, মুদ্রায় শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহারে ধীরতা এবং প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা জন্মে। ইহাতে ধ্যান ও ধ্যেয়ের আত্মায় প্রত্যক্ষতা ও সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ করিয়া পরিশেষে মোক্ষধামে গমন করেন। (১৯)

যোগের অঙ্গ আটটী। যোগশিক্ষার্থিকে এই আটটী অঙ্গ শিক্ষা করিতে হয়। যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম,প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সামধি।(২০)

শান্তি, সন্তোষ, আহারনিদ্রার অল্পতা, মানসীক বৃত্তির সংযমন, অন্তঃকরণের শূন্যতা, ‡ এই সকলের নাম যম। (২১)

চাপল্যহীনতা, মনের স্থৈর্য্যতা, বিষয়ে ঔদাসীন্য, নিষ্কামভাব, যথালাভে সন্তোষ, ব্রহ্মে মতিস্থিরীকরণ, মানদানাদি পরিত্যাগ—এই সকলের নাম নিয়ম। (২২)

---

(১৯) ষট্‌কর্ম্মণাং শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্ দৃঢ়ম্।
মুদ্রায়াং স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা।
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥
ঘেরণ্ডসংহিতা।

(২০) যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃস্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠিতু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধেরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদম্॥
দত্তাত্রেয় সংহিতা।

‡ অন্তঃকরণের শূন্যতা—অর্থাৎ কামনা শূন্যতা।

(২১) শান্তিঃ সন্তোষ আহার নিদ্রাল্পং মানসোদ্যমঃ।
শূন্যান্তঃকরণঞ্চেতি যম ইতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(২২) চাপল্যন্তু দূরে ত্যক্ত্বা মনঃ স্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্রে মেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সা মতিঃ।
স্দোদাসীনভাবন্তু সর্ব্বত্রেচ্ছা বিবর্জ্জনম্।
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বর মানসঃ।
মানদান পরিত্যাগ এতত্তু নিয়মা ইতি॥
আদি যামল।

এই দুইটী লক্ষণ (যম ও নিয়ম) কথিত হইল। প্রাণায়াম পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রাণায়াম দ্বাদশবার অনুষ্ঠানে একবার প্রত্যাহার, দ্বাদশবার প্রত্যাহারে একবার ধারণা, দ্বাদশবার ধারণায় একবার ধ্যান, দ্বাদশবার ধ্যানে একবার সমাধি। এই সমাধি সাধিত হইলে অন্তর মধ্যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপী জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। (২৩)

আসন।

যোগের অষ্টলক্ষণের সপ্ত লক্ষণ বর্ণিত হইল, এক্ষণে অবশিষ্ট আসন প্রণালী কথিত হইতেছে। আসন দ্বাত্রিংশ প্রকার। তন্মধ্যে যে কয়েকটী সহজসাধ্য এবং সমধিক ফলপ্রদ, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

পদ্মাসন।

বাম উরুর উপর দক্ষিণচরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বামচরণ স্থাপন করিয়া দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দৃঢ়তর ধারণ করিবে। বক্ষঃস্থলে চিবুক সংলগ্ন করিয়া নাসাগ্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রাণায়াম সাধন করিবে। প্রাণ ও অপান বায়ু রেচক ও পূরক করিতে থাকিলে নাড়ীমধ্যস্থ ক্লেদ সমূহ অপগত হইয়া সাধককে দীর্ঘজীবি ও নিরোগে রাখিয়া পরিশেষে পরমপদ প্রদান করে।

ভদ্রাসন।

অণ্ডকোষ মূলে উভয় গুল্ফ (গোড়ালী) বিপরীত ভাবে স্থাপিত এবং বৃদ্ধ অঙ্গুলী উভয় হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণ করত জালন্ধর বন্ধোমতে*

(২৩) প্রাণায়াম দ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহার দ্বিষট্‌কেন জায়তে ধারণা শুভা।
ধারণা দ্বাদশ প্রোক্তং ধ্যানং ধ্যানবিশারদৈঃ।
ধ্যান দ্বাদশকেরেব সমাধিরভিধীয়তে।
যৎ সমাধৌ পরং জ্যোতিরনন্তরং বিশ্বতোমুখম্॥
নিরুত্তর তন্ত্রম্॥

* জালন্ধর বন্ধো একটী প্রধান যোগ। গলদেশের শিরাসমূহ বন্ধন করিয়া হৃদয়ে চিবুক রাখিবে। জীবের নাভিদেশস্থ অগ্নি, সহস্রদল কমল

নাসাগ্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিবে। ইহাতে সাধকের সর্ব্বব্যাধি নিরাময় হইয়া নিরাময় পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

বীরাসন।

এক চরণ এক উরুদেশের উপর সংস্থাপিত করিবে, এবং অন্যচরণ পশ্চাৎ রক্ষা করিবে। এই বীরাসনে আসীন থাকিয়া সাধক ওম্ মন্ত্র সাধন করিবেন। সাধন কালে প্রাণবায়ু নিরোধ করিতে হইবে। ক্রমশঃ ইহা অভ্যস্থ হইলে ইনি বহুপাদ ও বহুমন্ত্র হইয়া আত্মায় মরমাত্মাসম্মিলন করত নিত্যানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

শবাসন।

শবাকারে চিৎ হইয়া সয়ন করত কুম্ভক সাধন করিবে। এই আসনের অপর নাম মৃতাসন, ইহাতে যোগী গতক্লম ও বিগতব্যথ হইয়া থাকেন।

ময়ূরাসন।

করতলদ্বারা পৃথিবী অবলম্বন করিয়া কনুইয়ের উপর নাভীর উভয় পার্শ্ব স্থাপিত ও উপবেশন অর্থাৎ মুক্ত পদ্মাসনবৎ পদযুগল পশ্চাতে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া শূন্যে দণ্ডের ন্যায় সমভাবে উত্থিত হইবে। ইহাকে ময়ূরাসন কহে।

গরুড়াসন।

উভয় জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় ভুমি পীড়িত করিয়া স্থিরদেহে অবস্থান করিলে তাহাকে গরুড়াসন বলে।

এই কয়েকটী আসনই যথেষ্ট, সাধকগণ এই সমস্ত আসনে সমাসীন হইতে শিক্ষা করিলেই যথোপযুক্ত ফললাভে সমর্থ হইবেন।

নিস্থত অমৃত পান করিয়া থাকে, সেই অমৃতস্রোত নিম্নাভিমুখ হইতে উর্দ্ধাভিমুখে প্রবাহিত করিয়া রসনা দ্বারা পান করিলে অমরত্বলাভে সমর্থ হওয়া যায়। শিবসংহিতায়—

> বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
> বন্ধোজালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ।
> নাভিস্থোবহ্নির্জন্তুনাং,সহস্র কমলোচ্যতম্।
> পিবেৎ পীযুষং বিসরং তদর্থং বন্ধায়দিমম্॥

মুদ্রা।

মুদ্রাও একটী যোগের অঙ্গ। সর্ব্বশুদ্ধ মুদ্রা পঞ্চবিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে যে কয়েকটী প্রধান ও সমধিক আবশ্যকীয়, সেহ কয়েকটীর বিবরণ ও প্রকরণ যথাসাধ্য বিবৃত হইতেছে।

কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে জাগ্রত করিতে না পারিলে ষট্‌চক্র ভেদ না হওয়ায় যোগফললাভে সমর্থ হওয়া যায় না। সেই জন্য মুদ্রাই তৎসাধনের একমাত্র উপায়। ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে প্রতিবোধিত করিবার জন্য মুদ্রা অভ্যাস কর্ত্তব্য।

মহামুদ্রা।

বামগুল্ফ দ্বারা গুহ্যদেশ পীড়িত করিয়া দক্ষিণপাদ প্রসারিত ও তাহা হস্তদ্বারা ধারণ করিবে। কণ্ঠদেশ সঙ্কোচন পূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে মধ্যবিন্দু একান্তে অবলোকন করিবে, ইহার নাম মহামুদ্রা।

মূলবন্ধঃ।

বামগুল্ফ দ্বারা গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও পীড়িত করিয়া নাভির গ্রন্থিস্থান মেরুদণ্ডে স্পর্শ করাইবে, এবং দক্ষিণ গুল্ফ দ্বারা উপস্থকে আবদ্ধ করিবে। এই মুদ্রা সাধনে সাধক জরাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন।

খেচরী মুদ্রা।

জিহ্বার অধোভাগ জিহ্বামূলের সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন তাহা ছিন্ন করিয়া উহার নিম্নভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ চালিত করিবে। নবনীত দ্বারা রসনা দোহন করিয়া লৌহ শলকা দ্বারা রসনাকর্ষণ করত তাহাকে এতাদৃশ পরিবর্দ্ধিত করিবে যে, উহা ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ অনায়াসে স্পর্শ করিতে পারে। তালুমধ্যে জিহ্বাকে ক্রমশঃ লইয়া যাইবে। তালুর মধ্যে যে একটী গহ্বর আছে, তাহার নাম কপালকুহর। সেই কপালকুহরের অভ্যন্তরে রসনার ঊর্দ্ধদিক উল্টাইয়া প্রবিষ্ট করাইবে, এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবিন্দু নিরীক্ষণ করিবে, ইহার নামই খেচরী মুদ্রা।

খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধ হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ ও জরাদি থাকে না। তিনি অগ্নিতে দগ্ধ বা বায়ুতে শুষ্ক হয়েন না, দেবশরীর লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বদা

শান্তি উপভোগ করেন। গাত্রে দিব্য গন্ধ ও রসনা নিত্য অভিনব রসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিপরীত-করণী-মুদ্রা।

নাভিমূলে সূর্য্য নাড়ী এবং তালুমূলে চন্দ্র নাড়ী বর্ত্তমান। সহস্রার কমল নিসৃত পীযূষধারা নাভিস্থিত সূর্য্যনাড়ী পান করিতে থাকায়, জীব মৃত্যু অধীন হইয়াছে। পরন্তু ঐ অমৃতধারা নাভিমূল হইতে প্রতিসংহার করিয়া যোগী যদি উহা তালুমধ্যস্থ চন্দ্রনাড়ীতে পান করাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে আর মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। অতএব যোগ দ্বারা উক্ত সূর্য্যনাড়ীকে উর্দ্ধে এবং চন্দ্রনাড়ীকে অধোভাগে আনয়ন করিবে। ভূমিতলে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া উভয় হস্ত পাতিত করিয়া রাখিবে এবং চরণদ্বয় উর্দ্ধদিকে উত্থিত করিয়া কুম্ভকে অবস্থান করিবে। ইহার নাম বিপরীতি-করণী-মুদ্রা। ইহাতে মৃত্যু ভয় থাকে না,যোগী ইহা দ্বারা সেই নিত্যানন্দময় নিরঞ্জনের দর্শনরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়েন। (২৫)

(২৪) নচমূর্চ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা নৈবালস্য প্রজায়তে।
নচ রোগ জরামৃত্যুর্দ্দেবদেহ প্রজায়তে॥
নাগ্নিনা দহ্যতে গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ।
নানারস সমুদ্ভূতমানন্দঞ্চ দিনে দিনে॥
ঘেরণ্ড সংহিতা।
অন্তঃ কপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃতা বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিনির্দ্দেশং মুদ্রাভবতি খেচরী॥
দত্তাত্রেয় সংহিতা।

(২৫) নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্যস্তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং গ্রসতে সূর্য্যস্ততো মৃত্যুবশোনরঃ॥
উর্দ্ধে চ জায়তে সূর্য্যশ্চন্দ্রঞ্চ অধমানয়েৎ।
বিপরীতিকরী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করযুগ্মং সমাহিতং॥
উর্দ্ধপাদঃ স্থিরোভূত্বা বিপরীতিকরীমতা।
মুদ্রেয়ং সাধয়েন্নিত্যং জরামৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ॥
গ্রহযামল।

দৈব-আশা ত্যাগ করিয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন কর

বজ্রোণী মুদ্রা।

ভূমীতলে করতলদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া চরণযুগল ও মস্তকের উর্দ্ধে উত্থিত করিবে। ইহার নাম বজ্রোণী মুদ্রা। এতদ্বারা চিরজীবিত্ব লাভ হইয়া থাকে। (২৬)

মাতঙ্গিণী মুদ্রা।

কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া নাসাপথে জল আকর্ষণ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত করিবে এবং মুখ দিয়া জল আকর্ষণ করিয়া নাসাপথে বিনির্গত করাইবে। ইহাকে মাতঙ্গিনী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রায় বায়ুপথ পরিস্কৃত হইয়া প্রাণায়ামের সুগম করে এবং এতদ্বারা জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৭)

ভূজঙ্গিণী মুদ্রা।

মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া কণ্ঠদেশে বায়ু পান করিবে। ইহার নাম ভূজঙ্গিণী মুদ্রা। ইহাতে উদরের পীড়া নিরাময় হয়। (২৮)

কুম্ভক।

কুম্ভক আট প্রকার। সহিত, সূর্য্য, উজ্জারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। এই আট প্রকার কুম্ভকের সহজ সাধ্য কয়েকটী নিয়ম লিখিত হইতেছে।

---

(২৬) ধরামবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং উর্দ্ধেক্ষিপেৎ পাদযুগং শিরংখে।
শক্তি প্রবোধায় চিরজীবনায় বজ্রোনী মুদ্রা মুনয়ো বদন্তি॥
কুব্জিকাতন্ত্র।

(২৭) কণ্ঠমগ্নে জলেস্থিত্বা নাসাভ্যাং জলমাহরেৎ।
মুখান্নির্গময়েৎ পশ্চাৎ পুনর্বক্ত্রেণ চাহরেৎ।
নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পশ্চাৎ কুর্য্যাদেবং পুনঃ পুনঃ॥

(২৮) বক্তুং কিঞ্চিৎ সুপ্রসার্য্য চানিলং গলয়া পিবেৎ।
সা ভবেদ্ভূজগীমুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী॥

শীতলী কুম্ভক।

জিহ্বাদ্বারা বায়ু সমাকর্ষণ পূর্ব্বক উদরপূর্ণ করিবে। ক্ষণকাল এইরূপ করিয়া উভয় নাসা দ্বারা রেচন করিবে, ইহার নাম শীতলী। (২৯)

ভ্রামরী কুম্ভক।

অর্দ্ধরাত্রিতে জীবজন্তুর শব্দ রহিত নির্জ্জনস্থানে গমন করত উভয় তালু দ্বারা কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক (পূরক ও রেচক) করিবে। এইরূপ করিলে দক্ষিণকর্ণে শরীরাভ্যন্তরস্থ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে থাকিবে। প্রথমে ঝিল্লিরব, পরে বংশীধ্বনি, তৎপরে ক্রমশঃ মেঘগর্জ্জন, ঝাঞ্ঝরীরব, ভ্রমর-গুঞ্জন, কাংস্যঘণ্টা, তুরি, ভেরী, মৃদঙ্গাদির বিবিধ নিনাদ শুনিতে পাওয়া যাইবে। তৎপরে হৃদস্থ দ্বাদশদল অনাহতচক্র হইতে সুমধুর শব্দ শ্রুতি-গোচর হইবে। পরে নয়ন নিমিলিতাবস্থায় যোগী সেই অনাহতচক্রস্থ জ্যোতিঃ দর্শন করিবেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্মের পরমপদে যোগী-জনের মনঃসংযুক্ত হইয়া সমাধির সিদ্ধি লাভ করিবে। (৩০)

মূর্চ্ছা কুম্ভক।

প্রথমে সর্ব্বস্বচ্ছন্দে কুম্ভক করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাপুর পদ্মসংযুক্ত পরমা-

---

(২৯) জিহ্বায়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ॥
সর্ব্বদা সাধয়েদ্যোগী শীতলীকুম্ভকং শুভম্।

(৩০) অর্দ্ধরাত্রিগতে যোগী জন্তূনাং শব্দ বর্জ্জিতে।
কর্ণৌ নিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরক কুম্ভকম্।
শৃণুয়াদক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভম্।
প্রথমং ঝিঞ্জীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরম্।
মেঘ ঝাঞ্ঝর ভ্রামরী ঘণ্টাকাংস্যস্ততঃ পরম্।
তুরী ভেরী মৃদঙ্গাদি নিনাদানেকদুন্দুভিঃ।
এবং নানাবিধং নাদং যায়তে নিত্যমভ্যসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনোবিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
এবং ভ্রামরী সংসিদ্ধঃ সমাধি সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।

ত্মায় লীন করিবে। এই সময় যোগী সর্ব্ববিষয়ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। ইহার নাম মূর্চ্ছা কুম্ভক। (৩১)

ভক্তিযোগ।

এই সমাধিই শ্রেষ্ঠ। পরমানন্দ ও ভক্তির সহিত স্বীয় হৃদয়মধ্যে ইষ্ট-দেবকে ধ্যান করিবে। এই ধ্যান হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত, শরীর পুল-কিতও মনঃ নিত্যভাব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, ইহাই ভক্তিযোগ। এতদ্বারাই সহজে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। (৩২)

পাঠক! সর্ব্বশেষ আর একটী যোগের কথা বলিব। সে যোগসাধন সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সকলেই সেই যোগসাধান করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সে যোগটীর নাম ভক্তিযোগ। ভক্তিতে যাহার হৃদয় পূর্ণ,—যাঁহার হৃদয় কন্দরে ভক্তিশ্রোত প্রতি নিয়ত অবিরাম গতিতে প্রবা-হিত, তিনি পরম যোগী। মুদ্রা, ধ্যান, আসন সমদমাদি কিছুরই তাঁহার আবশ্যক নাই। তিনি স্বতঃই সিদ্ধ। আসন, মুদ্রা, সংযমন, এ সকল কার্য্য যে জন্য সাধিত হয়, বিনা সাধনায় সেই কার্য্য সেই সত্ত্বা তাঁহার হৃদয়-কন্দরে বিরাজিত, তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া আজীবন এবং পরকালের সমস্ত কাল আনন্দময়ের সাক্ষাৎ সুখে অতিবাহিত করেন। তিনি সংসার বাসী হইয়াও সংসারের অতীত, সংসার বন্ধন তিনি ভক্তির বিনিময়ে ছিন্ন করিয়াছেন, পরমপদ তিনি ভক্তির বিনিময়ে কিনিয়াছেন, তাহার আছে কেবল ভক্তি। সেই ভক্তিই তাহার অবলম্বন। ভক্তিতে তিনি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভক্তবৎসল তাঁহার আজ্ঞাকারী। ভক্তের ভক্তি-বন্ধনে তিনি বন্ধি। ভক্ত—সাধক চূড়ামণি! অতএব পাঠক! যদি ভক্তি যোগ শিক্ষা করিতে পার, যদি হৃদয়ে সেই দিব্য মূর্ত্তি সমঙ্কিত করিতে পার,

(৩১) সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চভ্রুবোরন্তরম্।
সন্ত্যজ বিষয়ান্ সর্ব্বান্ মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা।
আত্মনি মনসোযোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবম্॥

(৩২) স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকম্।
আনন্দাশ্রু পুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবচ্চমনোন্মনিঃ।

ভক্তিপাশে যদি সেই ভক্তাধীনকে বাঁধিতে পার, তাহা হইলে তোমার আর অন্যসাধনার আবশ্যক নাই!

ভক্তি বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যাহার যাহাতে বিশ্বাস আছে, সেই বস্তুর প্রতি তাহার ভক্তি আছে স্বীকার করিতে হয়। এমতস্থলে ঈশ্বরে বিশ্বাস সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে যাহায় প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাঁহার হৃদয় ভক্তি-ভাবে ঈশ্বরের চরণে প্রণত। যাঁহার চঞ্চল হৃদয় সেই গভীরতত্ত্ব ধারণায় অসমর্থ, তিনি শতচেষ্টা করিলেও, সহস্রসাধনা করিলেও সিদ্ধ হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন করিবার জন্য পাঠকের সর্ব্বাগ্রে তত্তত্ত্ব ধারণা করিতে প্রয়াসী হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার চরিত্র ধারণা, নাম কীর্ত্তন ও গুণবর্ণন প্রভৃতিতে হৃদয় তাঁহার প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। এই অকর্ষণ হইতে তৎপ্রতি বিশ্বাস জন্মিবে, এবং বিশ্বাস জন্মিলেই আপনা হইতেই ভক্তিভারে হৃদয় নমিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইবে। তখন সেই সাধক অনায়াসে পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জানিত দিব্য আনন্দ লাভে সমর্থ হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

পাঠক!—যোগের যিনি প্রণোদক, যোগীজনের যিনি পালক, সংযোগ-বিয়োগের যিনি নিয়ামক, সেই সর্ব্বজনস্মরণ্য যোগীজনবরেণ্য ভগবান শ্রীহরিরচরণে আইস, আমরা ভক্তিভরে প্রণিপাত করি!

স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ!

সম্পূর্ণ।

বাঙালীর মুণ্ডু!

(সামাজিক উপন্যাস)

দেশের দুর্দ্দশার

একটু খানি নকল ছবি!

শ্রী——————আর্য্যরত্ন

প্রণীত।

সাজায়ে রাখিনু এই কলঙ্কের কুণ্ডু!
দর্পণে পড়িবে ছায়া, বাঙালীর মুণ্ডু!!!

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

২

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

২০

পাঠকের দর্পণ।

পঞ্চতন্ত্রের বচন আছে,"বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।—" বংশে একটী সুপুত্র জন্মিলে সে বংশ সুপুষ্প বাসিত পুষ্পবনের ন্যায় সুবাসিত হয়। রামায়ণকথা কহিবার সময় আমাদের কথক-ঠাকুরেরা বলেন, হনূমান লাঙ্গুলের দ্বারা লঙ্কাদগ্ধ করিয়া লাঙ্গুলের অগ্নি নির্ব্বাণার্থ সীতাদেবীর স্মরণাপন্ন হয়। সীতাদেবী মুখামৃত দিতে বলেন। বানুরে বুদ্ধিতে হনূ সেই উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া মুখের মধ্যে লাঙ্গুল পুরিয়া দেয়, মুখ খানি পুড়িয়া যায়। সাগরের জলে কালামুখের ছায়া দেখিয়া হনূমান কাঁদিতে কাঁদিতে সীতার নিকট গমন করিয়া মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইতে চায়। সীতাদেবী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন,"লজ্জা কি ?—আজ হইতে তোমার স্বজাতীবর্গ সকলেই মুখপোড়া হইবে।"

কথক-ঠাকুরেরা একথাটী বলেন, ভালই ; বাঙ্গালাদেশের বেদীর উপর বসিয়া এই দৃষ্টান্তটী হাস্যরসের সহিত মিশাইয়া বলা হয়,—সেই জন্য আরও ভাল।--বিশেষতঃ আজ কাল।

আজ কাল বিভ্রান্ত বঙ্গসন্তান যে কোন বিভ্রমে বিমোহিত হইয়া কোন প্রকার কলঙ্কডালী মাথায় করেন,—সমস্ত বঙ্গসন্তানকে সেই কলঙ্কডালীর ভার বহন করিতে হয়, একটু একটু অংশও তাহাদের ভাগ্যে লাভ হইয়া পড়ে। হনূমানের ছাইগোষ্ঠি মুখপোড়া ;—একজন বাঙ্গালীর মুখপোড়া

হইলে সেই কলঙ্কিত বাঙ্গালীর ছাইগোষ্ঠির মুখপোড়া হইবে না কেন,—বাঙ্গালীর নিকটেই তাহার উত্তর লইতে ইচ্ছা হয়।

বড় দুঃখেই কথাগুলি বলিতে হইল। বিদ্রূপ করিয়া নহে,—ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষবশে নহে,—সত্যপ্রমাণে, অন্য কোন প্রকার কুঅভিপ্রায়েও নহে,—বড় দুঃখেই বলিতে হইল, আমাদের সমাজে আজকাল যাহা যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর অনেক দেখা যায়,—কোন একটা দুঃখের কথা উঠিলেই লোকে আক্ষেপ করিয়া বলেন, "হইতেছে,—আমার মাথা!—" আমি বাঙ্গালী, আমারও আক্ষেপের কথা কল্যাণের জন্য কতকগুলি অকল্যাণের পরিচয়,

বাঙালীর মুণ্ডু!

দর্পণ আমি সাধারণ বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধারণ করিলাম, মুখ দেখুন!—ভাল করিয়া, সোজা হইয়া বসুন। চক্ষু অন্যদিকে রাখিবেন না,—কম্পাসের তুল্য দর্পণের উপরই ক্ষণকাল স্থির রাখুন।—দেখুন, বাঙালীর মুণ্ডু!!! মুণ্ডুর মধ্যে একটী নূতন রস আছে। হাসিবার কথায় কাঁদিতে হইবে,—বাঙালীর মুণ্ড!!!

যদি অপরাধী হই,—গালাগালী দিবেন না। গ্রহদেবতাকে দূর হইতে নমস্কার!

কলিকাতা
ভাদ্র—মাঘী পূর্ণিমা
শকাব্দা ১৮০৯।

গরীব
শ্রী———আর্য্যরত্ন।

বাঙালীর মুণ্ডু !

প্রথম কাণ্ড।

(বাবু করে।)

কলের জাহাজ।

আপনারে নাহি জানে নাদাপারা পেট্।
মাখিয়ে কলঙ্ককালি মাথা করে হেঁট॥
কলঙ্ক-কণ্টকীফুল থরে থরে গাঁথা।
হা কপাল! এত সব বাঙালীর মাথা !

কাল্না হইতে এক খানি কলের জাহাজ কলিকাতায় আহিরীটোলার ঘাটে আইসে। এক বৎসর বৈশাখ মাসে এক জাহাজ নরনারী কলিকাতায় আসিতেছিল, শ্রীরামপুরে সেই জাহাজে একটী বাবু উঠেন। কলের গাড়ীতে এবং কলের জাহাজে মানুষ উঠিলেই টিকিট লইতে হয়, বাবু তাহা জানিতেন ;—কিন্তু জাহাজে অত্যন্ত ভিড় ছিল, বাবুটী সেই ভিড় ভেদ করিয়া টিকিট লইতে পারেন নাই। পারেন নাই,—কিম্বা বাবু বলিয়া অভিমান ছিল, ছোট জাহাজের সামান্য পয়সার কথাটা হয় ত গ্রাহ্যই করেন নাই!

আহিরীটোলার ঘাটে জাহাজ আসিয়া লাগিল। সকলেই টিকিট দিয়া নামিয়া গেল, টিকিট নালওয়া বাবুটী টিকিটের বদলে সরকারের হস্তে শ্রীরামপুরের ভাড়া দিতে গেলেন, সরকার তাহা লইল না। কাল্না হইতে ভাড়া চাহিল। বাবু প্রথমে মহা রাগত হইয়া দর্পভরে কহিলেন, "আমার সাক্ষী আছে। শ্রীরামপুরের এক মনিহারী দোকানে আমি এক জোড়া বেলোয়ারি চূড়ী আর একখানা আরসী কিনিয়াছি,—দোকানদার আমার সাক্ষী আছে। সে ব্যক্তি অবশ্যই বলিবে,—শ্রীরামপুর হইতেই আমি জাহাজে উঠিয়াছি।"

দুটী বাবু টিকিট লইতেছিল। মণিহারী দোকানের কথা শুনিয়া সেই দুই জনের মধ্যে এক জন আপনাদের খালাসীদিগকে হুকুম দিল, "এই লোকটাকে আটক কর।" দ্বিতীয় বাবু কহিল, "আটক করিয়া কাজ নাই, উহার বেলোয়ারি চুড়ী আর আর্‌সী আমাদের কাছেই জামিন রাখুক।" জিনিস দেখিয়া প্রকাশ পাইল,—ঐ দুটী সখের সামগ্রীর দাম মোটের উপর বড় জোর ৮ পয়সা কি ৯ পয়সা! বাবু ওদিকে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতার ভাড়াই সঙ্গে আনিয়াছিলেন,—একটী পয়সাও বেশি ছিল না; গায়ে একখানি নূতন চাদর ছিল,—খালাসীরা তাহা কাড়িয়া লইল,—পয়সা কটী বাঁচিয়া গেল। হাটখোলার ঘাটের জাহাজীকাণ্ড,—দাঁড়ীমাজীর কাণ্ড, এক প্রকার কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। বাবু কয়েকবার পুলিশ পুলিশ করিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, কোথায় বা পুলিশ—কোথায় বা কি, অত গোলের ভিতর কেই বা তাঁহার কথা শোনে! চুড়ী গেল,—আর্‌সী গেল,—তার সঙ্গে সঙ্গে চাদর খানিও গেল। বাবু রাগভরে জাহাজ হইতে নামিয়া একছুটেই তীরে উঠিলেন। আবার বিভ্রাট! আবার গঙ্গা পার! বাবু এ পারে থাকেন না, "গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণশী সমতুল।" একছুটে-বাবুটী গঙ্গার পশ্চিমকূলেই বাস করেন। বাবু আবার একখানি খেয়ার নৌকায় একটী পয়সা দান দিয়া সালিখার ঘাটে অবতীর্ণ হইলেন।

গায়ে চাদর নাই, জামা আছে। জামার পকেটে পাঁচটী পয়সা ছিল, একটী গিয়াছে,—বাকী মজুদ এক আনা রোক!

—

দ্বিতীয় কাণ্ড।

(দেউলে কল্পে।)

বাবুর বাগান।

বাবু একটী বাগানে বাস করেন। সালিখা হইতে সে বাগান কতদূর, বাবু পদব্রজে গমন করিলেন,—দূরতার বিষয় বাবুই জানেন। বাগানটী বেশ! জমী প্রায় এক বিঘা,—চারি ধারে পগার কাটা,—ধারে ধারে খেজুর গাছ,—মাঝে মাঝে শারী শারী দেবদারু,—ভিতরে ভিতরে প্রাচীন কালে

বৃদ্ধ বৃদ্ধ আমকাঁঠালের সজীব তরু;—এক ধারে একটী পুষ্করিণী। ধারে আছে বলিয়া লোকে তাহাকে ডোবা বলিত। কেহই সে জল খাইত না, জল টুকু কিছু মিষ্ট বলিয়া বাবু নিজেই খাইতেন। বর্ষাকালে সেই ডোবাতে দুই এক ভার মাছ ফেলিয়া রাখিতেন। ডোবাতে মাছ ভাল থাকে না, বড় বড় ব্যাং থাকে, সেই ভেকেরাই আশ্বিন মাস আসিতে না আসিতে ছোট ছোট চারা মাছগুলি ভক্ষণ করিয়া পেট মোটা করিয়া রাখিত!

বাগানেই বাবুর থাকিবার ঘর। ঘর খানি পূর্ব্বে বোধ হয় সাহেবদের বাঙ্‌লার ন্যায় সুদৃশ্য ছিল,—এখন ভগ্নদশা! সম্মুখটী সদর, ভিতরটী অন্দর। অন্দরের দিকে প্রায় পাঁচ কাঠা জমী প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সে দিক দিয়া বাহির হইবারও পথ আছে।

সদরের ঘরে বাবু থাকেন। সন্ধ্যার পর দুটী একটী মোসাহেব দর্শন দেয়। সাদা মাটা ইয়ারকী চলে,—বড় একটা ঘটা হয় না। মাঝে মাঝে এক একদিন এখনকার ফ্যাসনে বেশ জাঁকজমকে বোনভোজন হয়। কিন্তু সে দিন মোল্লাদের আঁস্তাকুড়ে মুর্গীর বাচ্চার বংশনাশ সম্ভব। বাবু এখন মদ খান না,—ইয়ারেরাও পায় না,—গাঁজা চলে। বাবু কিন্তু গুলী খান! আর দৈবাৎ সখ করিয়া এক আধ ছিলিম গাঁজা টানেন মাত্র।

বাবুর নাম হংসারাজ পালিত। তাঁহার পিতা একজন বড়মানুষ লোক ছিলেন, মৃত্যুকালে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান, বাবুর হাতে সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে! বাবু অবশেষে কলিকাতার বড় আদালতে ইন্‌সল্‌ভেণ্টের আসামী হইয়া দয়াময় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দয়াময় ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আদালতের অনুগ্রহে সবদিক ফর্সা করিয়া তুলিয়াছেন! সবদিক নিরাপদ! পাঁচ লাখ উড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রায় দুই লাখ দেনা! অল্প দিনেই কর্ম্ম রফা!—অল্প দিনেই দেউল!

বাবুর পিতার নাম লোকনাথ মজুম্‌দার। মজুম্‌দারের পুত্র পালিত, ইহাই বা কেমন কথা! এটা আমাদের ভুল নয়, পালিতের সত্যপিতা পালিত ছিলেন,—নূতন পিতা মজুম্‌দার। সত্য পিতার পরিচয়েই পালিত বলা হইয়াছিল। দিন কতক হলধর মজুম্‌দারের পালিতপুত্র হইয়া এই হংসরাজ পালিত ঘরে ঘরে মজুম্‌দার হইয়াছিলেন। বিষয়ের লোভেই মজুম্‌দার,—বিষয়ের লোভেই পরের বাপকে বাপ বলা,—অর্থ লোভেই পালিত

পুত্রের পিতারা অনায়াসে পুত্র বিক্রয় করে! বাবু হংসরাজ মজুম্‌দার বহু ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া লোকসমাজে বাবু হইয়া উঠেন। অবশ্যই হটাৎ-বাবু! অনেক মোসাহেব জুটিল,—অনেক মদ উড়িল,—ইংরেজ-ব্যাপারীরা অনেক টাকা আদায় করিল,—আবকারীর মাশুলে বড় বড় দানসাগরের ফর্দ্দ হার মানিল,—অনেক মেয়েমানুষ বড়মানুষ হইয়া গেল,—মাম্‌লা মকর্দ্দমায় অনেক লোকের কিস্তি মাৎ,—রই রই ব্যাপার,—দেখে কে? মজুম্‌দার মহাশয় জলপিণ্ডের আশায় কলমের চারা রোপণ করিয়াছিলেন,—মদের তুফানে সে আশায় মদাঞ্জলী! বাবু শেষে দেন্‌দার,—বাবু শেষে দেউলে,—বাবু শেষে জুয়াচোর!!!

বাবুর একটী ঘোড়া আছে। ঘোড়ার নাম হংসরাজের ঘোড়া। হটাৎ বাবু আমলে বাবুর যখন খুব পড়্‌তা, সেই সময় লোকে তাঁহাকে হংসরাজ বাবু না বলিয়া রাজাবাবু বলিত। রাজাবাবু হইতে হইতে মোসাহেবের রসনায় শুধু রাজা! রাজা এখন দেউলে রাজা,—তথাপি কিন্তু ঘোড়াটী আছে।

এক দিন একজন বৃদ্ধগোছের মোসাহেব একটু মুরুব্বীয়ানা ফলাইয়া কাঁচু মাচু মুখে যেন একটু কাতর ভাবে বলিলেন, "রাজাবাবু! ঘোড়াটী আর কেন? খেতে পায় না,—চর্ম্ম দড়ি,—পায়ে পায়ে জড়াইয়া পড়ে, প্রকাণ্ড একটা অস্থিচর্ম্মের ঠাট খাড়া আছে; কিন্তু আসলে কিছুই নাই। দিন রাত চরা করে,—লোকের জিনিসপত্র ক্ষতি করে,—লোকে তোমাকে বাপান্ত * করিয়া গালাগালী দেয়,—ঘোড়াটাকেও গুম্ গুম্ করিয়া ইঁট মারে,—কাট মারে,—এগুলো কি ভাল? ছেড়ে দাও,—ঘোড়ায় আর কাজ কি?—না খাইয়া মরিবে,—মিথ্যা একটা জীবহত্যার পাপ!"

বাবু একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া অর্দ্ধপ্রফুল্ল-গম্ভীর বদনে কহিলেন, "ওহে! তুমি জান না; ঘোড়াটা আছে,—ভালই আছে! ঘোড়াটা থাকাতে আমারও সম্ভ্রম ঘোড়ারও সম্ভ্রম।"

মুরুব্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়ার সম্ভ্রম কি প্রকার?"

---

* যাহারা পরের বাপকে বাপ বলে, এ প্রকার বাপান্তের সময় তাহাদের কোন্ বাপ আকর্ষিত হয়, ঐ প্রকারের হটাৎ-বাবুগণকে, গোপনে জিজ্ঞাসা না করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে না।

বাবু উত্তর করিলেন, "ঘোড়ার সম্ভ্রম আমার চেয়েও বেশী! লোকে বলে রাজার ঘোড়া! দেখ দেখি, ঘোড়া না থাকিলে এখন কি আর কেহ আমাকে রাজা বলিত? ঘোড়া থাকাতে আমি এখনও রাজা,—ঘোড়াও এখনও রাজার ঘোড়া,—উভয়েরই এখন তুল্য সম্ভ্রম।"

সব সত্য! সব সত্য! সব সত্য! হংসরাজ এখন দেউলে,—ঘোড়াও এখন অনাহারী দেউলে! বাবু বলেন, ঘোড়ার খাতিরে তিনি রাজা, তাঁহার সম্ভ্রম; তাঁহার খাতিরে রোগা ঘোড়াটাও রাজার ঘোড়া। দুই দিকেই দুই পক্ষের উচ্চ সম্ভ্রম! বাবু বলেন সম্ভ্রম, আমরা ত বলি, ইহারই নাম বাঙালীর মুণ্ডু!

বাগানে এখন চাস হয়। ধান, কড়াই, মুলা, পেঁয়াজ ইত্যাদি কৃষাণী কাণ্ড সমস্তই প্রায় হয়। বাবু কিন্তু তাহার একগাছি তৃণও প্রাপ্ত হন না, বাগানখানা বন্দক! যাঁহার কাছে বন্দক, তিনি ঐ বাগানের সমস্ত আওলাত, সমস্ত সাদা জমী দোসরা প্রজা বিলি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজারাই সব করে,—তাহারাই সব পায়। বাবু কেবল অন্ধকার রাত্রে দুটা পাঁচটা পেঁয়াজের গাছ উপড়াইয়া মুর্গী রাঁধেন মাত্র! মুর্গীও চুরী করা!—পেঁয়াজও চুরী করা!

বাবুর পরিবার গণনা করিতে হইবে। যোত্রহীন অক্ষমঋণীগণের পরিত্রাণার্থ ইন্সলভেণ্ট আদালত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাবু হংসরাজ পালিত ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ অবসন্ন হইয়াছেন, বাহিরে কিন্তু মুখের সাপট কমে নাই। পালিত যখন মজুমদার হইয়াছিলেন, তখন টাকা ছিল। এখন টাকা নাই,—আর কেন তবে মজুমদার?—কাজেই পূনর্মূষিক! টাকার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারী খেতাবটাও ডুবিয়াছে;—আমরা বলিব, যে পালিত সেই পালিত! বাস হয় বাগানে, সে বাগানখানিও বন্দক। বাগান ছাড়া বাবুর আর অন্য কোন ভদ্রাসন নাই, সুতরাং সপরিবারেই বাগানবাসী! পরিবারের মধ্যে হংসরাজ খোদ! ইনি এখন জীবিত কি মৃত, তাহা কে বলিবে? নড়েন, চড়েন, হাওয়া খান, অভ্যাসবশে ইয়ারকী দেন, মাঝে মাঝে উপবাস করেন, উপবাসের দিন পেট ভরিয়া গুলী খান, সুতরাং তিনি সজীব! বাবু হইলেন প্রথম নম্বর পরিবার। দ্বিতীয় নম্বর ইহাঁর যৌবন কালের বিবাহ করা পরিবার! যৌবন এখন বিদায় হইবার অগ্রেই বৃদ্ধদশা-

প্রাপ্ত হইয়াছে,—অন্দরের পরিবারটীও যৌবন হারাইয়াছেন,—সন্তান হয় নাই। মজুম্‌দারের বিষয় থাকিলে হংসরাজকেও হয় ত কলমের চারা পুঁতিয়া মরিতে হইত! ধরুন, ভালই হইয়াছে! সন্তান হইলে দেউলে রাজার হয় ত বংশবৃদ্ধি হইতে পারিত,—ঘোড়ার সম্ভ্রমের ন্যায় তাহাদেরও হয় ত সম্ভ্রম বাড়িত,—এঅবস্থায় না হওয়াই মঙ্গল! এখন ধরুন, বাবু আর বাবুর পরিবার। তাহার পর ধরুন, বাবুর মাতা। এ মাতাটী হলধর মজুম্‌দারের সহধর্ম্মিণী। ইনিও এখন বাগানে, এই হইল তিন। তাহার পর ধরুন, একটী সাবেক আমলের বৃদ্ধকুকুর, আর একটী পক্ষহীন বৃদ্ধ টিয়াপাখী। মোটেমাটে ধরুন, হংসরাজের সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচটী পরিবার। ঘোড়াটী এখন পরিবারের মধ্যে ধরা গেল না, ঘোড়া এখন পরের খাইয়া মনিবের সম্ভ্রম বাজায় রাখে!

চলে কিসে? এ তর্ক ছোট নহে। দেউলে লোকের চলে কিসে, ইহা দেউলে লোকেরাই বলিয়া দিতে পারে। মহাজনেরা ডুবিয়া যান; খাতকেরা দেউলে আদালতের কৃপায় মহাজনগণকে ফাঁকি দিয়া সদ্যসদ্যই অধঃপাতে যায়!—চাকরী করিবে, সে বিশ্বাসটা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। কেবল বিশ্বাস হারানো নয়, কলমের চারার গুঁড়ী হয় না। যাহার গুড়ী হয় না,—তাহাতে সার হয় না;—তক্তাও হয় না। কলমের বৃক্ষ আর কলমের বাবু উভয়েই প্রায় অসার হইয়া থাকে। পোষ্যপুত্রের দলে মূর্খই অনেক! চাকরী করিবার ক্ষমতা বড় কম! ভরসা কেবল পতিতপাবন!

এখানে আবার পতিতপাবন কে? হংসরাজের তুল্য সম্ভ্রম-ওয়ালারাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। হংসরাজ চোর হন নাই, বিলক্ষণ পাকা রকম জুয়াচোর হইয়াছেন! ভরসা, এখন পতিতপাবন জুয়াচুরী!

জাহাজের খালাসীরা যেদিন চাদর কাড়িয়া লইয়াছে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে হংসরাজ তিন জন বুদ্ধিমান্ ইয়ারের সহিত একত্রে বসিয়া ভয়ানক সর্‌ফরাজী করিতেছিলেন! পূর্ব্বকথিত মুরুব্বী-লোকটীও সেই সর্‌ফরাজীর উপর আগুনমাখা বাতাস চালাইতেছেন। বাবু বলিতেছেন, "দেখিব! দেখিব!!—দেখিব!!!—দেখিব জাহাজ কেমন করিয়া চালায়! জাহাজখানা আমি—"

কথার উপর ছেঁা মারিয়া মুরুব্বী কহিলেন, "জাহাজখানায় আমি

আগুন ধরাইয়া দিব। দিবই!--দিবই!!--দিবই!!!--জাহাজপোড়া আগুনে আচ্ছা করিয়া গাঁজা খাইব!—”সদন্তে এইরূপ বাহাদুরী জানাইয়া মুরুব্বী-লোকটা গাঁজাটানা ভঙ্গিতে কাপড় গুটাইয়া বসিয়া সজোরে তিন বার করতালি দিলেন, করতালির সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “বম্! বম্!! বম্!!!” আমরাও বলি, বম্! বম্!! বম্!!! বাঙালীরমুণ্ডু!!!

তৃতীয় কাণ্ড।

(জুয়াচুরী কল্পে।)

হংসরাজের জুয়াচুরী।

পোড়া দেশে জ্বলিতেছে আগুনের কুণ্ডু।
ঝাঁপিতেছে অভগারা নীচু কোরে তুণ্ডু॥
হাতীভায়া নেয়ে উঠে নাড়িতেছে শুণ্ডু!
মদে জলে ঝরিতেছে বাঙালীর মুণ্ডু!

দেউলে নাম লইবার সাতমাস পূর্ব্বে হংসরাজের একটা চাকরী হইয়াছিল, সেই চাকরীতে উপরী রোজগারও বেশ ছিল। উপরী রোজগার মানে কি,—উপরী-রোজগারওয়ালারা সেটী বেশ জানে। সংসারের অভিধানে উপরী রোজগার মানে গরীবের বুকে পা দিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির করা। খোলসা কথায় রকম রকম ঘুস খাওয়া! ঘুস খাইতে খাইতে বুক বাড়িলে শনৈঃশনৈ আরম্ভ হয় চুরী করা! হংসরাজ ঐ দুই বিদ্যাতেই মূর্ত্তিমান্ পরিপক্ক। দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর। এক দিন একটা বড় রকম ঘুস আর একটা মাঝারি রকম চুরীর সুযোগে হংসরাজ আফিসের ভিতরেই হাতে নোতে ধরা পড়েন। মনিবটী খুব ভাল ছিল, ঘুসখোরকে ক্ষমা করিলেন,—চোরকে পুলিশের হাতে দিলেন না,—উপদেশ দিয়া চাকরী হইতে বরখাস্ত করিলেন মাত্র।

হংসরাজের চাকরী গেল।—হংসরাজ এক রকম ভিকারী হইলেন। মুষ্টিভিক্ষার ভিকারী নহেন, মানুষ ঠকাইবার ভিকারী! মহাজনগুলিকে জন্ম-

শোধ ফাঁকি দিবার মতলবেই সেই বদমাস্ পালিতপুত্রের ইন্‌সল্‌ভেণ্ট লওয়া!

চোরেরা চাক্‌রী গেলে কাবু হয় না, বরং আরও উঁচু দরের বাবু সাজিতে চায়! প্রায়ই আমরা দেখি, ইনসল্‌ভেণ্ট আসামীদের মধ্যে যাহারা যাহারা আরও ভাল রকমে জুয়াচুরী পাকাইতে পারে, তাহাদের সাজগোজটা খুব জাঁকাল রকমের হয়। ইংরেজের ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আদালত যাহাকে পদছায়া দেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র! যে ব্যক্তিরা যোত্রহীনের পরিত্রাণার্থ মুক্তিমণ্ডপের আশ্রয় গ্রহণ করে না,—অথচ দুই বেলা উদরান্নের জন্য রাত দিন হা হা করে,—এক ফোটা মদের জন্য যাহাদের বুকের ছাতি ফাটিয়া যায়,—তাহাদের আড়ং ধোপের কাপড়ের পাড় প্রায় এক হাত চাওড়া! রকমারি রংয়ের রকমারি রকমারি ঝাড় ধুটো কাটা,—রকমারি কামিজ কোট,—ধুতুরোফুলী চাদর,—চাদরের সর্ব্বাঙ্গ বিলাতী এসেন্সের রকমারি গন্ধ ভুর্ ভুর্ করে। চাদরেরা কাহারও স্কন্ধে, কাহারও কণ্ঠে, কাহারও বক্ষে, কাহাও কক্ষে, কাহারও মুষ্টিমধ্যে এবং কাহারও বা চিনেকোটের ঘড়িরাখা পকেটে ক্ষুদ্রাকারে বিরাজ করে! শেষের রকম দুটী হাল আঁইনের বন্দোবস্ত! বাহার দেখিলেই মনে হয়, সাদা কোঁচ্‌কা কোঁচ্‌কা ফুলের তোড়া! এই দলের বাবু সাহেবদের মাথার উপর কত প্রকার সরিকীজমীর আল্ আটন, তাহা গণনা করা অনুবীক্ষণ বা দুরবীক্ষণ সাপেক্ষ। মাথার উপরেও বিলাতী ছুঁচো বিরাজ করে! চুলের গার্ডচেন অথবা গিল্টী করা পিতলের শিকলেরা এই সকল লোকের ঘড়ীর চেইনের সবস্টিটিউড হয়! বাহিরে ইহাদিগকে দেখিলেই নূতন লোকেরা তাক্ হইয়া যায়! এই বেশে এই সকল বদমাস্ প্রায় নিত্য নিত্যই দোকানী ঠকায়,—মহাজন ঠকায়, শুঁড়ী ঠকায়,—আর রাশ রাশ মেয়ে মানুষ ঠকায়!

বাবু হংসরাজ বাহাদুর ইয়ারবক্সী লইয়া গাঁজা খাইতেছেন,—হাতে একটীও পয়সা নাই,—বাড়ীর ভিতরে কাক চিলের ঝক্‌ড়া,—বাহির বাড়ীতে ধোঁওয়া-খাওয়া ফিঙ্গেরা গাঁজার ধোঁয়ায় আমোদী! ভিতর বাহির দুই মহলেই হরিমটকের উপবাস! হংসরাজের দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারটী সেদিন কেবল গঞ্জিরাজের গেঁটে কল্কের শক্ত পরিবেষ্টনে! উপায় কি?—মোসাহেব যদিও আগেকার নবাবী আমলের ন্যায় গন্তিতে

বড় বেশী নাই, তথাপি ষষ্ঠিদেবীর, কল্যাণে মস্তকগণনায় সেদিন ৪ টী ৫ টী! বাবুর ভাত নাই তাহা তাহারা জানে, কাজেই নিজের নিজের ভগ্নাশ্রম হইতেই দুটী দুটী খ্যাঁসারী মুস্থরীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছে! তাহাদের উপর খ্যাঁসারী মুস্থরীর এত অনুগ্রহ কেন,—বিনা চিন্তাতেই তাহা বুঝা যায়। ভট্টাচার্য্যের মুখে প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন, যে যেমন দেবতা—তাহার তদ্রূপ ভূষণবাহন! এখানে হংসরাজ দেবতা! হংসরাজ ইন্‌সল ভেণ্ট! তাঁহার মোসাহেবেরাও অবশ্য ন্যূনাধিক পরিমাণে সুবিখ্যাত ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! সরকারী রেজেষ্টরী করা না হউক, যন্নাও রেজেষ্টরী ভূক্ত ফুল ইন্‌সল্‌ভেণ্ট হাফ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! এ সিদ্ধান্তে বোধ হয় আর কিছু মাত্র সংশয় রাখা আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ গঞ্জিকাদেবীর অনুগ্রহ।

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও এস্থলে একটি গল্প আমাদের স্মরণ হইল। বোধ করি সেটী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও হইবে না। একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে একবার একটী লোক অতিথি হইয়াছিল। অতিথিটী অস্থিচর্ম্ম অবশেষ! গৃহস্থ তাহাকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন,—নিজেও গরীব, তথাপি ব্রাহ্মণ,—ধর্ম্মভাবটী মনে ছিল,—অতিথি সেবায় কাতর হইলেন না। অতিথিকে ভোজনে বসাইয়াছেন,—এমন সময় সেই ধর্ম্মানুরাগী গরীব ব্রাহ্মণটীর কম্প আসিল! একদিন অন্তর তাঁহার জ্বর হয়!—পেটে প্লিহা যকৃত ভরা! কম্প আসিবামাত্র তিন খানি লেপ মুড়ি দিয়া সেই স্থানেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতিথির ভারি সন্দেহ হইল! পরিতোষরূপে আহার সমাপ্ত করিয়া অতিথি ঠাকুর আচমনান্তে সেই জ্বরাক্রান্ত ব্রাহ্মণের লেপের ধারে বসিয়া রহিল। এ ঠাকুরটীও অবশ্য ব্রাহ্মণ, একথা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। অতিথি ঠাকুর কোথায় গেল না। পতির অতবড় অসুখের সময়, অতিথির জ্বালায় ব্রাহ্মণীও কাছে বসিতে পাইলেন না। তিন ঘণ্টা পরে ব্রাহ্মণের কম্প ভঙ্গ হইলে, তিনি উঠিয়া দেখিলেন, লেপের ধারে অতিথি! অতিথিকে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিতেছিলেন, অবকাশ দিবার অগ্রেই অতিথি ঠাকুর উপরপড়া হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার হয়েছে কি?"

ব্রাহ্মণ অতি কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "হয়েছে আমার মাথা!

দেড় বৎসর ভুগিতেছি,—একোজ্বর, যকৃত, প্লিহা, অম্ল, উদরী, সব!" উত্তরটী প্রদান করিয়াই অভাগা ব্রাহ্মণ যেন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতিথির যেন দয়া হইল। অতিথি বুক ঠুকিয়া অভয় দিয়া কহিল, "ভয় কি?—কান্না কেন?—চিন্তা কি?—আমি আরাম করিব!—নির্ঘাত ঔষধ জানি। চমৎকার ঔষধ! তিন দিনে আরাম! সেই ঔষধটী তোমাকে দিব বলিয়াই আমি এখানে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছি।"

তত জ্বরের ধাক্কা,—সর্ব্বশরীর অবশ,—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,—তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপ শীত ঘুচে নাই,—চিঁচিঁ করিয়া কথা বাহির হইতেছে, তত অসুখের উপর ব্রাহ্মণ যেন কতই সুখে,—কতই আহ্লাদে,—অতিথির পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন!

অতিথি কহিল, "গোপনে বলিব। যদি চলিতে পার সঙ্গে এসো, একটু তফাতে।"

অসমর্থ রোগী তখন সে অবস্থায় আসলেই চলিতে পারিতেন না, আরাম হইবার আহ্লাদে অকস্মাৎ কতই যেন বল পাইলেন; একগাছি যষ্টির উপর ভর করিয়া অতিথির সঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত দূরবর্ত্তী এক পুরাতন তেঁতুল বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন! অতিথি ঠাকুর তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া চুপি চুপি ব্যবস্থা দিলেন, "তুমি এক কাজ কর,—এক এক ছিলিম গাঁজা খাও!"

ব্রাহ্মণ সিহরিয়া উঠিলেন! থর্ থর্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, দাঁড়াইতে পরিলেন না। অবসন্ন হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। অতিথিও সসব্যস্তে উপবেশন করিয়া সদর্পে কহিল, "কাঁপো কেন?—ভয় পাও কেন?—চমৎকার ঔষধ! তিন দিনে আরাম! আমি একজন তাহার প্রবল সাক্ষী;—প্রবল সুপারিস! আমি লক্ষপতির সন্তান ছিলাম,—বৎসরে আমার হস্তে লক্ষ টাকা আসিত,—লক্ষ্মী আমার ঘরেই অচলা ছিলেন, গাঁজার অনুগ্রহে সেই সোনার লক্ষ্মী আমার শীঘ্র শীঘ্র ছাড়িয়া গিয়াছে! এত অনুগ্রহ যাহার, তাহার অনুগ্রহে তোমার সামান্য একটা জ্বরপ্লীহা ছাড়িবে না? অবশ্য ছাড়িবে,—তিনদিনে আরাম।"

এই ব্যবস্থাই সার ব্যবস্থা! বাবু হংসরাজ বাহাদুর গাঁজার অনুগ্রহে লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছেন। লক্ষ্মীছাড়ার ইয়ারেরাও লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়াদের

বজ্জাতি-বুদ্ধি বিলক্ষণ জোয়ায়। জুয়াচুরী বিদ্যায় তাহারা সর্ব্বক্ষণ বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকে।

হুহু করিয়া গাঁজা চলিতেছে, ধোঁয়ার ভিতরে হংসরাজ আপনার পেটের ভাবনা ভাবিতেছেন। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতিত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় বাহিরে চিৎকার করিয়া একজন কলু ডাকিল, "চাই—তেল!"

গাঁজার বুদ্ধি ভারি চমৎকার! তেলের চীৎকার শ্রবণ করিয়াই হংসরাজ বীরদর্পে লফাইয়া উঠিলেন। কলুর অপেক্ষা চমৎকার কাঁসা গলায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "আয় তেল,—আমার চাই।"

কলু আসিল। হংসরাজ তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর হইতে একটী কাণা-ভাঙ্গা ছাতাধরা মাটির ভাঁড় আনায়ন করিলেন। তৈল চাহিলেন, এক পোয়া,—কলুও দিল এক পোয়া,—দাম হইল এক আনা। ভাঁড়টী হাতে করিয়া বাবু একটু অন্যমনস্কভাবে কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে পয়সা আছে?"

কলু তখন পাড়া বিক্রি করিয়া ফিরিতেছিল, তাহার কাছে পয়সা ছিল, বাবুর প্রশ্নের উত্তর করিল, "কত চাই?" বাবু প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, "বেশী নয়,—পনের আনা! একটু বোস,—আমি টাকা লইয়া আসিতেছি।"

কলু বেচারা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া পনের আনার পয়সা গণিয়া দিল। বাবু তাহা লইয়া স্বচ্ছন্দে দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে এক একবার উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন,—কলু চলিয়া গিয়াছে কি না। ইয়ারেরা চলিয়া গিয়াছে, কলু চলিয়া যায় নাই। বাবুরও আবার মৌতাতের ঝোঁক ধরিয়াছে,—বাহিরেই মৌতাতের ভাণ্ডার,—বাহির না হইলেও চলে না,—কলু ত কলু, ধর্ম্মরাজ স্বয়ং মহিষ-পৃষ্ঠে দণ্ডধারী হইয়া উপস্থিত থাকিলেও তখন বাবুর বাহির হওয়া বন্দ হইবার নয়, মৌতাতের কাছে যমরাজের আধিপত্য খুব ঘন ঘন হইলেও জোরে কিছু কম! এ মৌতাত গাঁজার মৌতাত নয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাবু গুলী খান, গুলীর মৌতাত কলুর উৎপাত মানিবে কেন? বুদ্ধির জোরে বাবুর মাথায় অকস্মাৎ এক নূতন ফন্দি আসিয়া দর্শন দিল! বক্ষঃস্থলে কিঞ্চিৎ তৈল মালিস করিয়া,—স্কন্ধে একখানি গামছা লইয়া,—নাভির নিচে কাপড় ঝুলাইয়া বাবু হংসরাজ হংসগতিতে বাহির বাটীতে দর্শন দিলেন।

হতভাগা-কলু তখন পর্য্যন্ত হাজির। বাবু অন্যমনস্কভাবে যেন পাশ কাটা-ইয়া যাইতে যাইতে তাহার দিকে চাহিয়া যেন কতই অপ্রস্তুত ভাবে কহিলেন, "ও হো হো! তুমি বোসে আছ? ঐ যাঃ!—ভুলে তেল মেখে ফেলিছি!—তেল মেখে বাক্স ছুঁতে নেই,—আজ পেলে না,—কাল এসো।" কলু প্রত্যয় করিয়া চলিয়া গেল। হংসরাজ যেমন টাকা জীর্ণ করে,—তেমন আর অন্য কোন জন্তুই করিতে পারে না! এই হংসরাজ দরিদ্র কলুর টাকাটী জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন!—কলু রোজ রোজ হাঁটিল, রোজ রোজ দেখা পায়, কিন্তু টাকাটী আর জন্মেও পাইল না!

হংসরাজ আর একদিন ভারি আশ্চর্য্য মজা করিয়াছিলেন! সেবার আর তেল নয়,—সে দিন ঘোল! কলিকাতার পশ্চিম পারে সকল স্থলে সকল দিন ঘোল ফিরি হয় না,—মাঝে মাঝে এক এক দিন হয়। বাবু হংসরাজ একদিন বেলা ৮ টার সময় একাকী বসিয়া অন্ন চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় দূরে ডাকিল, "ঘোল।" হংসরাজ কাণ পাতিয়া শুনিলেন। প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না, আবার ডাকিল "ঘোল।" স্বরটা একটু নিকটে আসিলে হংসরাজ নিশ্চয় করিয়া লইলেন,—ঘোল! ফন্দি আসিল,—ফাঁকি দিয়া ঘোল খাইতে হইবে। ভাত নাই,—পেট ভরিয়া ঘোল খাইলেও একটা দিন কাটিয়া যাইতে পারিবে। ফন্দি আঁটি-লেন! এক ধারে এক খানা ছেঁড়া খাটিয়া পাতা ছিল,—তার উপর এক খানা ময়লা সতরঞ্চী! সেই সতরঞ্চী খানা আগা গোড়া মুড়ি দিয়া হংসরাজ শুইয়া পড়িলেন। ডাকিতে ডাকিতে খুব নিকটে আসিয়াই গোয়ালা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "ঘোল!"

হংসরাজ কাঁচু মাচু মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া অত্যন্ত চিঁচিঁ আও-য়াজে গোয়ালাকে ডাকিলেন! দ্বিতীয় বার আর ডাকিতে পারিলেন না,—হাত ছানি আরম্ভ করিলেন! গোয়ালা ঘোলের ভার লইয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু অমনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অসু-খের ভঙ্গিতে সতরঞ্চী মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন! "উঁ হুঁ-হুঁ—উঁহু-হু—মাগো—যাই গো," ইত্যাদি কাতরোক্তিতে হংসরাজ সেই সতরঞ্চী খানাকে হস্তপদ সঞ্চালনে পুনঃ পুনঃ কাঁপাইতে লাগিলেন।

গোয়ালা ডাকিল, "কি গো মশাই, কে খাবে?—" বাবু আস্তে আস্তে

মুখের সতরঞ্চী খুলিয়া, খাটিয়া হইতে একটু ঘাড় নিচু করিয়া বক্রভাবে গোয়ালাকে দেখিলেন। কম্পিত শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "তুই!—তোর ঘোল?—দেখি?—দে একটু।"

খাটিয়ার নিচে একটা মেটে পাথরের আধসেরী বাটি ছিল, বাবু দুই চুমুকে দুই বাটি পার করিলেন,—ক্রমে ক্রমে আরও,—আরও; আরও! একুনে হইল পাঁচ সের মাত্র! বাবু উপর্য্যুপরি তিনটা ঢেকুর তুলিয়া পেটে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তোর বুঝি পয়সা চাই?"

গোয়ালা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল!—বাবু আবার পূর্ব্ববৎ ভঙ্গিতে শয়ন করিয়া উঁহুঁহুঁ—উঁহুঁহুঁ—আরম্ভ করিলেন, সতরঞ্চীর ভিতর হইতেই মিহি আওয়াজে কহিলেন, "আজকের দিনটে থাক্‌লে হয় না? ভারি কম্প,—ভারি জ্বর,—মরি আমি! তার উপর দেখ্‌ছি ঘোল দিয়ে তুই আমার সদ্যসদ্যই বিকারটা আনালি!—তুই আমার যম দেখ্‌ছি! পাঁচটা পয়সা বৈ ত নয়!—তা আজ থাক্‌,—আর মাসের নাগকাবারে এমন দিনে আসিস্‌।"

গোয়ালা ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিল! অবশেষে কহিল, "আমরা এ অঞ্চলের লোক নই,—দম্‌দমায় ঘর,—একবৎসর পরে এখানে এসেছি, আমাদের পয়সা কি বাকী থাকে?" বার বার এই প্রকার বকাবকি হইতে হইতে বাবু একবার যেন অতি বিরক্ত হইয়া কতই কষ্টে গাঝাড়া দিয়া উঠিলেন। সতরঞ্চী খানাই গায়ে দিয়া কম্পিত কলেবরে গুঁড়ি গুঁড়ি অন্দর মহলে চলিলেন,—পা আর উঠে না! চলিতে চলিতে টাল্‌ খাইতেছেন,—যেন কতই জ্বর,—কতই শীত,—কতই কি! ক্রমাগতই বকিতেছেন,—যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিয়া ঘোল-ওয়ালাকে গালি দিতেছেন;—দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য!

গোয়ালা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। জনপ্রাণীও কথা কয় না। কতক্ষণের পর একজন স্ত্রীলোকের আওয়াজে উত্তর আসিল, "কে তুই?—বাইরে একজন বিদেশী রুগী সুয়ে ছিল,—সে খেয়েছে ঘোল,—আমরা তার কি জানি? এ বাড়ীতে কেউ নেই,—আমরা কেবল মেয়ে মানুষ আছি,—তুই বরং দেখে যা,—এ বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই।"

একটী বৃদ্ধা-স্ত্রীর গলার আওয়াজে গরীব-গোয়ালা এই কথাগুলি শুনিতে পাইল। সে ভাবিল, লোকটা তবে বাটীর ভিতর যায় নাই,—দরজার পাশেই কোথায় পড়িয়া আছে। এই ভাবিয়া একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল, কিছুই দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘোলের ভারটী নাই। চিৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া পাড়ার লোক জড় করিয়া বেচারা শেষে রুক্ষ হস্তে ফিরিয়া গেল!—ভারের সঙ্গে তাহার নগদ বিক্রির যে পয়সাগুলি ছিল,—তাহাও গেল!

এই প্রকার জুয়াচুরীতে হংসরাজের ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বাড়ে,—তাহার পর বড়দরের পাকা রকমের জুয়াচুরী আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্র হইতে একটু বৃহৎ আর একটী!

একদিন একটী স্ত্রীলোক একজোড়া তসর কাপড় লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। পথে এক শিবমন্দিরের কাছে হংসরাজের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। হংসরাজ সেই তসর কাপড় কিনিবার জন্য দর করেন, সাত টাকা। পথে যাইতেছিলেন,—সাজ গোজ বেশ ছিল,—পকেটেও গাঁজা ছিল,—কাগজ মোড়া আফিং ছিল,—সেই গাঁজা মোড়া একখানা ছেঁড়া ইংরেজী কাগজ বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটীকে দেখাইলেন; কহিলেন, "আমার কাছে খুজ্‌রো টাকা নাই,—এই দেখ দশ টাকার নোট! সঙ্গে এস,—দোকান হইতে ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।"

দোকানেও পাশ দরজা দিয়া হংসরাজের পলায়ন!—হতভাগিনী সম্বল হারাইয়া অঙ্গুলি মট্‌কাইয়া অভিসম্পাত করিয়া কাঁদিতে ২ ফিরিয়া গেল!

চতুর্থ কাণ্ড।

কাকাবাবু।

বাবুর আর দেশে থাকা হইল না। যাহার মুখ দেখেন, তাহার কাছেই মুখপোড়া!—যেদিকে চাহেন,—সেই দিকেই ফরিয়াদি,—সেই দিকেই দাবীদার। তিনি যেন চতুর্দ্দিকে দাবীদারের ভেল্কী দেখিতে আরম্ভ করি-

লেন,—দেশে আর থাকা হইল না। আর গোটাদুই ছোট রকম জুয়াচুরীতে রাহাখরচের সম্বল সংগ্রহ করিয়া বাবু হংসরাজ বাহাদুর পশ্চিমদেশে পলায়ন করিলেন! সেখানকার প্রথম জুয়াচুরী কিছু নূতন রকমের! জুয়াচুরীর বুদ্ধির কাছে অন্য বুদ্ধির অস্তিত্বই প্রায় থাকে না। হংসরাজ একস্থানে গিয়া সেখানকার বড় বড় পদস্থ লোকের নাম ধাম ইত্যাদি জানিয়া লইলেন। যাহাদের নাম ধাম, তাঁহাদের কাছে জানা হইল না,—অন্য কোন অপ্রসিদ্ধ লোকের কাছেই সন্ধান লওয়া হইল। তিনি জানিলেন, সর্ব্বরঞ্জন ঘোষ নামে একটী ভদ্রলোক সেখানকার ডেপুটী-কালেক্টর। তিনি ধার্ম্মিক লোক,—জমিদারের ছেলে,—দানশক্তি বেশ,—এলাকার মধ্যে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করে,—সকলেই তাঁহার বাধ্য; সদাগর মহাজনেরা বৎসর বৎসর সর্ব্বরঞ্জন বাবুর ক্রিয়াকর্ম্মে বিস্তর টাকার জিনিসপত্র সরবরাহ করে। সকল লোকেই সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে বিশ্বাস করিয়া ধারে জিনিসপত্র দিতে ইচ্ছা করে,—জুয়াচোর হংসরাজ বাহাদুর এ সকল সন্ধানও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইলেন। যে দিন সেখানে পৌঁছিলেন,—সেই দিনেই এই সব সুলুকসন্ধান ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল। পরদিন বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় হংসরাজ নিজে বংশেশ্বর ঘোষ সাজিয়া সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন! বাসার ভদ্রলোকেরা সকলেই বাবুর অনুগ্রহে আদালতে এক একটী চাকরী পাইয়াছেন,—সকলেই বাবুর সঙ্গে কাছারী করিতে গিয়াছেন,—আছে কেবল তিন জন চাকর,—একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ,—আর একটী প্রাচীনা দাসী। বংশেশ্বর উত্তমরূপ পোশাক করিয়া গিয়াছেন। জরীর তাজ পর্য্যন্ত মাথায় আছে! সঙ্গে লোক জন নাই,—নিজের হস্তে শুদ্ধ একটী প্রকাণ্ড কারপেটের ব্যাগ। বংশেশ্বর যেন সেই ব্যাগের ভয়ে বেদম হইয়া পড়িয়াছেন,—ঠিক্ এমনই ভাবে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর খাসবৈটকখানায় কাৎ হইয়া পড়িলেন। ব্যাগটা ধুপ করিয়া একধারে ফেলিয়া দিলেন। যেন কতই তাচ্ছিল্য,—যেন কতই ঔদাস্য,—যেন কতই নবাবী!

হংসরাজ আপনার পরিচয়ে প্রকাশ পাওয়াইয়া দিলেন, সম্পর্কে তিনি সর্ব্বরঞ্জন বাবুর খুল্লতাত। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, সাক্ষাৎ করিতে আসা। অনেক দূর হইতে আসা হইয়াছে, জমিদারীতে মাম্‌লা মোকর্দ্দমা অনেক,—থাকিবার অবসর নাই,—এক রাত্রি বাস করিয়া, প্রিয়তম ভ্রাত-

পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ সদালাপ করিয়া,—ডেপুটীকালেক্টরী হইতে জজিয়তি লাভের কামনায় আশীর্ব্বাদ করিয়া কল্য প্রত্যূষেই রওনা হইতে হইবে; ধূর্ত্তরাজ হংসরাজ এই প্রকার গৌরচন্দ্রিকা করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

জুয়াচোরের উপস্থিতবুদ্ধিকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! বাসার ব্রাহ্মণ ও দাসী চাকরকে সমস্ত পরিচয় দিয়া বংশেশ্বররূপী হংসরাজ বিলক্ষণ আসর পত্তন করিলেন। ঝণাৎ ঝণাৎ করিয়া চাকরদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ টাকা বক্‌শীশ ফেলিয়া দিলেন। তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাকা বাবুর সর্ব্ব প্রকার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল। বাড়ীময় কেবল রব উঠিয়া গেল, কাকাবাবু!—কাকাবাবু!—কাকাবাবু!!!

বাসার সর্দ্দার চাকর ধাঁ করিয়া কাছারীতে ছুটিয়া গিয়া এক জন আম্‌লা দ্বারা সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে কাকাবাবুর আগমনবার্ত্তা জানাইল! বংশেশ্বর পূর্ব্বেই গোড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—সম্পর্কে খুল্লতাত, জ্ঞাতি খুড়ো। অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই,—হইতেও পারে! ডেপুটী বাবু ভাবিলেন, হইতেও পারে;—জ্ঞাতি খুড়ো অনেক থাকে,—হয় ত কোন জ্ঞাতি খুড়ো বিদেশবাসী জমিদার আছেন,—বড় মানুষ,—আদর যত্ন চাই; চাকরকে হুকুম দিয়া দিলেন, "আদর যত্নের ত্রুটী না হয়।" বক্‌শীশ পাওয়া-চাকর আপনার শ্রদ্ধার উপর হাকিমের হুকুম পাইয়া সহর্ষচিত্তে বাসায় চলিয়া গেল!

সর্ব্বরঞ্জন বাবু শেষ বেলা পর্য্যন্ত কাছারী করিলেন। হাকিম তিনি, কাকাবাবুর আগমনের খাতিরে সকাল সকাল ছুটি করিতে পারিলেন না। কাকাবাবু এদিকে বাসার ভিতর ধুম লাগাইয়া দিয়াছেন। সর্দ্দার ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দশটা পাঁটা আন,—দশসের মিঠাই আন, লুচী কর,—বাবুর আম্‌লাদের সব বাসায় নিমন্ত্রণ কর,—উকিল বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও,—ঠিকা ব্রাহ্মণ যোগাড় করিয়া মজলীস্‌সই রন্ধন করাও।" এই প্রকার উপদেশ দিয়া দেলখোস্ কাকাবাবু সেই ভাণ্ডারীর পায়ের কাছে দশখানা দশটাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। ভাণ্ডারীর আহ্লাদের সীমা নাই। আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া হুকুম তামিল করিতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাতে ডাকিয়া কাকা বাবু কহিলেন, "আর দেখ,—তোমাদের বাবুকে যাহারা জহরত দেয়,—যাহারা শালরুমাল দেয়,—তাহাদের

জন দুইকে,—যদি পার পাঁচসাত জনকে ডাকিয়া পাঠাও। আমার অনেক-গুলি ভাল ভাল জিনিসপত্রের দরকার আছে"।

হুকুম পাইবামাত্রই ভাণ্ডারী ছুটিয়া গেল। পাঁচসাত জন বলিতে বলিতে দশবিশ জন জহুরী ও শালওয়ালা বড় বড় পাকড়ী মাথায় দিয়া কাকাবাবুর দরবারে উপস্থিত হইল!—শালওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন মুটে! ডেপুটীবাবুর কাকা বাবু, কম ব্যাপার নয়!—হুল স্থুল ব্যাপার!

জহরৎ পরীক্ষা করা হইল। শালরুমাল পরীক্ষা করা হইল।—হংসরাজ পূর্ব্বে বিস্তর বাবুয়ানা করিয়াছিলেন,—জিনিস চিনিবার শক্তিটা বেশ জন্মিয়াছিল, ভাল ভাল বাছিয়া বাছিয়া প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার মাল পছন্দ করিলেন। পছন্দের মধ্যে জহরতের ভাগ বেশী,—একথা বলিয়া দিবার অপেক্ষা নাই।

ভাল ভাল জিনিস পছন্দ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাগজে বংশেশ্বর বাহাদুর জহরৎ গুলি মোড়ক করিলেন। মোড়কের উপর আপনার নাম লিখিয়া নম্বর দিলেন,—শালের বস্তাতেও ঐরূপ চিহ্ন দেওয়া হইল; এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চতুরচূড়ামণি হংসরাজ বাহাদুর মহাজনগণকে কহিলেন, "লইয়া যাও। বাবু আসুন,—সন্ধ্যার পর আসিও,—এগুলি সমস্তই আনিও,—সমস্তই আমি লইব,—ধারফের থাকিবে না;—সমস্তই নগদ চুকাইয়া দিব। বাবু আসুন,—সন্ধ্যার পর আসিও।"

মহাজনেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "সে কি!—সে কি! হুজুর আপনি,—হুজুরের কাকা বাবু আপনি,—আপনার কাছে জিনিস আনিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইব?—এমন আজ্ঞা করিবেন না,—সব থাক্। বাবু আসুন,—দেখুন,—জাচাই করুন,—ভাবনা কি? এক দিন ছেড়ে দশদিন থাক্‌লেও আমরা ভয় করি না,—রাখুন আপনি,—রাত্রে আর কেন?—কল্য প্রভাতে দর দস্তুর হইবে।"এই সব কথা বলিয়া,—চিরবিশ্বাস জানাইয়া,—সমস্ত জিনিসপত্র রাখিয়া ঘন ঘন সেলাম ঠুকিয়া মহাজনেরা বিদায় হইল।

এ দিকে রন্ধন গৃহে মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। লুচীর উপর নূতন হুকুম হইয়াছে,—মোগলাই পোলাও! পাঁচসাত জন ঠিকা ব্রাহ্মণ, চাটু বেড়ী লইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। বাসার রসুয়ে ব্রাহ্মণ

আম্‌লা বাবুদের, উকিল বাবুদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছে, চাকরেরাও ঘন ঘন নূতন নূতন ফরমাইসে মহাব্যস্তসমস্ত হইয়া নানা জিনিসের আয়োজনে চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে,—বেলা বড় অধিক নাই।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বিলম্ব হইতেছে। নিত্য যেমন সময় আইসেন, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল! সর্দ্দার ভাণ্ডারী কহিল, "আজ বোধ হয় সকল গুলিকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন,—তাহাতেই দেরী হইতেছে।" কাকা বাবু কহিলেন, "হোক্ দেরী,—আমি ত পর নই,—তা সে জানে। ঘরের মানুষ ঘরে এসেছি,—হলোই বা একটু দেরী,—তোমরা ত আমার পর নও, যাও কাজ করগে;—কাজ করগে। পোলাওটা যেন ঠিক্ মোগলাই হয়, যাও। আমিও একটখানি বেড়াইয়া আসি,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিব,—যাও বাবা পোলাওটা তদ্দারক কর। আর দেখ,— আয়োজনটা যেন বিশ পঁচিশ জনের বেশী হয়, কি জানি,—এখানে আমার আরও পাঁচ জন আলাপী লোক আছেন,—যদি দেখা হয়ে পড়ে, মুখ মুড়িতে পারিব না,—সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে,—আয়োজনটা যেন বেশী হয়,—যাও, কাজ করগে, আমিও উঠি।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ভাণ্ডারী চলিয়া গেল। সর্দ্দার ভাণ্ডারীটী উৎকল-বাসী, বয়সও কিছু ভারী, সে ব্যক্তি মনের উৎসাহে ক্রমাগত, কক্কা বাবু, কক্কা বাবু, করিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। পেটাও লোক জনের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে লাগিল, "কক্কা বাবু আসিছে,—কক্কা বাবু যাউছি, কক্কা বাবু বেশ মানুষ,—কক্কা বাবু টঙ্কা টঙ্কা ঢালি দিব!" উৎকলবাসী-বৃদ্ধ-ভাণ্ডারী এই প্রকার বহুভাব ভাবিতে ভাবিতে চতুর্দ্দিকে যেন চরকী বাজীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

সূর্য্যদেবও ঘুরিতে ঘুরিতে অস্তগমনের জন্য রক্তবর্ণ পোশাক পরিধান করিলেন। জুয়াচোর বংশেশ্বরও কতকগুলি লোকের রক্তশোষণ করিয়া এই অবকাশে চম্পট দিল! ব্যাগ পড়িয়া রহিল,—শালের বস্তা পড়িয়া রহিল,—কেবল অল্পভার বহুমূল্য জহরৎগুলি লইয়াই চম্পট!

সন্ধ্যা হইল,—সর্ব্বরঞ্জন বাবু বাসায় আসিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে-রাও একে একে দর্শন দিতে লাগিলেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্।

মোগ্‌লাই রন্ধনের চমৎকার সুবাসে বাসাবাড়ী আমোদিত,—সমস্তই ঠিক্ ঠাক্,—অভাব কেবল কাকা বাবুর!

ভাণ্ডারী বলিল, "কাকাবাবু বেড়াইতে গিয়াছেন,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিবেন। যদি তাঁহার অন্য আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হয়,—নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন, তাহাতেই একটু দেরী হওয়া সম্ভব।"

রাত্রি চারি দণ্ড।—কাকা বাবু ফিরিলেন না। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ীতে লাগিল,—সর্ব্বরঞ্জন বাবু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন,—কাকা বাবু ফিরিলেন না। কেহ কেহ অন্য প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ছয় দণ্ড।—কাকাবাবুর দেখা নাই। এক প্রহর,—তথাপি দেখা নাই।—দুই প্রহরের কাছা কাছি,—তথাপি কাকা বাবু ফিরিলেন না! উকিলীবুদ্ধি খরচ করিয়া এক জন উকিলবাবু কহিলেন, "বিদেশী মানুষ, নূতন আসিয়াছেন,—একা বাহির হইয়াছেন,—রাত্রিকাল,—অন্ধকার, হয় ত পথ ভুলিয়াছেন;—তত্ত্ব লও।"

সকলেই প্রতিধ্বনি করিলেন, "তত্ত্ব লও।" সর্ব্বরঞ্জন বাবু তত্ত্ব লইবার আদেশ দিলেন। চাকরেরা সেই ঘোর দ্বিপ্রহর রাত্রে কাকাবাবুর তত্ত্ব লইতে ছুটিল। যে যে দিকে যায়,—সে সেই দিকেই চিৎকার করিয়া ডাকে "কাকা বাবু!—কাকা বাবু!—কাকা বাবু!"

আর কাকাবাবু!—কাকা বাবু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন! তিনি আর ফিরি-বেন না। তিনি আর ফিরিলেন না। রন্ধনের বস্তুগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গেল,—কাহারও আহার হইল না। প্রভাতে মহাজনেরা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল,—ধর্ম্মশীল সর্ব্বরঞ্জনবাবু অনর্থক এক জুয়াচোর কাকাবাবুর দায়ে জলজীয়ন্ত পঁচিশহাজার টাকা দণ্ড দিলেন!—এদণ্ডের মূলেও বাঙালীর মুণ্ডু!!!

পঞ্চম কাণ্ড।

(বিদ্যাকল্প।)

বাঙালীর আসল মুণ্ডু!!!

এ কাণ্ডে হংসরাজী কাণ্ড নাই। নিছাঁক বিদ্যাকল্প কাণ্ড। দেশের চতুর্দ্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, ভারতের চমৎকার চমৎকার কল্যাণের, ভারতের চমৎকার চমৎকার উন্নতির আর সীমাসংখ্যা নাই।—বাহবা! শুনিতে অত্যন্ত সুধাময় কথা!—ইংরেজের মুল্লুকে লেখা পড়ার চর্চ্চা অধিক হইতেছে,—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর ইংরাজী বর্ণমালার ছাব্বিশটী বর্ণকে বহু ভগ্নাংশে বিভাগ করিয়া সহস্র সহস্র ছাত্রকে ছোট বড় রং বেরং মান্য-উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতেছেন,—তবে আর দেশের উন্নতির বাকী কি?

পাঠক মহাশয়েরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার। যাঁহারা গুহ্যতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা কাঁদেন;—যাঁহারা বাহিরের চটক্ দেখিয়া তুষ্ট হইতে চান, তাঁহারা হাসেন।—উন্নতি উন্নতি বলিয়া দুই বাহু তুলিয়া তাঁহারা নৃত্য করেন, আর উচ্চরবে প্রেমানন্দে হাস্য করেন। ভাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিন্তু অবাক হইয়া থাকি।

যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহাদের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করে। বড় দুঃখেই বলিতে হয়, তাঁহারাই অনেকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশের পরকাল খাইতেছেন।

প্রথমে ধরুন, কলেজ, স্কুল আর পাঠশালা।—এই সকল স্থলে আজ কাল যে প্রকার শিক্ষা হইতেছে, তাহা বঙ্গে অথবা ভারতে না হইয়া বিলাতে হইলেই ভাল মানায়।—কেন আমরা এমন শক্ত কথা বলিতেছি, সাধারণ শিক্ষাবিভাগে বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষের কোটী রক্তবিন্দু দান করিয়া কেন আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার নির্ব্বাচিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরোধী হইতেছি, কেন আমরা উপকারী নরপালগণের নিকটে অকৃতজ্ঞ পাপে পাপী হইয়া শিক্ষা বিভাগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, এই বিষয়ের কৈফিয়ত তলব

করিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিত লোকেরা আমাদের মাথার উপর গুরুভার প্রশ্ন-প্রস্তর চাপা দিতে পারেন;—আমরা কিন্তু সহাস্য বদনে সেই সকল প্রস্তর দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সুস্থির ভাবে নির্ভয়ে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারি।—কেন পারি জানেন?—চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় স্কুল-কলেজের উচ্চশ্রেণীস্থ সুশিক্ষিত ছাত্রগণের সহিত তুলনায় এখনকার এম্, এ, বি, এল প্রভৃতি উচ্চ উপাধি-সমলঙ্কৃত সুশিক্ষিত ছাত্রগণ কোন ক্রমেই এক নিক্তিতে অচঞ্চলে দাঁড়াইতে পারেন না।—কেবল ফুলতোল মাত্রই সার হয়!

কথাটা কিছু গোলমাল্ করিয়া বলা হইল;—একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।—আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্গসন্তানেরা সর্ব্বদাই বলেন,"আমাদের দেশে ইতিহাস হয় নাই,—ইতিহাস ছিল না,—ইতিহাস নাই!" বাহবা! এটী ত চমৎকার গৌরবের কথা!—আপাততঃ শুনিলেই বোধ হয় যেন, সুশিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা মনস্তাপেই আপেক্ষ করিয়া ঐ কথা বলেন; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে মনস্তাপ বোধ হইবে না।—ঐ কথা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা গাধা ছিলেন, ইতিহাসের মর্য্যাদা জানিতেন না,—ইতিহাস লিখিতে পারিতেন না, সুতরাং ইতিহাস নাই! যুবকেরা এখন তাঁহাদের অপেক্ষা পণ্ডিত হইয়াছেন,—বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা এখন স্বদেশের চমৎকার চমৎকার ইতিহাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিতেছেন!—কথাও হয় ত সত্য।—দেশের ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজের নিকট প্রশংসাভাজন এবং ভারতবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতেছেন। ইহা অবশ্যই আমাদের গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এ গৌরব আমরা রাখি কোথা?

স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ! এখন একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক, ঐ গৌরবটা দাঁড়ায় কতদূরে।—বিদ্বান্ ইংরাজেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন,—বঙ্গের ইতিহাস লিখিতেছেন,—পৃথিবীর ভূগোলশাস্ত্র লিখিতেছেন,—বিদ্বান্ পণ্ডিত বঙ্গসন্তানগণ পূরোবর্ত্তী হইয়া তর্জ্জমা করিতেছেন! এ দেশের রাজকীয় ইতিহাস এবং স্থানীয় বিদ্যালয়-সমূহের ব্যবহারোপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে। ইংরাজীপড়া বঙ্গযুবকগণ

ইংরাজী ইতিহাস-ভূগোলাদির তর্জ্জমা করিতেছেন।—ঝড়াঝড় তর্জ্জমা! সীসধাতুর বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়,—বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হয়,—বাঙ্গালা টাইটেলে রং থাকে,—সুন্দর সুন্দর ইঙ্গ-বঙ্গীয় রকমারি বর্ণমালায় সুসজ্জিত হয়,—রক্তপীতাদি-রঞ্জিত কবরের উপর বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের পুষ্ট পুষ্ট নাম উঠে,—এটী তাঁহাদিগের অত্যুজ্জ্বল গৌরবের পরিচয়! পুস্তকগুলি বেশ! দিব্য চাম্‌ড়া দিয়া বাঁধা,—কাপড় দিয়া মোড়া,—কিম্বা চিত্রকরা মার্ব্বেল কাগজে ঢাকা!—দেখিতে অতি সুন্দর,—অতি চমৎকার,—অতি মনোহর, বিশ্ববাসীর নয়নরঞ্জন!—কাগজ খুব মোটা,—অক্ষর খুব নূতন, কালি বেশ বিলাতী,—প্রিণ্টার ও দপ্তুরী বেশ পাকা পোক্ত;—পুস্তকগুলি বেশ হয়!—সব ভাল, কেবল একটী দুঃখের বিষয়,—সকলগুলিতে সার নাই! মূলেই গণ্ডগোল!

বোধ করুন, একজন বিলাতী ইতিহাসবেত্তা লিখিলেন, "মহাভারতের পর রামায়ণ।—রাজা দশরথের দুই রাণী,—কৌশল্যা আর কৈকেয়ী। দুই পুত্র;—রাম আর ভরত।—রাবণবধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া রাম-চন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইলেন;—রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল;—রাম মনে করিলেন, সীতা হয় ত তবে অসতী;—তাহা না হইলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন?—এই ভাবিয়াই সীতাকে বর্জ্জন করিয়া তিনি বনবাস দিলেন।—ষোড়শবর্ষ পরে বাল্মীকির তপোবন হইতে গর্ভজাত পুত্র কুশী-লবকে সঙ্গে লইয়া সীতাদেবী অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন; সব গোল চুকিয়া গেল,—স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা রামচন্দ্র পরমসুখে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।"

পাঠক মহাশয় দেখুন, কেমন চমৎকার রামায়ণ!—এই ত হইল সুপ-ণ্ডিত ইংরাজ-পুরাবৃত্ত-লেখকের স্বরচিত ইতিহাস।—বাঙ্গালী ইতিহাস লেখক,—কিম্বা শাদা কথায় সুবিদ্বান্ বাঙ্গালী-অনুবাদক অবিকল তাহাই তর্জ্জমা করিয়া লইলেন!!!—এটী কেমন সুন্দর কথা!—সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখের বিষয়, এ সকল কেবল বাঙালীর মাথা,—আর বাঙালীর মুণ্ড!!!

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পণ্ডিতবর লেথ্‌ব্রিজ সাহেব লিখিয়াছেন, "অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় যুবরাজ রামচন্দ্র মিথিলার সেই সূর্য্যবংশীয় রাজ-

কুমারী সীতাকে বিবাহ করেন।" এমন চমৎকার বংশনির্ণয় আমরা ত এই ভারতবর্ষে অতি অল্পই দেখিতে পাই।—বঙ্গবাসী অনুবাদক অম্লান-বদনে বাঙ্গালা অক্ষরের ছাপায় তাহাই তুলিয়া লইলেন!!!—এটীও বেশ কথা!—সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখ, ইহা শুদ্ধ বাঙালীর মাথা, আর বাঙালীর মুণ্ডু!!!

এ সকল ত পুরাতন কথা;—অক্লেশে ভুলিয়া গেলেও যাওয়া যায়, অগ্রাহ্য করিলেও করা যায়;—ইংরাজ অধিকারের গুটীকতক নূতন নূতন টাট্‌কা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক!—পলাসীর যুদ্ধ, কর্ণাটের যুদ্ধ, রোহিলা যুদ্ধ, মহারাষ্ট্রসংগ্রাম, মহীসুরসংগ্রাম, গুরখা-যুদ্ধ, পিণ্ডারি যুদ্ধ, ভরতপুর গ্রহণ, দুই বারের আফগান সংগ্রাম, দুই বারের শীখ-সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি কথিত যুদ্ধের ছলবল-কৌশলের সময় ইংরাজ-লেখকেরা ভারতবর্ষীয় রাজা, রাণী ও রাজসৈন্যগণকে শত্রু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন!—শত্রু!—শত্রু!—শত্রু!—Enemy! Enemy! Enemy! বাঙ্গালী অনুবাদক মহাশয়েরা পূর্ব্বাপর বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া ঐ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন!!!—ব্রহ্মরাজ্যেও তিনবার ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। (১৮২৪। ১৮৫২। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) এই শেষ বারে অভাগা ব্রহ্মরাজকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে চালান করা হইয়াছে!—এখন হইতেছে মগেরা ডাকাত.—মগেরা ইংরাজের শত্রু! সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীর হতভাগ্য বৃদ্ধ চক্রহীন নিঃসহায় নিস্তেজ শেষ বাদশাহকে ধরিয়া রেঙ্গুনে চালান দেওয়া হইয়াছিল!—ইংরাজদিগের মতে এই ব্রহ্মরাজ এবং ঐ রাজ্যচ্যুত বৃদ্ধ দিল্লীশ্বরও ইংরাজের শত্রু!—বাঙ্গালী ইতিহাস লেখকগণের মতেও ঐ!—কিন্তু কিসে যে তাঁহারা ইংরাজের শত্রু হইয়াছিলেন, কিম্বা হইলেন, সহজে ত ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমাদের মনে সে মীমাংসা আইসে না। স্বদেশে বসিয়া স্বদেশের উৎপন্নে সন্তুষ্টমানসে জীবন ধারণ করিতে-ছিলেন,—ইংরাজ রাজের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বিশ্বাস রাখিতে-ছিলেন,—এই ত তাঁহাদিগের অপরাধ!—এই গুরু অপরাধেই কি তাঁহারা ইংরাজের শত্রু?—এই অপরাধেই কি তাঁহাদিগের রাজ্যনাশ বনবাসরূপ গুরুদণ্ড হইয়াছে?—নির্লজ্জ বঙ্গবাসী ইতিহাসবেত্তারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে বাধ্য।

আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, একটী পৌরাণিক স্ত্রীলোকের যে জ্ঞান ও যে বুদ্ধি ছিল, আমাদের ইংরাজীনবিস-বঙ্গপুত্রগণের সে টুকু পর্য্যন্ত নাই!—বীরবাহু বধের পর তাঁহার শোকসন্তপ্তা জননী চিত্রাঙ্গদা লঙ্কার রাজসভায় আসিয়া পুত্রশোকে যখন বিলাপ করিতে থাকেন, লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, "রাজ্ঞি! তুমি ঘরে যাও!—দেশবৈরী রাম আসিয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিয়াছে,—তাহাকে দমন করিবার জন্য সম্মুখসমরে মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমার ধন্যপুত্র বীরবাহু বৈরীহস্তে রণশায়ী হইয়া স্বর্গে গিয়াছে।"

চিত্রাঙ্গদা তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, "তোমার বুদ্ধি হত হইয়াছে!—দেশবৈরী রাম?—কিসে বল দেখি লঙ্কেশ্বর?—কোথায় তুমি প্রবলপ্রতাপ দশানন, কোথায় সেই জটাধারী বনবাসী তপস্বী মানব রাম?—কোথায় এই সমুদ্র পারে স্বর্ণলঙ্কা, কোথায় সেই গোমতী তীরের ক্ষুদ্ররাজ্য অযোধ্যাপুরী!—রাম কি তোমার লঙ্কারাজ্যের অংশ লইতে আসিয়াছে?—সেই জন্যই কি রাম দেশবৈরী?—হায়! হায়! হায়! কি এ;—মজালে কনকলঙ্কা, মজিলে আপনি!" বঙ্গবাসী ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ এটীও ভাবিতে পারেন না!—কাজেই বলিতে হয়, সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুদ্ধ বাঙালীর মুণ্ডু!!!

যাক্,—ইংরাজ যাহা ঠিক বুঝিতেছেন, তাহাই লিখিতেছেন।—কিন্তু বাঙ্গালী এ করে কি?—ভাবুন, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা ইংরাজের শত্রু ছিল।—সেই বৎসর আফগান বীরপুরুষেরা শত শত শ্বেতপুরুষ কাটিয়া রক্ত নদী বহাইয়াছিল।—১৮৭৮ অব্দেও আফগানেরা ইংরাজের শত্রু হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন তাহাদের বংশনাশ করিবার মতলবে ভয়ানক রাগিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সেই পাঠানেরাই ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পরম মিত্র! আমাদের বর্ত্তমাণ গবর্ণর জেনারেল এখন আফগান আমীর আবদুর রহমানের সহায়তা ও বাহুবল ব্যতিরেকে রুসিয়াকে পরাজিত ও দূরীভূত করিবার অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছেন না! তজ্জন্য আমীরকে কতই খোসামোদ করিতেছেন,—কতই টাকা দিতেছেন,—কতই অস্ত্র পাঠাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা বহু উচ্চ অতুল্য সম্ভ্রম "গ্রাণ্ড কমাণ্ডর ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দ্বারা কতই অলঙ্কৃত করা হইয়াছে!—গুরখা এবং শীখেরাও

১৮৪৫—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের শত্রু ছিল, এখন তাহাদের ভুজবলেই দেশ বিদেশীয় ছোট বড় যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজের পুনঃপুনঃ জয়লাভ হইতেছে।—এখন বাঙ্গালী অনুবাদকেরা কি যুক্তিতে কি ফন্দীতে এই শত্রু-মিত্রভাবের সমন্বয় রাখিবেন? সেই জন্যই বলিতেছি, সব ভাল, কেবল একমাত্র দুঃখ—সমস্তই শুধু বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ধরুন, পররাজ্য গ্রাস।—কর্ণাট, তাঞ্জোর, ঝাঁসী, নাগপুর, সেতারা, অযোধ্যা ইত্যাদি রাজ্য কি প্রকারে গ্রহণ করা হইয়াছে,—হায়দরাবাদের নিজামের বেরার রাজ্যটী কি প্রকারে দখল করা হইতেছে, সেতারার মুমুর্ষু দত্তকপুত্র কি প্রকারে ঝুটা ও বাতিল করা হইয়াছে,—নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহকে কি কৌশলে লক্ষ্মৌ হইতে মুচিখোলার পিঞ্জরে চুপি চুপি আনয়ন করিয়া "ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা" লর্ড ডেলহাউসি বাহাদুর কি প্রকারে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন,—বরদার মলহর রাও একটা দাসীর দ্বারা বাজার হইতে সেঁকো বিষ আনাইয়া রাজ্যের রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণ লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—কি প্রকার বিচারে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে,—তাহা এবং তৎসদৃশ অন্যান্য কথা অনেকেই মনে মনে জানেন, কিন্তু ইংরাজের উচ্ছিষ্টভোজী বাঙ্গালী-অনুবাদকেরা ইংরাজী মতামতের মহাপ্রসাদ খাইয়া তাহাই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় বমী করিতেছেন!—সেই জন্যই বলিতেছি, সব ভাল, কেবল একমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুধু বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ধরুন, নন্দকুমারের ফাঁসী।—ভারতে ইংরাজ-রাজত্বে ঐটীই প্রথম ব্রহ্ম-হত্যা। যে দিন ফাঁসী হয়, সে দিন এই মহানগরী কলিকাতার কোন হিন্দুগৃহেই হাঁড়ী চড়ে নাই!—একখানি ইংরাজী ইতিহাসে আছে, "নন্দ-কুমার ভারি বদ্মাস, ভারি জালিয়াত, ভারি কুচক্রী;—লর্ড হেষ্টিংস, চিফ জষ্টিস ইম্পি, উভয়েই বেশ মানুষ, সুপ্রিমকোর্ট উৎকৃষ্ট বিচারালয়;—এমন জালকরা অপরাধে ফাঁসী না হইলে ভারতবর্ষ রসাতলে যাইত!"—বাঙ্গালী অনুবাদক, ঠিক যেন ফটোগ্রাফযন্ত্রে ঐ বর্ণনার ফটোগ্রাফী ছায়া-ছবি তুলিলেন!—তাই বলিতেছি, এটাও বেশ বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ইতিহাসে অনেক কথা আছে। তাহা এখন দূরে থাকুক, ভূগোল একবার আসরে আসুক।—ছোট একটী কথাতেই আমারা অদ্য ভূগোল

সমাপ্ত করিব। ভূগোলে দেশ, নগর, পর্ব্বত, নদী, পশু, ফসল ইত্যাদির সহিত দেশবাসী মানবকুলের চরিত্র লিখিত হয়।—এক জন ইংরাজ-ভূগোলবেত্তা বঙ্গবাসীর চরিত্র বর্ণন স্থলে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী মৃদু, বুদ্ধিমান্, ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসৎ।"—ভূগোল-অনুবাদক বাঙ্গালীসন্তান সচ্ছন্দে তাহাই বাঙ্গালা করিয়া লইলেন!—তাঁহারা ত লিখিলেন, কিন্তু পড়িবে কাহারা? আমাদের ছোট ছোট ছেলেরা।—শিখিবে কি?—তাহাদের বাপ, মা, ভাই, ভগিনী, কুটুম্ব, বান্ধব, খুকী,—দেশশুদ্ধ সকলেই ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসৎ!!!—ইহার মানেও বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ইতিহাস গেল,—ভূগোল গেল,—এখন আসুক লেক্‌চার। অনেক দিন হইল, শ্রীরামপুরের এক জন পাদ্রি সাহেব বলিয়াছিলেন, "কালীপ্রসন্ন ঘোষ, একজন কুলীন ব্রাহ্মণ।"—অধ্যাপক মোক্ষমুলর ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালা মিত্র একজন ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ কুলীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ।"—বঙ্গবাসীর চরিত্রবর্ণনে লর্ড মেকলে লিখিয়া গিয়াছেন, "মহিষের শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের নখর, ভীমরুলের হুল, যেমন তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র;—বঙ্গবাসী মানুষের পক্ষে তেমনি অস্ত্র চাতুরী—প্রতারণা।"

এই তিনটী পদ তর্জ্জমা হইয়াছে কি হইবে, তাহা আমরা ঠিক জানি না;—কিন্তু যেরূপ অনুবাদের ধুমের যুগ আসিয়াছে, তাহাতে যে, একদিন অবশ্যই উহার অবিকল বঙ্গানুবাদ হইবে না, এমন সন্দেহ আমাদের নাই। তাহাতে বঙ্গানুবাদকেরা অবশ্যই ইংরাজবাক্যের প্রতিধ্বনি করিবেন!—সেই জন্য, বড় দুঃখেই বলিতে হয়; সব ভাল, কেবল মাত্র মন্দ, সমস্তই বাঙালীর মুণ্ডু!!!

এইবারেই বড় শক্ত কথা।—অবশ্যই প্রশ্ন উঠিবে, মানুষমাত্রেরই স্বাধীন মত,—স্বাধীন বিবেচনা শক্তি আছে; অনুবাদকেরা তবে অপরের ভ্রমাত্মক মতগুলির খণ্ডন অথবা শোধনচেষ্টা না করেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরাই জানি।—অনুবাদকেরা তবে অপরের ভ্রমাত্মক মতগুলির খণ্ডন অথবা শোধনচেষ্টা না করেন কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরাই জানি।—অনুবাদকেরা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন।—প্রস্তুত করিয়া সেই জোরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপে-

ক্ষিত গুরুতর অভাবের পরিপূরণ করিতেছেন। ভারতেতিহাস, বঙ্গেতিহাস,—গঙ্গতিহাস, রঙ্গেতিহাস, ভূগোলসূত্র, ভূগোলপ্রবেশ, ভূগোলবিবরণ, ভূগোলবৃত্তান্ত, ভূগোলকৃতান্ত, ভূগোলভাত, ভূগোলচাউল, ভূগোলমাথা, ভূগোলমুণ্ডু, কত সৃষ্টিই যে হইয়াছে, তাহা গণনা করিতে সময় লাগে। এ সকল ভূগোলের অনেক গুলিতে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" শব্দ আছে। ইংরাজী অক্ষরে আছে, বাঙ্গালা অক্ষরেও আছে। ব্যাপার খানা কি? ভূগোল অনুবাদকেরা হয় ত তাহা জানেন না; আসল কথা হিমালয়ের ধবলাগিরি ও কাঞ্চন শৃঙ্গ যাহাকে বলে, ইংরাজেরা শুদ্ধ ভাষায় তাহাকে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" বলেন। ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই দুটী নামই এখনকার বঙ্গের ছেলেরা ভুলিয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভূগোল পড়িয়া তাহারা শিখিবে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা!"—বাঙ্গালা ভূগোল অন্বেষণ করিলে এ প্রকার নূতন নূতন "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" অনেক বাহির হইতে পারে, কিন্তু অন্বেষণ করিবার লোকও নাই,—বোধ হয় আবশ্যকও নাই! অনুবাদকেরা যদি আশ্রয়মতের খণ্ডনচেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের ইংরাজ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সেই সকল পুস্তক ছাত্রগণকে ধরাইতে দিবেন কেন? না ধরাইলে পয়সা আসিবে কেন?—পয়সার খাতিরে তাঁহারা সত্যের অপলাপ, ভ্রমের পরিপোশন, বংশের অপমান, দেশের অপমান, জাতির অপমান অক্লেশে সহ্য করিয়া আসিতেছেন,—খণ্ডনচেষ্টা করিলে সে খাতিরের মর্য্যাদা থাকিবে কোথায়?—অনুবাদকেরা যাহা করিতেছেন, তাহা কেবল পয়সার জন্য।—যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত সদ্বিদ্বান্ বঙ্গরত্ন দ্বারা সুসংস্কৃত বাঙ্গালা ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, হুজুগে দলের মুণ্ডু-প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।—হুজুগে দল কেবল পয়সা চায়,—উপকারের দিকে ভুলেও মন দেয় না।—পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টান্ত দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেহ যদি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,—বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বিশুদ্ধ সত্য-পূর্ণ ইতিহাস বহুযত্নে বহুশ্রমে প্রণয়ন করেন, অথচ শিক্ষাবিভাগের দেবগণের শ্রীচরণে লেপন করিবার বিষ্ণুতৈলের দাম না থাকে, কিম্বা গ্রন্থকার নিজে যদি কোন প্রকার বড় মাষ্টার কি মেজো মাষ্টার কি ছোট মাষ্টার না হন, তাহা হইলে তাঁহার

উৎকৃষ্ট পুস্তক একখানিও "ধারে" বিক্রয় হইবে না, কিন্তু হুজুগেদলের পুস্তক এক বৎসরে পঁচিশ "এডিসন" দেখিতে পাইবেন!—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে এই জিজ্ঞাস্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, আমাদের দেশে কত দিনে স্বজাতির দ্বারা স্বজাতির ভাল জিনিস, খাঁটী জিনিস প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে?—কাতর নয়নে কতকাল আর দেখিতে হইবে,—**বাঙালীর মুণ্ডু!!!**

ষষ্ঠ কাণ্ড।

নূতন জুয়াচুরী!

পাগোল আরাম করা!

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর সর্দ্দার ভাণ্ডারীর কাকাবাবু পলায়ন করিয়াছেন,—পলায়ন করিয়া অবধি অনেক দিন পরিচিত লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই;—এ সহর হইতে ও সহর,—সেখান হইতে অন্য সহর,—এই রকমেই জুয়াচোরেরা বেদের মত টোল ফেলে! বেশী দিন একস্থানে থাকে না, থাকিতে পারেও না,—কখন কখন এক একটা দাগী জুয়াচোর সহর হইতে সট্‌কিয়া পড়িয়া পল্লিগ্রামে লুকায়। সর্ব্বরঞ্জনের কাকাবাবু পল্লিগ্রামে লুকান নাই,—সহরেই আছেন। যে সহরে কাকাসাজা—সে সহরে নাই, কত সহর পার হইয়া নূতন সহরে বিরাজ করিতেছেন! সাজগোজ সমস্তই বদল করিয়াছেন,—বদল করিয়াই আগেকার গুলি বিক্রয় করিয়াছেন, নূতন পোসাকে নূতন ফ্যাসনে মারহাট্টা দালাল সাজিয়াছেন। দালালেরা অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারে। এদালালটীও প্রথম প্রথম দিন কতক তাহাই যোগাড় করিলেন!—আট দশ জনের সঙ্গে বেশ মিলিয়া মিশিয়া কারবার করিতে লাগিলেন। সে কারবারে মন উঠিল না,—পোসাইল না,—চোরের মন, কিছুতেই উঠে না,—কিছুতেই তাহাদের পোসায় না! ক্ষণকালের মধ্যে যাহারা প্রচুর পরের ধন হস্তগত করিতে জানে,—বাঁধা রোজগারে তাহাদের মন উঠিবে কেন? অন্যায় কথা!

এ সহরে এই লোকটীর নাম হইয়াছে গরব রাও। বংশেশ্বর নামটা সাবেক সহরেই ডুবিয়া রহিয়াছে! হংসরাজ নামটা সঙ্গে সঙ্গেই আছে, কিন্তু গোপন!—এখন ইহার নাম গরব রাও!

দালালী ব্যবসায়ে গরব রাও তুষ্ট থাকিলেন না, অভ্যাসের ব্যবসায়ে মনযোগী হইলেন। দাঁও আঁটিলেন,—মনে মনে এক লক্ষ!—এখন এই লক্ষ্য লক্ষের যোগাড় হয় কিসে?—ফিকিরটা অবশ্যই বড় রকম চাই। গরব রাও একবার ধ্যানে বসিলেন,—আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "উত্তম ফিকির!"

আলাপী বড় লোকের দলে একটী ত্রিশ বর্ষীয় হিন্দুস্থানী যুবাপুরুষ এই গরব রাওকে বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া সমাদর করিতেন। সেই যুবাপুরুষের নাম দুখলাল ত্রিবেদী। দেখিতে পরম রূপবান্,—দিব্য মোটাসোটা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দিব্য কৃষ্ণবর্ণ কেশ,—মেড়ুয়াবাদী হিন্দুস্থানীর ন্যায় বেমেরামত নাই, সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মুখ খানিও প্রফুল্ল, মনেও যেন একটু একটু ধর্ম্ম ভাব আছে বুঝা যায়। গরব রাও তাঁহার কাছেই বেশীক্ষণ থাকিতেন। দুখলালের অনেক টাকা ছিল, দিন কতক একত্র বাস করিতে করিতে সুচতুর গরব রাও বেশ বুঝিতে পারিলেন, লোকটী বেশ বোকা! তাহাকে উপলক্ষ করিয়া শিকারে বাহির হইতে পারিলে অনেক বড় বড় বাঘ ভালুক হাত করা যাইবে। হাত করা যাইবে কি বধকরা যাইবে গরব রাও তাহা জানিতেন। দুঃখলাল তেওয়ারী তাঁহার কাছে অনেক প্রকার "সুশিক্ষা" প্রাপ্ত হইলেন, সেই সকল সুশিক্ষা প্রভাবে টাকাওয়ালা ন্যাকা বোকা দুখলাল তেওয়ারী একটু যেন বেশ চালাক চতুর হইয়া উঠিলেন। ফন্দি যোগায় না,—কিন্তু ফন্দির কার্য্যে সহায় হইতে বেশ পারেন। দশকর্ম্মান্বিত বুদ্ধিমান্ গরব রাও তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন।

নানাপ্রকার লোভ দেখাইয়া,—অনেক রকম সুখের কথা বুঝাইয়া, ঠিক যেন পাখী পড়াইয়া,—দালাল চূড়ামণি গরব রাও সেই দুখলালকে এক প্রকার যাদু বানাইয়া ফেলিলেন। লক্ষটাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে, শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিলে চলিবে না। দুখলালের টাকা ছিল, পাঁচ সাত হাজার সঙ্গে লইয়া গরব এবং দুখলাল উভয়েই রাত্রিকালে সে সহর হইতে পলাইয়া দূরবর্ত্তী অন্য এক সহরে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে মারহাট্টা বেশধারী তুরন্ত হংসরাজ একপ্রস্থ রাজবেশ খরিদ করিয়া তুখলাল তেওয়ারীকে সাজাইলেন,—সহরের এক প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী ভাড়া লইলেন। লোক লস্কর, গাড়ি ঘোড়া, ভোজ নাচ, খুব ধুমধাম চলিতে লাগিল! রাজা আসিয়াছেন বলিয়া পাড়াময় টি টি পড়িয়া গেল! রাজা আর দালাল প্রতিদিন অপরাহ্নে ভাল ভাল গাড়ী করিয়া সহরের জহুরী পাড়ায় ভ্রমণ করেন,—ভাল ভাল জহরাত কিছু কিছু খরিদ করাও হয়!—নিত্যই প্রায় খরিদ! জহুরীরা রাজা বাহাদুরকে বড়ই খাতির করিতে আরম্ভ করিল। রোক রোক টাকা!—ক্রমশঃই বিশ্বাস বাড়িয়া গেল!—রাজাও পূর্ব্ববৎ জহরাত খরিদ করিতে অভ্যস্থ হইলেন। দিন দিন কিছু কিছু বেশী!—ঘরের টাকাও ফুরাইল!—বাকী কেবল তুই হাজার মাত্র। রাত্রিকালে তুখলালের সঙ্গে দালালের নিত্য নিত্য পরামর্শ চলে। শেষ দিন বৈকালে তুখলাল একাকী অল্পমাত্র টাকা সঙ্গে লইয়া নগরের এক ডাক্তার থানায় উপস্থিত হন!—ডাক্তারটী বিদেশী। রাজা তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার কবুল করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "আমি অমুক স্থানের রাজা, আমার একটী ভাই পাগোল। স্বদেশে অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছে,—কিছুতেই কিছু হয় না। শুনিয়াছি আপনি খুব ভাল ডাক্তার!—আপনি যদি নির্দ্দোষে আরাম করিতে পারেন,—এই পুরস্কারের উপর আরও দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। বরং আমার অগ্রিম প্রতিশ্রুত সহস্রমুদ্রা অগ্রিম গ্রহণ করুন!" এই বলিয়া রাজাবাহাদুর তৎক্ষণাৎ সেই ডাক্তারের হস্তে সহস্র মুদ্রার নোট প্রদান করিলেন। ডাক্তারটী ভারি খুসী!—হাসি খুসী করিয়া ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগটার রকম কি?"

রাজা উত্তর করিলেন, "রকম কিছুই নয়,—কেবল টাকা! টাকা! টাকা! কোথাও কিছু নাই,—চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, আমার টাকা!—আমার টাকা!—কৈ আমার টাকা!—সর্ব্বক্ষণ বলে না, থেকে থেকে যেন ক্ষেপিয়া উঠে!"

ডাক্তার সাহাস্য বদনে একটু ঘাড় নাড়িয়া গম্ভির স্বরে কহিলেন, "বুঝিয়াছি। ছোট রোগ,—সবে মাত্র সঞ্চার হইতেছে,—শিঘ্রই আরাম হইবে।"

দালাল গরব রাও যেমন যেমন শিখাইয়া দিয়াছিলেন, ঠিক্ ঠিক্ সেই রকম বন্দবস্ত করিয়া রাজা বাহাদুর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ডাক্তার সাহেবকে সেলাম ঠুকিলেন!—প্রতিশোধ পাইলেন,—পরস্পর করমর্দ্দন করিলেন;—রাজার গাড়ী জহুরীপটীতে ছুটিল।

বড় জহুরীর দোকান।—এই দোকানেই রাজাবাহাদুরের বেশী খাতির,—বেশী আনুগত্য। উপস্থিত হইবামাত্র আসন ঝাড়া,—গদি সাফ করা,—দুই হাত তুলিয়া সেলাম করা,—ইত্যাকার মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল!—রাজা উপবেশন করিলেন। গরব রাও যেমন যেমন মন্ত্র ফুকিয়া ছিলেন,—রাজাবাহাদুর ঠিক ঠিক স্মরণ করিয়া সেই পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিতে সুরু করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রায় লক্ষ টাকার জিনিস পছন্দ করিলেন। মূল্য বাহির করিবার সময় ছল করিয়া কহিলেন, "আজ আর লওয়া হইল না।—সব টাকা সঙ্গে নাই।—আজ থাক!" জহুরী সসব্যস্ত হইয়া কহিল, "সেকি মহারাজ? থাকিবে কেন?—লইয়া যান!—লক্ষ টাকা কি,—দশ লক্ষ টাকা আপনি লইয়া যাইতে পারেন!—সচ্ছন্দে লইয়া যান।"

গরবের পরামর্শে গম্ভীর বদনে রাজা কহিলেন, "না—না—না,- তাহা হইতে পারে না। কি জান বাবু সাব,—মাটির শরীর,—এখন আছে তখন নাই,—রাত্রির মধ্যে যদি মরিয়া যাই,—তোমার এর টাকাগুলি নষ্ট হইবে! আজ থাক,—কল্য লইব।"

জহুরী তথাপি জিদ করিতে লাগিল। রাজা লইবেন না,—জহুরী জোর করিয়া তাঁহাকে গছাইয়া দিবেই দিবে,—ইহাও বড় আশ্চর্য্য তামাসা!

রাজা মনে মনে খুসী হইতেছেন। পুনর্ব্বার ছল করিয়া কহিলেন, "আপনারা ভদ্রলোক,—আপনাদের বিশ্বাস এমনই হওয়াই উচিত! আপনারা মহাজন,—আপনাদের ভদ্রতা ভদ্রলোকের কাছেই ঠিক থাকে; কিন্তু কি জানি?—শরীরের ভদ্রাভদ্র বলা যায় না।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া রাজা বাহাদুর ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে নতমস্তকে মনে মনে কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা কিছুই নয়,—পরামর্শ দাতা জুয়াচুরীর গুরু গরব দালালের উপদেশগুলি একবার ভাল করিয়া মনে মনে আওড়াইয়া লইলেন। তাহার পর ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জহুরীকে

কহিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন,—আপনাদের একজন লোক সঙ্গে দিন,—ভদ্রলোক দিবেন,—আমার গাড়িতেই এক সঙ্গে যাইবেন, বাটীতে গিয়াই টাকা দিব।"

রাজার সঙ্গে যাইবে,—সুতরাং ভদ্রলোক দিতে হইবে। জহুরী একজন সর্দ্দার কর্ম্মচারীকে রাজার সঙ্গে দিলেন। সেই কর্ম্মচারী অবশ্যই ভদ্র-সন্তান,—দেখিতেও শ্রীমান্।

রাজা সেই মনোনিত অলঙ্কারগুলি আপনার অঙ্গাবরণ মধ্যে আবৃত করিয়া লইয়া শকটারোহণ করিলেন,—সঙ্গে জহুরীর কর্ম্মচারী!

খানিক দূরের এক খানা বিখ্যাত কাটাকাপড়ের দোকান হইতে রাজা এক সুট উত্তম পোষাক খরিদ করিলেন;—সেই দোকানেই জহুরীর কর্ম্ম-চারীকে নূতন পোষাক পরাইলেন,—লোকটীর পুরাতন বস্ত্রাদি দোকানেই আমানত রহিল। গাড়ী চলিয়া গেল।—সরাসর সেই পূর্ব্বকথিত ডাক্তার-খানায়।

ডাক্তারখানার নিচের ঘরে লোকটীকে বসাইয়া রাজা বাহাদুর মস্ মস্ শব্দে উপরে গেলেন। হস্তধারণ পূর্ব্বক চুপি চুপি ডাক্তারকে কহি-লেন, "আনিয়াছি,—আসিয়াছে,—একটু পরেই পাগোল হইবে!—সূর্য্যা-স্তের মধ্যেই দুই তিনবার ক্ষেপিবে!—সন্ধ্যা হইলে আরও হাঙ্গামা করিবে, খেয়াল ধরিলেই ঐ রকম করে!—কেবল বলে, টাকা দাও! টাকা দাও! টাকা দাও! আপনি একটু অপেক্ষা করুন;—দুই একবার উপদ্রব আরম্ভ করিলেই জানিতে পারিবেন।"

বেলা তখন দুই এক দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট! লোকটী ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়াছিল,—বিলম্ব দেখিয়া ডাক্তারখানার এক জন চাকরের দ্বারা উপরে বলিয়া পাঠাইল,—"টাকা দিতে বল,—অনেক টাকা,—বেলা গেল।"

উপরে সংবাদ পৌঁছিল,—রাজা হাস্য করিলেন,—ডাক্তারও ঘাড় নাড়িয়া হাসিলেন। ক্ষণিক পরে লোকটী নিজেই বারম্বার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কতক্ষণ বসিব?—কতক্ষণ থাকিব?—টাকা কৈ?—অলঙ্কারের টাকা,—রাজার টাকা,—সংবাদ দাও,—বেলা গেল।"

হাসিতে হাসিতে ডাক্তারের হস্ত ধারণ করিয়া রাজা কহিলেন, "ঐ শুনুন,—বড় বেগতিক,—আপনি যান,—আমি গেলে আরও বাড়াইবে,

ছোট ভাই কি না?—আব্দার করে কি না?—আমাকে দেখিলেই বড় বাড়ায়!—রোগটা যেন কতই বাড়ে;—আমি যাইব না,—আপনি যান। যা হয়—একটা ব্যবস্থা করুণ,—আরাম করিলে আর দশ হাজার! তার মধ্যে আরও এক হাজার অগ্রিম গ্রহণ করুন।" যথার্থই আরও সহস্র মুদ্রা ডাক্তারের পকেটে তৎক্ষণাৎ অগ্রিম প্রদত্ত হইল।

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া আসিলেন।—লোকটীকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ! আপনি চান্ কি?"

লোকটী থতমত খাইয়া কহিল, "যুবরাজ কোথায়?—যুবরাজ ত উপরে গিয়াছেন,—আমি আসিয়াছি,—টাকা চাই,—জহুরীর টাকা,—রাত হয়; আপনি বলুন,—টাকা চাই!"

হাস্য করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমিও ত সেই কথা বলিতেছি, টাকা চাই!—টাকা আপনি আমার কাছেই পাইবেন!—আসুন আমার সঙ্গে!"

লোকটী কি করে,—ধীরে ধীরে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ডাক্তার তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া একখানা চৌকিতে বসাইলেন। মাথায় হাত দিয়া ঘাড়ে হাত দিয়া নাড়ী দেখিয়া সহাস্য-বদনে বলিতে লাগিলেন, "টাকা এই খানেই আছে,—শীঘ্রই পাইবেন, চুপ করিয়া বসুন,—বকিবেন না,—আরও গরম হইয়া উঠিবে,—চিন্তা কি? আমিই টাকা দিব!"

লোকটী কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ডাক্তার একদৃষ্টে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন,—এক একবার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। লোকটী মনে মনে বিরক্ত হইয়া হাত টানিয়া লইয়া একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল, "আপনি করেন কি?—নাড়িতে আমার কি আছে?—আমার কোন ব্যারাম নাই,—টাকা লইতে আসিয়াছি,—রাজা অলঙ্কার লইয়াছেন, টাকা দিবেন,—টাকা পাইলেই চলিয়া যাই।"

ডাক্তার এইবারে হাস্য গোপন করিয়া একটী বাক্সের কাছে গমন করিলেন। লোকটী ভাবিল,—ইহার কাছেই হয় ত রাজার টাকা জমা আছে, বাক্স খুলিয়া তাহাই দিবে। ডাক্তার বাক্স হইতে ক্ষুদ্র একটী চাম্ড়ার ব্যাগ বাহির করিয়া মৃদুপদে একবার গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। দুই জন খোট্টা

বেহারা সঙ্গে করিয়া দ্রুতপদে পুনঃপ্রবেশ করিয়াই লোকটীকে চাপিয়া ধরিলেন!—খোট্টারা সজোরে লোকটীর দুই খানি হাত ধরিয়া চৌকির উপর চাপিয়া রাখিল। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ডাক্তার সেই পূর্ব্বকথিত চাম্‌ড়ার ব্যাগ হইতে একখানি সূক্ষ্ম অস্ত্র বাহির করিয়া বেচারা গোমস্তার ঘাড় পেঁচিয়া দিলেন!—জ্বালার চোটে সেই নিরীহ লোকটী যেন হাফ জবাই মুর্গীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার ঘাড়ে ও মাথায় জল ঢালিতে হুকুম দিয়া বাহির হইতে ঘরের দরজায় চাবি দিলেন! জহুরীর টাকা লইতে আসিয়া ভদ্রসন্তানটী পাগোল হইয়া আটক রহিল! ডাক্তার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রতিক্ষা করিতে ছিলেন,—সিঁড়ির উপর ডাক্তারকে দেখিয়াই সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইয়াছে?" ডাক্তার হাস্য করিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "হইয়াছে। যাহা বলিয়াছি,—তাহাই ঠিক হইবে। রোগটী এখনও শক্ত হইয়া দাঁড়ায় নাই,—তিন দিন একটু একটু রক্ত বাহির করিলেই সারিয়া যাইবে!—" দালালের উপদেশ মত ডাক্তারকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া,—তিন দিন পরে আসিয়া ভাইটীকে লইয়া যাইবার অঙ্গীকারে রাজা বাহাদুর বিদায় হইলেন,—ভাইটী ডাক্তারখানায় পাগোল হইয়া আটক রহিল!

রাত্রি হইল,—জহুরীর গোমস্তা জহুরীর দোকানে ফিরিল না,—দোকানের সমস্ত লোকই ব্যস্ত হইয়া উঠিল! রাত্রি দেড় প্রহরের পর একজন একখানা গাড়ী করিয়া নূতন খরিদ্দার রাজার বাসাবাড়ী পর্য্যন্ত গেল, সমস্তই শূন্যময়!

রাজা যখন ডাক্তারখানা হইতে বিদায় হন, তখন রাত্রি বোধ হয় চারিদণ্ড পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার গাড়ীখানা আধ ঘণ্টার ভিতরেই ঠিকানায় পৌঁছিয়াছিল। রাজা শীঘ্র শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া গরবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,—আহ্লাদ প্রকাশ করিবার অবকাশ হইল না,—কেবল সংক্ষেপে কার্য্যসিদ্ধি জানাইয়াই দালালের সঙ্গে তাড়াতাড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। কোথায় গেলেন,—কি প্রয়োজন,—বাড়ীর লোকের কেহই তাহা জানিল না। গিয়াও থাকেন অমন,—চাকর লোকেরা তাহাতে কিছু সন্দেহও করিল না। জহুরীর লোক আসিয়া যখন উপস্থিত হইল,—তখন রাত্রি প্রায়

দুই প্রহরের কাছাকাছি। চাকরলোকেরা সকলেই নিদ্রাগত,—একজন মুসলমান্ দ্বারোয়ান্ আপনার খটিয়ায় শুইয়া, "নিমক্‌হারামে মুলুক ডুবায়।" এই সুরে লক্ষ্ণৌ ঠুরিং ধরিয়াছে। জহুরীর লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের সঙ্গে ভল্ল জহুরীর গোমস্তা আসিয়াছিলেন,—কোথায় গেলেন ?"

গীতে বাধা পড়াতে মহা রাগত হইয়া দ্বারোয়ান উত্তর করিল, "কোথাকার গোমস্তা ?—কোথাকার ভল্লু ?—আমরা চিনি না,—মহারাজ বাড়ীতে নাই।"

জহুরীর লোক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিছুই সন্ধান পাইল না। কল্য প্রাতঃকালে আসিবে স্থির করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে ফিরিয়া গেল।

প্রাতঃকাল আসিল,—জহুরীর লোকজন আসিল,—রাজা নাই! রাজার ত জিনিসপত্র সেখানে প্রায় কিছুই। ছিল না,—কেবল ঘর সাজান চটক্‌সই যাহা কিছু ভড়ংদারী ভেক ছিল,—সে ভেক এখন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা তাহার কিছুই লইয়া যান নাই!—পাঁচ সাত দিন অনুসন্ধান হইল,—রাজার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজা তিন মাস সেই সহরে ছিলেন। বড় রাজা বলিয়া বাড়ীওয়ালা বাড়ীভাড়ার তাগদা করে নাই,—চাকরেরাও মাহিনা চায় নাই,—যাহারা জিনিসপত্র জোগান দিয়া ছিল, তাহারাও কিছু করে নাই,—নিত্য নিত্য ভাল ভাল নূতন নূতন গাড়ী ঘোড়া ভাড়া করা হইত, এককালে বেশী টাকা পাইবে ভাবিয়া আস্তাবলওয়ালারাও গা নাড়ে নাই,—সকলেই ফাঁকিতে পড়িল! পুলিশের অনুসন্ধানে ডাক্তারখানা হইতে জহুরীর গোমস্তা বাহির হইল!—প্রমাণে ডাক্তার নির্দ্দোষ হইলেন,—জহুরীর লাক-টাকা গেল!

অপরাপর লোকেরাও ষোল আনা ঠকিল! জুয়াচোরেরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল। কোথায় গেল,—কেই বা দেখে,—কেই বা সন্ধান লয়, কেই বা ধরে।—তাহারা সেই রাতারাতি ভেক বদল করিয়া গরীব সাজিয়া বাঁকা পথে প্রস্থান করিল।

যখন ভেক বদল হয়, সে সময় ধড়ীবাজ জুয়াচোর হংসরাজ সেই তেওয়ারী-ব্রাহ্মণের জুয়াচুরী অর্জ্জিত মণি-রত্নগুলি নিজেই বাছিয়া লয়,

নিজেই রাখে,—তাহার নিকট হইতে কেহই বাহির করিতে পারিবে না, এইরূপ স্তোক দিয়া বোকা তেওয়ারীটাকে ভুলায়! রাত্রিকাল!—ঘোর অন্ধকার! তাহাতে বাঁকা বাঁকা সাপ খেলান রাস্তা!—আসে পাশে গলি ঘুঁজি,—জুয়াচোর হংসরাজ একটা অন্ধকার গলির মোড়ে উপস্থিত হইয়াই তেওয়ারীকে ফেলিয়া ছুট! পড়ে ত মরে!—বেদম ছুট! কোন্ দিক দিয়া কোথায় লুকাইয়া গেল, তেওয়ারী তাহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। শেষকালে নিজেই অবসন্ন হইয়া একটা গলির একধারে শুইয়া পড়িল। ভোর হইলে জনকত লোক তাহাকে ধরিয়া সন্দেহক্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল,—জন্ম-বোকার তখন একটু বুদ্ধি যোগাইল। নৌকা ডুবীতে সর্ব্বস্ব গিয়াছে,—এই মিথ্যা কথায় তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া দিন কতক ভিক্ষা করিতে করিতে দেশে আসিয়া পৌঁছিল। হংসরাজ ওরফে বংশেশ্বর, ওরফে উড়ে ভাঁড়ারীর কর্ত্তা বাবু, ওরফে দালাল গরব রাও কোন্ পথ দিয়া কোন্ দেশে গিয়া আশ্রয় লইল, দন্তহীন ব্যাঘ্র কোন্ গর্ত্তে লুকাইল,—শীঘ্র খুজিয়া বাহির করে,—কাহার সাধ্য?

লক্ষটাকা জুয়াচুরী! কথাটা কিছু সামান্য নয়,—শীঘ্র অনুসন্ধান থামে নাই,—কোন কোন চিহ্ন অবলম্বনে পুলিশের লোকেরা মথুরানগরে দুখলাল তেওয়ারীকে ধরে। বোকা কি না?—গাফিলীতেই ধরা পড়ে। গোটা কতক শক্ত শক্ত সওয়ালে আর গোটাকতক জুতা লাথীর গুঁতায় সব দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিল। বাণীকারকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা হইল,—দুই বৎসরেও পাওয়া গেল না। গরীব ভল্লুজহুরী লক্ষ টাকা হারাইয়া বড়ই দম খাইয়া গেল! বিচারে রাজাসাজা-দুখলাল তেও-রীর পাঁচ বৎসর মেয়াদ হয়।

হংসরাজ তখনও পর্য্যন্ত নিরাপদ! লক্ষটাকায় অনেক দিন বাবুয়ানা চলে, কিন্তু অধর্ম্মের টাকা উড়িয়া যাইতে কতক্ষণ লাগে?—একটা জঘন্য সহরে একটা গোপিনীর কুহকফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়া তিন মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই প্রেমিকরাজ হংসরাজ সেই জুয়াচুরীর লক্ষটাকায় জল দিল। অবশেষে সেই বেশ্যাটাকে প্রাণে মারিয়া তাহার অলঙ্কার পত্র চুরী করিয়া এককালে বঙ্গদেশে হাজির।

সপ্তম কাণ্ড।

রিফাইন্ ভিকারী।

মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা করিলেই কেবল ভিকারী হয় না,—যে যাহা ভিক্ষা করে সেই তাহার ভিকারী। আমাদের দেশে অনেক প্রকারে ভিক্ষা করিবার প্রথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পিতৃমাতৃ দায়, কন্যাদায়, দরিদ্র বিপ্রসন্তানের উপনয়ন, অন্নাসন ইত্যাদি দায় উপলক্ষে গরীব লোকেরা ধনবান লোকের দয়া ভিক্ষা করে। কোন কোন ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণ প্রায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বৎসর ২ দুর্গা পূজা করেন! পথের গায়ক সম্প্রদায় গৃহস্থ লোকের দ্বারে দ্বারে কখন বা পথে পথে নানা প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিয়া নিত্য নিত্য ভিক্ষা করে, ইহা ছাড়া মুষ্টিভিক্ষাপ্রত্যাশী শত শত অভাগা গরীব অবশেষে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী; ফকির, মোল্লা, সন্ন্যাসী ইত্যাদি নানা প্রকার ভেক ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে! গৃহস্থকে ঠকাইবার মতলবে কত কত বলবান্ লোক ভিকারী সাজিয়া ভিক্ষা করিবার ছলে চুরী ডাকাতীর স্থলুক সন্ধান জানিয়া যায়, কত কত লোক মহাভয়ঙ্কর মৌতাতের দায়ে কানা, অন্ধ, বধীর এবং (চণ্ডালও) ব্রাহ্মণ সাজিয়া ঠিক্ যেন কালোয়াতি সুরে সহরের রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষার জন্য চিৎকার করে! কেহ কেহ বা খোঁড়া সাজিয়া ভিক্ষা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা দেওয়া একপ্রকার বাক্স প্রস্তুত করে, তাহাই খোঁড়া লোকের বসিবার গাড়ী হয়। বালক, স্ত্রীলোক অথবা গরু সেই গাড়ী সহরের পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। এ প্রকার ভিক্ষুক আজ কাল কলিকাতা সহরেই অধিক! এই প্রকার একজন খোঁড়া ভিকারী একবার একদিন বেলা দশটার সময় ঐ প্রকার শকটে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মতলার পূর্ব্বাংশে জানবাজারের রাস্তা দিয়া ভিক্ষা চাহিতে যাইতেছিল, পথে একজন সাহেবের একটা ঘোড়া খ্যাপে! গাড়ীচড়া খোঁড়াভিকারী অত্যন্ত ভয় পাইল! খোঁড়ামনুষ,—উঠিবার শক্তি নাই,—করে কি? ভয় পাইয়া বহুদূরস্থিত ঘোড়াটাকে হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সঙ্কেত করিতে লাগিল! ঘোড়া তাহা শুনিল না,—কবির অনুপ্রাসে মিল মিলা-ইবার অভিপ্রায়েই সেই ক্ষিপ্ত অশ্বটা ঐ অভাগা হতভাগা খোঁড়ার দিগেই

ছুটিয়া আসিতে লাগিল। খোঁড়া তখন কি করে? প্রাণের ভয়,—ঘোড়া আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িলেই প্রাণ যাইবে। পা অপেক্ষা প্রাণ বড়, অতএব আর খোঁড়া হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিতে না পারিয়া সজোরে তড়াক্ করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়িল! পড়িয়াই উর্দ্ধশ্বাসে গলির ভিতর দিয়া দৌড়। "খোঁড়া পলাইল,—খোঁড়া পলাইল" বলিয়া রাস্তার মাঝখানে চিৎকার পড়িয়া গেল। আর খোঁড়া! খোঁড়া তখন একবারেই গঙ্গা পার। এই প্রকারের খোঁড়াভিকারী কলিকাতা সহরে অনেক। বোধ হয় ইহাদের ভিতর কলিকাতা পুলিশের চেনা লোকও অনেক। যে কয়েক শ্রেণীর নাম করা গেল,—তাহা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর আসল গরীব, আসল ভিকারী, নকল গরীব, জাল গরীব, সাজা ভিকারী, অসংখ্য প্রকার গরীর ভিকারী এই বিস্তৃত রাজ্যের দেশে দেশে নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা সকলেই ভিক্ষুক;—সোজা কথায় সকলের চক্ষে সকলেই তাহারা ভিকারী।

এত ভিকারীকে ভিক্ষা দেয় কাহারা? আজ আমি এই গুরুতর প্রশ্নের মহৎ মহৎ উচ্চতম জাতীয় গৌরবের দর্প করিয়া উত্তর দিতে চাহিতেছি, "এত ভিকারীকে ভিক্ষা দেয় হিন্দুরা।" ধর্ম্মার্থে,—পুণ্যার্থে,—গরীবের দুঃখ মোচনার্থে,—এবং কেহ কেহ বা নাম লাভের আকাঙ্ক্ষায়,—কেহ কেহ বা আমোদ করিবার অভিলাষে ভিকারীকে ভিক্ষা দিতেন; এখনও কেহ কেহ দেন! কিন্তু সহর বিশেষে বেশীর ভাগেই প্রায় মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পল্লিগ্রামেও বোধ হয় ক্যারাণীরা ক্রমে ক্রমে এই পুণ্যটী লইয়া যাইবেন। কেন না, তাঁহারা হন সাহেবের লোক; সাহেবেরা রাস্তার ভিকারী দেখিলে ধরিয়া পুলিশে দেন। পুলিশের বিচারে মুষ্টিভিক্ষা উপজীবীর দশটাকা জরিমানার হুকুম হয়। এই ত ব্যাপার।—এই ত সিদ্ধান্ত।—ভিক্ষুকের অনুকূলে ইংরাজী পুলিশের বিচার ত এই পর্য্যন্ত।—ইহা দেখিয়াই সুতরাং সাহেবের লোকমাত্রেই ঐ প্রথাকে সুপ্রথা মনে করিবেন,—এটা বড় বিচিত্র বোধ হয় না।

সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। রিফাইন ভিকারী কি প্রকার, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দর্শন করিতে হইবে। রিফাইন ভিকারী সাধারণ দলে বড় অধিক পাওয়া যাইবে না। দুশ্চরিত্র স্কুলবয়েরা এবং দেউলে বাবুর ছোট

ছোট বাবু-ছেলেরা শীঘ্র শীঘ্র বাবু হইবার দুরাশায় "ভিক্ষা করিবার জন্য" দেশহিতৈষী সাজে! আগেকার একঘেয়ে রকমের ভিক্ষাতে এখন আর বড় রং নাই, আদর নাই, তাদৃশ মুনাফাও নাই! যাহা কিছু আছে, তাহা অতি অল্প! তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাবু হওয়া যায় না! লাফাইয়া বাবু হওয়া যাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সেকালের একঘেয়ে ভিক্ষাতে তাহাদের মনের আশা পূর্ণ হয় না। তাদৃশ বাবুর বাবুগিরীগুলা, নিতান্ত ছোট কথা নয়! যেমন আকাঙ্ক্ষা, তেমনি উপার্জ্জন হওয়া আবশ্যক! লেখা পড়ার জোর, পিতৃ-পিতামহের ভাল সময়ের নামের জোর, কোন কোন স্কুলে উষ্ণ শোণিতের শক্তিতে গায়ের জোর,—তিন জোর একত্র! বুদ্ধির অভাব হয় না! কাজেই সেইসকল দলের মস্তকে রিফাইন-কেতার ভিক্ষার প্রণালীর উদয় হইয়াছে। সভা, লাইবোরী, মেয়েস্কুল, ধর্ম্মসমাজ, ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি উপদ্রবে যাহাদের অত্যন্ত কষ্ট,—তাহাদিগকে কিছু সাহায্য দেওয়া,—ইত্যাকার নানা প্রকার নবীন নবীন সাধুকার্য্য উপলক্ষে সাধারণের নিকটে বাবু লোকেরা ভিক্ষা করেন। ইহার নাম রিফাইন ভিক্ষা। যাঁহারা এই প্রকারে ভিক্ষা করেন, তাঁহারা রিফাইন ভিকারী। আমরা যদি রহস্য করিয়া এমন কথা বলি, কেহ হয় ত তাহাতে আমাদের উপর রাগ করিবেন না।

এই রিফাইন ভিক্ষার ভিতর আরও এক প্রকার চমৎকার কৌতুক আছে। পূর্ব্ব সম্ভ্রমের নামের জোরে যাঁহারা দেশের হিতের জন্য ভিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভিক্ষা,—প্রায়ই আইসে।

যাহাদের নাম গন্ধ কিছুই নাই,—তাহারাও দেশহিতৈষীর দলে গণ্য হইয়া দেশহিতৈষীতার আবরণে অনায়াসেই মনের মত ভিক্ষা পায়। ইহা অবশ্যই রিফাইন কেতার ভিক্ষা। এপ্রকার ভিক্ষার মধ্যে কতগুলি ঠিক,—কতগুলি তাহার বিপরীত, সম্পূর্ণ রূপে তাহা বুঝিয়া নিরূপণ করা এক্ষণকার বাজারে অত্যন্ত দুরূহ।

গ্রন্থাদি প্রচার কল্পেও রিফাইন প্রণালী প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুদ্ধ ডাকমাশুল লইয়া বহুমূল্যের পুস্তক বিনামূলে দান করা; একখান সমান্য পুস্তক অথবা সম্বাদপত্রের গ্রাহক হইলে সেই সেই গ্রাহককে বহুমূল্যের বস্তু উপহার দান করা ইত্যাদি প্রণালী নূতন শুনা

যাইতেছে।—ইহাও অবশ্য রিফাইন কেতা। এ প্রথা দ্বারা সাহিত্য-সংসারের উপকার হইতেছে কি না, সাহিত্যসংসার তাহা গণনা করিবেন।

কোন কোন শিক্ষকের মুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তিনি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে বলেন, পুর্ব্বোক্ত প্রকারের গ্রন্থ অথবা সম্বাদপত্রাদির গ্রাহক সংগ্রহ করিব, এ পদ্ধতিটীও রিফাইন কেতার ভিক্ষা করা।—ন্যায়শাস্ত্রানুসারে তর্ক করিলে ঐ মীমাংসাই শেষ দাঁড়াইবে। প্রথাটী যে দিন হইতে সমুত্থিত হইয়াছে,—বহু লোকে যদি তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এতদুর প্রবল হইয়া উঠিত না।

বাবু হংসরাজ ঐ সকল প্রকারের কোন প্রকারের ভিক্ষা অবলম্বন করিবেন, এই অভিপ্রায়েই পশ্চিম রাজ্যে ভাল ভাল জুয়াচুরী করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। বঙ্গদেশেই ঐ সকল ভিক্ষা ভাল চলে। অন্যদেশে এমন হয় না। হংসরাজ আপনার বুদ্ধিবলার্জ্জিত জুয়াচুরীশ্রমার্জ্জিত কতকগুলি অর্থ বঙ্গদেশে আনায়ন করিয়াছেন। পাওনাদার মহাজনেরা হতাশ হইয়া ঘুমাইয়াছেন,—কিন্তু ছোট ছোট মহাজনেরা কিম্বা দোকানদারেরা ঘুম দিবার সময় পায় না, তাগাদা করে,—দেখা পায় না, ফিরিয়া যায়; তথাপি নিকটের লোকেরা প্রায় প্রত্যহই তাগাদা করে, দূরের লোকেরা কিছু বিলম্বে বিলম্বে তাগাদা পাঠায়, তাগাদা বন্ধ হয় না।

হংসরাজ সাত রাজার দেশ মারিয়া ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাওনাদারেরা তাগাদাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে দেয় নাই,—তাগাদা তাঁহার বাড়ীতেই বিরাজ করিতেছিল, এই বার তাগাদার খোদ বাবু হাজির। রোজ রোজ অনেক লোক তাগাদায় আইসে,—কিছুই পায় না,—গাল গালী দিয়া চলিয়া যায়। হংসরাজ তাহাতে বড় একটা কাণ দেন না। কত লোক আসিল,—কত লোক ফিরিল,—কত লোক কাঁদিল,—কত লোক শাসাইল,—হংসরাজ তাহা দেখিলেন,—হংসরাজ তাহা শুনিলেন। লোম কাঁপিল না,—সেই ঘোলওয়ালা গোয়ালা এবং তেলওয়ালা কলু বারম্বার তাগাদা করিল,—পাইল না। দিন কতক খুব প্রচার হইয়াছিল, একজন শুঁড়ীর বেহারা সাবেক মদের টাকার দরুণ রাস্তায় তাগাদা করিয়া হংসরাজকে আগাগোড়া জুতার প্রহারে বেদম্ করিয়াছিল। উদারস্বভাব হংসরাজ তথাপি শুঁড়ীর দেনা পরিশোধ করেন নাই। আহা! লোকটার

জন্য দুঃখ হয়।—হাতে তখন টাকা ছিল,—কিছু কিছু করিয়া দিলে সকলকেই হয়ত থামাইতে পারিত,—কিছুই দিল না,—অপমানের কিছুমাত্র বাকী রহিল না,—তথাপি যেন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। লোকে বলে, জুয়াচোরমাত্রেই ঋণ-ছ্যাচোড় হয়।—পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিতেও পরিশোধ করে না। কেন করিবে?—যাহার যাহা লইব,—এজন্মে আর তাহাকে তাহা দিব না;—এই অপূর্ব্ব সংকল্পে যাহাদিগের ব্রত আরম্ভ, তাহারা যদি দ্রব্য লইয়া মূল্য দেয়, কিম্বা ঋণ লইয়া ঋণ পরিশোধ করে, কিম্বা যদি চুরী করিয়া চোরামালগুলি মাথায় করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে ফিরিয়া পৌছিয়া দেয়, তাহা হইলে জুয়াচোর নামের গৌরব থাকিবে কেন?—চুরীর গৌরব, জুয়াচুরীর গৌরব যে সকল লোকের হৃদয়ের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধা,—তাহারা যদি তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মের অপলাপ করিতে সাহসী হয়,—তাহা হইলে সহর-দেবতা গ্রাম্য-দেবতা ধর্ম্মরাজের জম্‌কাল নামে কলঙ্ক পড়িবার ভয় থাকিত।

যাহারা জুয়াচুরী করে, তাহারা পাপী।—ধার্ম্মিকেরা এই কথা বলেন। যাহারা ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরী করে, তাহারা যে কত বড় পাপী, ধার্ম্মিকেরা তাহার সীমা করিতে পারেন না।—আমাদের এই অভাগা দেশে আজ কাল ধর্ম্মের নামেও ভিতরে ভিতরে জুয়াচুরী চলিতেছে।—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান্, কি ব্রাহ্ম, কি আর কিছু, কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইতেছে না। ধর্ম্মকে লইয়া খেলা করিতে গেলেই সমাজের গায়ে আঘাত লাগে।—সমাজের অপরাপর ব্যবহারে জুয়াচুরী চলিতেছে,—ধর্ম্মটী যদি খাঁটী থাকে তাহা হইলে ক্রমেই জুয়াচুরী কমিয়া যায়, যত দিন তাহা না হইবে, ততদিনে সমাজ সংস্কারের আশা বড় একটা নিকটে আসিবে না। জুয়াচুরী নিবারণের জন্য কিম্বা জুয়াচুরী বাড়াইবার জন্য বঙ্গীয় যুবকগণ যে প্রকার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অনেক স্থলেই ফল হইতেছে,—শুধু কেবল বাঙালীর মুণ্ডু!

অষ্টম কাণ্ড।

(সমাজ কল্পে।)

এইবারে মুণ্ডুমালা।

হংসরাজ একটী সভা করিয়াছেন। কলিকাতার গঙ্গাপারে ভাঙ্গা বাংলায় নহে, হংসরাজ সে বাংলাটীর মায়া ছাড়িয়াছেন।—তেল ঘোল ইত্যাদি দুরন্ত জিনিসেরা তাঁহাকে ঐ বাসস্থানটী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে! হংসরাজের মাতা আপনার অবশিষ্ট পরিবারগুলি লইয়া হংসের পরিত্যক্ত বন্ধুকী ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন। পূর্ব্ব বর্ণিত পরিবারেরা সকলেই জীবিত,—সকলেই শুষ্ক,—সকলেই বাধ্য। বেশীর ভাগে যোগ হইয়াছে একজন আধমরা সরকার। সেই সরকার এক একবার গোমস্তা হয়,—এক একবার খানসামা হইয়া ঘর সংসারের পাটঝাঁট করে, এক একবার বাজারসরকার হইয়া অর্দ্ধ পয়সার তৈল, অর্দ্ধ পয়সার লবণ, সিকি পয়সার লঙ্কা ইত্যাদি নিত্য নিত্য দোকান হইতে নগদ কিনিয়া আনিয়া দেয়। সরকারের বেতন আছে ২॥০ টাকা। ইহা ছাড়া খোরাক পোশাক। খোরাকের কথিত বন্দোবস্ত এই প্রকার,—যে দিন বৈকালে রন্ধন হইবে না, সে দিন সরকার রাত্রিকালে উপবাস করিবে। দিনের বেলা যে দিন নিমন্ত্রণ থাকিবে, সরকার সে দিন খোরাকীর পয়সা নগদ আনিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিবে। গৃহিণীকে জানাইয়া নিমন্ত্রণে গেলে মূল্য দিতে হইবে না।—নতুবা যে কারণেই হউক, একবেলা সরকারের গরহাজিরীতে ভাত নষ্ট হইলে, বেতন হইতে মূল্য কাটিয়া লওয়া যাইবে; এই নিয়মে সরকার নিযুক্ত! কথা আছে বেতন আড়াই টাকা।—সরকার পাঁচমাস কাজ করিতেছে, পাঁচ অর্দ্ধেক আড়াই পয়সাও প্রাপ্ত হয় নাই। একবার জ্বর হইয়াছিল,—সাত দিনের পর একজন হাতুড়ে ডাক্তার ডাকা হয়, তাহার ।০ চারি আনা ভিজিট সরকারের ভোজনের থালা বন্ধক দিয়া পরিশোধ করা হইয়াছিল।

হংসরাজের মাতার কিছু টাকা ছিল। মাতা অর্থে—গর্ভধারিণী মাতা নহেন,—কলমের চারা রোপণকর্ত্রী। হংসরাজ পলায়ন করিবার পাঁচ সাত দিন পরেই গৃহিণীঠাকুরাণী সরকারী খরচে এই সরকার নিযুক্ত

করিয়াছেন। যাহাই করুন, দেশের মানুষ দেশে আছেন;--সুখে থাকুন, হংসরাজ এখন গেলেন কোথা ?

হংসরাজ বড় নিকটে নাই। তাগাদার জ্বালায় পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশের আইন বর্জ্জিত,—ইংরেজের আইন বর্জ্জিত মানভূমজেলার ক্ষুদ্র এক গ্রামে গিয়া হংসরাজ এক সভা করিয়াছেন। সভার আসবাব পঞ্চরং।—সভার উদ্দেশ্যও পঞ্চরং।—নিগূঢ় কথায় এই সভাকে আকাশ-ফোঁড়া সভা বলিয়া বুঝাইলে পাঠক মহাশয়েরা শীঘ্র ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন। সভা আকাশ ফোঁড়া।—কখন বিদ্যুতের মত একটু একটু দেখা যায়,—কখন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অনুভূত হয় না। সভার নাম "হট্টভঙ্গিনী সভা।"

উদ্দেশ্য পঞ্চরং,—একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সভায় অনেক রকম বক্তৃতা হয়। অনেক রকম অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ পায়।—অনেক রকম রং বেরং চিঠিপত্র লেখা হয়।—কুক্কুট মাংস রন্ধন হয়।—মধ্যে মধ্যে পয়সা জুটিলে সুরাদেবীর সেবা হয়।—হট্টভঙ্গিনী-সভার এত কাজ।

একদিন একব্যক্তি সেই সভার একখানা মোহর করা চিঠি রাস্তার কুড়াইয়া পায়। চিঠিতে হট্টভঙ্গিনী-সভার সম্পাদকের সাক্ষর মোহর। হয় ত সেই চিঠিখানা ডাকে পাঠান হইতেছিল, পথে পড়িয়া গিয়াছে। চিঠিতে লেখা ছিল বড় চমৎকার চমৎকার কথা।—

চিঠি বলিতেছে, "মহাশয়ের তুল্য ধন্য, বদান্য, অগ্রগণ্য, দাতা, মহাত্মা, ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীতে নাই। আমরা শতাধিক বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া এই "হরিবোল্" নামক ক্ষুদ্রগ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছি। সেই বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী লাইবোরী আছে। লাইব্োরীর কাজের শৃঙ্খলা করিবার জন্য ভাল ভাল লোকের যত্নে "হট্টভঙ্গিনী" নামে এই গ্রামে একটী সমাজসংস্কারিণী-সভা সংস্থাপন করিয়াছি। মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত মাসে মাসে আমাদিগকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলে শীঘ্রই আমরা বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালক-বিদ্যালয় বাড়াইয়া দিব। আরও শীঘ্র একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপনেও সংকল্প আছে। অতিথিশালা স্থাপন করিব,—নিকটে বাজার বসাইব,—রাস্তা ঘাট বাঁধাইয়া দিব,—যাহাতে দেশের কল্যাণ হয় মহাশয়ের

নাম ও মহাশয়ের প্রসাদে তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইতে পারিব। এ কার্য্যে মহাশয়ের নাম জগত সংসারে ধন্ত ধন্য হইবে। বালক-বিদ্যালয়ের মাথার উপর সোনার অক্ষরে মহাশয়ের নাম খোদাইয়া দিব।”

সভা করিয়া অবধি হংসরাজ এখন বীরেশ্বর সরস্বতী নামে ভেকধারী হইয়াছেন। তিনিই হট্টভঙ্গিনী-সভার সম্পাদক। আরও বড় জোর পাঁচ সাত জন ইয়ার গোছের কাঁচা কাঁচা জুয়াচোর এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। উহারা ঐ প্রকার চিঠিপত্রে সহর ও মফঃস্বলের বড বড় লোককে ঠকাইয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যের নাম করিয়া টাকা লইয়া মদ খায়। এই তাহাদের সভা,—এই তাহাদের বিদ্যালয়,--এই তাহাদের লাইবেরী,—এই তাহাদের মুণ্ডু!

সভা আছে,—গ্রামের লোকেরা তাহা জানে না।—বিদ্যালয় আছে, সেখানে ছাত্রছাত্রী যায় না।—লাইবেরী আছে,—সেখানে কাগজের গন্ধমাত্র নাই।—সভা আছে,—সেখানে মাঝে মাঝে কেবল জুয়াচুরীর বুদ্ধি আঁটা আর মদমুর্গীর শ্রাদ্ধ করা ভিন্ন কোন কার্য্যই নাই।—অথচ মফঃস্বলের বড় বড় জমিদারদের নামের বড় বড় চিঠিরা বলে, “আছে। আছে।—আছে।—” আছে।—আছে।—আছে।—বাস্তবিক ঠিক যেন আছে সব,—কিন্তু ফলের বেলা দেশহিতৈষীতার পোশাক পরিয়া,—বায়সগাত্রে ময়ুরপুচ্ছ ঢাকা দিয়া,—দূরদূরান্তরবাসী যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ধনবান্ ভাল মানুষগুলিকে পদে পদে ঠকাইয়া বদমাস্ দলের ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া,—প্রশ্রয় দেওয়া,—তাহাদের জুয়াচুরী মতলবকে বাড়িতে দেওয়া,—তিলমাত্রও উচিত নহে। যেথানে যেখানে সত্য সত্য ঐ প্রকার বিদ্যালয ইত্যাদি আছে, সেখানেও অন্য জুয়াচোরে সেই বিদ্যালয়ের উন্নতির ছল করিয়া বড় লোকের নিকট টাকা ঠকাইয়া লয়;—ইহাও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। হংসরাজ মধ্যে মধ্যে শুনাইবার পাত্র ছিলেন না, সর্ব্বদাই তিনি দেখাইতেন, কেমন করিয়া রিফাইন কেতার জুয়াচুরী শিক্ষা করিতে হয়। ইত্যগ্রে আমরা যে রিফাইন ভিক্ষারীর কথা বলিয়াছি, তাহারা রিফাইন কেতার ভিক্ষা করে; কিন্তু এই হংসরাজের দলের তুল্য জুয়াচোর দল প্রকারান্তরে ঐরূপ ভিক্ষা করিবার অছিলায় পদে পদেই জুয়াচুরী করে।—ভাল মানুষের সর্ব্বনাশ করে।—বুকে বসিয়া দিনের বেলা

An hour of morning is worth two at night.

ডাকাতি করে। এ প্রকার বদমাস্ জুয়াচোর আমাদের এই বঙ্গদেশে কত আছে,—মিথ্যা মিথ্যা সৎকার্য্যের ছল করিয়া প্রদেশস্থ সদাশয় ধনপতিগণের বহুপ্রয়োজনীয় অর্থ অকারণে শোষণ করে,—সেই অর্থে মদ খায়, সেই অর্থে দাঙ্গা করে,—সেই অর্থে বেশ্যা পোষে,—সেই অর্থে বিবাদ বাধায়,—সেই অর্থে মকর্দ্দমা করে,—সেই অর্থের জোরেই গ্রামের ভিতর দৌরাত্ম্য করিতে সর্ব্বক্ষণ অগ্রসর। এ দলকে ছিন্নবিছিন্ন করা দেশের লোকের এতদূর কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার জন্য ফৌজদারী আদালতের সাহায্য লওয়াও নিতান্ত অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।

হংসরাজ ভিক্ষা করিয়া খায়।—ভিক্ষার কথাটা শ্রবণ করিতে কাহারও যদি কষ্টবোধ হয়;—কেন না, পূর্ব্বে বড় লোকের দত্তকপুত্র ছিল, নিজেও খুব বাবু হইয়াছিল, তাহার পক্ষে ভিক্ষা কথাটা বড়ই কষ্টকর।—বড়ই অপমানের কথা।—অত অপমান অপেক্ষা বরং অবলম্বিত ব্যবসায়ের আগেকার উপাধিটীই ভাল,—যথা হংসরাজ জুয়াচোর। এক একবার এই উপাধিটাকে আর এক চক্র ঘুরাইয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যেরা মনুষ্যলোকে বিলক্ষণ হট্টগোল লাগাইত। সকলের সম্মুখেই উপাধি,—জুয়াচোর হংসরাজ।

হংসরাজের পক্ষে এ উপাধিটী ভাল! হংসরাজ ভিক্ষা করিয়া খায়, একথাটা ভাল নয়। হংসরাজের ইয়ারেরা ভ্রমক্রমে মধ্যে মধ্যে বীরেশ্বর বলিতে হংসরাজ বলিয়া ফেলে,—হংসরাজ তখন কাঁপিয়া উঠেন!

রিফাইনভিক্ষা এবং রিফাইন জুয়াচুরীর অনেক কাণ্ড বিলাত হইতে আসিতেছে। যেখানে যে দেশের লোক অধিক আইসে, সে খানে সে দেশের লোকের ভাল মন্দ, গুণ দোষ সব রকম আমদানী হয়। তাহা বারণ করিবার উপায় নাই। ইংরেজ কি প্রকারে জুয়াচুরী করে,—ইংরেজের মেমেরা কি প্রকারে চুরী করিয়া বেড়ায়,—মেমেরা কি প্রকারে পতির প্রেমে জুয়াচুরী করে,—ইত্যাকার অনেক প্রকার বিভৎসসংবাদ ইংরাজী ছাপার কাগজে ছাপিয়া দেওয়া হয়। এ দেশের উন্মত্ত যুবকেরা তাহা পাঠ করিয়া যদি ঘৃণা বোধ করেন, তাহা হইলে এ দেশের তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু তাঁহারা করেন কি?—শীঘ্র শীঘ্র অণুকরণের আগুণ জ্বালিয়া আমাদের অন্তঃপুর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। পাঠকদলের মধ্যে যাহারা যাহারা

প্রভাতের একঘণ্টা রাত্রির দুইঘণ্টার সমান

ঐ প্রকারের নূতন নূতন দুষ্কার্য্যের সূত্র অন্বেষণ করে,—তাহারা ঐ সকল সভ্যদেশ প্রসূত নূতন বিবরণ পাঠ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সভ্য হইতে ধাবিত হয়,—ক্রমশঃই বাঙালীর মুণ্ডু হইতে বৃদ্ধি হয়।

বিলাতী জুয়াচুরীর মধ্যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প আছে। একবার এক-বিবি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহুলোকের অনেক বহুমূল্য দ্রব্য চুরী করিয়াছিল। কেহই ধরিতে পারে নাই। সমস্ত পুলিশে হুলিয়া ছিল,—ওয়ারেণ্ট ছিল,—সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ছিল,—তথাপি ধরা পড়ে নাই। একবার গোয়েন্দার বিশেষ সন্ধানে এক রেলওয়ে ষ্টেশনে সেই বিবি ধরা পড়ে। যিনি ওয়ারীণ লইয়া ধরিতে যান, সেই ইনেস্পেক্টর সাহেব বিবিকে সেলাম করিয়া ওয়ারেণ্ট দেখাইলেন,—বিবি সমস্তই কবুল করিলেন,—ধরা দিলেন,—হাতে একটী ব্যাগ ছিল,—ব্যাগের মধ্যেই চোরা মাল ছিল, চোরবিবি সেই সকল চোরা মালের তল্লাসীর জন্য ইনেস্পেক্টরের হস্তে ব্যাগের চাবিটী দিলেন!—দেখুন সকলে চোরের কতদূর ঔদার্য্য।

ব্যাগের চাবী খুলিয়া ইনেস্পেক্টর সাহেব চোরা মাল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্যাগের ভিতর খান কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরসা রুমাল পাট করা ছিল। ইনেস্পেক্টর হুম্ড়ী খাইয়া ব্যাগের জিনিস দেখিতেছিলেন, পাঠ করা রুমালগুলি একে একে সরাইতেছিলেন,—নাসারন্ধ্রে সেই সকল জিনিসের ও সেই সকল রুমালের গন্ধ প্রবেশ করিতেছিল,—ক্ষণকাল মধ্যেই তত লোকের মাঝখানে ইনেস্পেক্টর সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বিবি সচ্ছন্দে আপনার ব্যাগ লইয়া, তত লোকের মাঝখানে নির্ভয়-হৃদয়ে, দ্বিতীয় ট্রেনে আরোহণ পূর্ব্বক অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। এই প্রকার বিলাতী জুয়াচুরী কাণ্ড সংবাদপত্রে ছাপা হয়। সকল দেশেই দুষ্ট লোক আছে,—দুষ্ট লোকেরা দুষ্টকার্য্যের অনুকরণ করিতে বড়ই যত্নবান্। বিবির দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশের রাজমহলেও ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক মেল গাড়ীতে মুসলমান্ জুয়াচোরের দ্বারা ক্লোরফর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়াছিল, শুনা গিয়াছে। লক্ষণে বোধ হয়,—ইংরাজি লেখাপড়ার বেশী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জুয়াচুরীটা বাড়িয়া উঠিবার কোন প্রকার বাঁধা বাঁধি সম্বন্ধ আছে।

শুধু কেবল জুয়াচুরী বলিয়া নয়,—অনেক রকমেই বাঙালীর মুণ্ডু প্রকাশ

হইতেছে। সাহেব যাহা করে,—সাহেব যাহা মানে,—সাহেব যাহা বলে, তাহাই ভাল আর সমস্তই মন্দ। ইংরেজী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়ে এই জ্ঞান লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। এ সকল যুবকের পদে পদেই মতিভ্রম ঘটিতেছে। তাঁহারা সমাজ সংস্কার করিতেছেন,—যত্ন বৃথা হইতেছে,—বকাবকি সার হইতেছে,—দশের কাছে অপযশ ভাজন হইতেছেন, ফল কিছুই হইতেছে না। তাঁহাদিগের বক্তৃতার স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন প্রকার লব্ধফলের নাম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বড় দুঃখেই পারিতে হইবে,—বড় দুঃখেই বলিতে হইবে,—ফল হইতেছে,—শুধু কেবল বাঙালীর মুণ্ড!

সমাজসংস্কারের বিস্তর উলট্ পালটের চেষ্টা হইতেছে, সকল কথা বলা এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য হইবে না। অনেক বলিবার আছে,—সময় পাইলে বলিব। আজ কেবল একটী সূক্ষ্ম কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উপসংহার হইবে।

সূক্ষ্ম কথাটী "Female Emencipetion!" নারীগণের স্বাধীনতা! আমাদের দেশে অন্য দেশের নারীর কথায় কিছুমাত্র দরকার করে না, বঙ্গীয় নারীর স্বাধীনতা-দানের জন্য জন কতক বঙ্গীয়যুবক অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন,—তাহাতে যে কি প্রকার ফল হইবে,—আপাততঃ গোটাকতক দৃষ্টান্তেই তাহা কলিকাতার লোকে দর্শন করিতেছেন। বঙ্গবাসীর এপ্রকার পাগ্‌লামী অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। নারীগণকে বেশী স্বাধীনা করিবার লোভে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণের মাথা খাইয়া ফেলিয়াছেন। কুলবধূরা কুলকন্যারা পতি ও পিতার পুংলিঙ্গান্ত উপাধি ধারণ করিতেছে। যথা,— কাদম্বিনী বসু, বিলাসিনী কারফর্ম্মা ইত্যাদি। শূদ্রা কন্যার নামের পূর্ব্বে অথবা পরে আর বড় একটা "দাসী" বসে না। যে কন্যার পিতার উপাধি দাস, অথবা যে বধূর পতির উপাধি দাস, সে কন্যাকে অথবা সে বধুকে দাসী বলিবার যো নাই। দাসী বলিলেই ঐ প্রকারের যুবক দল লাঠি তুলিয়া বসিবেন। দাসের কন্যাকে অথবা দাসের পত্নীকে দাসী বলিতে পারা যাইবে না, দাস বলিতে হইবে। ব্যাকরণের এমন দুর্গতি বঙ্গীয়নারীগণকে স্বাধীন করিবার জন্যই বোধ হয় বঙ্গবাসীগণ নির্লজ্জ নয়নে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছেন।

অনাহারে থাকিবে, অথাপি ঋণ করিও না।

যাহারা বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের মূলমন্ত্র "ভারত-উদ্ধার"! এই হাস্যকর কথাটা উঠিয়াছে। বক্তৃতাওয়ালাদের ঐটা হুজুকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, সকলেই বলে ভারত উদ্ধার! সকলের মুখেই ভারতউদ্ধার! এ উৎপাত কতদিনে পুরাতন হইয়া যাইবে, আমরা শীঘ্র শীঘ্র সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। ভারতউদ্ধার বাদে যে সকল গুরুতর কার্য্যভার বঙ্গবাসীর মস্তকের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, যত্ন করিলে যে সকল কার্য্য অনায়াসেই সংসাধিত হয়, অযত্ন করিয়া সেই সকল কার্য্যের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি করা হইতেছে। সমাজের যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, সে দিকে অন্ধ থাকিয়া অকল্যাণের দিকেই বেশী লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। প্রথা যাহা বলিবে, বক্তৃতার কথা তাহার বিপরীত বলিবে, কথা অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই,—বৃথা আস্ফালন করিয়া কেবল স্বদেশের আত্ম লোকের পরকাল খাইবার চেষ্টা। ভাল বক্তারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন,—যাঁহারা স্বদেশের তত্ত্ব জানেন,—সমাজের তত্ত্ব বলেন,-তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু যাহারা শূন্যগর্ভ ভারত উদ্ধারের ধুয়া তুলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে একটু শান্তকরা নিতান্ত আবশ্যক। ভালর নামে ভালর দিকে শূন্য, মন্দের দিকে ফাজিল। এ প্রকার অলক্ষণকে লোকে আর কি বলিয়া সুলক্ষণ ভাবিবে? কাজেই অনেক লোকে প্রায় সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, সমাজসংস্কারের নামে যাহা কিছু দেশের উপকারের চেষ্টা হইতেছে, আর্সী দিয়া মুখ দেখিলে বোধ হয় অনেকেই দেখিবেন, ঠিক যেন বাঙালীর মুণ্ডু! ভিতরে ভিতরে অনেক জায়গায় আঁকা রহিয়াছে,—বাঙালীর মুণ্ডু!

সম্পূর্ণ।

সুখের সংসার।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৩

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

সূচনা।

—:০:—

সংসার দুঃখের আগার। এখানে সুখের সম্পর্ক নাই,—শান্তির লেশমাত্র নাই,—এই কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাই। তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শী পবিত্র পারলৌকিক তত্ত্বে মুগ্ধ, সংসার তাঁহার নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, তিনি বলিতে পারেন, "সংসার দুঃখের আকর,—সংসার স্বতঃই দুঃখময়।" কিন্তু পাঠক! তুমি আমি সংসারবাসী,—ঘোর সংসারী, তোমার আমার মুখে একথা কি শোভা পায়?

শোভা পায় না সত্য,—একথা আমাদের বলা বাতুলতা বা দাম্ভিকতা মাত্র, কিন্তু আমরাও ত সুখের মুখ দেখিতে পাই না। সংসারে যদি সুখ থাকিবে, সংসারে যদি শান্তি থাকিবে, তাহা হইলে সে সুখভোগ,—সে শান্তিসম্ভোগ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে না কেন?

সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না বটে, কিন্তু সে দোষ সুখের বা সংসারের নহে,—দোষ আমাদের। যাহা যাহা হইলে, যে ভাবে সংসার করিলে যে ভাবে চলিলে সংসার সুখের হয়, তাহা আমরা জানিনা, বা জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠান করি না, সেই জন্য সংসারে আমরা সুখ পাই না। সুখ যে আপনা হইতে আমাদের উপাসনা করিবে,আপনা হইতে আমাদের ভাগ্যে গড়াইয়া পড়িবে, এরূপ স্বভাব সুখের নহে। আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া সুখের সংস্থান করিতে হইবে, আয়াস স্বীকার করিয়া সুখী হইতে হইবে, নতুবা দুঃখভোগ এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

যে বিষয় অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল, তাহা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের নহে। বর্ত্তমান সময়ে এই পতিত প্রায় ভারেত ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের সকলই ছিল, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শিক্ষক এই বিষয়ে ছাত্রকে শিক্ষিত করিতেন। কালে সে সকল শিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর সে জ্ঞানবিদ্যা এখন অতীতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্যই আমাদের এ দুর্দ্দশা!

পাশ্চত্য পণ্ডিত মণ্ডলীও এ বিষয়ের তত্ত্ব আবিষ্কারে সামান্য অধ্যাবসায় প্রদর্শন করেন নাই। অধুনা তাঁহাদেরই আবিষ্কৃত তত্ত্বের ছায়া মাত্র লইয়া সুখের সংসার লিখিত হইল। দুঃখের বিষয়, ইহা যে ভাবে যে প্রণালীতে লিখিবার আমার ইচ্ছা, স্থানের অপ্রাচুর্য্যতা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, সময়ান্তে এ বিষয়ের যথাসাধ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক রচনায় Elements of social science, J. S, Mill's Political Economy, Malthus on Population, প্রভৃতি গ্রন্থই প্রধান অবলম্বন।

যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে,—সংসারে যে ভাবে জীবনযাপন করিলে অদৃষ্টে সুখসম্ভোগ ঘটে, তাহা কথঞ্চিৎ বর্ণন করিবার জন্যই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থনিবদ্ধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠানকারীর অদৃষ্টে সুখসম্ভোগ সংঘটিত হইবে বলিয়াই, এই গ্রন্থের নাম হইল—

সুখের সংসার।

গ্রন্থকারস্য।

সুখের সংসার।

বিবাহ।

জীবনে তিনটী কার্য্য বড় গুরুতর। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যও সেই তিনটী মাত্র কার্য্যে প্রকাশিত। এই তিনটী কার্য্য যথাক্রমে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই তিনটী কার্য্য যথাযথ নিয়মে সাধিত হইলেই সংসার সুখের হয়। কথাটা—প্রথমতঃ একটু কঠিন বলিয়া বোধ হইল, একটু অভিনিবেশ সহকারে ইহার তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেই একথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

বিবাহ—একটী বিষম ব্যাপার! বঙ্গে বিবাহ বালকের ধুলাখেলার ন্যায় সম্পাদিত হয় বলিয়া, বিবাহের গুরুত্ব বঙ্গবাসী প্রায়ই বিবেচনা করেন না বলিয়া, পরিণামে বঙ্গবাসীকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই এই প্রস্তাব।

যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে ধরার অস্তিত্ব, স্রষ্টার সৃষ্টি রক্ষায় যে কার্য্যই এক মাত্র অবলম্বন, তাহা মানব মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। এই কার্য্যের নামই বিবাহ! মানবের সুখদুঃখ আবার বিবাহের সহিত এত নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে, সামান্য মাত্র ব্যতিক্রমে সমস্ত জীবন দারুণ দুঃখে কাটাইতে হয়।

স্বামী ও স্ত্রীনির্ব্বাচন বিবাহের প্রধান অঙ্গ। স্বামীর যেরূপ স্বভাব, যেরূপ চরিত্র, যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি; স্ত্রীরও সেই রূপ স্বভাব, সেইরূপ চরিত্র এবং সেই সেইরূপ যদি বিদ্যাবুদ্ধি হয়; তবেই সেই বিবাহ সুখের হয়। বঙ্গের অধিকাংশ দম্পতীর মধ্যে যে সর্পনকুলের স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়, কেবল এই নির্ব্বাচণের দোষের জন্য, সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের নির্ব্বাচণে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধুনা পাশ্চত্য প্রথায় যেরূপ "কোর্টসিপ" বিধি ব্যবস্থিত আছে, তাহার আমি অনুমোদন করিতেছি না, তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বামী ও স্ত্রীর স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে গুরুতর সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধজ্ঞান তাঁহাদিগের থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

পূরাকালে আর্য্যজাতির মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, কন্যা স্বয়ং স্বীয় ইচ্ছামত উপযুক্ত বরে বরমাল্য প্রদান করিতেন, অধুনা স্ত্রীজাতীর তাদৃশ স্বাধীনতা কোথায়? পাত্র নির্ব্বাচণ এখন অর্থলোলুপ ঘটক অথবা অর্থাকাঙ্ক্ষী কুলাভিমানী পিতা মাতার প্রতি নির্ভর করিতেছে। কেহ বা প্রভূত অর্থলালসায় উচ্চমূল্যে কন্যা বিক্রয় করিতেছেন, কেহবা জাত্যাভিমানী মূর্খ কুলীনের সহিত স্বিয় কন্যার বিবাহ দিয়া নিজে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন, ফলও তদ্রূপই হইতেছে। এইরূপ অবৈধ বৈবাহিক প্রথার প্রবর্ত্তণে সমাজের যেরূপ গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, তাহা পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কন্যা ও পাত্রের এরূপ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত যে, তাহারা উভয়ে তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। স্বামী হয়ত স্ত্রীকে আপন দাসী বা তুচ্ছ উপভোগ্যা রমণী মাত্র বিবেচনা করিলেন; স্ত্রী হয়ত স্বামীকে কৃতান্তের সহোদর বা কেবল স্বর্গের ঈশ্বরের মূর্ত্তি, অথবা প্রভু বলিয়া বিবেচনা করিলেন; এরূপ জ্ঞান কেবল অবৈধ বিবাহের ফল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে এরূপ বিবেচনা করিবেন যেন, তাঁহারা উভয়ে প্রত্যেক কার্য্যে সুখ দুঃখে সমান অংশভাগী। যে কোন অংশে যে কোন বিষয়ে যে কোন বস্তুতে তাঁহারা উভয়েই সমান স্বত্তাধিকারী। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এই প্রেমসূত্র—এই প্রেমবন্ধন ব্যতিত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাব জন্মে না বলিয়াই বিবাহকালে পরস্পরের নির্ব্বাচণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের আশার অনুরূপ না হইলে সেই অবিতৃপ্ত হৃদয় কখনই প্রাণ ভরিয়া সুখদুখের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং সংসারও সুখের হয় না।

দেশ কাল ও পাত্রভেদে অধুনা পাত্রির পঞ্চদশ ও পাত্রের পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ হওয়া উচিত।* আধুনিক "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নবমে চ রোহিনী" এসকল বচন ত্যাগ করিয়া "কন্যাহপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতম্" এই সারগর্ভ বচনের অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত। আধুনীক বিবাহের বিষময় ফল আর কত দেখাইব?

* জ্যোতিষে এ সম্বন্ধের উক্তি কি, দেখুন।

पञ्चविंशे तथा वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानियात् कुशलीभिषक् ॥

ইহার যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই, গৃহে গৃহে বর্ত্তমান। একাদশবর্ষীয়া কন্যার ক্রোড়ে জরাজীর্ণ আসন্নমৃত্যুর কালিমাপরিব্যাপ্ত চর্ম্মাবৃত জীবন্ত অস্থিসমষ্টি, আবার তাহারই পার্শ্বে পঞ্চদশ বা ষোড়ষবর্ষীয় রুগ্ন সংসারজ্ঞান-শূন্য অজাতশ্মশ্রু বিদ্যালয়গামী ছাত্র দেখিয়া পাঠকগণ কি মনে করেন? আরও দেখুন, ঐ যে পঞ্চদশবর্ষিয়া লাবণ্যময়ী বিষাদপ্রতিমা সাজিয়া পিতামহ তুল্য বর্ষিয়ান্ স্বামীর জন্য ম্লানমুখে অহিফেনমিশ্র-তামাকু সাজিতেছে, উহা দেখিয়াই বা আপনারা কি মনে করেন? এ সকল কি অবৈধ বিবাহের বিষময় ফল নহে? তাই বলি, সংসার সুখের করিতে হইলে বিবাহের প্রতি, পাত্রপাত্রি নির্ব্বাচণের প্রতি পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বিবাহ সুখের সংসারের মূলীভূত কারণ, ইহা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে, অবজ্ঞার বস্তু নহে।

যৌবন।

যৌবন কি?—লোকে বলে যৌবনকাল বড় সুখের! সে সুখের সময় কখন? যখন চিত্তবৃত্তি প্রকৃত স্ফূরিত ও কার্য্যক্ষম হয়, যখন ইন্দ্রিয় সমূহ স্বস্ব কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া কর্ত্তব্যপালনে প্রস্তুত থাকে, সেই সময় কাম-ক্রোধাদি যৌবনজনিত প্রবুদ্ধ প্রবৃত্তিসমূহের কুপ্রবৃত্তি পরিহার ও সদবৃত্তির পরিচালন যদি সেই যুবকের সাধ্যায়ত্ব হয়, তবে তাঁহারই যৌবন সুখের, তোমার আমার নহে।

যৌবনেই যুবক যুবতীর রেতঃসঞ্চার হয়। জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে চর্ম্মাবৃত দুইটী অণ্ড থাকে। এই অণ্ড যে চর্ম্মনলে সম্বদ্ধ, তাহা প্রায় সহস্র ফীট (প্রায় ৬৬৬⅔ হস্ত) দীর্ঘ। এই নলপথে মস্তিষ্ক হইতে বীর্য্যপ্রবাহ অণ্ড-কোষের বীর্য্যাধারে আসিয়া থাকে। বীর্য্যাধারের বীর্য্যপরিমাণ চারি

देहः चीराङ्कुरिरैव यथा वाद्यान्तकर्त्तीतः ।
युक्तप्रमाणेनानेन युमान् वा यदि वाङ्गना ॥
दीर्घेणा प्रुनवाप्नोति विचिन्त्यमहदाच्छलि ।
मध्यमं देवैरानुविंत्य हीनस्य भावनम् ॥

তোলা (4 oz) মাত্র। অভিগমনে এই রেতঃই স্খলিত হইয়া থাকে, অত্যধিক সংঘর্ষণে বীর্য্যাধার শূন্য হইলে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক হইতে রেতঃ সমাকৃষ্ট ও পতিত হয়। বীর্য্যাধারস্থিত বীর্য্যপতনে শরীরের যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, মস্তিষ্ক হইতে দুই তোলা পরিমাণে রেতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার অন্যথায় কেবলমাত্র শোণিতস্রাব হইয়াথাকে। কামুকগণের অনেকে এতদূর যথেচ্ছাচারী, যে সময় সময় শোণিত পাতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। বীর্য্যাধারে যে পরিমাণে রেতঃ সঞ্চিত থাকে, তাহার অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, বরং ইহাতে উপকার হয়, ইহার অত্যধিক পতনে শরীরের ঘোরতর অপকার হইয়া থাকে।

যুবতীর স্ত্রীযন্ত্রের উভয় পার্শ্বে দুই খানি ক্ষুদ্র অস্থি এমন ভাবে অবস্থাপিত যে, তাহার উভয় পার্শ্বে কোমল মাংস থাকায় তাহা ইচ্ছামত অপসারিত হয় এবং পুনর্ব্বার স্বস্ব স্থান অধিকার করে। যোনীগহ্বর এই অস্থির দ্বারা দৃঢ়, কিন্তু সন্তান প্রসবের সময় এই অস্থিদ্বয় আপনা হইতে অপসারিত হইয়া যোনীদ্বার প্রসস্ত করিয়া দেয়। এই অস্থিদ্বয়ের নিম্নে একখানি অতি পাৎলা চর্ম্ম আছে, এই চর্ম্ম হইতে একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া যোনীগহ্বর সর্ব্বদা শিক্ত রাখে, এই পদার্থ(Screen) থাকার জননেন্দ্রিয়ের গতাগতির কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অত্যধিক সংসর্গে এই কোমল চর্ম্ম ঘর্ষণে কঠিন হইয়া যায়, সুতরাং সেই তরল আটাবৎ পদার্থও থাকে না। বারবণিতাগণের ইহা থাকেনা বলিয়াই তাহারা নানাবিধ রোগ ভোগ করে, এবং ইন্দ্রিয়পর যুবকগণও এই কারণে উপদংশাদি নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন।

স্ত্রী-যন্ত্রের মধ্যে যে একটী ত্রিকোণ মধ্যছিদ্র চর্ম্মকীলক আছে, তাহার চারি অঙ্গুলী দূরে প্রস্রাব নল বীর্য্যনলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান, মূত্র ও বীর্য্য নল এক দ্বারপথেই প্রবাহিত, তথাপি উভয়ে একত্রে মিশ্রিত হয় না। উভয়ের আধার বিভিন্ন কিন্তু নির্গমন পথ এক৭ বীর্য্যনলের মুখ এক খানা পাৎলা চর্ম্মে সর্ব্বদা আবৃত থাকে (পুরুষেরও)। পুং যন্ত্রের অগ্রভাগ (Glans) সেই চর্ম্মে সংলগ্ন হইলেই শরীর মগ্ন ও স্বাত্বিকভাব উদিত হয়। ক্রমশঃ এই ভাবের আবির্ভাব হইলেই সেই চর্ম্মাবৃত দ্বার আপনা হইতে উদ্ঘাটিত

হইয়া রেতঃস্খলন হয়। অনেক স্থানে স্ত্রীযন্ত্রে সংঘাতাভাবে রেতস্খলন হয় না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে,উভয়ের রেতঃই নির্গত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুই যৌবনজ্ঞাপক। স্ত্রীযন্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত না হইলে ঋতু হয় না।

অনেক স্থলে অষ্টাবিংশ বা বিংশবর্ষ বয়স্কার শরীর দশ বা একাদশ বৎসর বয়স্কা বলিকার অনুরূপ। তাহাদের শরীরের স্ফূর্ত্তি (Devlopement) প্রভৃতি, যাহা যাহা যৌবন সঞ্চারের প্রতিপোষক, তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। ইহারা ঋতুমতী হয় না, হইলেও তাহা নিয়মিত নহে। এই সকল ব্যাধি বিশেষ বিপদজনক। এই ব্যাধির কারণ কয়েকটী লিখিত হইতেছে।

অসাময়িক অভিগমন, শরীরের স্বাভাবিক অপূর্ণতা, সংক্রামকতা, এবং জন্মব্যতিক্রমতা, এই কারণ কয়েকটীতে উক্ত রোগের জন্ম। একে একে ইহার সম্যক বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

১। অসাময়িক অভিগমন। বালিকা যৌবনসীমায় প্রদার্পণ করিতে না করিতে—ইন্দ্রিয় সমূহ যৌবনোচিত দৃঢ় এবং সক্ষম হইতে না হইতে অযথা অভিগমন করিলে বালিকার জীবনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীযন্ত্র (Vagina) প্রসস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে আঘাত করিলে, সম্মুখস্থ দ্বার কথঞ্চিৎ প্রসস্ত হইয়া অঙ্কুরিত বা অঙ্কুরোন্মুখ জৈবীনলে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইয়া যায়, সুতরাং যৌবনের বয়স হইলেও তাহার শরীরে যৌবন লক্ষণ সূচিত হয় না।

২। কোন কোন বালিকার জন্মাবধি কোন কোন শারীরযন্ত্রের অভাব থাকে, জন্ম বা গর্ভে থাকার সময় এমন কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে, যাহাতে শিশুর শরীরে স্থানবিশেষের অভাব থাকিয়া যায়। অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির, হস্তশূন্য, নাসাশূন্য প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। কতকগুলী পীড়া এমন আছে যে, পিতার বা মাতায় শরীরে সেই পীড়ার অস্তিত্ব থাকিলে তাহার সন্তানেরাও সেই সমস্ত পিড়া ভোগ

করে। বধিরের সন্তান প্রায়ই বধির হয়, পঙ্গুর সন্তান প্রায়ই তদ্ভাবাপন্ন হয়। ইহার কারণও পূর্ব্ববৎ।

৪। জন্ম ব্যতিক্রমতা। একথাটি বড় ভয়ানক। সকলেই জানেন, পূর্ব্বে (এখনও অনেকাংশে) বিবাহ কালীন পাত্র ও পাত্রির লক্ষণ, রাশী, গণ ও লগ্ন প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইত, ইহার এই একমাত্র কারণ যে, স্ত্রীর আঙ্গিক, মানসিকাদি ভাব যে প্রকার, পতিরও সেই সমস্ত ভাব যদি তদ্রূপ হয়, তবে সন্তানও তদ্রূপ হইবে। যাহার জরায়ু যেমন ভাবাপন্ন, সে তদ্রূপ সন্তানই ধারণ করিতে সমর্থ হয়। একজন বলিষ্ট ব্যক্তি একটী গুরুভার অনায়াসে বহন করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি সে ভার বহনে কখনই সমর্থ হইবে না। এক ব্যক্তি অর্দ্ধসের ঘৃত জীর্ণ করিতে পারে, এক জন উদরাময়গ্রস্থ রোগী এক তোলা ঘৃত জীর্ণ করিতে হইলে চক্ষুতে অন্ধকার দেখেন! ইহার কারণ কি? যাহার যেমন স্বভাব, যে যন্ত্রের যাহার যেমন ভাব, সেই যন্ত্রের ক্ষমতার উপযোগী- কার্য্যই তাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই জন্য যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন বিষয়ে (জাতীতে, ইন্দ্রিয় বা স্বভাব প্রভৃতিতে) তারতম্য থাকে, তাহা হইঁলে সন্তানও এই প্রকার দশা প্রাপ্ত হয়। এক প্রকার ধরিতে গেলে এই প্রকার অবস্থা জারজ সন্তানেরই হইয়া থাকে।

এখম এই চারি প্রকার নিয়মের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টী আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থটীর আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পীড়া আরোগ্য করিতে হইলে উপযুক্ত পুষ্টিকর (Substa-intial) খাদ্য, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি খাইতে দিবে। পরিশ্রম (বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের ব্যায়ামের পদ্ধতি নাই) করিতে অভ্যাস করাইবে। গৃহকর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় এমন কার্য্য করাইবে। নাভিদেশে তার্পিন তৈলের পটী বাঁধিয়া রাখিবে এবং মস্তক সর্ব্বদা শীতল রাখিবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনে শরীর ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে এবং উক্ত প্রক্রিয়া করিলে শরীরে ক্রমশঃ তেজ সংস্থান হইবে এবং স্বভাববশে অচীরে ঋতুবতী হইবে সন্দেহ নাই। (১)

---

(1) Prescribed by DAVID HUME.

গর্ভ।

বিবাহের উদ্দেশ্যই সন্তান উৎপাদন, সুতরাং কি উপায়ে সন্তান উৎপাদিত হইয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

কথাটা হাসির বটে। সন্তান জনণ বিধাতার ও স্বভাবের বিধানানুসারে হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে বিষয়ে নূতন করিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? পাঠক! কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। কালধর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, এবং হইতেছে, সেই পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া কুলক্রমাগত বিধির অনুসরণ করিলে যে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝেন, একটী সামান্য উদাহরণও দিতেছি। অধিক দিনের কথা ছাড়িয়া দিই, পিতামহের সময়ে সামান্যমাত্র চাষে যে ভূমীতে প্রচুর ধান্য উৎপাদিত হইত, এখন আমাদের সময়ে সেই ভূমীতে প্রচুর চাষ ও সার দিয়াও সেই পরিমাণে ধান্য পাই না কেন? কালধর্ম্মবশে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই ত? স্বভাবের পরিবর্ত্তন জন্যই ত? এখন এমন কোন কার্য্য করা উচিত যে, পূর্ব্বে যে গুণে যে ভূমীতে সেই পরিমাণে ধান্য হইত, এখন সেই ভূমী সেইরূপ অবস্থাপন্ন করা! এই জন্য বলিতেছি, সন্তান উৎপাদন স্বভাবের নিয়মানুসারে হইতেছে বটে, তবুও সে সম্বন্ধে দুই একটী বক্তব্য আছে। (২)

পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীর শোণিতে সন্তানের জন্ম, এ কথা সকলেই জানেন কিন্তু এই সকল বর্ত্তমানেও কি জন্য যে লোকবিশেষের সন্তান হয় না, তাহার কারণ হয়ত সকলে জানেন না। পুরুষের বীর্য্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে, সেই কীট এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই কীট সামান্য মাত্র বায়ুর সংস্পর্শে নষ্ট হয়। এই কীটই পরিণামে সন্তানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। স্বল্পকীটবীর্য্যে সন্তান হয় না, হইলেও হয় সন্তান ভূমীষ্ট মাত্রে মরিয়া যায়, অথবা যদিও দুই এক

---

(২) এসম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক "Malthus On population, অথবা The Elements of Social Science" নামক পুস্তক দৃষ্টি করুন।

দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে জীবনের সেই সামান্য সময় নানা প্রকার পীড়া ভোগ করে। যাহার বীর্য্যে যত অধিক পরিমাণে কীট অবস্থান করে, তাহার সন্তান তত অধিক বলিষ্ঠ এবং নিরোগী হয়। স্বল্প ও তরলবীর্য্য সন্তান সমুৎপাদনের এক মাত্র অন্তরায়। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে অত্যংধিক অভিগমন করেন, তাঁহাদিগের সন্তান কখনই সুস্থ ও সবল হয় না, এমন কি অনেকের একবারে পুরুষত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার অন্য প্রস্তাবে বিবৃত হইবে।

কীটই সন্তানোৎপাদনের প্রধান সাধন, সুতরাং কীট যাহাতে বিনা বায়ু সংস্পর্শে জীবকোষে প্রবিষ্ট হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এমন কি সামান্য বায়ুর সংস্পর্শে কীটগুলী আহত হইতে হইতে যদি জীবকোষে গমন করে, তাহা হইলে সেই বীর্য্যে সন্তানোৎপাদন হইবে না।

পূর্ণযৌবনা রমণীই গর্ভধারণের উপযুক্ত। যুবতীর নাভীর নিম্নে একটী পদ্মাকৃতি চর্ম্মপেটিকা মূলনাড়ীর সহিত গ্রথিত আছে। সেই পদ্মাকৃতি চর্ম্মপেটিকা বর্ত্তুলের ন্যায় কুঞ্চিত থাকে। সেই বর্ত্তুলই কালক্রমে গর্ভস্থ সন্তানের আবাসস্থান হইয়া থাকে। চর্ম্মপেটিকা যে মূল নাড়ীতে আবদ্ধ আছে, সেই মূল নাড়ীপথে বিন্দু বিন্দু শোণিত সঞ্চার হইয়া সেই বর্ত্তুলকে পূর্ণ করিয়া তাহার অবয়ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এইরূপে সেই পেটিকা পূর্ণ হইলে তাহার এক পার্শ্ব হইতে তিন অঙ্গুলী পরিধি বিশিষ্ট একটী নল যোনীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যোনীমুখ হইতে ছয় বা সাত অঙ্গুলী দূরে আসিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং পূর্ণ ত্রিশদিনে সেই নলমুখ ফাটিয়া গিয়া চর্ম্ম পেটিকার মধ্যস্থিত শোণিত তিন দিন ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ঋতু বলে। * ঋতুর দিনত্রয় স্বামীসঙ্গ একান্ত নিষিদ্ধ। কেন না সেই দিনত্রয় জীবকোষ শোণিতে পূর্ণ থাকায় এবং নলপথে শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ায় জীবকোষ ত দূরের কথা, নলপথেও বীর্য্য প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কেবল নলের দুর্ব্বল চর্ম্মে অযথা আঘাত করে

* ঋতুর যে লক্ষণ ও সময় লিখিত হইল, তাহা সুস্থ অবস্থায়। নতুবা কখন কখন কোন কোন স্ত্রীলোকের ২৫ দিন ২৬ দিন অন্তরও ঋতু হইয়া থাকে, এবং কাহারও ৫ বা ৬ দিনও শোণিত স্রাব হয়।

ঋতুকালে জরায়ু এতদূর দুর্ব্বল ও অবসন্ন থাকে যে, সামান্য বীর্য্যের আঘাতে তাহা ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে। যদি কোন গতিকে জীবকোষ ছিদ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবনে সেই অকর্ম্মণ্য জীবকোষ কথনই জীব ধারণে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য ঋতুর দিনত্রয় পুরুষসঙ্গ একেবারে নিষিদ্ধ। ঋতুকালে রমণীর শরীর রসস্থ হয়, এই জন্যই সে দিনত্রয় অশুচি, অস্নাত এবং উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋতুর দিনত্রয় পরে রমণীর অশুচিভাব অপগত এবং শোণিত স্রাব রুদ্ধ হইয়া জরায়ু বীর্য্যবেগধারণে সমর্থ হয়। এই জন্য শাস্ত্রানুসারে ঋতুস্নান দিনে পতিসঙ্গ করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋতুই সন্তান ধারণের উপযোগিতা প্রদর্শন করে। যাহাদিগের ঋতু রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা কথনই গর্ভবতী হয়েন না। গর্ভ ধারণের ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই। যোনীমুখ হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম অঙ্গুলী দূরে পূর্ব্ববর্ণিত নল অবস্থিতি করে। সেই নলের মুখ অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। এই অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে রমণ করিলে সেই কীটপূর্ণ বীর্য্য অনায়াসে নলপথে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই নির্দ্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত হইলে সে বীর্য্য জীবকোষে গমন করিতে পারে না। অষ্টাদশ দিবস পরে নলমুখ ক্রমশঃ রুদ্ধ এবং অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রমণকালে বীর্য্য এরূপভাবে স্খলিত হওয়া উচিত, যে তাহা অনায়াসে জীবকোষে সরলভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইহার অন্যথায় সন্তান জননের বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয়। জননেন্দ্রিয় জরায়ু নলের অব্যবহিত দূরে এরূপ ভাবে অবস্থান করিয়া বীর্য্য ত্যাগ করিবে যে, তাহা নলমুখের সহিত সমসূত্রে অবস্থান করত সবলে সমস্ত বীর্য্য অনায়াসে জীবকোষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলেই সন্তান উৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

জরায়ুনলের এমন ধর্ম্ম যে, তাহাতে সামান্য আঘাত লাগিলেই নলমুখ বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে রমিত হইলেও বীর্য্যস্খলনের বৈপরীত্যে গর্ভ হইতে পায় না। এজন্য রমণকালে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই সকল কার্য্য ঘৃণিত হইলেও সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য

ইহাতে নির্ভর করিতেছে, সেই জন্য ইহাতে সকলেরই সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পুত্রলাভার্থ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা এ সকলের সম্যক্ জ্ঞানে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা। প্রকৃত বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ নিতান্তই অসম্ভব এবং সেই বিষয়ে চেষ্টাও নিতান্ত ভ্রান্তিময়। পূর্ব্বে এই বিষয়ে গুরু স্বয়ং শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, বেদ, বেদান্তাদি পাঠ শেষ হইলে ছাত্র পরিশেষে 'রতি শাস্ত্র' অধ্যয়ন করিয়া সংসারী হইতেন, কিন্তু এখন সে দিনকাল গিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের সে সকল শাস্ত্র লুপ্তপ্রায়। ইংরাজিতে এ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে, অনেক কেলেঙ্কারী হইতেছে, কিন্তু ইংরাজ-লীলীক্ষেত্র ভারতে সে সকল কথা মুখ ফুটিয়া বলে কে? এ সকল কথা এখন অশ্লীল, অবৈধ এবং ভদ্রসমাজে নিন্দনীয়। এ দুঃখের কথা শুনে কে?

গর্ভস্থ সন্তান।

নলপথে বীর্য্য জীবকোষে প্রবিষ্ট হইলেই নলমুখ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ তাহা সংকুচিত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। জরায়ু মধ্যে বীর্য্য প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তাহকাল কোন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, ইহা বীর্য্যের পরীক্ষাকাল। বীর্য্য জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। যদি বীর্য্য বায়ু স্পৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে কীট সমূহ এই উষ্ণতায় নষ্ট হইয়া যায়, আর যদি বীর্য্য কীটশূন্য হয়, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, সুতরাং সেই বীর্য্য যথানিয়মে জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও তদ্দারা কোন ফল হয় না। পাঠক! স্মরণ করুন,—সন্তান উৎপাদনে এত বাধা!

সপ্তাহকাল পরে জরায়ু শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বীর্য্যকে ক্রমশঃ সন্তানে পরিণত করিবার সূত্রপাত করিতে লাগিল এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্রমে তাহা জীবে পরিণত ও নয় মাস নয় দিনে তাহা ভূমিষ্ঠ হইয়া জগতের জীব সংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

অনেকের বিশ্বাস যে, গর্ভিণী দশ মাস দশ দিনে সন্তান প্রসব করেন,

কিন্তু এক্ষণে বহুপরীক্ষায় স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, প্রসূতী নয় মাস নয় দিনেই সন্তান প্রসব করেন।

গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধনতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কেননা অতি সামান্য মাত্র ব্যতিক্রমে গর্ভপাত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গর্ভিণী পাঁচ মাস পর্য্যন্ত পতিসঙ্গ করিতে পারেন, এবং পাঁচ মাস পর্য্যন্ত অন্য কোন বিষয়েও তাদৃশ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ষষ্ঠ মাস হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। উচ্চ স্থানে সবলে আরোহণ বা উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে পতন, অধিক্ষণ নিশ্বাসরোধ, পতিসঙ্গ, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এই সমস্ত অত্যাচার এবং অধিকন্তু পতিসঙ্গ গর্ভপাতের এক মাত্র কারণ। পতি-রও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যুবক—শিক্ষিত এবং বক্ষমাণ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইলে তিমি অনায়াসে যে দিনে যে মুহূর্ত্তে গর্ভসঞ্চার হয়, বলিয়া দিতে পারেন। সংসার করিতে এই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কেননা এই বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সংসারের অনেক উপকার সাধন করা যায়। সে সকল উপকার কি, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

যাঁহারা প্রাকৃততত্ত্ববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে দিন সন্তান প্রথম জন্মগ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারেন, এবং ইহাও বলিতে পারেন যে, এই গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে।

ঋতুর চতুর্থ দিনে যুবক প্রশান্তচিত্তে স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন, কোন মতে মনোমালিন্য বা চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। যুবকযুবতীর চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অপ্রশান্ত মনে পতিসঙ্গ করিলে সন্তান প্রায়ই বিকৃতস্বভাব প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্যই বলিতেছি, যুবকযুবতীর মন প্রফুল্ল থাকিলে সেই সঙ্গমজাত সন্তান সচ্চরিত্র, বলিষ্ঠ এবং সরলস্বভাব হয়। রমণ কালে যুবক বা যুবতীর মন দুঃখিত থাকিলে সন্তান নির্ব্বোধ, মূক ও সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান করে। যুবক যুবতীর মন ক্রুদ্ধ থাকিলে সন্তান অতি ক্রোধণস্বভাব ও খিট্‌খিটে হয়। মনে অন্য রমণী বা পুরুষের প্রতি আসক্তির ইচ্ছা থাকিলে সন্তান লম্পট, ধূর্ত্ত ও অসচ্চরিত্র বা কুলটা

হয়, অধিক কি যুবকযুবতীর মনোভাব তখন যেরূপ থাকিবে, সন্তানও তদ্রূপ স্বভাব সম্পন্ন হইবে, তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে যুবকযুবতী যাহাতে প্রফুল্ল থাকেন, তাহাই কর্ত্তব্য।

চতুর্থ দিবসে গর্ভ হইলে পুত্র, পঞ্চম দিবসে কন্যা, এইরূপ যুক্ত দিবসে পুত্র ও বিযুক্ত দিবসে গর্ভ হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে। ঋতুর যত নিকটে গর্ভ হইবে, সন্তান ততই সবল, মেধাসম্পন্ন ও দীর্ঘাবয়ব হইবে।

পুস্তক বিশেষে ইহার অবিকল বিপরীত বিধি প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রথমটীই যে সঙ্গত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

মাতার শোণিত সমধিক হইলে পুত্র এবং পিতার বীর্য্য সমধিক তেজস্মান হইলে কন্যা জন্মে। *

উপরতিকালে মাতার দেহ বক্র থাকিলে সন্তান জন্মে না, জন্মিলেও কুব্জ ও পঙ্গুর প্রভৃতি হইতে পারে। †

গর্ভধারণ কালে মাতা নির্ব্বাক, মুদ্রিতচক্ষু এবং হৃদয়ে প্রেমভাব না থাকিয়া ঘৃণা বা ভয়ের ভাব থাকিলে সন্তান অন্ধ ও খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ হয়। সেই উপরতে গর্ভধারণ করিয়াও যদি রমণীর কামপ্রবৃত্তি দমিত না হয়, এবং কমলিপ্সা বলবতী থাকে, তাহা হইলে কন্যা কুলটা হয়, এবং পুরুষের লিপ্সা বলবতী ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে সন্তান লম্পট ও কুক্রিয়াশক্ত হয়।

মদ্যপ পিতা কর্ত্তৃক সন্তান সঞ্জাত হইলে তাহার বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিতে পরিণত হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে, "মদ্যপায়ীর সন্তান পদ্যপায়ী হইবেই।" "বাপ্‌কা বেটা * * * কুছ নেই হোয়ে তো থোড়া থোড়া।" সম্পূর্ণ না হউক পুত্র পিতার কিয়দংশ অনুকরণ করিবেই। পিতামাতার

---

* Symtoms of Pregnency By Dr, J, B, Dods. Page 108 Chap. IX. নরানাং মাতুলক্রমঃ ইত্যাদি বচনেরও ইহাই মর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্রে ইহারা বিপরীত যুক্তিতে বিপরীত মতের প্রচার আছে।

† ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরের জন্ম বিবরণ এই রূপকে মণ্ডিত। এ কথা সকলেই জানেন, আপন মনে মনে মিলাইয়া লইবেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, পতিসঙ্গকালে ভীত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ে ঘৃণাভাব প্রভৃতি থাকিলে সন্তান প্রায়ই বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

মধ্যে কাহারও অনিচ্ছায় রমিত ও তাহাতে ইপায়, তাহাই লিখি-
সন্তান চিররুগ্ন, দুর্ব্বল ও মূর্খ হয়। তাহার বুদ্ধি
থাকে। কোন কার্য্যে তাহার উৎসাহ থাকে না, ৎসাধনে বিরতিও
মনে অবস্থান করে। জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালন নিতান্ত কষ্ট-
সন্তান সমুৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা নহে। ইহাতে জীবন, "হৃদয়ে
গত হইয়া মানবকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। স্মৃতি, ভবিষ্য-
প্রভৃতি অপগত হইয়া সেই রিপুপরতন্ত্র ব্যক্তিকে এককালে অকর্ম্মণ্য করি।
তুলে। কোন গুরুতর বিষয়ের ধারণা তাহার মস্তিষ্কের অতিত হয়। ন্মে,
জন্য মানবের শারীরিক, মানসীক ও সাংসারীক অবস্থা পর্য্যালোচনা ক
এই সমস্ত কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। যে যে অবস্থায় যে প্রণালীতে এ
সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। *

১। শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিবে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ও শরীরের বল পরীক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয় পরিচালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

২। দুর্ব্বল, যাহাদিগের শরীরের পরিমাণ এক মন কুড়ি সের, অভাবে এক মন দশ সেরের কম, যাহারা পীড়িত, যাহাদিগের মনের স্থিরতা নাই, যাহাদিগের সাংসারীক অবস্থা মন্দ, যে নিজে নিস্কর্ম্ম, তাহার ইন্দ্রিয় পরিচালন সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

৩। সাকান্নভোজী, পরিশ্রমী, মানসীক সামান্য পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে বারৈক মাত্র, মাংস দুগ্ধ ও গোধূমভোজী, বলিষ্ঠ ব্যক্তি, সপ্তাহে বারত্রয়, এবং প্রভূত ধনশালী, ঘৃত, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি সারবান (শ্বেতসারবিশিষ্ট) খাদ্য ভোজী, ব্যায়ামকারী, অন্য সাংসারীক পরিশ্রম পরিশূন্য ব্যক্তি সপ্তাহে পাঁচবার জননেন্দ্রিয়ের পরিচালন করিতে পারেন। ইহার অত্যধিকে আয়ুক্ষয় করে, পীড়া জন্মে এবং সাংসারীক নানাবিধ বিপৎপাত সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। অস্বাভাবিক অভিগমনের ফল বিষময়। স্বাভাবিক অবস্থার চতুর্গুণ পরিমাণে ইহা শরীরের ক্ষয়কারী, অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া

* Vibe "The low of Population" or the "Elements of Social Science page 275.

হয়, অধিক কি যুবকযু...ক ভাবের পরিণতি, বালকগণ ও অনূঢ়া বা বিধবা তদ্রূপ স্বভাব সম্পন্ন ...ত হইয়া থাকে। অনেক বালকবালিকা এই শরীর- থাকেন, তাহাই ...অযথা অনুশরণ করিয়া পরিণামে সন্তপ্ত হন। বিদ্যালয়- চতুর্থ দিবসে এই কুৎসিত আচরণ সাধন করিয়া নিজে অকর্ম্মণ্য ও পুত্র ও বিযু...কল আশা চিরদিনের জন্য নৈরাশ্যে পরিণত করেন। এই গর্ভ হইবে মানসীক বৃত্তি—যাহার পরিচালনই বিদ্যালাভের একমাত্র পু...সই মানসীক বৃত্তি অকর্ম্মণ্য হওয়ায় বালকের সকল চেষ্টা বিফল প্রথঃ যায়। বাল্যকালেই হৃদয়ে কামভাব সমুদিত হইলে তাহাকে যে কি ...র যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

অনূঢ়া যুবতী বা বৈধব্যদশাগ্রস্থা যুবতী অনেকস্থানে অসদভিপ্রায়ে অসঙ্গত কার্য্য সাধন করেন। ইহার নিবারণের উপায় বঙ্গদেশে আছে কি না, তাহার বিচার এস্থলে করিব না। করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না তাহাও বলিব না, তবে এই মাত্র বলি, যখন কৌলিন্য প্রথা হিন্দুসমাজকে দৃঢ়তর বন্ধনে সম্বদ্ধ রাখিয়াছে, বিধবা বিবাহ যখন হিন্দুসমাজের অননুমোদনীয়, তখন ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণই তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে হৃদয় কামভাবে উত্তে- জিত হইতে না পারে, তাহারই অনুশরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্ম বিধবাগণের প্রতি যেরূপ আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে যথেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। মৎস্যমাংসাদি গুরু- পাক তেজোবিবর্দ্ধক দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া দেহধারণোপযোগী একবারমাত্র সামান্য উপকরণের সহিত অন্নভোজন, হৃদয়ে সাত্বিক ভাব সমুদিত না হয় এজন্য সর্ব্বদা গুরুজন সমক্ষে অবস্থান, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি, তাম্বুলাদির পরিবর্ত্তে তেজবিনাশক হরিতকী সেবন প্রভৃতির অনুষ্ঠানই বিধবার একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা যৌবনেও অনূঢ়া অবস্থায় কালাতিবাহন করেন, তাঁহাদিগেরও বিধবজনোচিত আহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, "অনূঢ়া কি জন্য বিধবার ন্যায় আহার- ব্যবহার করিবে ?" তাহার উত্তর আমারা দিব না, হিন্দুসমাজ তাহার উত্তর দিবেন। হিন্দু সমাজপতিগণ ইহার দায়ী! হিন্দুসমাজনীতির বিধি

অনুসারে আমরা কেবল এই অনিষ্ট নিবারণের যে উপায়, তাহাই লিখি-লাম মাত্র।

হৃদয়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনের ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মিলে তৎসাধনে বিরতিও অনিষ্টকর। বির্য্যবেগ ধারণ, বীর্য্যপতনের অব্যবহিত বাধা নিতান্ত কষ্ট-কর এবং নানাবিধ পীড়া উৎপাদক! ডাক্তার আরিষ্টলিস্ বলেন, "হৃদয়ে কুভাব উদিত হইলে তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া তৎপরে ভবিষ্য-তের জন্য সতর্ক হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।" আমরাও একথার অনুমোদন করি। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা সাধিত হইলে যে সমস্ত পীড়া জন্মে, তন্মধ্যে প্রমেহ, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, পাথ্‌রী, বহুমূত্র ও কোষ-বৃদ্ধিই প্রধান। ইহা ভিন্ন আরও অনেক ব্যধি ইহার অনুসঙ্গি আছে। এমত স্থলে বীর্য্যবেগ ধারণ কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আপনা হইতে নীচ জাতীয়া, বয়োর্জ্যেষ্ঠা, কুরূপা, পীড়িতা, এবং ঐন্দ্রিয়পীড়াগ্রস্থারমণী নিতান্তই পরিত্যজ্য। হিন্দুশাস্ত্র এই কয়েকটীর যে কোনটী অভিগমনে আয়ুহানী, মনোবৃত্তির বিকৃতভাব এবং জীবনী শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া ইহা মহাপাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন। পাঠকগণ এই কয়েকটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অস্বাভাবিক অভিগমনের বিষময় ফল একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইন্দ্রিয় পরিচালন করা একান্ত বিধেয়। এতল্লিখিত বিষয় সমূহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু ও নিরোগ শরীরে পুত্র কন্যার সহিত সুখভোগে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন, সংসার তাঁহার সুখের হইবে, সংসারে তিনি স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

মহামতী মীল বলেন, "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দশ হইতে পনেরটী সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার অধিক হইলে সে সন্তান জগতের কোন উপকারে আইসে না।"

কতকগুলি স্ত্রীলোকের জরায়ু, "রাক্ষসীজরায়ু" নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ এই জরায়ুর এতাদৃশ ভাব যে, তাহাতে কোন কীটপূর্ণ সতেজ বীর্য্য স্থান প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। এই কারণেই এই প্রকার জরায়ুর নাম রাক্ষসীজরায়ু হইয়াছে। এই জরায়ু কোন কালেই সন্তান

ধারণে সমর্থ হয় না। এইরূপ জরায়ু যে রমণীর, পুত্রমুখ দর্শন তাহার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। রাক্ষসীজরায়ু যাহার তাহার লক্ষণ বলিষ্ঠ শরীর, জানু ও উরুদ্বয় মাংসল এবং দৃঢ়, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, ভোজন অপরিমিত এবং অত্যন্ত কামাতুরা।

এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত রমণীরও সন্তান হইতে পারে শারীরবিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল তত্ত্ব ক্রমশই আবিষ্কৃত হইতেছে।

রমণীকে কোন সাম্মাসিক বা বাৎসরিক ব্রত লইতে হইবে, তাহাতে এমন নিয়ম থাকিবে যে, মাসের মধ্যে তিনি দুই দিন উপবাস এবং দুই দিন ফলমুল (দুগ্ধ ভিন্ন) মাত্র আহার করিয়া থাকিবেন। ঋতুর দিনত্রয় দুগ্ধপক্ক যবচূর্ণ মাত্র আহার করিবেন।

পুরুষ ঐ ব্রত গ্রহণ কালে স্ত্রীসহবাস একবারেই করিতে পাইবে না। রাত্রি জাগরণ ও অত্যধিক পরিশ্রম করিবেন না, পুষ্টিকরখাদ্য আহার ও সর্ব্বদা আনন্দে অতিবাহন করিবেন। এইরূপে ব্রত উদ্যাপিত হইবার পরেই যে ঋতু হইবে, সেই ঋতুতে স্বামীসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইবে সন্দেহ নাই। রমণী প্রশান্ত মনে স্বামীসম্ভাষণ এবং কামভাব প্রকাশ ও স্বামীর চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। হাব-ভাবাদি যাহাতে কামঋপু সমুত্তেজিত হয়, সেই সকল কার্য্য পরস্পরেই অনুষ্ঠান করিবেন। রমণী সরলশরীরে শয়ান থাকিবেন। এইরূপ নিয়মের অনুশরণ করিলে বন্ধ্যা অবশ্যই পুত্রবতী হইবেন, ইহাতে কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা থাকিবে না।

প্রসূতি।

এই প্রকারে গর্ভরক্ষা হইয়া নয় মাস নয় দিন পূর্ণ হইলেই প্রসূতি প্রসব করিয়া থাকেন। গর্ভের স্থায়ীকাল নয় মাস নয় দিনই নির্দ্দিষ্ট, তবে সাত মাস হইতে ঊর্দ্ধ দশ মাস পর্য্যন্ত প্রসব হইলেও সন্তান জীবিত থাকিতে পারে।

গৃহস্বামী গর্ভিণীকে আসন্নপ্রসবা দেখিলেই সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা-

ইবেন। সূতিকাগৃহ লম্বে পনের ও প্রস্থে ছয় হাত হইবে। এমন স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মিত হইবে, যেখানে উত্তমরূপ বায়ু প্রবেশ ও নির্গত হইতে পারে। সূতিকাগৃহ সমতল ও উচ্চ হওয়া আবশ্যক, সূতিকাগারে শীত ও শিশির না লাগে। সূতিকাগার সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ আবশ্যক।

যদি কেহ নরকচিত্র দেখিতে চাও, তবে হিন্দুর সূতিকাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। চতুর্দ্দিকে ভস্মরাশী বিক্ষিপ্ত, পূরীষশোণিতের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, প্রসূতি সেই শোণিতসাগরে ভাসমানা, সর্ব্বাঙ্গ শোণিত-রাগে রঞ্জিত। এমন নরকভোগ এমন নাতিপ্রশস্ত অন্ধকার গৃহে বাস, প্রসূতি কোন্ পাপে ভোগ করেন তাহা কে বলিতে পারে? গৃহস্থ গৃহের যে অংশটী অপরিচ্ছন্ন অকর্ম্মণ্য, সেই স্থানটীই সূতিকাগার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, ফলও তদ্রূপ হয়। আজ শিশুর উদরের পীড়া, কাল শিশু স্তন্যপান করিল না, পরশ্ব জ্বর, ইহা ভিন্ন ভূতপ্রেতের উপদ্রব ত আছেই। এ সকল বাধা, এ সমস্ত পীড়া, এ সমস্ত যন্ত্রণা যদি কুসুমকোমল কুমারের সহ্য হইল, তবেই তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য স্থায়ি হয়। এসেটীক্ রিস্যার্চ্চাস্ বলেন, "বঙ্গের এক অষ্টমাংস সন্তান সূতিকাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" সূতিকাগারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী যে কিরূপ বিষময় ফল প্রাপ্ত হন, তাহা কি আরও দেখাইতে হইবে?

সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দিবে, পরে একটী জোলাপ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রসূতি সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন, লঘু অথচ বলকারক আহার্য্য ব্যবহার করিবেন, স্নান ও রসস্থ দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ, সপ্তাহকাল স্নান করিবেন না। একাদশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ দিবস পরে প্রসূতি সূতিকাগার হইতে বাহির হই-বেন। সেই দিন নিজে ও সন্তানকে উত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইবেন।

এই হইতে পঞ্চম বর্ষকাল পর্য্যন্ত শিশুর প্রতি বিশেষদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্নান, ভোজন, শয়ন ও পরিচালন প্রভৃতি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাহার শরীর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও দিব্যলাবণ্য সম্পন্ন হইবে।

শিশুর কথা কহিবার ক্ষমতা হইলে প্রসূতি সৎকথা শিখাইবেন। বাল্যকালে অধিকাংশ সন্তানই অন্যান্য দুষ্ট বালকদিগের সহিত সংসর্গ করিয়া চরিত্র দুষিত করিয়া ফেলে। যাহাতে সেই সমস্ত দুষ্ট বালকের সংসর্গে পড়িয়া সন্তান দুষ্ট এবং দুশ্চরিত্র না হয়, মাতা তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তান কুম্ভকারের কর্দ্দমের ন্যায়, তাহাকে যে ভাবে গঠন করিবে সন্তান সেই ভাবে গঠিত হইবে, সন্তানের দুশ্চরিত্রতা বা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য পিতামাতাই এক মাত্র দায়ী। বলা বাহুল্য যে, সন্তান পিতামাতার তাচ্ছিল্যেই দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে। তৎপরেই শিক্ষা। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ষষ্ঠবর্ষই বিদ্যা শিক্ষার প্রসস্থ সময়। অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত পিতামাতা সন্তানকে নীতিশিক্ষাও দিবেন। কেন না নীতিবিষয়ে জ্ঞান না জন্মিলে তাহার সংসার সুখের হইতে পারে না। সংসার নীতি, সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) প্রকৃতরূপে শিক্ষা না করিলে সংসারে অনেক অভাব পরিলক্ষিত হইবে। সন্তান যেন সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হন। মানসীক শিক্ষার সহিত মানসীক উন্নতির সহিত যেন শারীরিক উন্নতিও সম্পাদিত হয়, সংসার-শিক্ষার সহিত বিদ্যালয়ের গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি যেমন আবশ্যক; সেইরূপ পিতৃভক্তি, গুরুজন সেবা, আত্মীয়স্বজনের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদক যে যে নীতি আবশ্যক, পিতা যত্ন সহকারে সেই সমস্ত সন্তানকে শিক্ষা দিবেন।

পুত্রকন্যাসমভাবে শিক্ষা ও সমভাবে প্রতিপালন করাই পিতামাতারকর্ত্তব্য।* কেননা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই তুল্যরূপে শিক্ষিত ও তাহাদিগের জীবনের সুখসৌভাগ্যের সংস্থান করিবারজন্য পিতামাতাই শাস্ত্রানুসারে দায়ী।

সন্তান উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইলে তাহার বিবাহদান পিতার কর্ত্তব্য কিন্তু সে সময়ে পিতার বিবেচনা করা উচিত যে, পুত্রকন্যার ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান তাঁহার পুত্রের সাধ্যায়ত্ত্ব হইবে কি না। পিতা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেই যে তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য প্রকৃতই সম্পাদিত হইল তাহা নহে,

* এই উক্তি মহামতি জন ষ্টুয়ার্ট-মীলের। এসম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রকারের উক্তি;—

কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।

সংসারের উন্নতি ও অবনতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিতা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া যদি সংসারের অনিষ্ট হয়, নিজের নিরক্ষর উপায়বিহীন সন্তানের বিবাহ দিয়া সংসারে দরিদ্রের ভার যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যের অনুষ্ঠান কোন অংশেই কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে সংসার সুখের হয়, পুত্রকন্যাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিতা পুত্রের বিবাহ দিবেন।

বিবাহ হইলেই আবার আর একটী নূতন সংসারের সূত্রপাত হইল। আবার আর এক দম্পতি সংসারী হইয়া সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিল। এইরূপ কত পরিবার সংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে, কত সংসার সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য নব উৎ-সাহে সংসারসাগরে দেহতরী ভাসাইতেছে, কিন্তু জানে না যে, এই তরণী অনুকূল পবনভরে সুখপারে নীত হইতে পারে, আবার ভীষণ প্রভঞ্জনে অশান্তি উর্ম্মিমালায় আঘাতিত হইয়া সংসারসাগরে ডুবিলেও ডুবিতে পারে। তবে পাঠক যদি অনুকূল পবনভরে সংসারপারে যাইতে চাও, তবে সুখের সংসার পাঠ কর! সুখের সংসারের লিখিত বিষয়গুলির অনুসরণ কর, সংসার সুখের হইবে।

স্ত্রীব্যাধি।

যতগুলি স্ত্রীব্যাধি আছে, তন্মধ্যে মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগ একটী প্রধান। এই রোগ সংক্রমিত হইলে স্ত্রীলোকের গর্ভ ধারণের ক্ষমতা থাকে না। এই পীড়া যুবতীগণেরই প্রায় হইয়া থাকে। এমন কি, এই রোগ স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * দুর্ব্বলতা, রজঃরোধ, জরায়ুর অপূর্ণতা, অসার চিন্তা, এই কয়েকটী এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

* Dr. Ashwell says.…"the incubus of the female one habit. Mr. Sydenham says, "hysterical affections constitute half of all chronic diseases."

চক্ষু বসিয়া যাওয়া, চক্ষের জ্যোতি কম হওয়া, কৃশ ও দুর্ব্বলতা, জিহ্বা রসশূন্য হওয়া, সর্ব্বদা মাথা ঘোরা এই কয়েকটীও ইহার উপসর্গ।

দুর্ব্বলতা।—শোণিতের অবস্থার ভাবান্তর বা রূপান্তর উপস্থিত হইলেই শরীর দুর্ব্বল হয়। শোণিতের অল্পতা অথবা তরল বা ঘন হইলেই শোণিতের কার্য্য কম হইয়া শরীর দুর্ব্বল হয়। শোণিতে হৃদপিণ্ড পরিপূর্ণ না থাকিলে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত করে। এই অচৈতন্যতাই মূর্চ্ছা।

রজোরোধ।—জরায়ুকোষে যে পরিমাণে শোণিত ঋতুকালে নির্গমন জন্য উপস্থিত হয়, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত না হইলে সেই শোণিত জরায়ু মধ্যেই থাকিয়া যায়। জরায়ুর এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সেই শোণিত পুনরায় প্রত্যার্পণ বা শরীরের কোন উপকারে লাগাইতে পারে, সুতরাং জরায়ুতে যে শোণিত সমাগত হয়, তাহা কেবল নির্গত হইবার জন্য উহাতে সঞ্চিত হয় এবং নির্গত হইতে না পারিলে বিকৃত অবস্থায় জরায়ুতেই থাকিয়া যায়। অন্য শোণিতের সহিত তাহা মিশ্রিত হয় না, বরং এই দুষিত শোণিত নূতন শোণিতকেই নষ্ট করে। এইরূপে জরায়ু ক্রমশঃ পুর্ণ হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জরায়ুতে নূতন শোণিত স্থান পায় না, এইরূপ হইলেই সেই স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, এবং এইরূপেই জরায়ুস্থ সেই দুষিত শোণিতের যন্ত্রণায় রমণী মূর্চ্ছিতা হয়েন। মূর্চ্ছার এই একটী প্রধান কারণ।

জরায়ুর অপূর্ণতা।—এমন কোন স্ত্রীলোক থাকেন, যাঁহাদিগের জরায়ু সহজ অবস্থা হইতে এমন ব্যতিক্রম হইয়া যায়, যে তাহার কার্য্যকরিশক্তি অনেকাংশে অল্প হইয়া পড়ে। বিবেচনা করুন, জরায়ুতে যে পরিমাণে শোণিত স্থান পাইতে পারে, যদি কোন গতিকে সেই স্থানের অল্পতা ঘটে, অথবা জরায়ুর কোন অংশ কোনগতিকে সংকুচিত থাকে, তাহা হইলে তাহাতে উপযুক্ত শোণিত স্থান পায় না, সুতরাং ঋতুকালেও প্রয়োজনানুসারে শোণিত নির্গত হইতে পারে না। শারীরবিজ্ঞানে বলে, "যে পরিমাণে শোণিত নির্গত হইবার উপযোগী, তাহা নিয়মিত সময়ে শরীরের অন্যান্য শোণিতকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক হয় এবং ক্রমশঃ জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়।" এখন দেখা যাইতেছে, জরায়ুতে প্রচুর স্থান নাই,

সুতরাং সে শোণিত জরায়ুতেও স্থান পাইল না, পুনরায় অন্য শোণিতে সংযুক্ত হইতেও পারিল না। তখন সেই দুষ্টশোণিত সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ উদরে সঞ্চারিত ও তাহা দুষিত হওয়াতে এই মূর্চ্ছা পীড়া সংঘটিত হয়।

অসারচিন্তা।—চিন্তার ন্যায় শরীরক্ষয়কারী আর কিছুই নাই। ইহাতে যেমন সুখ, তেমনি দুঃখভোগ করিতে হয়। দরিদ্র পাতারকুটীরে ভূতলে শয়ন করিয়া চিন্তা করিল, বঙ্গের সে রাজা হইবে! দরিদ্র তখনই হাতে স্বর্গ পাইল, আত্মহারা হইয়া দুটা নবাবীধরণের কথাই বলিয়া ফেলিল, ক্ষণকাল পরে সেই মোহ ভাঙ্গিল, অসারচিন্তার ঘোর পরিণাম দেখিল, দরিদ্রের হৃদয় মর্ম্মাহত—নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। আপাতমধুর চিন্তার পরিণাম-ফল হৃদয়বিদগ্ধকরি। আবার চিন্তা সুখের কখন? বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের কুট-প্রশ্নের মিমাংসায় বিব্রত, জ্যোতিষী জ্যোতিষের গূঢ়তম সমাধানে রত, সেই মিমাংসা হইয়া গেলে সে আনন্দ অপার অতুলনীয়। এই সমাধান চেষ্টা বা মিমাংসার চিন্তা ততদূর কষ্টকর বা শরীরের অহিতকারি নহে; কিন্তু অসার চিন্তা,-যাহার মূল নাই, যাহা কখন হইবার নয়, যাহা হইবে না, সেই সকল চিন্তা প্রাণান্তকরি। অসারচিন্তায় তন্ময় হইলে হৃদপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কার্য্য অনেকংশে কমিয়া যায়। হৃদ্‌পিণ্ড চিন্তার আধার, ফুস্‌ফুস্‌ হৃদ্‌পিণ্ডের অনুগত, হৃদ্‌পিণ্ড যে কার্য্য করিল, ফুস্‌ফুস্‌ তাহারই অনুসরণ করিল।—হৃদ্‌পিণ্ড কিছু করিল না, ফুস্‌ফুস্‌ অমনি কার্য্য বন্ধ করিয়া দিল। হৃদ্‌পিণ্ডে ও ফুস্‌ফুসে এমন সম্বন্ধ। চিন্তা করিলে হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুসের কার্য্য বন্দ হইলেই শরীর অবসন্ন এবং অচৈতন্য হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য কারণও আছে, সে সকল বাহুল্য-ভয়ে লিখিত হইল না।

মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসা বড় কঠিন ব্যাপার। ইহার চিকিৎসা ও ঔষধ নানাজনে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করেন, তন্মধ্যে মহামতী ম্যাল-থস্‌ (Malthus) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। তিনি বলেন,"প্রেমই, (অবশ্য পতিপ্রেম) এই পীড়ার একমাত্র চিকিৎসক এবং ইহার প্রকৃত আরোগ্যকারী। * পূর্ব্বে এই পীড়ার যে চারিটী

* Love is the only Physician, who cure the desease. Dr Ashwell says:—A happy sexual intimacy is the grand remedy in hystiria. M on P. 182,

কারণ লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণই পতির অদর্শন, পতির তাচ্ছিল্য ও পতিপ্রেমে বঞ্চিত হওন, সুতরাং পতিই যে ইহার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

ইহা নিবারণের কয়েকটী বিধি নিম্নে লিখিত হইতেছে। স্বামীসঙ্গ, ভ্রমণ, পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান প্রভৃতি ইহার ঔষধ। এই সমস্ত স্বাভাবিক বিধানানুসারে চলিলে মূর্চ্ছারোগ শান্তি হইবে।

মানসীক পীড়া।

মানসীক পীড়া সমূহ যেমন শরীরের অনিষ্ট সাধন করে, এমন অন্য দৈহিক পীড়ায় নহে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "চিন্তাজ্বরো মনুষ্যানাং শরীরস্ত মহাঋপুঃ" বস্তুত চিন্তা একটী মানসীক পীড়ার প্রধান। ভয়, সক্রুতা, ইর্ষা, একাগ্রতা, এ সকল মানসীক পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তি বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। অন্তর্দ্দাহ, মর্ম্মপীড়া, প্রভৃতি দৈহিক পীড়া হইতে সহস্রগুণে প্রখর, সহস্রগুণে শরীরক্ষয়কারি। মন ও শরীর এতদূর ঘণিষ্ঠ—একতাসূত্রে আবদ্ধ যে, মন পীড়িত হইলে শরীর আপনা আপনি পীড়িত হয়। শারিরীক পীড়িত ব্যক্তির মন যেমন সর্ব্বদা বিষন্নভাবে মগ্ন থাকে, তদ্রূপ মানসীক পীড়ায় প্রপীড়িত ব্যক্তির শরীরও নিরন্তর ক্লিষ্ট হইতে থাকে। পরিমাণের তারতম্য হইলেও, উভয়ে কষ্টকর হইলেও শারিরীক অপেক্ষা মানসীক পীড়ার প্রাখর্য্য অত্যন্ত অধিক।

এই পীড়ার ফল হিত ও অহিতজনক। ইহার ভোগকালে দেহী উভয়-বিধ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন।

চিন্তা—দুই প্রকার, সুচিন্তা এবং কুচিন্তা। সুচিন্তা চিন্তা করিলে চিত্তের উন্নতি হইয়া থাকে। কোন গুঢ়—নিগুঢ় বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার ফলপ্রাপ্ত হওয়া চিন্তার সাফল্য, এই চিন্তাতেই সাধকগণ চিন্ময় চিদানন্দের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন, এই চিন্তা সুচিন্তা। আর কুচিন্তা কেবল আত্মগ্লানী উপস্থিত করিয়া হৃদয়ে বিজাতীয় ক্ষোভ ও দুঃখের অবতারণা করে মাত্র। কোন অসার বা কুচিন্তা হৃদয়ে স্থান দিলে যদি তাহাতে সাফল্য লাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাও অহিতজনক, আবার যদি তাহাতে সাফল্য লাভে অসমর্থ হওয়া যায়, তাহার কষ্টও মর্ম্মান্তিক!

এই উভয় কুচিন্তার ফলই আত্মনাশ! জীবনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করিতে,—সুখের সংসারে বিষময় রাজ্য স্থাপন করিতে,—সুখের পথে কণ্টক অর্পণ করিতে লোকে কুচিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকে।

ভয়।—ধর্ম্মভয় যে হিতজনক, তাহা আর বেশী করিয়া কি বুঝাইব? ধর্ম্মেই সংসারের প্রতিষ্ঠা,—ধর্ম্মই সুখের সংসারের জনক,—ধর্ম্মই সুখীর পৃষ্ঠপোষক! সেই ধর্ম্মের ভয় সকলেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু অসার ভয়,—কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে ভয় অবশ্যই আত্মার অবনতির পরিচায়ক। এই ভয়ের সহজ নাম নিরুৎসাহ।

উৎসাহহীন জগতের কোন কার্য্যই করিতে পারে না। জড়বৎ সংসারে আসিয়া সংসারে জড়ের ন্যায়ই জীবন অতিবাহন করে, সুতরাং এই প্রকার ভয় বা নিরুৎসাহভাব মানবের সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

সত্রুতা—সর্ব্বদাই মানবের সত্রু। যিনি অপরকে সত্রু বিবেচনা করেন, তিনি সংসারের সত্রু, নিজেই নিজের সত্রু। তাঁহার সম্মুখে জগত সত্রুময়! জগত তাঁহার সত্রু হইয়া এই সত্রুতার প্রতিফল প্রদান করে।

ঈর্ষা।—ঈর্ষা উভয় গুণ-বিশিষ্ঠ। সৎকার্য্যে সদ্‌বিষয়ের ঈর্ষায় আত্মার উন্নতি সাধিত হয়। সদ্‌কার্য্যে সদ্‌বিষয়ে অপরকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া যদি হৃদয়ে এইরূপ ঈর্ষার উদয় যে, সেই ঈর্ষা উক্ত সৎকার্য্যে হৃদয়কে উত্তেজিত করে, হৃদয় সেই সেই কার্য্যে সাফল্যলাভে সমর্থ হয়, তবে সেই ঈর্ষাই জীবনের সুখের পথ পরিষ্কৃত করিয়া বিমলানন্দ দানে সমর্থ হয়। আর নিস্তেজ হৃদয় সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া সেই সিদ্ধকাম ব্যক্তির প্রতি যদি অযথা ঈর্ষা করে, তাহা হইলে সেই সফলকাম ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না, কেবল ঈর্ষাকারীই ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া ঘোর-যন্ত্রণাভোগ করেন। এই প্রকার ঈর্ষা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

একাগ্রতা। একাগ্রতা সুফল প্রসব করে সত্য, কিন্তু কার্য্য বিশেষে বিষময় ফলও প্রসব করে। ধর্ম্মসাধন, সৎকার্য্যের সাফল্য, আত্মার উন্নতি ও পরোপকার প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধিলাভার্থ যে একাগ্রতা, তাহা প্রসংশনীয়; আর সুরা; বারবণিতা, পরদ্বেষ, পরের অনিষ্ট এ সকল সাধনে একাগ্রতা প্রকাশ নিজের, সংসারের এবং উপলক্ষিত ব্যক্তির অহিতজনক, মানব এই দুষ্প্রবৃত্তি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

পরিষ্কার জল দুগ্ধ হইতে মূল্যবান

এই মহাসক্ত মানসীক পীড়া যে ভাবে বর্ণিত হইল, তাহাতেই পাঠক ইহার প্রতিকার বুঝিয়া লইবেন। যে মানসীক পীড়ায় যে কার্য্য হিতজনক, পীড়িতগণ সেইদিকে চিত্তের গতি নির্দ্দেশ করিবেন, ফলও যথোপযুক্ত প্রাপ্ত হইবেন। আর যদি দুর্বুদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় অসৎমার্গে সেই সেই বিষয়ের সফলতা সম্পাদনার্থ চিত্তগতি পরিচালিত করেন, তাহা হইলে প্রাণান্তকরি বিষফল প্রাপ্ত হইবেন, আজীবন ঘোরতর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইবেন। বুদ্ধির বিপর্য্যায়ে দুঃখ, এ কথা সকলেই মনে রাখিবেন।

ভৌতিক দৃষ্টি। *

সর্ব্বদেশেই ভৌতিক দৃষ্টির উপদ্রব আছে। নানাজনে নানাভাবে এই দৃষ্টির অর্থ করেন। কেহ ভাবেন, "ভৌতিক দৃষ্টি অমূলক চিন্তার ফল," কেহ ভাবেন, "বস্তুতঃ কোন বিকটাকার ভূত সশরীরে সমাগত হইয়া মানবকে আশ্রয় করিয়া যাতনা প্রদান করে।" এই উভয় মতই সর্ব্বত্র প্রচলিত। প্রকৃত পক্ষে ভৌতিক দৃষ্টি কি, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

এই দৃষ্টি দুই প্রকার। এক সত্য অপর ভাণ বা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ইহাই দেখা যায় যে, যুবতীরাই এই ভৌতিক দৃষ্টিতে পতিতা হয়েন। বৃদ্ধা বা বালিকা প্রায়ই এই অপদেবতার দৃষ্টিপথে পতিতা হয়েন না, ইহার কারণ কি? পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন, এ দৃষ্টির মধ্যে একটু রহস্য আছে। কুলটা আপন স্বামীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ ও স্বীয় নায়কের নিকট গমন করিবার জন্য এই "ভৌতিকদৃষ্টির" ভাণ করে। এ কথার সারবত্তা সকলের মুখেই প্রমাণ পাইবেন। কেহ মাথায় ধুনা জ্বালাইয়া চলিলেন, কেহ রজনীতে স্নান করিবার ছলে নায়কের নিকটে উপস্থিত হইলেন, কেহবা একাকিনী থাকিয়া উপপতির মনোরথ পূর্ণ করিলেন; স্বামী বা অন্য কেহ নিকটে আসিলে বিকট দন্তকিটিমিটি করিয়া কালবিষধরের ন্যায় দংশন করিতে অগ্রসর হইলেন, এই বিভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলে ভাবিল, "বধু ভৌতিক দৃষ্টির পথবর্ত্তিনী হইয়াছে।" বধু গোপনে যে ভৌতিকদৃষ্টির পথবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তাহা সকলে বুঝেন। সর্ব্বদেশেই এ কথা

---

* Vide the Elements of social science, the eassy entitled "spiritualism" page 40

প্রচলিত, সকল দেশের কুলটাগণেরই ইহা স্বভাব। অন্ধবিশ্বাসে বিমুগ্ধ গৃহস্বামী বধুর চিকিৎসার জন্য ওঝা বা রোজা (Spiritualist) আনিলেন, সে নানা প্রলোভনে সার্থসাধন ও অর্থসংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেল। বধুর অদৃষ্টে যাহা হয় হইল। এই ভৌতিক দৃষ্টির নামই মিথ্যা বা ভাণ। আর প্রকৃত ভৌতিকদৃষ্টি যাহা, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

জীবদেহে যৌবনসঞ্চার হইলে শরীরে তাড়িৎ প্রবাহ সমধিক হওয়ায় যুবক বা যুবতীর শরীর উত্তেজিত হইয়া থাকে। সেই সময় যদি শারিরীক ও মানসীক উভয়বিধ কার্য্য যথোপযুক্ত পরিমাণে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেহেরপূর্ণতা সম্পাদিত হইয়া শরীর উত্তোরোত্তর দৃঢ়, রোগশূন্য ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, আর যদি একের তাচ্ছিল্য করিয়া অন্যের কার্য্য সমধিক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাড়িৎপ্রবাহ বিচলিত ও বিদ্ধস্থ হইয়া দেহের নানাধিক ক্ষতি সাধন করে।

যুবতীর যৌবনকালে হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তা উপস্থিত হয়। পতি চিন্তা (ইত্যাদি) তন্মধ্যে প্রধান। যুবতী কায়মনে চিন্তা করেন, কিসে পতির সহবাস সুখলাভ করিবেন, কিসে পতির সমাগম হইবে, বিরলে অনন্যকর্ম্ম ও অনন্যব্রত হইয়া যুবতী কেবল নিশিদিন এই চিন্তাতেই কালাতিবাহন করেন। এইরূপে তাঁহার শারিরীক তাড়িৎপ্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হইয়া তাহা মানসীক গতির প্রতিপোষক ও বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। তাড়িতের চাঞ্চল্যতা ও মনের অধৈর্য্যতা পরিণামে এতদূর ভীষণ ভাবে সমানীত হয়, যে, চিত্তের স্থিরতা থাকে না সুতরাং নানাবিধ বিভীষিকা দেখিতে হয়।

মানবের মন স্বতঃ পরিবর্ত্তনশীল। হৃদয়ের বলে সেই পরিবর্ত্তনশীল মনের গতি আমরা অনায়াসে দমন করিতে পারি; আর যদি হৃদয় বলশূন্য হয়, তাহা হইলে যে চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ তাহা বাক্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই সকল অসার অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী শ্রুতিগোচর করিয়া প্রকৃতিস্থ মানব মনে করেন, "এই বাক্য ভৌতিক দৃষ্টির পরিচায়ক।" পরন্তু ইহা তুচ্ছ বিকটাকার ভূত নহে, যে ভূতে সংসারের অস্তিত্ব ও সমাঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, এ সেই ভূত,—এ সেই তাড়িতের খেলা।

অপকর্ম্ম।

মানব সময় বিশেষে যে সমস্ত অপকর্ম্ম (Evils of abstinence, Evils of excess, Evils of abuse &c.) সাধন করেন, তাহাতে তাঁহাকে আজীবন নানাবিধ রোগশোকে ক্লিষ্ট হইতে হয়। রোগ মানবের দুষ্কার্য্যের ফল। স্বভাবের বৈপরিত্যে—অস্বাভাবিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে, পীড়ার উৎপত্তি। সেই সকল পীড়ার কারণ ও নিবারণের উপায় যথাসম্ভব বিবৃত হইতেছে। ভরসা করি, পাঠক এখনও সাবধান হইবেন।

বঙ্গদেশে যে সমস্ত রমণীগণের চরিত্রগত দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রধান কারণ স্বামীর ব্যবহার, দ্বিতীয় কারণ সমাজের শাসন।

বিবেচনা করুন, একটী বিংশ বা পঞ্চবিংশবর্ষ বয়স্ক বঙ্গযুবক অষ্টম-বর্ষিয়া একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। বালিকা তখন সংসার বা স্বামী চিনে না, তাহার সে বয়সও নয়। স্বামীর মনোমত কার্য্য—স্বামীর পরিচর্য্যা, স্বামীর শেবা, স্বামীর অভিলাশ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাহার কোথায় ? সুতরাং স্বামী—স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অন্যগামী স্বামীর পরিণাম যাহা হইবার, যে দোষে দুষিত হইবার কথা, তাহাই হইল। বারাঙ্গনাই যুবকগণের বাসনা পুরণের প্রসস্থ এবং নিষ্কণ্টকক্ষেত্র। যুবক সেই কুৎসিত কার্য্যে প্রণোদিত হইয়া, কুৎসিত ব্যবহারে স্বীয় বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া স্বীয় শরীর নষ্ট করিলেন। জননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ পীড়া, যাহা এই কুৎসিত ব্যবহারে আপনা হইতে সঞ্জাত হয়, যুবকের তাহাই হইল। শরীর ভগ্ন হইল, মানসীক সদানন্দভাব অপগত হইয়া যাতনার ভীষণ বহ্নি, আত্মগ্লানী, মর্ম্মপীড়া প্রভৃতি চিত্তক্ষেত্রের শান্তি হরণ করিয়া তথায় অধিকার বিস্তার করিল। আনন্দ, শান্তি, উৎসাহ হারাইয়া যুবক যুবাবয়সে বৃদ্ধ সাজিলেন, জীবনীশক্তি অপগত হইয়া কুৎসিত কার্য্যের ফল তাহার শরীরে ও মনের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, কার্য্যে উৎসাহ গেল, মনের স্ফূর্ত্তি গেল, হৃদয়ের শান্তি গেল, শরীরের সচ্ছন্দতা গেল, থাকিল কেবল ঘোর যন্ত্রণা, অনন্ত মর্ম্মপীড়া! যুবক বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বিষাদকে হৃদয়ে লইয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে স্ত্রী—ক্রমে ক্রমে, বয়স ক্রমে, কালধর্ম্মের স্বভাব ক্রমে যৌবন সীমায়

পদার্পণ করিলেন। এখন হৃদয়ে তাঁহার পূর্ণ উৎসাহ, কার্য্যে তাঁহার দৃঢ়-ব্রত, হৃদয়ে—তখন তাঁহার আশার হাট বাজার বসিয়াছে, প্রাণের মধ্যে—নূতন নূতন ভাব খেলা করিতেছে, হৃদয়ে তখন তাঁহার পূর্ণ বসন্ত বিরাজ-মান। তিনি তৃষিত, বারিপানের আশায় জলদের নিকট প্রার্থনা করি-লেন। জলদের সাধ্য হইল না—তাঁহার তৃষ্ণাদূর করেন; যুবতীর তৃষ্ণায় বুক ফাটিল, কণ্ঠ শুষ্ক হইল, আশা মিটিলনা। যুবতীর হৃদয় উদ্যানে আজ বসন্তের—রাজত্ব, আশা সেখানে কত রজনীগন্ধা কত গন্ধরাজ কত গোলাপ বসাইয়াছে। যুবতী আশান্বিত হইয়া বাসন্তি সমীরণে সেই কুসুম-সৌরভ বিলাইবেন বলিয়া—পূর্ণচন্দ্রের কীরণে সমুদ্ভাষিত হইবে বলিয়া হৃদয় খুলিয়া স্বামীর নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিলেন। স্বামী অক্ষম, স্বাস্থ্য বাসন্তি সমীরণ তিনি কোথায় পাইবেন? তাঁহার আছে কেবল লোকদগ্ধ-কারী মর্ম্মোচ্ছ্বাস, সেই উষ্ণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে যুবতীর সুকুমার কুসুম উদ্যান শুষ্ক হইয়া গেল। যুবতীর আশার বাগান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গাছ পালা শুকা-ইয়া গেলে। যুবতীর আশাতরণী বড় নৈরাশ্য সাগরে ডুবিল। এখন পাঠক! যুবতীকে তুমি কি করিতে বল?

যিনি পতিব্রতা, প্রাণ যাঁর পতিশেবা মাত্রে নিযুক্ত, তিনি যৌবনে যোগিনী সাজিয়া আশা বাসনা কামনা পরিহার করিয়া পতিপরিচর্য্যা সার করিলেন, আর যিনি তাহা পারিলেন না, যিনি এই নৈরাশ্যে পড়িয়াও আবার আশার প্ররোচনায় নূতন করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে কুসুম উদ্যান গড়িলেন, নৈরাশ্যের প্রতিকূলে আবার বালির বাঁধ বাঁধিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট পুড়িল। কিন্তু দোষ কারে দিব?

স্বামী সক্ষম হইয়াও কার্য্যদোষে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আর সমাজ অশিথিবর্ষিয়ের সহিত পঞ্চমবর্ষিয়া বালিকার বিবাহ দিয়া এই কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন! পাঠক! বলিতে পার কি? এর কোন প্রতিকার আছে কি না? আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে—বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত আছি অধুনা বারাঙ্গনার তিন চতুর্থাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই কারণে স্বামীর ও সমাজের শাসনে তাহারা বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগিনী হইতেছে।

স্বামী যুবতীভার্য্যার প্রেমবন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিয়া বারাঙ্গনা প্রেমে উন্মত্ত! যুবতী রাত্রি এক ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামীর খাদ্যদ্রব্য আগুলিয়া

তাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছেন, এযন্ত্রণা কি রক্তমাংস গঠিত মানবের সহ্য হয়? ইহা ভিন্ন যদি সেই কার্য্যে যুবতী একদিন অসমর্থ হইলেন, তবেই আর নিস্তার থাকিল না। স্বামী মহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া মদের মত্ততায় প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ক্রটী করিলেন না, যুবতীর প্রাণে আর কত সহ্য হয়? হিন্দুরমণী সতীত্বের আদর্শ স্থানীয়া, তাই তিনি এত কষ্টও অকাতরে সহ্য করিতেছেন, ইহাও আমাদের সামান্য গৌরবের নহে।

পূর্ব্বে যে আচরণ করিয়া স্বামী স্বীয়দেহ নষ্ট করিয়াছেন, তাহার আনুসঙ্গীক আরও কয়েকটী পীড়ার বিষয় লিখিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন কি?

আত্মস্খলন।—কুকার্য্যে অত্যধিক প্রবৃত্ত হইলে অপকর্ম্মে হৃদয় পূর্ণ থাকিলে নিদ্রিতাবস্থায় সেই অপকর্ম্মের পাপচিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় আপনা হইতে রেতঃস্খলন হয়, ইহাতে শরীরের যন্ত্র এতদূর দুর্ব্বল হয় যে,তাহাতে শরীর ক্ষীণ হইয়া তাহাকে বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলে। আত্মস্খলন (Self-pollution) ও হস্ত মৈথুন (Handling) এই দুইটী কার্য্য যৌবনের প্রারম্ভেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে পিতামাতা ও অবিভাবকগণ স্ব স্ব বালক বালিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কুৎসিত স্থানে ভ্রমণ, কুসংসর্গে বাস ও কামোদ্দীপক অশ্লিল পুস্তকাদি যাহাতে বালকের চক্ষেও না পড়ে তাহাই করিবেন, নতুবা এই সকল পীড়া তাহাদিগকে প্রপীড়িত করিয়া জীবনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করিবে।

আর একটী গুরুতর পীড়া—সপ্নদোষ। ইহা অসার চিন্তাতেই সংঘটিত হয়। হৃদয়ে কামভাব বর্ত্তমান থাকিলেই অশ্লিল চিন্তা চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে, রজনীতেও সেই চিন্তার বিরাম হয় না, সুতরাং শুষুপ্তিঘোরে নানাবিধ চিন্তার ফলস্বরূপ রেতঃস্খলন হইয়া থাকে। সহজ অপেক্ষা এই অবৈধ স্খলনে চতুর্গুণ শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। ইহার নিবারণ উপায় সর্ব্বদা শীতল বস্ত ব্যবহার এবং অসার চিন্তা পরিহার, সদ্‌বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি।

অত্যধিক তাম্রকুট সেবন শরীরের অত্যন্ত অবনতিকর। ইহাতে জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা ও অবসাদ প্রভৃতি জন্মিয়া পরিণামে নানাবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত করে। বালকগণের তাম্রকুট একটী পরম শত্রু। বালকগণও

তাহাদের অবিভাবকগণ একথা স্মরণ রাখিবেন। অধুনা বালকগণের অধিকাংশকেই ধূমপানে আশক্ত দেখি, বলা বাহুল্য, ইহা অতিশয় অনিষ্টজনক।

জীব প্রবাহ।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তি কেন? কোন্ সময় হইতে এই বিশ্ব মনুষ্য বাসোপযোগী হইয়াছে, কোন্ লীলাময়ের এই লীলা, কাহার কৌশলে এই সংযোগবিয়োগসাধ্য ভূতের খেলা সাধিত হইতেছে। সে সকল তর্ক করিয়া আমরা পুস্তক কলেবর পূর্ণ করিব না, সে সকল বিষয় বর্ণন ও মীমাংসা অনেক কথা, সে ক্ষমতার ক্ষমতাপন্নও আমরা নহি, তবে যে সমস্ত বিষয়ের অভাবে জীবের তথা বঙ্গবাসীর অমঙ্গল সূচিত হইতেছে, যে সকল অনিষ্ট বঙ্গবাসী ভোগ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। ভরসা করি সহৃদয় পাঠক একবার এদিকে চাহিবেন কি?

অধুনা জগতে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, পীড়া ও মহামারী প্রভৃতি অধিকতর পরিমাণে সংঘটিত হইতেছে। বিশেষ ভারতবর্ষ এই সকল অত্যাচারে বিশেষ পীড়িত। হা অন্ন হা অন্ন, হাহাকার ভারতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতবাসী প্রভূত বিদ্যা লাভ করিয়া, নীতি, দর্শন, স্মৃতি, গণিত, জ্যোতিষ, কৃষি সর্ব্ববিষয়েই পারদর্শী হইয়াও তাঁহারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। এই সকল বিষয়ের প্রকৃত কারণ অবধারণ করিবার জন্যই এই প্রস্তাব। পূর্ব্বে ভারতবাসীগণের ভূরিভাগ বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণ ব্যতিত নিম্নজাতি বিদ্যার কোন ধারই ধারিত না, তথাপি তাহারা দিব্য সুখে ছিল, উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইত না, অতিথিসৎকার আপামর সাধারণের ব্রত ছিল, সকলের মুখেই সুখের হাসি খেলা করিত। আর আজ বিদ্বান সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানবান ব্রাহ্মণেতর সকলেরই হাহাকার! নিজের উদর লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত! সকলের মুখেই দারিদ্র্যের কালিমা বিরাজমান। এ বৈসম্যের কারণ কি, এ বৈসম্যের সাম্য কিসে হয়, তাহাই একবার আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইতেছি, এসম্বন্ধে আমাদের নিজের মত প্রকাশের

পূর্ব্বে এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত ও তাহার সহিত আর্য্য পণ্ডিতের মতের সামঞ্জস্য দেখাইব এবং পরিশেষে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব। এই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতদ্বয় এই বিষয় লইয়া এই বিষয়ের আন্দোলন লইয়া জীবন অতিবাহন করিয়াছেন।*

এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভবিষ্যদ্ভারতের চিত্র অগ্রে পাঠককে দর্শন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে ভারতে যে পরিমাণে ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক অধিক ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্ব হইতে কৃষির উৎপন্ন দ্রব্যও বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে আবার দুর্ভিক্ষ কেন? খাদ্যের অভাবের নাম দুর্ভিক্ষ, যদি খাদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াও দুর্ভিক্ষ নিবারিত না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, হয় সেই খাদ্যদ্রব্য আমাদের ব্যবহারে আসিতেছে না, অথবা ভারতের খাদক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সেই প্রচুর খাদ্যেও সংকুলান হইতেছে না। এখন দেখা যাউক, এই দুইটীর কোন্‌টী দ্বারা ভারতে এমন হাহাকার—এমন অন্ন কষ্ট হইতেছে।

ভারতে উভয়বিধ কারণই সংঘটিত হইতেছে। বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজ ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ও স্বদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি হইয়াও এই কারণে তাহা ভারতবাসীর ভোগে আসিতেছে না। ভারতের সিরাজগঞ্জ, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের পাট, কৃষকগণের বহু চেষ্টার ফল, ইংরাজ সামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া বিলাত পাঠান; কৃষক এক খানি কাপড়ের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। জানে না, বুঝে না, তাহার ধনই সে কপর্দ্দকের বিনিময়ে দান করিয়া পুনরায় আবার তাহা রত্নের বিনিময়ে গ্রহণ করিতেছে। এ সকল তত্ত্ব ভারতবাসী বুঝে না।

দ্বিতীয়তঃ এই সকল বাণিজ্যের অবশিষ্ট যে পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ভারতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেও সংকুলান হয় না। কেন না, গণনা দ্বারা স্থিরী-

---

*Reverend Mr. malthus. এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে পাঠক Essay on the principle of population নামক গ্রন্থ পাঠ করুণ।

স্কৃত হইয়াছে যে, প্রতি পঞ্চদশ বৎসরে খাদ্য সংখ্যা যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, এই ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, ঐ সময়ের মধ্যে খাদকের সংখ্যা যথাক্রমে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি পঞ্চদশ বৎসরে খাদ্য সংখ্যা অপেক্ষা খাদকের সংখ্যা দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। *

এক্ষণে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, যদি পূর্ব্ব হইতেই খাদ্য ও খাদক সংখ্যা এই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, তবে এখনই বা পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষের পরিমাণ অধিক হইতেছে কেন? ইহার উত্তরও প্রদত্ত হইতেছে।

পূরাকালেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা না ছিল তাহা নহে, কিন্তু কয়েকটী কারণ তখন দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে ভারতবাসীকে অনেকাংশে রক্ষা করিত। এই কারণের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধ ও সাময়িক মহামারী প্রধান। এই উভয় কারণে সময় সময় জগতের (ভারতের) অনেক জীব হত হইয়া ধরার (দারিদ্র্য) ভার অপনোদন করিত। † প্রকৃতপক্ষে সাময়িক যুদ্ধ ও সংক্রা-মক পীড়া নিতন্ত অনাবশ্যকীয় নহে। ইহারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

অত্যধিক জন্ম অত্যধিক মৃত্যুর কারণ। ‡ গণনায় অবধারিত হইয়াছে যে, ভারতে মৃত্যু সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে এক জন এবং জন্ম সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে $১\frac{১}{২৫}$। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা জন্মসংখ্যা অধিক; এইরূপ উত্তরোত্তর জীবসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া সংসারে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখের অবতারণা করিতেছে। জগতের অন্যান্য

* The necessary effects of these two different rates of increase, when brought together, will be very striking. Taking the whole earth, emigrătion would ofcourse be excluded, and whole the human râce would increase as the members 1, 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256n sudsistence would only i ucrease at the rate of 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Malthus on Population page 276. E.of S. C.

† অবতারের অবতণও এই জন্য। যখন জীব নানা কারণে ক্ষুধায় (ক্ষুধা নানাবিধ, খপু বিশেষের উপদ্রব ও ক্ষুধা নামে স্থান বিশেষে বিবৃত) কাতর হয়, ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া তখন ধরার (জীব) ভার হরণ করিতেন। শাস্ত্রজ্ঞ একথা বুঝিবেন।

‡ More marriager will only cause more deaths. M. P. 259

দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই জন্মসংখ্যা অধিক। ভারতবর্ষ অপেক্ষা যে স্থানে অধিক লোকের বাস, তথাকার জন্মসংখ্যা ভারতবর্ষ হইতে অনেক অল্প। তাই হতভাগ্য ভারতবাসী প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যদুঃখ অকাতরে ভোগ করিতেছে। ভারতে উপায় বিহিন, স্বহায়সম্পত্তি হীন, চক্ষু কর্ণাদি হীন অনেক মিলিবে, কিন্তু বিবাহ ও স্ত্রীপুত্র হীন ভারতে সহস্রের মধ্যে একটীও আছে কি না সন্দেহ। গত জনসংখ্যায় (Sensus) অবধারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে অবিবাহিতের সংখ্যা (বলা বাহুল্য যে বিবাহের বয়স তাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে) প্রতি ১৫৭৭ জনের মধ্যে এক জন মাত্র। ইহাতেই অনুমিত হয়, দারিদ্র্যদুঃখ ভারতবাসীর ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবি।

যাহারা উপায়হীন নিজের উদারন্নের সংস্থান যাহাদিগের ক্ষমতার অতীত তাহাদিগের বিবাহ যে নিতান্ত বিড়ম্বনা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ভারতবাসী তাহা বুঝেন না, সুখের আশায় পড়িয়া শেষে নৈরাশ্যে আজীবন দগ্ধ হইতে থাকেন। যাঁহারা পুত্র কন্যার ভরণপোষণে সমর্থ, তাঁহারাই বিবাহ করিবার অধিকারী, সেই বিবাহ না করিলেই প্রত্য-বায় আছে, নতুবা ঈশ্বরের দোহাই দিয়া তুচ্ছসুখের জন্য সংসারকে ক্লিষ্ট করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। *

সম্পূর্ণ।

---

* Mr. Godwin in one place, speaking of Population. says, "There is a principle in human society, by which population is perpetually kept down to the level of the means of subsistence.

Vide godwin, s guide 279.

About this subject, Mr. Malthus Ruled this three propositions;

1st....Population is necessarily limited by the means of subsittence.

2nd....Population invariably increases, when the means of subsistence increase.

3rb...The checks which repress the superior power of population and keep its effects on a level with the means of subsistence, are all resolvable in to moral restraint, vice and misery. M. on p.

গৃহিণীপনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৪

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

৩১

গৃহিণীপনা।

গৃহধর্ম্ম।

গৃহধর্ম্ম করিবার জন্যই মানবের সৃষ্টি। স্ত্রী-পুরুষে একত্রে অবচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছে ইহারই জন্য। ইহারা—যথানিয়মে গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং ইহাতেই সৃষ্টির স্বার্থকতা। মানব যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, যে কোন ধর্ম্মলাভার্থ যেরূপ কার্য্যের সূত্রপাত করুন, গৃহধর্ম্মই তাঁহার পক্ষে প্রশস্থ। এই গৃহধর্ম্ম সাধনের কয়েকটী অঙ্গ আছে। গৃহধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান সেই সেই কার্য্যের সমাধানে সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিষয়ই ক্রমশঃ বিবৃত করিব। আপাততঃ গৃহধর্ম্মের সাধারণ কয়েকটী নিয়ম লিখিতেছি।

গৃহিণী গৃহের ভিত্তিস্বরূপা। কর্ত্তা উপার্জ্জন করিবেন, গৃহিণী সেই অর্থে ব্যবস্থা করিবেন। গৃহের সমস্তই তাঁহার অধিকার। গৃহিণী সংসারটীকে এমন ভাবে গঠিত করিবেন, যেন গৃহস্বামী, গৃহস্থ, সংসারের কোন ত্রুটী দেখিতে না পান। গৃহিণী বধু, কন্যা, বালক ও বালিকাগণকে ইঙ্গিতে পরিচালিত করিবেন। এই পরিচালন শাসনে বা ভয়ে নহে, ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে তাহারা সকলেই গৃহিণীর বশীভূত ও আজ্ঞাকারী হইবে। গৃহিণীর গৃহকার্য্যে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে গৃহস্থকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এজন্য পাকা গৃহিণী হওয়া বা গৃহিণী নামে পরিচিতা হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। "গৃহিণী" উপাধীর মূল্য সামান্য নহে।

গৃহের আবশ্যকীয় প্রত্যেক দ্রব্যের এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। কেন না আবশ্যকীয় জিনিস সময় সময় খুঁজিবার অবসর থাকে না, অথচ সেই জিনিসটীর জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, জিনিসের একটী স্থায়ীস্থান থাকিলে আর এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

গৃহিণী সর্ব্বদাই শান্তভাবে অবস্থান করিবেন, তাহা হইলে সে সংসারে কখন কলহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে গৃহিণী স্বয়ং কলহ প্রিয়, সে সংসার অচীরে নষ্ট হইয়া থাকে।

গৃহিণী পরিবারবর্গের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। বালকবালিকা যুবক যুবতী সকলেই যাহাতে যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, গৃহিণী সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

গৃহিণী গৃহকার্য্য সম্বন্ধে গৃহকর্ত্তার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন। পরস্পর পরস্পরের পরামর্শ লইয়া উভয়ে উভয়ের কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

পরিবারবর্গ গৃহিণীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া গৃহিণী স্বয়ং সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন। পরিবারবর্গ সম্মুখে তাঁহাকে প্রত্যেক কার্য্যের আদর্শ ও পশ্চাতে যেন তাঁহার স্নেহের ছায়া দেখিতে পায়।

গৃহিণী এমন ভাবে পরিবারবর্গকে শাসন করিবেন যে, তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই অপরাধে অমার এই দণ্ড! তাহা হইলে সে দোষ নিশ্চয় সংশোধন হইবে। অপরাধীকে তাহার দোষ দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

গৃহের দ্রব্যাদির প্রতি গৃহিণী সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, এবং আয়ের পরিমানানুসারে সঞ্চয় ও ব্যয়ের তারতম্য করিবেন। উপযুক্ত গৃহিণী সামান্য আয়েও সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

চিকিৎসা।

গৃহিণীর চিকিৎসাতেও কথঞ্চিৎ অধিকার থাকা আবশ্যক। পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

বালকবালিকাগণ ইচ্ছামত কুসংসর্গ না করে, অত্যাহার বা অতিনিদ্রা না যায়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন।

যুবতীগণের সম্মুখে সংসার। একথা সর্ব্বদা যাহাতে তাঁহারা স্মরণ রাখিয়া সংসারশিক্ষায় শিক্ষিতা হন, গৃহিণী সর্ব্বদা তাহাই করিবেন।

যে যে কারণে পীড়া হয় এবং তাহার নিবারণ উপায় সংক্ষেপে লিখিত হইল, গৃহিণী এ সকল স্মরণ রাখিবেন।

তাম্রপাত্রে অম্ল, লৌহপাত্রে কষায় দ্রব্য রাখা অকর্ত্তব্য। রোগীর পথ্য রন্ধনে লৌহপাত্র প্রসস্থ। রৌপ্য, কাচ ও প্রস্তরপাত্রে সকল প্রকার দ্রব্য রাখিতে পারা যায়।

গুরুপাকদ্রব্য অতিভোজনে উদরাময় জন্মে। অতএব পরিমাণানুরূপ

গুরুপাক খাদ্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যে খাদ্যে তৈলের ভাগ অধিক, তাহা ব্যবহার করা অনিষ্ট কর।

আলু, পটল, উচ্ছে, লাউ, বার্ত্তাকু প্রভৃতি তরকারীই উৎকৃষ্ট, শাক সময়বিশেষে ব্যবহার মন্দ নয়। আম্র, কদলী, কাঁটাল, বেল, আনারস, দালিম প্রভৃতি ফল পরিমিত সেবনে ক্ষতি নাই। ফুটী,নারিকেল, পেয়ারা, কুল, বাতাবীলেবু প্রভৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বথা পীড়াদায়ক। দুগ্ধই শিশুর পক্ষে ব্যবহার্য্য। ছানা, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি পরিমিত সেবনে শরীরের উন্নতি করে, কিন্তু অতিভোজন বিশেষ অনিষ্টকর।

বালকগণ কাঁচা আম, কুল, খেজুর, পেয়ারা প্রভৃতি খাইয়া প্রায়ই পীড়িত হয়, গৃহিণী এ সকল অখাদ্য ভোজন নিবারণ করিবেন।

শিশু পীড়িত হইলে উৎকট ডাক্তারী, বা কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া গৃহিণী সামান্য সামান্য টোট্‌কা ব্যবহার করিবেন।

ক্রমীরোগে আনারস পাতার রস বা সোমরাজ বীজ লবণের সহিত ব্যবহার করাইবেন। পেটকামড়াইলে শরিষা ও লবণ মুখে দিয়া জলপান করিলেই নিরাময় হইবে। শিশুর কোন স্থানে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ জলপটী দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর কাশী হইলে গোরেগুণ বেগুণের খোলে প্রসূতীর স্তনদুগ্ধ প্রদীপের শিখায় উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবেন। গলার মধ্যে ঘা হইলে ময়ুরের পাখা পোড়াইয়া তাহা মধুর সহিত মিশ্রিত করত জিহ্বায় লাগাইয়া দিবেন। জিহ্বার ক্ষত ও পাৎকুটীও ইহাতে নিরাময় হইবে। বালকগণ প্রায়ই খোসে (পাঁচ্‌ড়ায়) আক্রান্ত হয়, খোসরোগে পরিষ্কার করাই ঔষধ। পরিষ্কার করিয়া নারিকেলতৈল কর্পূর ও চিংড়িমাচ ও গাঁজার সহিত জ্বাল দিয়া লাগাইলেই আরোগ্য হইবে। রাঁধিবার সময় হঠাৎ কোন স্থান পুড়িয়া গেলে, গোল-আলুর রস লাগাইবে। দগ্ধস্থান সেঁকিলেও যন্ত্রণা নিবারিত হইবে। কাটিয়া গেলে গন্ধকচূর্ণ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বিছা, বোল্‌তা ও পিপীলিকায় দংশন করিলে সেই বিছা বা বোল্‌তা মারিয়া দষ্টস্থানে ঘষিয়া দিবে। কচুর রসও ইহার ঔষধ। শিশুর অজীর্ণ হইলে গোলমরিচ গুঁড়া গরম দুধের সহিত সেব্য। উদরাময় হইলে সিকি রতি আফিং বা সিদ্ধি পান করাইবে। চোক উঠিলে পাতিলেবুর রসে

পাতিলেবুর মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। হস্তের তালুতে চসীপোকা লাগিলে তেলাকুচার পাতাদ্বারা হস্ততল দলিবে। উকুন হইলে পানের রস শয়ন কালে পদতলে দিবে। ভুঁতে ভিজার জল নখকুনীর ঔষধ। মুদির পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই ভাল হয়। সাদা ধুনায় ঘৃত মিশাইয়া লাগাইলে পদতল ফাটা আরোগ্য হয়, গাভিঘৃত মস্তকের তালুতে দিলে রাৎকানা রোগ নিরাকৃত হয়। গৃহিণী এ সকল ঔষধ জানিয়া রাখিবেন, এবং পীড়িতের ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

স্বামী।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরাগ বা অশ্রদ্ধা সঞ্জাত হইলে সে সংসারের মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। অন্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দুপরিবার মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রেম, অনন্ত ভক্তি, অভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অবিকল্পিত শ্রদ্ধা থাকার বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্র হিন্দুসমাজকে এমন ভাবে গঠিত করিয়াছেন যে, এইটী না হইলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবের অসদ্ভাব ঘটিলে সংসারে বিষম অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে গৃহিণী বালিকাগণকে স্বামীর সহিত পরিচয় করিয়া দিবেন। আমার এই কথায় নব্যযুবক হয় ত নাক বাঁকাইবেন, বলিবেন "স্বামীর আবার চিনাইবে কি? সে আপনা হইতেই ত চিনিতে পারিবে, স্বভাব ছাড়িয়া অস্বাভাবিকভাবের অবতারণা করিবার আবশ্যকতা কি?" আবশ্যক আছে বলিয়াই ত একথার উত্থাপন। গৃহিণীই বালিকাকে স্বামী চিনাইয়া দেন, তবে সেই চেনানটা একটু অন্যভাবে আরও একটু জম্‌কালো রকমের করিবার জন্যই এ কথাটা বলিলাম। লজ্জা রাখিয়া বলিতে হইল, বঙ্গের কে না জানেন, কে না দেখিয়াছেন, গৃহিণী বালিকাকে স্বামীর সয়ন গৃহে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, স্বামীর প্রলোভনে ভুলাইতেছেন। হয় সবই, তবে সেই কথাটা একটু বেশী করিয়া বলাই দোষ।

বাজে কথা যাউক, গৃহিণীই বালিকাকে স্বামী চিনাইয়া দিবেন সুতরাং সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। স্বামী কি তাহাই বলিতেছি।

স্বামী রমণীর দেবতা। স্বামী সেবায় রমণী ইহপরকালে মুক্তি প্রাপ্ত হন, স্বামী রমণীর সংসারের অবলম্বন, পারত্রিকের নিস্তার কারণ, সংসারের বন্ধন। রমণীর জীবন—স্বামীর জন্ত, হিন্দুশাস্ত্রের ইহাই বিধি। এই বিধিই প্রকৃত বিধি, কিন্তু আজকাল দেবতাগণকে আমরা যে ভাবে গ্রহণ করি, তাহাতে একটু অসঙ্গত ভাব আছে। দেবতাকে যে ভাবে ভাবা কর্ত্তব্য, স্বামীকেও সেই ভাবে রমণী ভাবিবেন। এই ভাবনা কিরূপ? স্বামীকে রমণী ভক্তি করিবেন, কিন্তু সেই ভক্তির সঙ্গে একাত্ম ভাব থাকা চাই। রমণী তাঁহার শাসনাধীনে, কিন্তু ভয়ে নহে প্রেমবন্ধনে। রমণী স্বামীর জন্য, কেন না তাঁহারা তন্ময়। স্বামীর তিনি দাসী নহেন—কিন্তু তিনি স্বামী সেবায় নিয়তই রত। স্বামী তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যাহা করেন,—তাহাতে শঙ্কা নাই, বাধ্য বাধকতা নাই, ঐশ্বরিক নিয়মাধীনে তাঁহার কার্য্য সাধিত হয়। স্বামীতে স্ত্রীতে কতটুকু প্রভেদ; তপনে আর তাপে, শীলায় আর শৈত্যে, অগ্নি আর দাহিকাশক্তিতে, কায়া আর ছায়াতে যতটুকু প্রভেদ, স্বামী ও স্ত্রীতে সেইটুকু প্রভেদ। সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ সকলই তাঁহারা উভয়ে ভোগ করেন, একের আঘাতে অপর আঘাতিত হন, একের আনন্দে অপর আনন্দিত হন, এই ভাব স্বামী স্ত্রীতে বর্ত্তমান। দেবতাকেও এই ভাবে দেখা উচিত। এই সূত্রে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ প্রতিপাদক মূল সূত্র, "স্বামী রমণীর দেবতা।"

দাসদাসী।

দাসদাসী প্রভৃতি যাহারা অনুগত এবং ভৃত্যভাবে অবস্থিত, তাহাদিগের প্রতি কুব্যবহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহারা অর্থের বিনিময়ে জীবন বিক্রয় করিয়াছে, উদরান্নের জন্য স্বাধীনতা হারাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নির্দ্দয় ব্যবহারে তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। জগতে পরস্পর পরস্পরের ভৃত্য। সামান্য বেতনভোগী উচ্চবেতনভোগীর ভৃত্য, উচ্চবেতনভোগী তদপেক্ষা উচ্চব্যক্তির ভৃত্য, উচ্চব্যক্তি রাজার ভৃত্য, রাজা ধরিতে গেলে আবার বিধির, নিয়মের ভৃত্য, তাহা না ধরিলেও তিনি স্বভাবের ভৃত্য। কুকার্য্যে কঠিন ব্যবহার লাভ, অপকর্ম্মে উত্তমর্ণের

পদাঘাত সকলেই সহ্য করেন, এই ভাবিয়া ভৃত্যগণের প্রতি সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবেন এবং পরিবারবর্গকে শিক্ষা দিবেন।

ভৃত্য বেতনভোগী মাত্র, কিন্তু তাহাকে তাড়না অপেক্ষা সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিলে তাহা দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, অথচ তাহার হৃদয়েও আঘাত লাগে না। মিষ্টবাক্যে সমধিক কার্য্য সাধিত হইতে পারে, ইহা অনেকে বুঝেন না। তাড়নায় প্রভুর সম্মুখে ভৃত্য প্রাণপণে কার্য্য করিল কিন্তু তাহার প্রাণের বাসনা, প্রভু কখন এ স্থান ত্যাগ করিবেন, কখন নয়নের অন্তরাল হইবেন। প্রভু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, ভৃত্যও হাত গুটাইল। আর যদি সদ্ব্যবহারে এমন করা যায় যে, ভৃত্য প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলিয়া পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সংস্থাপিত করে, তাহা হইলে পিতার কার্য্যে পুত্রের যেমন সাহানুভূতী, পুত্রের যেমন প্রাণপণ যত্ন, ভৃত্য সেইরূপ প্রাণপণে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। তাহার সম্মুখে থাকিয়া আর খাটাইতে হইবে না, সে আপনার কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিবে, আপনার নিজের কার্য্য ভাবিয়া নিজের স্বার্থ বুঝিয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ইহাতে কার্য্যও অধিক হইবে, অথচ তাহার হৃদয়েও আঘাত লাগিবে না। প্রভুকেও তাহার পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করাইতে হইবে না। তাই বলিতেছি, ভৃত্যকে নিদারুণ তাড়না না করিয়া সদ্ভাবে সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট রাখিলে বিশেষ ইষ্টের সম্ভাবনা। গৃহিণী একথা পরিবারবর্গকে শিক্ষা দিবেন এবং নিজে ভৃত্যের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবেন।

গৃহকর্ম্ম।

প্রত্যেক গৃহিণী গৃহকর্ম্ম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা স্বয়ং সম্পাদন করিবেন, অথবা করাইবেন। গৃহিণীর কর্ত্তব্য, গৃহকর্ম্ম কিরূপ, তাহা গৃহিণীগণ দেখুন।

গৃহিণী প্রভাতের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের চারিদিকে ছড়া (গোময় ও জল) দিবেন। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সকলে জানেন না। গোময় বায়ুপরিষ্কারক ও দুর্গন্ধনাশক। প্রভাতে এইরূপ গোময় চারিদিকে ছিটাইয়া দিলে দূষিত বায়ু পরিষ্কার ও দুর্গন্ধ নষ্ট হওয়ায় গৃহস্থগণকে আর পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না। ছড়া দিয়াই বাটীর সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিবেন। বেলা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিলে

তাহাকে অসুখ ভোগ করিতে হয়। গৃহিণী পরিবারবর্গকে জাগরিত করিয়া তাহাদিগের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিবেন। গৃহ, উঠান প্রভৃতি সমস্ত পরিষ্কার করিবেন। কোন স্থানে কোন দুর্গন্ধজনক দ্রব্য না থাকে।

শয্যাত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহের দ্বার জানালা প্রভৃতি খুলিয়া দিবেন। কেন না রাত্রে গৃহের মধ্যে নিশ্বাস বায়ু প্রতিরুদ্ধ থাকায় গৃহের সমস্ত বায়ু নির্গত হইয়া পুনরায় পরিষ্কার বায়ুতে গৃহ পূর্ণ হয়, সুতরাং পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। গৃহ সর্ব্বদা বন্ধ রাখিলে এবং সেই গৃহে শয়ন করিলে পীড়িত হইতে হয়।

গৃহের কোনে বা যে স্থানে বাক্স প্রভৃতি থাকে, সে স্থানে আবর্জ্জনা ফেলিবেন না, কেন না প্রত্যহ সে স্থান পরিষ্কারের চেষ্টা করিলেও দ্রব্যাদি থাকায় তাহা ভাল পরিষ্কার হয় না, এজন্য যদি একটু আবর্জ্জনা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতেই গৃহময় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। আবর্জ্জনা এমন স্থানে রাখিবেন, যেথান হইতে অনায়াসে তাহা দূরে নিক্ষেপ করা যায়। গৃহ মধ্যে গয়ের, কাশ ও শিকনী প্রভৃতি ফেলা নিতান্ত অন্যায়। ইহাতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে, তাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। বাসন প্রভৃতি প্রভাতেই পরিষ্কার এবং গৃহাদি ধৌত করা বা নিকানো আবশ্যক। গোময় দুর্গন্ধনাশক, এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে গোময়ের এত পবিত্রতা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভাতের কার্য্য শেষ করিয়া যিনি রন্ধন করিবেন, তিনি স্নান করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

গৃহিণী পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য বুঝিয়া স্নান আহারের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রতিদিন যাহাতে নিয়মিত সময়ে রন্ধন ও নিয়মিত সময়ে ভোজন হয় সেদিকে গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নানভোজন না করিয়া অনিয়মিত স্নানাহার করিলে শরীর ভগ্ন হইয়া পীড়া জন্মে।

আহারান্তে বিশ্রাম করিবেন বটে, কিন্তু তাহা যেন নিদ্রায় পরিণত না হয়। অধিকক্ষণ নীরবে নিষ্কর্ম্মে থাকা কর্ত্তব্য নয়। পূর্ণবিশ্রাম এক ঘণ্টা কালই যথেষ্ট। তৎপরে কাঁথা শিবন, আলেপন, সূচীকর্ম্ম বা অন্যান্য কার্য্য করিবেন। ইহাতে সংসারের অনেক স্বচ্ছলতা সম্পাদিত হইবে। অপরাহ্নের চারি দণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া গৃহাদি পুনরায় পরিষ্কার ও শয্যাদি প্রস্তুত করিবেন। বৈকালে যাহার যেমন শরীর, গাত্র ধৌত করি-

বেন বা গামছা দিয়া গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দিয়া প্রদীপ সমূহ প্রজ্বলিত করিয়া যে যে গৃহে আবশ্যক, সেই সেই গৃহে দিবেন এবং যে গৃহে প্রদীপের আবশ্যক নাই, তাহা তখন হইতে বন্ধ করিবেন।

রাত্রির রন্ধনের আয়োজন এবং নয় ঘটিকার মধ্যে রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া সকলে যথাস্থানে সয়ন করিবেন। অধিক রাত্রিতে ভোজন পীড়াদায়ক, একথা স্মরণ রাখিবেন। গুরুপাক খাদ্য রাত্রিতে ব্যবহার করা উচিত নয়, লঘু আহারই ব্যবস্থা।

সকলেরই প্রাতে কিছু কিছু আহার করা কর্ত্তব্য। আহার্য্য তিনি ঘণ্টায় জীর্ণ হয়, আরও তিন ঘণ্টা পাকযন্ত্রের বিশ্রাম দিবে, তাহার পরেই কিছু আহার না করিলে পিত্তাধিক্য হইয়া পীড়া জন্মে। যাঁহারা পূজা না করিয়া আহার করেন না, তাঁহারা প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া পূজা শেষ ও আহার করিতে পারেন, তাহাতে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না।

পরিবারবর্গ যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, তাহার উপায় করিবেন। মলিনবস্ত্র পরিধানে অনেক রোগ জন্মে সুতরাং সেই সকল পীড়ার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবেন। যেখানে বস্ত্রাদি রজকের দ্বারা ধৌত করিবার সুবিধা নাই বা সে ব্যয়ভার বহনে গৃহস্থ সমর্থ নহেন, সে স্থলে গৃহেই বস্ত্র ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। সাজিমাটী, খার ও দেশী সাবান দ্বারা বস্ত্র ধৌত করিলে ব্যয় অনেক অল্প পড়ে, অথচ পরিষ্কার বস্ত্র সকলেই পরিধান করিতে পারেন।

প্রতিদিন এক রকম অন্নব্যঞ্জন আহার করা কষ্টকর এবং সময় বিশেষে পীড়াদায়ক, এজন্য গৃহিণী মধ্যে মধ্যে ব্যঞ্জন প্রভৃতির তারতম্য করিবেন। রন্ধন বিষয়ে পটুতা থাকিলে সেই এক উপকরণেই বিবিধ প্রকার বিবিধ স্বাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীগণ সংসারের সহায়, অতএব প্রতিবেশীগণের সহিত কলহ ও মনের বিবাদ কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিদেশে যেখানে নিজের বলিতে কেহই নাই, সেইখানে এক জন স্বদেশীয়ের সাক্ষাৎ পাইলে হৃদয়ে যে কত আনন্দ হয়, তাহা অব্যক্ত। সেই প্রতিবেশীর সহিত সময়ে সময়ে

শত্রুতা করিয়া আমরা নিজের অনিষ্টসাধন করি। প্রতিবেশী হৃদয়ের বল। যেখানে প্রতিবেশী থাকেন, সেই খানেই যেন কোন বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া কেন বিবেচনা হয়? স্বদেশীয় কোন এক ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কেন সন্তুষ্ট হই? কেন তাঁহার গুণ সর্ব্বত্র প্রকাশ করি? প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি জন্য প্রতিবেশীগণের সংবাদ লই? সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া, সেই প্রাণের আকর্ষণ—সংসারের বন্ধন আছে বলিয়া। জন্মভূমী মানবের স্বর্গাপেক্ষা গুরুতরা, সেই জন্মভূমীতে যাঁহারাই থাকুন সকলেই তাঁহারা ভ্রাতৃসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এক জন্মভূমীর এক জাতীতে এই অব্যক্ত সম্বন্ধ! এই অব্যক্ত ভ্রাতৃভাব ঈশ্বরের অপার করুণার ফল।

প্রতিবেশী আমার আশ্রয়, তিনি আমার বল, তিনি আমার অবলম্বন; আবার আমি প্রতিবেশীর আশ্রয়, তাঁহার বল, তাঁহার অবলম্বন। এই পারস্পরিক নির্ভরতা বড়ই মধুময়, বড়ই সুন্দর।

প্রতিবেশী শত অপরাধে অপরাধী হউন, শত চেষ্টায় আমার উন্নতির পথে কণ্টক অর্পণ করুন, আমার আশাতরুর মূলে কুঠারাঘাত করুন, তবুও তিনি আমার প্রতিবেশী। তাঁহাকে তবুও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তিনি বুদ্ধির দোষে, কুমন্ত্রনায় আমার অনিষ্ট সাধন করুন, কিন্তু যখন বুঝিবেন, যখন তাহার অন্যায় তিনি বুঝিবেন, সকল ঘটনা দেখিবেন, তখন তিনিই তাঁহার দোষ বুঝিয়া আপনিই সংকুচিত হইবেন, মনে মনে মনস্তাপে দগ্ধ হইবেন; সেই তাঁহার সাস্তি, সেই তাঁহার প্রতিফল। এই প্রতিফল—এই সাস্তি ঈশ্বর দত্ত। শত্রুতা সাধনে আমার আবশ্যকতা কি?

প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর এই সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ তুচ্ছ নয়, সকলে একবার সম্বন্ধটী বুঝিয়া দেখুন।

সম্বন্ধ।

বঙ্গে সম্বন্ধ অনেক আছে, কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞান সকলের নাই। বাঙ্গালীর সম্বন্ধ, কুটুম্ব, আত্মিয় নাই এমন দেশ নাই। সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর আত্মিয়, স্বজাতি, কিন্তু বঙ্গবাসী সে সম্বন্ধ বুঝেন না। সম্বন্ধ বুঝেন না অর্থে তাঁহারা যে সম্বন্ধ স্বীকার করেন না তাহা নহে, তাঁহারা সম্বন্ধের অর্থ বুঝেন না, দুই একটী উদাহরণ দিব।

ঠাকুরদাদা অশিতিপর বৃদ্ধ, তামাকের প্রধান শিষ্য! মুখে তেমন জোর নাই, দাঁতগুলি গিয়াছে; তাই ছোট পৌত্রটী তামাক সাজিয়া দুটা দম কসিয়া ধরাইয়া দিল, ঠাকুরদাদা বড়ই খুসী। বালক পিতার নাম শুনিল, অমনি ভোঁ দৌড়। পিতা পরমপূজনীয় সেই, পরমপূজনীয় পিতার যিনি পরমপূজনীয়, এক কথায় যার বিশেষণ নাই, তাঁহার সম্মুখে বালকের এতটা বেয়াদবী!

ঠাকুরমা পৌত্রকে স্বামী সম্বোধন করেন, ঠাকুরদাদা যুবতী পৌত্রীর স্বামী হইতে চাহেন, সেইখানে দুই-একটী মান্ধাতার আমলের রসীকতা ঝাড়েন, অশ্লিল কথা অধিক আর বলিতে প্রবৃত্তি নাই। এসকলে কি সম্বন্ধের গুরুত্ব থাকে?

ভগ্নিপতি, ঠাকুরজামাই, ইহারা ত এক একটী রসসাগর। ইহারা না বলেন এমন কথাই নাই, বঙ্গরমণী না শুনেন এমন কথাই নাই, গড়ায় যে কতদুর, তাহাও জামায়ের দলেরা জানেন। দুঃখের বিষয়, বঙ্গনারী সে কথা তাদৃশ দোষের বলিয়া বিবেচনা না করিয়া বরং সুখী হন, সেই সব শুনিতে বড় তৃপ্তিবোধ করেন, স্ত্রীজাতির এ অবনতি, এ অপমান শোচনীয় বটে!

এইরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা, বিশেষ এইরূপ কুৎসিত অশ্লিল রসীকতা লইয়া কথাবার্ত্তা সময় বিশেষে বড়ই অনিষ্টকর হইয়া উঠে। তাই শাস্ত্রকার বলেন, "নারী ঘৃতকুম্ভ সদৃশ, পুরুষ তপ্তাঙ্গার তুল্য। অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা পৃথক্ রাখিবে।"

যাঁহারা অবলাগণের প্রকৃতমর্ম্ম জ্ঞাতু নহেন, যাঁহারা হিন্দুরমণীর সম্মান বুঝেন না, তাঁহাকে স্ত্রীসমাজে এমন স্বাধীনভাবে মিশিতে দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাঁহারা সামাজিক প্রকৃতবিধির প্রতিপালনে অসমর্থ, যিনি যে কোন সম্বন্ধ গুরুতর ভাবে না ভাবিয়া তুচ্ছ "এয়ারকী" ভাবে গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও অন্তঃপুরে স্বাধীনভাবে প্রবেশাধিকার পাইতে পারেন না। সম্বন্ধ থাকিলেও দুশ্চরিত্র কখনই দুশ্চরিত্রতা বিস্মৃত হয় না, ইহাই গৃহিণী স্মরণ রাখিবেন।

অতিথি।

অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৃহাগত ব্যক্তিই অতিথি। গৃহস্থের গৃহদ্বার অতিথির জন্য

সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক। হিন্দু অতিথি সেবায় চিরপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা অতিথি সৎকারের জন্য স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয়তমপুত্রের মস্তক ছেদন করিতে পারেন, অতিথির জন্য যাঁহারা স্বীয় দেহ বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই আর্য্য-বংশকে অতিথিসৎকার সম্বন্ধে কোন উপদেশ দান নিতান্তই ধৃষ্টতা। তথাপি দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

অতিথি গৃহাগত হইলে যথাসাধ্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন। অতিথি-সেবার স্ত্রীজাতিই সমধিক সমর্থ, অতএব একার্য্যে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবেন। অতিথি কোন গর্হিত কার্য্য করিলে তাহার প্রতিবাদ করিবেন না, তবে পরিচয়ে ঘনিষ্টতা হইলে তখন তাঁহাকে সে বিষয়ে সাবধান করিলে কোন ক্ষতি নাই। গৃহস্থ আপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অতিথি-সেবার ব্যবস্থা করিবেন, কেন না বহুচেষ্টার আয়োজন এক দিনের জন্য; দ্বিতীয় দিন হইতে সেই আয়োজনের হ্রাস হওয়ার অতিথি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। যে পরিমাণে ব্যবস্থায় তিনি চিরদিন অতিথিসৎকারে সমর্থ হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্যবস্থা করিবেন।

অতিথির কর্ত্তব্য—গৃহস্থের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা। অনেক সময় দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে অতিথি আহারের এমন লম্বা "হিসাব" দাখিল করেন, যে, তাহার সংযোগ করিতে গৃহস্থকে বিষম ক্লিষ্ট হইতে হয়। এইরূপ পীড়ন করা অতিথির কর্ত্তব্য নহে।

বিদেশপ্রবাসী বিদেশেও স্বদেশীয়ের আশ্রয় লাভ করিয়া সুখী হয়েন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

গুরুজন।

গুরুজন জীবনের উন্নতির প্রবর্ত্তক, অতএব গুরুজনের সম্মান ও তাঁহা-দিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। মাতা, পিতা পরম গুরু। পিতা হইতেও আবার মাতা গুরুতরা। অপরিশোধনীয় মাতৃঋণ স্মরণ না করিয়া যে মূঢ় মাতার প্রতি অত্যাচার করে, সে বহুপুণ্যবান হইলেও মহাপাপীশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। পিতৃ ও মাতৃভক্তির নিদর্শন হিন্দুশাস্ত্রে অভাব নাই।

পিতার নিকট সাধারণত একটু ভয়, একটু শঙ্কোচ দেখি, কিন্তু মাতার নিকট সে ভয়—সে শঙ্কোচ কোথায়? সৎকর্ম্মই করি, অসৎকার্য্যই করি,

হৃদয়ের ভার মাতার নিকট আসিলে যেমন লাঘব হয়, এমন আর কিছু-তেই নহে। পীড়িত যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, মাতার কোমলহস্ত ভিন্ন সে যন্ত্রণা কি নিবারণ হয়? মাতার নিকট বলিয়া, মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া হৃদয়ের শান্তি। সে শান্তি আর কোথাও আছে কি না জানি না। পুত্র শত অপরাধে অপরাধী, মাতা তবুও কি তারে ভুলিতে পারেন? এমন সম্বন্ধ আর কোথায়? মাতার অশ্রুজল পুত্রহৃদয়ের বজ্র, মাতার আনন্দ পুত্রের স্বর্গ, একথা সকলেরই জানা উচিত।

পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠতাত ও মাতৃশ্বষা, পিতৃশ্বষা প্রভৃতি পূজনীয়, তাঁহাদিগের আজ্ঞা শীরোধার্য্য করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন।

ভ্রাতা, ভগ্নির দক্ষিণহস্ত, ভগ্নি ভ্রাতার শান্তিনিকেতন। নানা কারণে সংসারে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়। ব্যবহারদোষে ভ্রাতা স্নেহময় ভ্রাতৃবন্ধন ছেদন করেন। সংসারে ভ্রাতৃবিচ্ছেদে জীবনযাপন যে কি কষ্টকর, তাঁহারাই হয়ত তাহা বুঝেন না। ভ্রাতা যে কার্যের অনুষ্ঠান করুন, পশ্চাতে তাঁহার ভ্রাতা দণ্ডায়মান! সংসারের অবলম্বন—ভ্রাতা। ভ্রাতার পশ্চাতে ভ্রাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া, স্নেহময়ী ভগ্নি ভ্রাতার পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সংসারপথ সুগম করিয়া দিবেন, ভ্রাতা ভগ্নির ইহাই সম্বন্ধ।

ব্রতকথা।

ব্রত রমণীরই ব্রত। পঞ্চমবর্ষিয়া বালিকা, অস্ফুটবাচা, কোন জ্ঞান নাই, তখন হইতে সে ব্রত লইবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু এই ব্রত কেন? রমণীর এইব্রত সাধনের কারণ কি? রমণী ব্রত উদ্যাপন করিয়া ফল প্রার্থনা করিতেছেন, "আমার পুত্র দীর্ঘজীবি হউক, স্বামী আমার অতুল-ধনের অধিকারী হউন, লক্ষীশ্বর যেন আমার স্বামী হন, আমার পুত্রকন্যা-গণ যেন চিরদিন কুশলে থাকে।" এ সকল প্রার্থনার মধ্যে নিজের মঙ্গল কামনা অতি অল্পই। রমণী নিজের জন্য তত ব্যাকুল নহেন, নিজের সুখ-সম্পদ, নিজের মানসিক বা ইহপরকালের জন্য তাঁহার কোন প্রার্থনাই নাই। প্রার্থনা তাঁহার স্বামী পুত্রের জন্য, তাঁহার কামনা স্বামী পুত্রের মঙ্গ-লের জন্য। ব্রতের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রথম দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি, সেই সঙ্গে অতিথি সেবায় স্পৃহা বলবতী হইয়া তাঁহার মানসিক

উন্নতির সুবিধান করে, অপর তাঁহার শরীরের উন্নতিও সাধিত হয়। তিথী ও নক্ষত্রানুসারে উপবাস বা স্বল্লাহারে শরীর কৃশকরণ রমণীর আবশ্যক। ইহার তাৎপর্য্য "সুখের সংসার" নামক গ্রন্থে দেখুন। সেই প্রয়োজন সাধনে রমণীর এই ব্রতই প্রধান ক্ষেত্র।

ভাই ভাই।

প্রচলিত একটী প্রবাদ আছে, "যেখানে ভাই ভাই, সেইখানে ঠাঁই ঠাঁই।" প্রকৃত প্রস্তাবে একথার স্বার্থকতা কি, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভ্রাতৃসম্বন্ধের ন্যায় গুরুতর সম্বন্ধ, এমন স্নেহমমতার আস্পদ আর দ্বিতীয় নাই। ভ্রাতার প্রসান্ত বদন, ভ্রাতার ভ্রাতৃসম্বোধন যে কি মধুর, তাহা বর্ণনাতীত। বহুকষ্ট বহুদুঃখ ভোগ করিয়া যদি ভ্রাতার আশ্রয় পাই, সংসারে শ্রান্ত—সংসারের ভীষণ আঘাতে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রাপ্ত হইয়াও মনে মনে ভাবি, ভ্রাতার সেই প্রসান্তবদন, সেই স্নেহ নিকেতন। হৃদয়ে একটী আশা মানব হৃদয়ে সুষুপ্ত আবস্থায় অবস্থান করে ভ্রাতার অবলম্বন পাইবে বলিয়া। সংসারে ভ্রাতা অর্দ্ধাংশ! ভ্রাতৃযুগল ঐক্যতায় আবদ্ধ থাকিলে সংসারে কোন ক্লেশই থাকে না। এমন স্নেহসূত্র এমন স্নেহময়-ভ্রাতৃবন্ধন মানব কি জন্য ছেদন করেন?

অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝি, বধুগণই এই ভাতৃ-বিবাদের মূলকারণ। অত্যধিক স্ত্রৈণ পুরুষ স্ত্রীর পরামর্শে অক্ষম ভ্রাতাকে অকূলে ভাসাইয়া দেন। জননীর স্নেহসূত্রের অস্তিত্ব ভুলিয়া প্রাণের সহোদরকে নিতান্ত হেয় জ্ঞানে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করেন, এপাপে যাঁহারা পাপী, অসীপত্র তাঁহাদের আত্মার চরমস্থান।

স্ত্রীর পরামর্শে বা অন্য যে কোন কারণে ভ্রাতৃসম্বন্ধবন্ধন ছেদন করা নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্ব্বোধের কার্য্য! যে যে সম্বন্ধে সংসারসম্বদ্ধ তাহা কি ভুলিবার বিষয়?

অনেক মূর্খ কুলাঙ্গার পিতামাতার ভরণপোষণেও প্রস্তুত নহে। যে স্নেহময়ী জননীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছি, যে পুত্রবৎসল পিতার অপার করুণা কণা লাভ না করিলে উপার্জ্জনের কোন

পথই থাকিত না, মূর্খ পাষণ্ড সন্তান সে সকল না ভাবিয়া মাতাপিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। কঠিনবচনে মাতার কোমলহৃদয়ে কতই যন্ত্রণা প্রদান করে, বৃদ্ধ পিতাকে অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে ইংরাজী ভাষায় "ফুল" বলিয়া সম্বোধন করে, আপন ভ্রাতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গৃহলক্ষ্মীর লক্ষ্মী-ভাই-টীকে শিক্ষা, দীক্ষা, চাকরী প্রভৃতি প্রদানে সন্তুষ্ট হয়, এই সকল কুলাঙ্গার জগতের আবর্জ্জনা! ইহারা সংসারের—সমাজের শত্রু! যদি হিন্দুধর্ম্ম সত্য হয়, যদি ধর্ম্ম পরকাল থাকে, যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় যে, ইহাদের আত্মার গতি নরক ইহারা! নরকযন্ত্রণা ভোগ করি-বেই করিবেই! পিতামাতা পরম গুরু, তাঁহাদের পবিত্র পদযুগলে কোটী কোটী নমস্কার।

সম্পূর্ণ।

প্রতিভা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৫

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রতিভা।

প্রাতরোত্থান।

(মা ও মেয়ে।)

মা। প্রতিভা! উঠ্ না মা, রোদ উঠেছে যে; এত বেলা পর্য্যন্ত কি ঘুমাতে আছে? অসুখ হবে যে।

প্রতি।—না মা! আমি ত ঘুমাইনি, জেগেই আছি!—বড় আলিস্যি ক'চ্চে তাই সুয়ে আছি, এতে আর অসুখ হবে কেন মা?

মা।—অসুখ হবে না ত কি? ঘুমভাঙলেই বিছানা হোতে উঠ্তে হয়। তা না হ'লে আরও আলিস্যি হয়—আরও ঘুম আসে। দিনে ঘুমুলেই সমস্ত দিন অসুখে যায়। কোন কাজ কত্তে ইচ্ছা হয় না, কিছুই ভাল লাগেনা। কেবল ঘুমুতে ইচ্ছে করে, চোক লাল হয়, হাই উঠে, এসব অসুখ নয় ত কি?

প্র। তাইত মা! আমারও যে হাই উঠ্ছে,—ঘুমুতেই ভাল লাগ্ছে, হাঁ মা! আমারও চোক লাল হয়েছে নাকি?

মা। হয়েছে বই কি মা! তোমারও চোক্ লাল হয়েছে, আর দেরী করো না, উঠে মুখ হাত ধোও, স্বোতখানায় যাও, খাবার নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তোমার কাকাবাবু আবার সেই রাঙা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, খাবার খেয়ে পড়্তে যাবে।

প্র। মা! আমি আগে বৈ নে আসি, তার পর মুখ ধোব, কেমন?

মা। না না তা হবে না, ভাল করে চোক মুখ না ধুলে চোকের ব্যাম হবে। ঘোষেদের ছেলে মুখ ধুতোনা বলে—সকালে চোকের পিচুটি পরিষ্কার কর্ত্ত না বলে, তার চোকের ভারি ব্যাম হয়েছে। মুখ না ধুলেও মস্ত ব্যাম হয়। মুখে গন্ধ হয়, দাঁত পড়ে যায়। দাঁত পোড়ে গেলে কে হবে কেন?

প্র। তবে মা মুখ ধুই,—স্বেতখানায় আর যাবনা, কেমন?

মা। না, তাও হবে না। আমি যা যা বল্লেম, সবই কত্তে হবে। আমি

সব বুঝ্‌তে পেরেছি, বই নেবার জন্যে স্বেতখানায় যেতে চাচ্চ না, তা হবে না। সময়ে বাহ্যে না হলে আর হয় না, শেষে সেবারকার মত পেটের ব্যাম হবে, পেট কামড়াবে, জান ত মা, সেবার কেমন কষ্ট পেয়েছিলে।

প্র। আবার তেমনি করে পেট কাম্‌ড়াবে? সেই রকম গা বমি বমি কর্‌বে? তবে মা যাই।

(হাতমুখ ধৌত করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

প্র। হাঁ মা! তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্।

মা। দাঁড়িয়ে না থাক্‌লে কি হয় মা! দেখ দেখি, খাবার সব জুড়িয়ে গ্যাছে।

প্র। তবে আমি খাব না।

মা। না খেলে কি হয় মা—পিত্তি পড়্‌বে যে! সেই কাল সন্ধ্যার সময় খেয়েছ, সমস্ত রাত গ্যাছে তার পর এতখানি বেলা হয়েছে, খালি পেটে কি এতক্ষণ থাক্‌তে আছে? ১২ দণ্ডের বেশী কিছু না খেয়ে থাক্‌লে পিত্তি পোড়ে অসুখ হয়।

প্র। তবে ও খাবার আমি খাব না, কাল্‌কের রাতের এক খানা লুচী দেনা মা! সেই এক খানা খেলেই আমার পেট ভর্‌বে। দিবি মা দিবি?

মা। বাসী খাবার খেলে পেটের অসুখ হবে যে, বাসী খাবার বাসী তরকারী ব্যামোর গোড়া। সেই জন্যেই ত রোজ সকালে খাবার তৈয়ের করি। বাসী খাবার শিগ্‌গির হজম না হলেই শরীর অসুখ করে—ব্যামো হয়। আজ থাক্—কাল সকালে তোর জন্যে লুচী ভেজে দেব।

প্র। কাল দিবিত মা? তা হলে আমি আর কখন বাসী খাবার খাব না।

স্নান।

(প্রভা ও প্রতিভা।)

প্রভা। আয় না বোন্! নাইতে যাই? কেবল খেলাই কি কত্তে হয়?

প্রতি। না দিদি, আমি আজ নাইব না। এখন খেলা করি, কাল তোর সঙ্গে নাইতে যাব।

প্রভা। না, তা হবে না, না নাইলে গা হাত ভাল করে না ধুলে অসুখ হয়। আমিও ছেলে বেলায় নাইতেম না, শেষে সমস্ত গায়েময়লা জোমে জর হলো। গায়ে খারাপ গন্ধ ছাড়্তো। বাবা বলেছিলেন, যারা না নায়, তাদের গায়ে ময়লা জোমে শেষে ফোড়া, পাঁচ্ড়া, দাঁদ, চুল্‌কনা এই সব রোগ জন্মায়। দেখিস্‌নি—আমি নাইতেম না ব'লে কতদিন পাঁচ্ড়ায় ভুগেছি। যতদিন হ'তে রোজ নাইতে আরম্ভ করেছি,—তত-দিন গায়ে একটী চুল্‌কণাও হয়নি। আবার গা হাত পরিস্কার না রাখ্‌লে শীতকালে ফাটে, সেই ফাটা দিয়ে রক্ত পড়ে, হাঁট্‌তে কষ্ট হয়। দেখিস্‌নি,—তোর গয়লা দিদির পায়ে কত ফাটা,—সে কেমন কষ্ট পায়!

প্রতি। ওমা!—সে যে মস্ত ফাটা! যখন রক্তপড়ে, তখন কেঁদেই সারা হয়। অম্‌নি ক'রে আমার পা ফাট্‌বে?—তবে চল্ দিদি নাইতে যাই, আর রাস্তা হ'তে কীরণকে ডেকে নেবো—হবে?

প্রভা। সে আজ ঘাটে নাইবে না!

প্রতি। কেন? সে না নাইলে তারও যে অসুখ হবে, গয়লা দিদির মত তারও ত পা ফাট্‌বে?

প্রভা। এক দিনেই পা ফাট্‌বে কেন, অসুখই বা হবে কেন? সেও নাইবে, তার সর্দ্দি হয়েছে—তাই ঘরে নাইবে।

প্রতি। ও মা! ঘরে কি কেউ আবার নায় নাকি? এ দিদি তোমার মিথ্যে কথা। আমি সাথি পেলে অনেক ক্ষণ জলে থাক্‌ব ব'লে তুমি মিথ্যে করে বল্‌ছো। না তা হবে না, কীরণকে সঙ্গে করে না নিলে আমি নাইব না।

প্রভা। ঘরে নায় না তোকে কে ব'ল্লে? সর্দ্দি হ'লে একটু নুণ দিয়ে জল গরম করে ঘরের মধ্যে সেই জলে নাইতে হয়। নাওয়া মাত্রেই গা হাত বেশ ক'রে মুচে—একখানা মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্‌লেই এক দিনে সর্দ্দি সেরে যায়।

প্রতি। জলে আবার নুণ দেয় নাকি? কীরণ কি মাছ, তাই নুণ জল দিয়ে তাকে ধুতে হবে? দিদির সব মিথ্যে কথা!—হা—হা—হা—

প্রভা। না না মিথ্যে নয়! তুই বাবাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌। তিনিই এই কথা ব'লে দিয়েছেন।

প্রতি। সত্যি না কি?

প্রভা। সত্যি নয় কি মিথ্যে বল্‌ছি। চল বোন্‌—আর দেরি করিস্‌নে। বেলা হ'লে মা রাগ কর্ব্বেন। এতক্ষণ ভাত হয়েছে, বেলায় খেলে আবার অসুখ হবে, তুই আজ সমস্ত দিন খেলিয়ে বেড়ালি, কাপড়ে রংক্‌রা শিখ্‌বিনে? মা বলেছেন, আজ তোকে অনেক রকম কাজ শেখাবেন!

প্রতি। দিদি! হেমা যেমন রংয়ের কাপড় শশুরবাড়ী হ'তে পেয়েছে, সেই রকম রংকরা শেখাবি?

প্রভা। তাও শেখাব, আর তা হতেও ভাল ভাল রং শেখাব। এখন চল, আর দেরি করিসনে।

———

পানভোজন।

(মা ও মেয়ে।)

মা। প্রভা! আয় না তোরা, ভাত যে শুকিয়ে গেল। রোজই বোল্‌তে হয়? এত বেলা হ'য়েছ, পিত্তি পড়িয়ে শুক্‌নো ভাত না খেলেই কি নয়? ভাত বেড়ে কতক্ষণ ব'সে থাক্‌বো?

প্রতি। দিদি যে এখনও ঘুমুচ্চে, উঠুক,—তবে খাব।

মা। ডাক্‌ না, দিনে ঘুমুলে যে অসুক কর্ব্বে।

প্রতি। তুমি ত অসুখ অসুখ করেই বাঁচ না। এত অসুখ হবে কি করে?

মা। আমার কথা না শুন্‌লেই অসুখ হবে! এখন কথা রাখ্‌,—তোর দিদিকে তুলে নিয়ে ভাত খাবি আয়।

প্রতি। (তথাকরণ ও ভাত খাইতে খাইতে) মা! একটু পাৎকোর জল দে না, তোর এ গন্ধজল খেতে পারিনে!

মা। পাৎকোর জলে পোকা থাকে, ময়লাজলে ভারি ব্যাম হয়। জাননা, গর্‌মীকালে খারাপ জল খেয়ে কতজন মারা যায়।

প্রতি। তা বলে আমি এ জল খেতে পারিনে।

মা। তা না পার পাৎকোর জলই কাপড়ে ছেঁকে দিচ্চি, কিন্তু বেশী খেওনা, বেশী জল খেলে ভাত জীর্ন হয় না।

প্রভা। মা! আমাকে একটু চচ্চড়ি দেনা।

মা। না মা! আর চচ্চড়ি নেই।

প্রভা। ঐ যে র'য়েছে,—দেনা মা একটু!

মা। চেয়ে খাওয়া মেয়ে মানুষের ভারি দোষ। আমি যা দিয়েছি, তাই খাও। না হয় আরও একটু দিচ্চি, কিন্তু আর কখন চেয়ে খেও না।

প্রতি। মা! তোর সবই উল্‌টো, খেতে ভাল লেগেছে,—একটু চেয়েছে, তাতে অত বকাবকি কেন?—একটু দিলেই ত হয়।

মা। প্রতিভা! তুই থাম্‌! একটু দিলেই যে আমার ক'মে যাবে তা নয়, কিন্তু, এই রকম চাইতে চাইতে একটা খারাপ অভ্যাস হয়ে যাবে, শেষে শশুরবাড়ী গিয়েও চেয়ে বোস্‌বে। বল্‌ দেখি, কত লজ্জার কথা। মেয়ে মানুষের লোভ বড় দোষ, যে মেয়ে মানুষের লোভ আছে, তার

নিন্দেতে দেশ ভেসে যায়। তাই এখন হ'তে তোদের শাসন করি মা। শেষে তোদের অভ্যাস দোষে নিজেই কষ্ট পাবি।

গরিবের বড়মানুষী।

(ঠাকুর মা ও নাত্নী।)

নাত্নী। ঠাকুরমা! তোর সেই রূপকথাটী বল্না?

ঠা-মা। আমার আবার কোন্ রূপকথাটা লো? সেই বেঙ্গমাবেঙ্গমী, না রূপোরকাটী সোনারকাটী?

নাত্নী। সেই কুঁড়েঘরে থেকে যে রাজত্যি করেছিল।

ঠা-মা। ওঃ—তুই আজও মনে করে রেখেছিস্। সেই রামচাঁদ শামচাঁদের রূপকথা? তবে শোন্ কিন্তু দেখিস্ ভাই, কাল এইটে আবার আমাকে শুনাতে হবে।

প্রতি। তা শুনাব ঠাকুর মা, কিন্তু ভাল ক'রে বল্তে হবে।

ঠা-মা। তবে শোন্। রামচাঁদ আর শামচাঁদ দুই ভাই। তারা বড় গরিব, রাজার বাড়ীতে খেটে খেতো। রামচাঁদ রাজার বৈটকখানায় চাকর ছিল, আর শামচাঁদ ভাণ্ডারী ছিল। শামচাঁদ প্রথমে বেশ দশটাকা রোজগার কর্ত্ত। দুই ভেয়ে সুখেও ছিল, কিন্তু বৌ দুটীতে বড় বনিবনাও ছিল না। শামচাঁদ বেশী টাকা পেত,—সে যে তার ভাইকে সেই টাকার সমান অংশে খেতে পত্তে দেয়, এটা বড় বৌয়ের ইচ্ছা নয়। সে রোজ শামচাঁদকে কুমন্ত্রণা দিত! পুরুষের কাণপাৎলা রোগ হলে সংসারে সুখ থাকে না। শামচাঁদেরও হলো তাই, পরিবারের কথায় শামচাঁদ রামচাঁদকে পৃথক করে দিলে। বড়বৌয়ের আহ্লাদ দেখে কে? মাটিতে আর পা পড়ে না। শামচাঁদ দুটাকা আনে তাই খরচ! তিন টাকা আনে তাই খরচ! রামচাঁদ অতিকষ্টে যা দুপয়সা আনে—তাতেই কষ্টে দিন যায়। রামচাঁদ রোজ যখন বাড়ী আসে, তখন রাজার বৈটকখানায় যে সমস্ত তামাকের নল পড়ে, সেই গুলি যত্ন কোরে এনে বাড়ীর একপাশে রেখে দেয়, পরে তাই বিক্রি করে। আর রোজ যা

রোজগার করে, তার অর্দ্ধেক একটা ভাঁড়ে ফেলে রাখে। ছোট বৌ বড় লক্ষ্মী, বল্ দেখি প্রতিভা ছোট বৌ কে ?

মাতঙ্গী। তা আর বুঝি জানিনে, রামচাঁদের বৌ,—না ?

ঠা-মা। তবে তোর অনেক মনে আছে। "ছোট বৌ বড় লক্ষ্মী। সে ঘরের কাজ সেরে রেঁধে বেড়ে যে সময় পায়, তারই মধ্যে সে রোজ মাটীর পুতুল গড়িয়ে বাজারে বেচে আসে। এই রকম ক'রে কিছু দিন পরে তারা একদিন দেখ্‌লে যে, পঁচিশ টাকা আর দশগণ্ডা পয়সা জমেছে। রামচাঁদ তখন সেই টাকা হতে পাঁচটা ছাগল কিনে আন্‌লে। সেই ছাগলের ছানাপানা হয়ে অল্পদিনে ছাগলের পাল হলো। শেষে সেই ছাগল বেচে গরু কিনে আর সেই গরুর দুগ্ধ বেচে রামচাঁদ বেশ দশটাকা জমালে।

শামচাঁদের এখন আর দিন চলে না। সে আজ ছমাস কাশীর ব্যামতে শয্যাগত। চাক্‌রীও নেই! তখন যা পেয়েছে নষ্ট করেছে, একটী পয়সাও রাখেনি, এখন চলে কি করে? রামচাঁদ ভায়ের এই রকম বিপদ দেখে নিজের বাড়ীতে এনে বড়ভায়ের দুঃখ দূর কর্ল্লে। শামচাঁদের ব্যাম ভালো হলো, কিন্তু সে আর চাক্‌রীতে গেল না। ভেয়ের পয়সা নষ্ট কর্ত্তে লাগ্‌লো। বড় বৌ ঘরের গৃহিণী, তিনিও শামচাঁদের মত। তবুও ছোট বৌ তাঁকেই গিন্নী করেছিল। বড় বৌ নিজের স্বভাব ছাড়্‌তে পার্ল্লে না, আগে যেমন যা পেত খরচ কর্ত্ত,—এখনও তাই কর্ত্তে লাগ্‌লো। পয়সা খরচ কর্ল্লে আর ক দিন থাকে? বোসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়. এত সামান্য টাকা। আবার শামচাঁদের দুঃখ হলো। আবার কষ্ট হলো, আবার দিন চলা ভার হলো। ছোট বৌ বড় লক্ষ্মী,—সে পরের বাড়ী দাসী-গিরী ক'রে যা পায়, তাই ভাশুরকে খাওয়াতে লাগ্‌লো। শুনেছি, ছোট বৌ মরে গেলে শামচাঁদ আর বড় বৌ ভিক্ষে করে খেতো। যারা এ সব কথা জান্তো, তারা ভিক্ষেও দিত না। যে এত টাকা রোজগার করেছে, খরচের দোষে তার শেষে এই কষ্ট! প্রতিভা! এখন তুই বড়বৌ হবি, না ছোট বোয়ের মত হবি ?

প্রতিভা! তোমার ঠাকুরমায়ের কথার উত্তর দাও। নূতন গল্প আজ থাক, কাল আবার হবে,—এখন বিদায় হই।

অধিক লোভে অধিক ক্ষতি

বেনেবৌ।

(ডুই বোন্‌।)

প্রতি। দিদি! একটী গল্প—বল্‌না।

প্রভা! আমি কি গল্প জানি যে বল্‌বো, কেন ঠাকুরমায়ের কাছে যা না।

প্রতি। না তুই বল্‌, বেনেবৌয়ের গল্পটা বল্‌।

প্রভা। তুই গল্প গল্প করেই পাগল করেছিস্‌, আমি এইটে বলে আর কিন্তু কখন বোল্‌ব না;—

প্রতি। আচ্ছা, আজ ত বল। আর বিরক্ত কর্ব্বো না।

প্রভা। শোন। কোন গ্রামে এক বেনে ছিলো। বেনের অনেক টাকা-কিন্তু সে কথা কেউ জান্ত না। বেনেনীও যেমন লোক, বেনেও সেই রকম, দুজনে সামান্যভাবে খেয়ে পরে দিন কাটাত। বেনেও রোজ বাজারে বেনের মসলা বেচ্‌তে যেত, বেনেনীও মাঝে মাঝে কাঁথা সেলাই করে বেচ্‌তো, এই সব দেখে শুনে বেনের টাকার কথা কেউ বিশ্বাস কত্ত না। বেনেনীর বয়সে ত্রিশ, কি তারও দু এক বছর বেশী হবে, এ পর্য্যন্ত ছেলে পুলে কিছু হয়নি, আর যে হবে তারও আশা নাই। এই সব কারণে পাড়ার লোকে বেনেনীকে বড় যন্ত্রণা দিত। সে বাঁজা,—তার জন্যেই বেনের ছেলে হলো না,—একটা বংশ লোপ হলো,—এই নিয়ে পাড়ার লোকে কত জনে কত কথা বল্‌তো। বেনেনীর বড় শান্ত স্বভাব, সে কারও কথায় কোন উত্তর কত্তো না, কিন্তু বেনেনীর বড় অসহ্য হয়েছে, কথার বিষে বেনেনী অস্থির, তাই এক দিন বেনেকে বোল্লে,—"তুমি আবার বে কর।"

বেনে কৃপণই হোক আর যাই হোক, বেনেনীকে কিন্তু সে বড় ভাল বাস্‌তো, বেনে উত্তর কোল্লে, "আমার বংশ থাক্‌ আর নাই থাক্‌, প্রাণ থাক্‌তে আমি আর বে কোর্ব্ব না।" বেনেনী সব কথা ভেঙে বল্লে, কিন্তু বেনে কিছুতেই সম্মত হলো না। এই রকম বেনেনী রোজই বলে, বেনে রোজই কথা কাটিয়ে দেয়, কোনমতেই স্বীকার করে না। কথাটা ক্রমশঃ পাড়ায় রাষ্ট হলো,—বেনের জাতভাই যারা ছিল, সকলেই জেদ কল্লে,—শেষে অগত্যা বেনে বে কল্লে।

বে কল্লে বটে, কিন্তু সেই হতে বেনের মনের সুখ চিরদিনের জন্ম গেল। নতুন বৌ বের আগে শুনেছে,—বেনের অনেক টাকা। এখন বেনের বাড়ীতে এসে সেই টাকার সন্ধান নিতে লাগ্‌লো। এত যত্ন করে,—এত স্নেহ করে,—তবুও নতুন বৌ যেন আগুণের খাপ্‌রা। বেনেকে নতুন বৌ জ্বালাতন করে তুল্লে। আজ এ দাও,—কাল ও দাও,—এ বিছানায় সোয়া যায় না,—এঘরে থাকা যায় না,—এসব জিনিস খাওয়া যায় না, এই রকম ফরমাসে ফরমাসে বেনে তিতবিরক্ত হয়ে গেল। করে কি,—না দিলেও নয়।

এতদিনে বেনের টাকার পুটুলিতে হাত প'লো। এতদিন জ'মে আস্‌ছিল,—আজ তবিল হতে খরচের সুরু হলো। বেনে বাধ্য হয়ে নূতন বৌয়ের কথামত কাজ কত্তে লাগ্‌লো। নূতন বৌকে ঝকড়ায় কেউ আঁট্‌তে পারে না। যে এক কথা বলে, নূতন বৌ তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে ছাড়ে। এসব দেখে শুনে নূতন বৌয়ের বড় নিন্দে হলো। নূতন বৌ এক দিন বেনেকে বোল্লে, "তুমি আর মাথায় মোট নিয়ে বাজারে যেওনা, আমার বড় লজ্জা করে, তোমার এত টাকা, তুমি কি না একটা মজুরের মত থাক?" বেনে কাতর হয়ে বল্লে, "তবে খাব কি? এক দিন বাজারে না গেলে সব খদ্দের হাত ছাড়া হবে, তা হলে না খেতে পেয়ে মারা যাব যে।" নূতন বৌ বল্লে, "মারা যাবে? তোমার এত টাকা—"বেনে আস্তে আস্তে বল্লে, "টাকা কৈ?—"নূতন বৌ আর সহ্য কত্তে পাল্লে না,—রাগে গর গর করে বল্লে, "আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা? টাকার কথা আমাকে বলা হবে না বুঝি? বড় বৌ তোমার সব, আমি কেউ নই। এখনি আমি ভাগমত টাকা নেব—তবে ছাড়্‌বো, নৈলে গলায় দড়ি দিয়ে মোর্‌বো।" বড় বৌ বল্লে, "টাকা সবই তোমার আছে, তাতে অত রাগ কেন?" নূতন বৌ এমন কথা গ্রাহ্য কল্লে না, সেই রকম চোড়ে উঠে বল্লে, "তুই থাম্! তোর এখানে কে মধ্যস্থ কত্তে বল্লে? ওর গায়ে এত গয়না—আমার কিনা ছাই, তাই মুখে বল্‌তে এসেছেন,—একখান দেবার ক্ষেমতা ত নাই,—মজা দেখা বইত নয়।" বড় বৌ তবুও আস্তে আস্তে বল্লে, "কেন দেবার ক্ষেমতা নাই, এস, আমার সব গয়না তোমায় দেব।" এই বোলে নূতন বৌয়ের হাত খানি

ধোরে ঘরে নে গিয়ে আপনার যা দুখানা গয়না নূতন বৌয়ের গায়ে দিয়ে দিলে, তাই সেদিনকার ঝক্ড়া এক রকম মিটমাট হয়ে গেল।

বড় বৌ এত যত্ন করে,—আপন মায়ের পেটের বোনের মত যত্ন করে, কিন্তু নূতন বৌ তার খুঁৎ ধরে ধরে-বেড়ায়। বড়বৌকে এত বলে কিন্তু বড় বৌ তাতে উত্তর করে না। বড় বৌ নিজে না খেয়ে সমস্ত দুধটুকু নূতন বৌকে দিলে,—নূতন বৌ অমনি খুঁত ধল্লে, "দুধ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বার জন্য আমাকে সমস্ত দুধ দিয়েছে।" বড় বৌ বল্লে, "না নাইলে অসুখ হবে—নাওগে যাও।" নূতন বৌ অমনি বোল্লে, "বাতিক হয়ে আমি মোরে যাব বলেই বড় বৌ একথা বোল্‌ছে।" এই রকম বড় বৌ যে সব ভাল কথা বলে,—নূতন বৌ তাই দোষের ভেবে দুকথা শুনিয়ে দিতে ক্রটী করে না।

কালে নূতন বৌয়ের একটী ছেলে হলো,—আর তাকে পায় কে ? একে মনসা—তাতে ধুনোর গন্ধ, এখন নূতন বৌয়ের আর মাটিতে পা পড়ে না। বড় বৌ প্রাণপণে তার সেবা করে,—তবুও মন পায় না। বড় বৌ যদি ছেলেটী কোলে ক'রে আদর করে, তা হলে নূতন বৌ এক কাণ্ড কোরে বসে। এক দিন বড় বৌ ছেলেটী নিয়ে আদর কচ্চে, এমন সময় নূতন বৌ এসে উপস্থিত! অমনি মুখ যেন আঁধার হয়ে এলো,—চিৎকার ক'রে ছেলেকে নিকটে ডাক্‌লে। বড় বৌ তখন ছেলেটীকে একটী সন্দেশ দিচ্ছিল,—ছেলে মানুষ,—সন্দেশ পেয়েছে, উঠ্‌বে কেন?

ছেলেটী কাছে এল না দেখে নূতনবৌ তাকে এম্নি মাল্লে, যে ছেলে যায় আর কি। এই সব দেখে শুনে বড় বৌ আর থাক্‌তে পাল্লে না, বল্লে, নূতন বৌ! ছেলেটা কি আমি কোলে নিলেও দোষ, ওতে কি আমার কোন সম্বন্ধ নেই ? তুমি যে ছেলের জন্যে আজ এই কাণ্ডটা কল্লে, জান, তুমি কার চেষ্টায় এখানে এসেছ? আমি যদি অতকরে না বোল্‌তেম,—মত না দিতেম, তাহলে এখানে এসে আর তুমি এমন ঢলাঢলি কত্তে পাত্তে না। এই কথা শুনে নূতন বৌ যেন কেমন একটা হয়ে গেল। বল্লে "বটে, তুই আমায় এনেছিস্, এ তোর বাড়ী,—তোর ঘর, দাঁড়া তোর বাসা আমি ভাঙ্‌চি।" এই বোলে কতকগুলো খড় জেলে ঘরের চালে ধরিয়ে দিলে। বড়বৌ চিৎকার কত্তে লাগ্‌লো,

চেঁচামেচিতে লোক জন জমা হলো, কিন্তু তখন চালের উপর দাউ দাউ করে আগুণ জল্‌চে, তখন কি আর নিবাণো যায়? বেনের ঘর দ্বোর সব পুড়ে ছাই হোয়ে গেল।

তখনি দারগাবক্‌সীতে বাড়ী পুরে প'লো, কে এমন কাজ কল্লে সুরথাল হতে লাগ্‌লো। বড়বৌ, বেনে—দুজনে একথা গোপন রাখ্‌তে বিস্তর চেষ্টা কল্লে,—কিছুতে কিছু হলো না। সত্যি কথা কি ছাপা থাকে? তখনি নূতন বৌকে বেঁধে কাছারী নিয়ে গেল। নবাবী হুকুম মতে নূতন বোয়ের মাথা মুড়িয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। অপমানের এক শেষ হলো! মেয়ে মানুষ বেশী রাগী,—বেশী কুঁদুলে হলে যে ফল হয়, তাই এই। বল দেখি প্রতিভা, বড় বৌ ভাল—না নূতন বৌ ভাল?

পুতুলখেলা।

(ভাই বোন্‌।)

বোন্‌। দাদা! আমাকে একখানা রাঙা কাপড় দেবে? আমি ছেলের বে দেবো।

দাদা তোর আবার ছেলের বে?

বোন্‌। না দাদা, সত্যি আমার ছেলের বে। কত খাবার তৈয়ার করেছি, মানুষ নেমন্তন্ন করেছি! দাদা তোমারও নেমন্তন্ন।

দাদা। বটে, আচ্ছা আমি তোর ছেলের কাপড় দেব এখন, কার মেয়ের সঙ্গে বে?

বোন্‌। কীরণের মেয়ে আর আমার ছেলে! দাদা, তুমি সেই কল্‌কাতা হ'তে যে কাঁচের ছেলে এনেছিলে, তারই বে! চল দাদা—দেখ্‌বে চল!

পিসীর প্রবেশ।

পিসী। কিরে প্রতিভা? অত চেঁচামেচি কেন?—কি, হয়েচে কি?

দাদা। পিসী মা! প্রভার আজ ছেলের বে!—মস্ত ধুম, আমাকে একখান কাপড় দিতে হবে।

পিসী। আরও কিছু!—যা, গা হাত ধুগে যা, আর ছেলের বে দিয়ে কাজ নাই, মেয়ে শিখ্‌ছেন।

দাদা। না পিসি মা! ওকে তাড়িওনা, এখন এই সব পুতুল খেলা শিখ্‌লে শেষে সংসারে এ সবের জন্যে কোন কষ্ট হবেনা। ছেলে মেয়ে মাটীর বটে; খাবার দাওয়ার যা তৈয়ার করে সব মাটীর, কিন্তু যা শেখে, তা বড় দরকারী। বে তে কি কি লাগে, কি কি কর্ত্তে হয়, লোকজন কি করে খাওয়াতে হয়, সংসারে যা যা দরকার, সব এই হতে শিখে রাখ্‌লে আর কোন কষ্ট থাকে না। পুতুল খেলায় অনেক শিক্ষা পেতে পারা যায়। বাল্যকালে বালকবালিকা যা দেখে তাই শেখে। তাই পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা পাঁচ রকম দেখে শুনে গৃহধর্ম্ম যেমন জেনে রাখে, সংসার শিক্ষায় যেমন শিক্ষিত হয়, সহরের মেয়েরা কোন মতেই তা হয় না। পাঁড়াগাঁয়ের বার তের বছরের মেয়ে একটী পরিবারের সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করে, আর সহরের কুড়ী বছরের মেয়ে দুখানি লুচী ভাজ্‌তে বল্লেই ভেবে আকুল হন, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে প্রকৃত সংসারী হয় সহরের মেয়ে কেবল বিবি হয় মাত্র। চল্‌ প্রভা! তোর ছেলের বে দেখিগে! চল্‌!

(দাদার হাত ধরিয়া ভগ্নির প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

আদর্শকৃষক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

—oo—

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৬

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাত,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র।

কৃষী-চিত্র।

আদর্শকৃষক।

কৃষক কে?

কৃষিকার্য্যের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কৃষির উন্নতি-তেই আমাদের উন্নতি, এবং অবনতিতে অবনতি স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং কি করিলে শস্যের অবস্থা ভাল হয়, চাষকার্য্য, বীজবপন, বীজসংগ্রহ, বীজ-রক্ষণ, গোপালন, কি উপায়ে সামান্য অর্থদ্বারা কৃষিকার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।
কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের যেমন অভিজ্ঞতা, তাহাতে বিশ্বাস, সাধারণ চাকরী অপেক্ষা ইহা অধিকতর লাভজনক। মসীজীবি বঙ্গবাসী চাকরীর জন্য—অন্নের জন্য—হা অন্ন হা অন্ন করিয়া না বেড়াইয়া যদি স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি যে সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন,তাহাতে সন্দেহ নাই,কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল এমনি দিন কাল পড়িয়াছে যে, কৃষিকার্য্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বড়ই ঘৃণাময়! জগতে যত প্রকার উপার্জ্জনের পথ আছে, এটী যেন সে সকলের সর্ব্বনিম্ন,—ঘৃণ্য,—হেয় এবং লজ্জাস্কর। ভদ্রলোক চাষ করিয়া চাষা হইবে, একথাটা আধুনিক ভদ্রগণের বড়ই অসহ্য, শিক্ষিত-গণ যে স্বাধীন ব্যবসা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিবেন, ইহা আশা করা নিতান্তই বাতুলতা।

দেশে এত দুর্ভিক্ষ, এত হাহাকার, এত অন্নকষ্ট, খাদ্যদ্রব্য এত মহার্ঘ, শিক্ষিতগণ কৈ একবারও ত তাহা দেখিতেছেন না! ভারতের যাঁহারা ভরসা, তাঁহারা ত কৈ তার দুঃখ বুঝেন না। বঙ্গবাসী বি এ পাশ করুন, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য বড় চাকরী, বা পরপদসেবা! এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই।

বাঙ্গালী যাঁহাদের মানে মানী, যাঁহাদের অনুকরণে অনুকৃত, গঠিত, সেই ইংরেজ কৃষিকার্যে কতই উন্নতি করিয়াছেন, তাহাও ত কৈ বঙ্গবাসী দেখেন না। বাঙ্গালী চাষকার্য্য করিয়া চাষা হইতে লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু

যাঁহার ঈঙ্গিতে ব্রিটিশরাজ্য পরিচালিত, যাঁহার বুদ্ধিবলে ব্রিটিশসিংহ আজ সসাগরা বসুন্ধরার একাধিশ্বর, যাঁহার বিদ্যা বলে ইংরাজিসাহিত্য গর্ব্বিত, সেই মহামন্ত্রি গ্ল্যাডষ্টোন সহস্তে কৃষিকার্য্য করেন, স্বয়ং ক্ষেত্রপরিদর্শন করেন।—তবে বঙ্গবাসী! আর কি তুমি বলিতে চাও, কৃষিকার্য্য ভদ্রলোকের করণীয় নহে?

কৃষিকার্য্য যে এখন বঙ্গবাসীর প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত, তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। এখন প্রকৃত কৃষক কে, কি কি করিলে প্রকৃত কৃষক হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই লিখিতেছি।

১। নীরোগী, বলবান, উৎসাহী, আলস্যহীন ব্যক্তিই প্রকৃত কৃষক।

২। কৃষককে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ক্ষেত্র পরিদর্শন করা আবশ্যক। কেন না কোন্ ক্ষেত্র চাষের উপযোগী, কোন্ ক্ষেত্রে শস্য বপন হইবে, কোথায় কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে, এ সকল বিষয় কৃষক সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বাবধান করিয়া সহকারীগণকে (কৃষক, চাকর বা মাহেন্দার) তথায় সেই সেই কার্য্যে প্রেরণ করিবেন।

৩। কোন্ জমীতে কোন্ শস্য হইতে পারে, কোন্ সময়ে কোন্ শস্য রোপণ, সেচন এবং ছেদনাদি করিতে হয়, সে বিষয়ে কৃষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য।

৪। দ্বাদশ মাসের ফল জানা প্রয়োজন। তাহা হইলে কোন্ মাসের কোন্ সময়ে বৃষ্টি, কোন্ সময়ে রৌদ্র, কোন্ সময়ে ঝড় হইবে, এ সকল জানা যাইবে। পৌষ মাসের ৩০ দিনে বার মাসের ভোগ হইয়া থাকে। পৌষ মাসের ৩০ দিন ১২ ভাগ করিয়া ২॥০ দিন হিসাবে এক মাসের ভোগ হইবে। এই ২॥০ দিনকে ৩০ ভাগ করিয়া এক এক দিন হইবে। পৌষ মাসের প্রতিদিন সময়ের গতি, কোন্ সময়ে বৃষ্টি হয়, কোন্ সময়ে ঝড় হয়, কোন সময়ে গ্রীষ্ম হয়, এ সকল লিখিয়া রাখিলে সেই সময় হিসাবে যে মাসের যে দিন হয়, সেই দিনের প্রাকৃতিক অবস্থা অনায়াসে বলা যাইবে। ১লা হইতে ২॥০ দিন পৌষ মাস, তার পরের ২॥০ দিন মাঘ এইরূপ ১২ মাস ধরিতে হইবে। কৃষক এসকল বিষয় জানিতে পারিলে তাঁহার আবশ্যক মত বীজ বপন, কর্ষণ প্রভৃতি করিয়া প্রভূত উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৬। কোন্ শস্যের অবস্থা কোন্ সময় কি হইবে, কোন্ শস্য অধিক বিক্রয় হইবে, এসকল জানা কৃষকের আবশ্যক। কৃষক রাত্রি এক ঘণ্টা থাকিতে গোশালা পরিষ্কার করাইবেন, এবং বলদের আহার দিবেন, নতুবা তাহারা ক্ষেত্রকর্ষণে কখনই সমর্থ হইবে না। দুর্ব্বল বলদে কখন২ কৃষি-কার্য্য চলিতে পারে না।

৭। গোময়, গোশালার আবর্জ্জনা অযত্নে ফেলিয়া না রাখিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিবেন। পরিণামে সেই সার দ্বারা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া কৃষককে লাভবান করিবে।

৮। রক্ষিত বীজ সমূহ সর্ব্বদা যত্নে রাখিবেন এবং তাহা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৯। কৃষি কার্য্যের যন্ত্রাদির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

১০। ভূমীকর্ষণের সময় কৃষক স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভূমীর অবস্থানু-সারে চাষ দেওয়াইবেন। যে ভূমীর মাটী কঠিন এবং বালুকাশূন্য, তাহা গভীর করিয়া কর্ষণ করিবেন। ভূমীর নিম্নে বালুক থাকিলে এমনভাবে কর্ষণ করিতে হইবে যে, ফালে বালী না লাগে।

১১। ভূমীর পরিমাণ বুঝিয়া লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। নতুবা হয় অধিক লোকাভাবে যো ফুরাইয়া যাইবে, অথবা অধিক লোক থাকিলে কতকগুলী লোক বসিয়া কাটাইবে।

১২। কোন্ ভূমীতে কিরূপে শস্য বপন করিতে হয়, তাহা জ্ঞাত থাকা কৃষকের আবশ্যক।

চাষ কি ?

কর্ষণ, বপন, ছেদন ও বীজ সংগ্রহ, এই চারিটী কৃষির প্রধান অঙ্গ। ইহা ভিন্ন আরও ইহার অনুসঙ্গী কয়েকটী কার্য্য আছে। যথা নিড়ান, মৈ, বিদা প্রভৃতি।

একখানি হালে চারিটী গরু, দুইজন কৃষক ও একপ্রস্থ কৃষিযন্ত্র থাকিলে ১২ বিঘা জমী চাষ হইতে পারে।

কঠিন মৃত্তিকাতে ছয়খানি হালে ছয় ঘণ্টায় এক বিঘা ভূমী প্রথমে চাষ হইতে পারে। এক বিঘার ঢেলা ভাঙ্গিতে দুইজন লোক লাগে। ৮ জন

মজুরে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে এক বিঘার শস্য কর্ত্তন করিতে পারে। একখানি বিদা ৪ঘণ্টায় এক বিঘা জমীতে বিদা দেওয়া হয়। ৮টী গরু ও দুইজন মজুরের ৮ঘণ্টা পরিশ্রমে এক বিঘা জমীর শস্য নাড়া, ঝাড়া ও উড়ান হইতে পারে। এক বিঘা জমীর নিড়ান করিতে ১০ জন এবং বিদা দেওয়া না হইলে ৮ জন লোকের ১০ ঘণ্টা পরিশ্রমে সমাধা হইতে পারে।

ধান্য।

ধান্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন, ধান্যই আমাদের জীবন, সুতরাং সকলের প্রথমে ধান্যের চাষই লিখিতেছি।

ধান্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। আশু ও আমন। আশু ধান্য শীঘ্র হয়, এই জন্য ইহার নাম আশু হইয়াছে। যে জমীতে জল দাঁড়ায় অথচ ইচ্ছা করিলেই জল নিকাশ করা যায়, সেই জমীই আশুধান্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। দুইবার লাঙ্গল দিয়া চেলা ভাঙ্গিয়া দিবে এবং পরিশেষে এক বার মই দিয়া রাখিবে। দুই বার বৃষ্টি হইলে আবার এক বার চাষ দিবে। শেষে চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে যখন সুবিধা ও যো বুঝিবে, সেই সময় মই দিয়া বীজ বপণ ও শেষে একবার মই দিয়া রাখিবে। এই ধান্য অঙ্কুরোদগম হইতে আধ হাত বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত রৌদ্র পাওয়া ভাল, তার পর সামান্য জল পাইলে ধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময় বৃষ্টিতে ঘাস জন্মিলে বিদা দিবে। বিদার ১৫ দিন পরে একবার নিড়াইবে, তার পর এক হাত বৃদ্ধি হইলে আর একবার নিড়াইবে। যদি অধিক ঘাস হয়, তবে আরও একবার নিড়ান ভাল, তার পর আর কোন কার্য্য নাই,—কেবল পরিদর্শন। কোন উপদ্রব হইল কি না, গরুতে নষ্ট করিল কি না, ধান্য পাকিল কি না, এইক্ষণে ইহাই দেখিতে হইবে। ধান্য পাকিয়া উঠিলেই কাটিতে হয়। ধান্য সুপক্ব অবস্থায় কাটাই ভাল, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, যেন ধান্য পাকিয়া পড়িয়া না যায়।

ধান্য কাটিয়া অধিক দিন রাখিলে ধান্য নষ্ট হইয়া যায়। সে ধান্যের

চাউল পরিষ্কার হয় না এবং দুর্গন্ধ হয়। এজন্য যত শীঘ্র ধান্য মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত গোলায় তুলিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।

গোধুম।

গোধুম (গম) একটী প্রধান খাদ্য। পশ্চিমদেশীয়গণের ত ইহাই জীবনধারণের উপায়। আজকাল গোধুমের সর্ব্বস্থানেই আদর, এজন্য ইহার দরও বেশী। ইহার চাষে সুন্দর লাভের প্রত্যাশা আছে। রীতিমত চাষ করিলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নিরস জমিতে ইহা হয় না। তাই বলিয়া অধিক রসাল ভূমিতেও ইহার চাষ হয় না। যে জমী দোয়াঁশ ও (যে জমী আটাল ও বালীতে সমানাংশ মিশ্রিত) রস যুক্ত, সেই জমী সার দিয়া পাঁচখানি চাষ দিয়া রাখিবে। পরে কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে দুই খানি চাষ দিয়া বীজবপন করিবে, এবং মই দিয়া জমী সামান করিয়া দিবে। অঙ্কুর বাহির হইয়া চারা যখন আধ হাত হইবে, তখন এক বার বিদে ও এক হাত হইলে একবার নিড়াইয়া দিবে। নিড়ানের ১০।১৫ দিন পরে একবার দলিয়া দিলে ভাল হয়। ৪ হাত লম্বা একটী কলার গাছের দুই দিকে রজ্জু বাঁধিয়া সমস্ত জমীতে একবার ঘুরাইয়া দিবে। এই কার্য্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিবে। চৈত্র মাসেই ইহা পাকিয়া উঠে। উত্তম সুপক্ক হইলে কাটিয়া আনিয়া রাখিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক না হইলে ইহা মর্দ্দন করা যায় না। এজন্য গম কর্ত্তন করিয়া ১৫ দিন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিবে, উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে শেষে মাড়িয়া লইবে। এক বিঘাতে ৮।১০ মণ গম জন্মাইয়া থাকে।

একমণ গমে কুড়িসের সুজি, পঁচিশসের ময়দা ও ত্রিশসের ছাতু হয়। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, বলকর, কোষ্ঠপরিষ্কারক ও গুরু।

ভুট্টা।

ইহার আবাদ নিতান্ত সহজ। নিতান্ত বালুকা ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার জমীতেই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। অধিক জলে বা রৌদ্রে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ মাঘ বা পৌষমাসে জমীতে একখানি

চাষ দিয়া রাখিতে হইবে। ফাল্গুন মাসে সেই জমীতে আর একবার চাষ দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া বীজবপন করিবে। বীজবপন করিয়া একবার মৈ দিবে। ইহার কোন পাট নাই।—কেবল গোরু প্রভৃতিতে যাহাতে নষ্ট করিয়া না ফেলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে ভুরা সুপক্ক হয়, সেই সময় ইহা কাটিয়া মাড়িয়া লইলেই হইল। এক বিঘা জমীতে ১০ বা ১৫ মণ ভুরা জন্মাইয়া থাকে।

ইহাতে আতপ ও উষ্না উভয়বিধ চাউলই হইতে পারে। পায়সেই ইহা অধিক প্রচলিত দরিদ্রলোকে ইহার অন্নও ভোজন করিয়া থাকে। গুণ—স্বাদু, রোচক ও স্বল্পবলকারী।

অরহর।

ইহার দাইল, সর্ব্বদেশেই প্রচলিত, সুতরাং ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য।

উচ্চভূমীই অরহরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। নিম্নভূমীতে অরহর জন্মাইতে পারে কিন্তু ইহার গোড়ায় জল জমীলে গাছ মরিয়া যায় বলিয়া নিম্নভূমীতে কেহ ইহার চাষ করে না।

ইহার চাষ দোয়াঁশ ঢালু মাটীতে বেশ হয়। সচরাচর প্রাণালীতে চাষ দিয়া বিঘা প্রতি দুইসের বীজ বপন করিলেই উত্তম শস্য হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জল হইলেই ইহা বপন করিতে হয়। বপনের পর একবার মই দিতে হয়। নিড়ান বা বিদার দরকার করে না, তবে অধিক আগাছা হইলে কাটিয়া দিতে হয় মাত্র।

ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে ইহা সুপক্ক হইলে আগাগুলী কাটিয়া শুকাইতে দিবে। উত্তম রূপ শুষ্ক হইলে ঝাড়িয়া লইলেই হইল। ফল কর্ত্তনের পর গাছ গুলী কাটিয়া শুকাইয়া রাখিলে ইহা জ্বালানীর পক্ষে বড় ভাল হয়। গুণ ;—কষায়, মধুর, ও গুরু।

মাসকলাই।

পলী জমীতেই ইহার আবাদ ভাল হয়। বর্ষায় নদীর জল যে জমীর উপর উঠে, সেই জল নামিয়া গেলেই তাহাতে প্রতি বিঘায় ছয় সের হিসাবে বীজ ছিটাইয়া রাখিলে আর তাহার কোন পাইট করিতে হয়

না। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে জমীতে একবার চাষ দিয়া রাখিবে, শেষে কার্ত্তিক বা আশ্বিন মাসে আর দুখানি চাষ দিয়া বীজ বপন ও মৈ দিলেই হইল। পৌষ বা মাঘমাসে ইহা সুপক হইলে মূল সহিত কাটিয়া আনিতে হয়, পরে যথারীতি মলিয়া লইলেই হইল।

এক বিঘাতে পাঁচ ছয় মণ শস্য উৎপন্ন হয়। ইহা অধিক দিন স্থায়ী। এক মণে ত্রিশ সের দাইল হইতে পারে। ভাজা দাইল অপেক্ষা কাঁচা-তেই ইহা অধিক উপকারী। গুণ—স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকর, বলকারী ও মলকারী।

মসূর।

সাধারণ চাষে সরসজমীতে কার্ত্তিক মাসে ইহা বপন করিতে হয়। শুষ্ক মৃত্তিকায় গাছ হয় না, হইলেও অচিরে মরিয়া যায়। এক বিঘা ভূমীতে পাঁচ সের বীজ লাগে। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে শস্য পক্ক হইলে তুলিয়া আনিতে হয়। ইহাও কলাইয়ের মত মূল সহিত তুলিতে হয়, এবং মর্দ্দন করিয়া লইতে হয়।

প্রতি বিঘায় ৭। ৮ মণ শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার দাইল কিছু উষ্ণ, বলকারী। ঘৃতসংযোগে ব্যবহারে শরীর পুষ্ট হয়। যত প্রকার দাইল আছে, মসুর তন্মধ্যে অধিক বলকারী। গুণ;—মধুর, বলকারী, শ্লেষ্মা ও কফপিত্তনাশক।

মুগ।

সাধারণ চাষে সরসজমীতে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। পলীজমীতে জল সরিয়া গেলে কেবল ছিটাইয়া বপন করিলেও হয়, ইহাতে চাষের প্রয়োজন করে না। প্রতি বিঘায় চারিসের বীজ লাগে। উৎপন্ন বিঘা-প্রতি পাঁচ মণ। মর্দ্দন পূর্ব্ববৎ, ইহা অতি লঘু, রোগীর পথ্য।

ছোলা।

বুট, চণক বা ছোলা পশ্চিমদেশীয়গণের প্রাধান খাদ্য। ছোলা জলশূন্য জমিতে সার ও উত্তমরূপ চাষ দিয়া আশ্বিনের শেষে বা

কার্ত্তিকের প্রথমে বপন করিতে হয়, মই দেওয়ার নিয়ম বীজ বপনের পূর্ব্বে একবার ও পরে একবার। প্রতি বিঘায় ৮ সের হিসাবে বীজ লাগে। অঙ্কুর আধ হাত হইলে জমীর ছোট ছোট গাছ যদি থাকে তুলিয়া দিবে। গাছ অধিক লতা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফাল্গুন ও চৈত্রে ইহা সুপক্ক হইয়া উঠিলে কাটিয়া মাড়িয়া লইতে হয়। প্রতি বিঘায় ইহা ৭। ৮ মণ উৎপন্ন হয়, এক মণে ত্রিশসের দাইল হয়।

গুণ—বর্ণ, বল ও রুচীকর, পিত্তনাশক। তিজা,—শীতল ও বলকারী। ছাতু—উষ্ণ, বলকারী ও দুষ্পাচ্য।

তিসি (মসিন)।

তৈলজ শস্য যত প্রকার আছে, তিসি সে সকলের প্রধান। ইহার চাষে সরস জমীতে ৫। ৬ খানি চাষ দিবার নিয়ম। চাষটী ভাল রকম হইলে উত্তম শস্য জন্মে। উত্তমরূপ চাষ ও ঢেলা ভাঙ্গিয়া কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। প্রতি বিঘায় দুই সের মাত্র বীজই যথেষ্ট। নিড়ানের আবশ্যক হয় না, তবে অধিক ঘাস হইলে নিড়াইয়া দিলে ভাল হয়, ফাল্গুন চৈত্রমাসে শস্য পাকিয়া উঠিলে কাটিয়া আনিয়া মাড়িয়া লইতে হয়। শস্য পক্ক হইবার সময় কৃষক বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, কেন না অধিক পক্ক হইয়া গাছ শুকাইয়া গেলে ফল ফাটিয়া সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যায়, অতএব ইহা এমন ভাবে কাটিতে হইবে, যেন শস্য পক্ক হয় অথচ গাছ শুষ্ক হইয়া না যায়।

প্রতি বিঘায় আটমণ শস্য উৎপন্ন হয়। প্রতিমনে ১৩ সের তৈল উৎপন্ন হয়। এ তৈল আহারার্থ তাদৃশ উপযোগী নয়।

পিপুল।

ইহা একটী অত্যুৎকৃষ্ট লাভজনক দ্রব্য। ইহার চাষে অতি সামান্য দিনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। সামান্য সরস মৃত্তিকাতে উত্তমরূপ চাষ দিয়া ঢেলা গুলী ধুলার মত করিয়া চারিহাত অন্তর একএকটী লতা পুতিবে। যত দিন চারা সতেজ না হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে এক একটু জল সেচন করা বিধেয়। লতা বড় হইলে মাচা অথবা খুঁটিচা

গাছ রোপণ করিয়া দিবে। কেন না লতার অবলম্বন ও ছায়ার প্রয়োজন। ইহার আর কোন পাইট নাই, কেবল কোন স্থানে ছায়ায় ঘাস জন্মায় কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

একবার লতা পুতিলে দশবৎসরের মধ্যে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল ঘাস মারিয়া দেওয়া, নূতন লতা রাখিয়া পুরাতন গুলী কাটিয়া ফেলা ইত্যাদি। প্রতিবিঘায় ইহা ১৫ মণ পর্য্যন্ত জন্মায়। ফল পাকিলে লতা হইতে এক একটী করিয়া তুলিয়া তাহা শুষ্ক করিতে দিবে। অল্প পরিমাণে শুষ্ক হইলে চটের উপর রাখিয়া সাবধানে দলিয়া দিতে হইবে, ইহাতে পিপুলের দানা গোল হইবে। যাহার যেমন দানা, যে পিপুল যেমন গোল সেইরূপ দরে ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ লাভ করিবার আর একটী উপায় আছে। পিপুল বাগানে আম্রের বা কাঁটালের চারা রোপণ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই গাছ সতেজ ও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। বৃক্ষ বলবান হইলে পিপুলের চাষ বন্দ করিয়া দিলেই হইল, তাহাতে একটী বাগান হইল। এ বাগানপ্রস্তুতে কোন খরচ নাই, বাগানটীই এক প্রকার লাভ।

হরিদ্রা।

হরিদ্রাও একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি। ইহা প্রতি বৎসরেই বেশ মূল্যে বিক্রয় হয়। কতজন কেবল হরিদ্রার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

ইহা দোয়াঁশ জমীতে উত্তম জন্মে। উত্তমরূপ চাষ দিয়া এক বার মৈ দিবে। তারপর আধ হাত অন্তর লম্বাভাবে কোদালী দ্বারা নালা কাটিবে।

হরিদ্রার বীজ রোপন করিবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে একটী গর্ত্ত কাটিয়া গোবর জল ও বীজ ঢালিয়া রাখিবে। যখন দেখিবে তাহাতে দুই তিন অঙ্গুলী চারা বাহির হইয়াছে, তখন ঐ বীজ এক বিঘত (আধহাত) অন্তর পুতিয়া জল দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবে, এবং মাটী সমান করিয়া দিবে। যখন হরিদ্রার চারা এক হাতের কিছু কম হইবে, তখন একবার নিড়াইয়া দিবে। হরিদ্রা উত্তমরূপে ঘিরিয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যে একবার গরু

প্রবেশ করিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, কৃষক এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যখন সমস্ত গাছ শুকাইয়া যাইবে, তখন গাছগুলী তুলিয়া জমী পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া হরিদ্রা কোদালী দ্বারা এমন ভাবে তুলিতে হইবে, যেন হরিদ্রা কোদালীতে কাটিয়া না যায়।

পরে একটী চোকা উনান যেমন গুড় জাল দিবার জন্য প্রস্তুত করে সেইরূপ করিবে। ৭টী বা ৯টী হাড়ী একবারে বসিবার স্থান করিবে। শেষে গোবর জলের সহিত এক এক হাঁড়ী হরিদ্রা পূর্ণ করিয়া সিদ্ধ করিবে, যখন ফুটিয়া উঠিবে, তৎক্ষণাৎ নামাইয়া হরিদ্রা ঝুড়িতে ঢালিয়া দিবে, যেন তখনি জল ঝরিয়া নিম্নে পড়ে। হরিদ্রা অধিক সিদ্ধ হইলে নষ্ট হয়, মূল্য অধিক হয় না, সুতরাং ফুটিয়া উঠিবামাত্র নামাইয়া ফেলিবে। হরিদ্রা সিদ্ধ হইলে তাহা মাঠে ঘাসের উপর শুষ্ক করিতে দিবে। মধ্যে মধ্যে দলিতে হইবে, কেন না গোল দানা হইলেই সেই হরিদ্রা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে। এজন্য হরিদ্রা যাহাতে গোল হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। হরিদ্রা শুষ্ক হইলে এমন কোন স্থানে রাখিবে যে, কোন মতে হরিদ্রা রসাক্ত না হয়, অর্থাৎ মাটীতে রাখিয়া যেন সেঁৎসেঁতে করা না হয়, মাচা বা গোলায় রাখাই বিধেয়।

প্রতি বিঘার তিন হইতে চারি মণ বীজ লাগে। উৎপন্ন—প্রায় পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ মণ পর্য্যন্ত। হরিদ্রার ব্যবসা বিশেষ লাভজনক।

লঙ্কা (মরিচ।)

উত্তম নরম জমীতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন স্থানে উত্তমরূপ চাষ দিয়া মৃত্তিকা ধুলীবৎ করিয়া তাহাতে বীজ রোপন ও জলসেচন করিয়া কদলী পত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। এ দিকে এই অবসরে ক্ষেত্র উত্তমরূপ চাষ দিয়া রাখিবে। পাতোতে অর্থাৎ যেখানে বীজ প্রথমে বপন করা হইয়াছে, সেই স্থানে যখন চারা দীর্ঘে এক অঙ্গুলী হইবে, তখন সেই পাতো হইতে সযত্নে সাবধানে চারাগুলী তুলিয়া যে স্থানের জমী আবদ করিয়া ইতিপূর্ব্বে রাখা হইয়াছে, সেই স্থানে একটী কাঠি দ্বারা এক অঙ্গুলী পরিমাণে গর্ত্ত করিয়া এক একটী চারা এক হাত বা তাহার কিছু কম দূরে রোপন করিবে। বৃষ্টির পর

দিনই যদি যো হয়, তবেই রোপন করিবে, বৃষ্টি না হইলে জমী নরম না থাকিলে লঙ্কার চারা পুঁতিবে না। তাহাতে চারা শুকাইয়া যাইবে। জমীতে যেন ঘাস না থাকে, ইহা কৃষক সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। ইহার অন্য কোন পাইট নাই।

লঙ্কা পাকিলে তাহা গাছ হইতে তুলিয়া শুষ্ক করিবে। ঘাসের জমীতেই ইহা শুষ্ক করিবার নিয়ম। অর্দ্ধশুষ্ক হইলে পা দিয়া চাপিয়া চেপ্টা করিতে হইবে। লঙ্কা শুষ্ক করিবার সময় যদি বৃষ্টি হয়, তবে লঙ্কাগুলা এমন ভাবে ঢাকিবে যেন বিন্দু পরিমাণে জলও লঙ্কায় না লাগে, তাহা হইলে লঙ্কার রং (বর্ণ) খারাপ হইয়া যায়। লঙ্কা রং দেখিয়াই বিক্রয় হয়। অতএব যাহাতে লঙ্কার বর্ণ লাল হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। প্রতি বিঘায় ২০ হইতে ২৫ মণ পর্য্যন্ত লঙ্কা উৎপন্ন হয়। গুণ,—ঈষৎ কটু, মধুরত্বও রক্ত-পিত্ত হারক—এবং জারক।

ইক্ষু।

ইক্ষু একটী প্রধান লাভজনক কৃষি। ইহার আবাদে যদিও একটু পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তথাপি ইহার চাষে লাভও বিস্তার। উপযুক্ত রূপে চাষ করিতে পারিলে ইহাতে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

চাষের বিবরণ। অগ্রে দোয়াঁশ জমিতে কতকটী বালী মাটী ও গোবর সার দিয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে চাষ দিতে আরম্ভ করিবে। প্রতি মাসেই কিছু কিছু সার ও দুখানি করিয়া চাষ দিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বে ইক্ষু মর্দ্দন কালে তাহার এক হস্ত পরিমাণ অগ্রভাগ বীজের জন্য যাহা রাখা হইয়াছে, সেই বীজ দুই চোক যুক্ত এক এক খণ্ড হাপরে অর্থাৎ একটী গর্ত্তে সেই ইক্ষুখণ্ডগুলী রাখিয়া গোবরজলে শিক্ত করত উপরে ঢাকা দিয়া রাখিবে। যখন দেখিবে সেই চোক হইতে অঙ্কুর বাহির হই-য়াছে, তখন বুঝিবে ইহা রোপনের উপযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে জমীতে চাষ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা এক হাত অন্তর এক একটী খাত করিয়া চারিদিকে এক হাত অন্তর এক একটী বা দুই দুইটী খাত করিবে। পুতি-বার সময় গোবর মিশ্রিত জল দিবে। চারা যখন এক হাত হইবে তখন নিম্নের পাতা লইয়া গাছের গায়ে গায়ে জড়াইয়া দিবে।

পরে আর আধহাত বাড়িলে পূর্ব্বে যে গোড়ায় আলী বাঁধিয়া মাটী ধরাণ হইয়াছে, সেই দুই শারীর দুইটী ঝাড়ের সহিত পরস্পর বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ইক্ষু পত্র দিয়া ইক্ষুঝাড় জড়াইতে থাকিবে।

ফাল্গুন মাসে ইক্ষু পাকিলে তখন মাড়িতে হইবে। ইহার মাড়ন প্রাণালী সকলেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং সে কথা নিস্প্রয়োজন। যে ভাবে সচরাচর চাষ হইয়া থাকে, তাহা সুবিধাজনক নহে। কৃষক এতল্লিখিত নিয়মানুসারে চাষ করিলে সমধিক ফললাভে সমর্থ হইবেন।

তামাকু।

তামাকুর চাষও অল্প লাভজনক কৃষি নহে। ইহার চাষ ভাল হইলে এবং তামাক ভাল হইলে কৃষক প্রচুর লাভবান হইতে পারেন।

বালুকাময় জমীই প্রসস্থ, তবে ইহা প্রায় সকল প্রকার জমীতেই জন্মাইতে পারে। ভাদ্র মাস হইতে প্রতিমাসে দুইবার করিয়া চাষ দিয়া রাখিবে। কার্ত্তিক মাসে তামাকু রোপনের সময়।

প্রথমে এক স্থানে চাষ দিয়া উত্তমরূপ মাটী ধুলা করিয়া তাহাতে তামাকুর বীজ ছিটাইয়া অল্প পরিমাণে জলসেচন করিয়া কলাপাত বা মানপাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। সাবধান! যেন বীজ পিপীলিকায় নষ্ট না করে। চারা যখন এক অঙ্গুলী পরিমাণ হইবে, সেই সময় কার্ত্তিক মাসে যে দিন বৃষ্টি হইবে, সেই বৃষ্টির সময় অতি সাবধানে চারা তুলিয়া কিছুকম একহাত অন্তরে রোপন করিবে।

যদি কর্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হয়, তবে জল দিয়া রোপন করিবে এবং চারা তুলিবার সময়ও জল ছিটাইয়া দিবে। চারা ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যখন চারা এক হাত হইবে, তখন প্রত্যেক পত্রের উপরে যে ছোটছোট পাতা বাহির হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে। এইরূপে প্রধান পাতা কয়েকটী রাখিয়া ছোট পাতা সব ভাঙ্গিয়া দিবে। যখন তামাক পাকিয়া উঠিবে তখন মূল মাথাটীও ভাঙ্গিয়া দিবে।

তামাক সুপক্ক হইলে গাছ কাটিয়া আগে অল্প পরিমাণে শুকাইবে, তার পর একটু গাঁটের সহিত এক একটী পাতা বাঁকা করিয়া কাটিয়া হালী

গাঁথিবে, অর্থাৎ কুড়ী ত্রিশটী পাতা একত্র করিয়া এক একটী সূত্রে বাঁধিবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে চাপ দিয়া শেষে বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিবে।

পাট।

আজ কাল পাটের আদর বড় বেশী! বিলাতী কাপড় হইয়া পাটের দুর্ম্মূল্যতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং এ সময় পাটের চাষ যে বিশেষ লাভজনক, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সরস দোয়াঁশ জমীই পাটের উপযুক্ত। আষাঢ় মাস হইতে প্রতিমাসে নিয়মিত দুইবার চাষ ও কিছু কিছু সার দিয়া রাখিবে, পরে মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে ৪ বার উত্তমরূপ চষিয়া এবং মই দিয়া ভূমী সমতল করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে। বীজ বপন করিয়া পুনর্ব্বার একবার এমন ভাবে মই দিবে, যেন বীজ অধিক মাটির নীচে না পড়ে।

অঙ্কুর বাহির হইলে যখন দেখিবে এক অঙ্গুলী চারা বাহির হইয়াছে, তখন একবার মৈ দিতে হইবে, আধহাত বা তাহার একটু বেশী হইলে বিদা দিবে, এক হাতের কিছু বেশী হইলে একবার নিড়াইয়া দিবে। প্রত্যেক কার্য্যের সময় যদি বৃষ্টি হয়, তবে সেই সেই কার্য্য অগত্যা বন্ধ রাখিবে। একটী বিষয়ে কৃষক সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, যেন কোন মতে পাট-ক্ষেত্রে গরু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে, ইহা ভিন্ন পাটের অন্য কোন পাইট নাই। পাট পরিপক্ক হইলে গোড়া কাটিয়া এক একটী আটি বাঁধিবে। পাটের অগ্রভাগ যতদূর শাখা প্রশাখা আছে, ততদূর বাদ দিয়া ফেলিবে। শেষে এই আটী ২০ বা ২৫টী একত্রে বাঁধিয়া বদ্ধজলে ডুবাইয়া রাখিবে। পাটের উপরে বাঁশ দিয়া চাপ দিয়া তাহার উপর মাটি ও আগাছা দিয়া রাখিবে। পাটের উপর চারি অঙ্গুলীর অধিক জল না থাকে। জলে "জাগ" দিলে ৮ হইতে ১০ দিনের মধ্যে পাট পচিয়া উঠিবে। অধিক পচিলে পাট শক্ত হয় না এবং অল্প পচিলে পাটের আঁশ উঠে না, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পাট পচাইবার পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

পাট পচিলে এক একটী আটির গোড়ার দিকের এক হস্ত দূরে ভাঙ্গিয়া জলে আঘাত করিলেই সমস্ত গাছ বাহির হইবে। তৎপরে উচ্চ করিয়া বাঁশের আড় দিয়া তাহাতে শুকাইতে দিবে। যদি সেই সময় বৃষ্টি হয়, তবে

গৃহের মধ্যে বিছাইয়া দিবে, পাট ভালরূপ না শুকাইলে এবং ভালরূপ কাচা না হইলে তাহার দর হয় না। পাট শুষ্ক হইলেই বস্তাবন্দী করিয়া নির্জ্জন স্থানে রাখিতে হইবে। ইহাতে অনেক বিপদ ঘটে, যে স্থানে অগ্নির সংশ্রব নাই, সেই স্থানই পাঠ রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

তরকারী।

ব্যঞ্জন আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয়। যেমন অন্ন, ব্যঞ্জন ও তদ্রূপ। অন্নের একমাত্র অবলম্বন ব্যঞ্জন। কৃষক যদি বাটীর এক দিকে সামান্য দুই একটী গাছ রোপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়, আর যদি অধিক পরিমাণে রোপন করেন, তাহা হইলে তাহা বিক্রয় দ্বারা পয়সাও হয়, অথচ নিজের খরচও চলে। আর এ সকল অতি সহজে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সামান্য চেষ্টাতেই যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষকগণ একবার দেখুন, কোন্ তরকারী রোপনে কতটকু শ্রম ও কত ব্যয় আবশ্যক।

পটোল।

সসার দোয়াঁশ মাটিতে ইহা ভাল হয়। কার্ত্তিক মাসে জমীতে ৪ খানি চাষ দিয়া দুইবার মই দিবে, জমী সমান হইলেই একহাত অন্তর ইহার মূল পুতিতে হইবে। মূলের উপরের গ্রন্থি যেন একটু বাহিরে থাকে। যতদিন চারা বাহির হইয়া সতেজ না হয়, তত দিন বৈকালে জল সেচন করিবে। চারা বড় হইলে আর জল দিবার আবশ্যক নাই, তবে নিতান্ত মাটি শুকাইয়া গেলে একবার জলসেচন করা ভাল।

ফাল্গুন হইতে ফল আরম্ভ হইয়া ৬। ৭ মাস উত্তম ফল থাকে, পরে দুই একটী হইয়া থাকে, তিন বৎসর এক গাছে প্রচুর পটোল হয়, তৎপরে অন্য জমীতে আবার চারা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে ইহার মূল তুলিয়া পূর্ব্ববৎ লাগাইয়া দিলেই হইল।

অলাবু।

লাউ একটী প্রয়োজনীয় তরকারী। বৈশাখ বা চৈত্রমাসের শেষে এক হাত ব্যাস বিশিষ্ট একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে সার দিবে। প্রত্যহ

প্রচুর জল দিবে। ৪ দিন জল দিয়া আর জল দিবে না। আবার ৪ দিন গত হইলে অস্ত্র বা হস্ত দ্বারা মাটীগুলী গুঁড়া করিয়া তাহার আধ হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিবে। তখনও অল্প পরিমাণে জল দিবে, এবং আধ হাত অন্তর এক একটী এক হাত দীর্ঘ কাঠি পুঁতিয়া দিবে, যত দিন এক হাত দেড় হাত চারা না হয় তত দিনও এক একটু জল দিবে। লতা আশ্রয় পাইয়া ঘরের চালে বা মাচায় উঠিলে তখন আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল লতাটী কিছুতে নষ্ট না করে, এইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

লাউ যে কেবল তরকারীতেই ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। লাউ সুপক্ক করিয়া তাহার বোঁটার দিক্ কাটিয়া গোময়পূর্ণ করত কিছুদিন রাখিয়া দিলে মধ্যের সমস্ত পচিয়া যায়, পরিশেষে ধৌত করিলেই লাউয়ের মধ্যে পরিষ্কার হইল। ইহা দরিদ্রগণের জলপাত্র এবং সেতার তানপুরাদি বিবিধ বহুমূল্য বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়।

কুষ্মাণ্ডের রোপন প্রণালী উক্তরূপ, সুতরাং এস্থানে তাহার বিষয় বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

বেগুণ।

দোঁয়াশ মাটিতে ৩। ৪ খানি চাষ দিয়া রাখ। প্রথমতঃ চৌকায় বেগুণের বীজ পুঁতিয়া জলসেচন দ্বারা চারা বাহির করিয়া শেষে জমিতে তুলিয়া এক হাত অন্তর লাগাইলেই হইল। যদি ইহার ফল অত্যাশ্চর্য্যরূপ বৃহৎ করিতে হয়, বা বীজ রাখিতে হয়, তবে একটী সতেজ গাছের একটী মাত্র ফল রাখিয়া বাকী গুলী নষ্ট করিবে। তাহা হইলে সেই ফলটি বৃহৎ ও বীজের উপযুক্ত হইবে।

ঝিঙ্গা ও সিম।

চৈত্র বা বৈশাখ মাসে জল হইলে জমীর মাটী গুঁড়া করিয়া আধ হাত অন্তর এক একটী বীজ রোপন করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে এবং এক একটী কাঠি পুতিয়া দিবে। যত দিন অঙ্কুর ও চারা অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমাণ

না হয়, তত দিন অল্প অল্প জলসেচন করিবে। পরে একটু বড় হইলে লতা মাচায় তুলিয়া দিলেই হইলে।

বিলাতী তরকারী।

শালগম্।

দোয়াঁশ জমীতে লবণ মিশাইয়া চাষ দিবে। উত্তমরূপ ঢেলা ভাঙ্গিয়া সমান জমীতে কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিবে। চৌকা করিয়া তাহাতে বীজ বপন ও জলসেচন করা কর্ত্তব্য। পরে জল সেচন দ্বারা চারা এক এক অঙ্গুলী হইলে পূর্ব্বোক্ত লবণ মিশ্রিত জমীতে শারী শারী আধহাত অন্তর রোপণ করিবে, এক হাত অন্তর পুতিলে এবং জমী রসাল হইলে ফলের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

গাজর।

গাজর হিন্দুশাস্ত্রের অব্যবহার্য্য, কিন্তু আজকাল যখন সকলই চলিতেছে, তখন এটাই বা বাকী আছে কৈ? দোয়াঁশ জমিতে উত্তমরূপ গভীর চাষ দিয়া জমী সমান করিয়া রাখিবে।

আশ্বিন মাসে চৌকায় রোপন করিয়া চারা তুলিয়া দিলেও চলে, অথবা একবারে জমীতে বপন করিলেও ক্ষতি হয় না। প্রতি কাঠায় এক ছটাক বীজ প্রয়োজন, বৈশাখ মাসে ইহা খাইবার যোগ্য হয়।

কফী।

কফীর বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা কষ্টকর। ইহার চারা সচরাচর কিনিতে পাওয়া যায়, এমতস্থলে ইহার চারা কিনিয়া রোপন করাই সুবিধা। ধুলীবৎ জমীতে একহাত অন্তর এক একটী কফীর চারা রোপন করিবে। প্রথম প্রথম চারা দিবসে ঢাকিয়া রাখিবে। অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ হইলে আর ঢাকিয়া রাখিতে হয় না। প্রতি সপ্তাহে একবার জল সেচন ও প্রত্যেক কফীর মূলে মাটি ধরাইয়া দিলেই হইল। আশ্বিন মাসের শেষ ও কার্ত্তিকের ১৫। ২০ দিন পর্য্যন্ত কফী রোপন করিতে হইবে।

একটী বাগান।

বাগানের আবশ্যক সকলেরই। যাঁদের ক্ষমতা আছে, জমী আছে, তাঁদের বাগান করা বেশী কথা নয়। কিনিয়া ফল খাওয়া আর বাগানের ফল খাওয়া অনেক তফাৎ। লক্ষপতি কিনিয়া ফল আনিবেন তাহা পরিমিত, আর দরিদ্র, একটী বাগান যার পুঁজী, সেও অপরিমিত ফলে অধিকারী। পরকে ছুটি দিতে তার কষ্ট হয় না। বাগান যে স্বধু আমোদের ও নিজের ব্যবহারের জন্য, তাও নয়, ইহা একটী প্রধান সম্পত্তি। একটী বাগানের আয়ে একটী মধ্যবিত্ত্য গৃহস্থ অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারে। বাগান সামান্য ব্যায়ে হইতে পারে—কিন্তু তাতে একটু অধ্যবসায় চাই—একটু বুদ্ধি চাই। যে উপায়ে সহজে সামান্য ব্যয়ে একটি উৎকৃষ্ট বাগান প্রস্তত করা যাইতে পারে, তাহাই লিখিত হইতেছে।

আট কি দশ বিঘা জমী বাগানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। প্রথমে জমীর চারিদিকে তিন হাত গভীর করিয়া খানা কাটাইবে। খানার মাটি উচ্চ পাড় করিয়া দিবে, এবং সেই পাড়ের উপর শারি শারি বাব্‌লার গাছ রোপন করিবে। এই বাব্‌লা গাছ আপততঃ বেড়া হইবে, পরিণামে তাহা মূল্যে বিক্রয় হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ বাগানের মধ্যে একটী পুষ্করিণী অভাবে চারি কোণে চারিটি কূপ খণন করিবে। জমী এক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে চাষ দিয়া শ্রাবণ মাসে ৮ হাত অন্তর এক একটী কলার ছোট গাছ পুঁতিবে। সে বৎসর আর কোন কার্য্য করিবে না, কেবল মধ্যে মধ্যে নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এ দিকে একটী চৌকা ভাল রকম চাষ ও সার দিয়া আম্র, কাঁটাল, পেয়ারা প্রভৃতির বীজ পুঁতিবে। এক বৎসর চারা তুলিবেনা, মধ্যে মধ্যে নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এক বৎসর পরে বৈশাখ মাসে চারার এক দিক খুঁড়িয়া নিড়ানীর অগ্রভাগ দিয়া চারার মূলটী কাটিয়া দিবে এবং পুনরায় মাটি দিয়া চারার গোড়া শক্ত করিয়া দিবে। পরে আষাঢ় মাসে বাগানের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বাগানের চারি দিকে নিম্ন নিয়মানুসারে চারা বসাইবে। দুই ঝাড় কলার ব্যবধানে এক একটী চারা বসাইবার নিয়ম।

চারা পুঁতিবার অগ্রে তিন মাস থাকিতে যে স্থানে চারা বসিবে, সেই

সেই স্থানে দুই হাত গভীর এবং এক হাত গোলাকার এক একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার নিম্নে সার ও উপরে পলীমাটি দিয়া পূর্ণ রাখিবে। চারা পুতিবার ৬ দিন পূর্ব্বে আবার সেই মাটি খুড়িয়া সমান করিয়া দিয়া চারা পুতিবে।
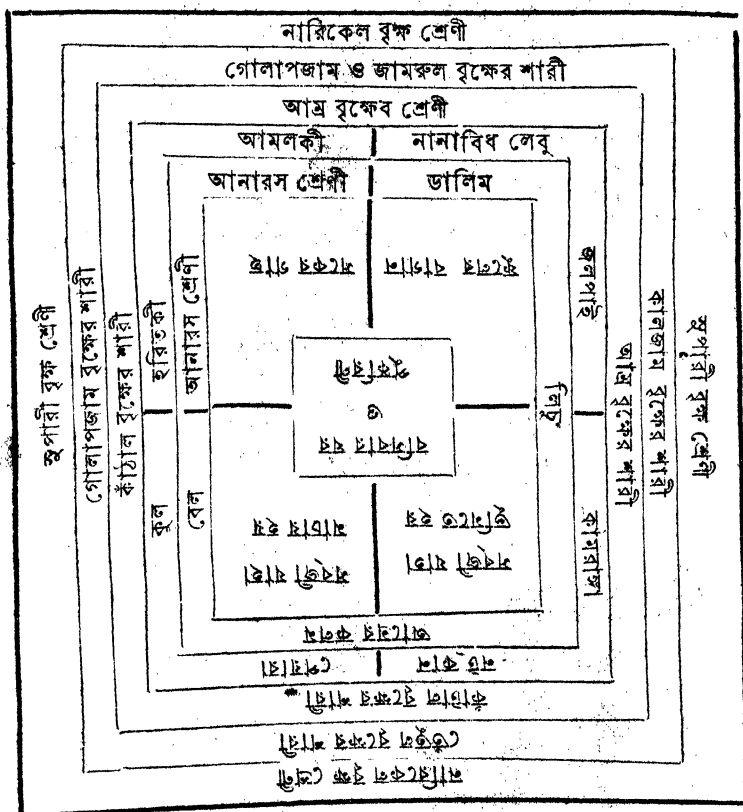
আম্র, কাঁটাল, জাম, সুপারী, নারীকেল, পেয়ারা, বেল প্রভৃতির বীজ একবারে পাতো দিতে হয়। শেষে বর্ষাকালে একবারেই সমস্ত চারা বাগানে পুতিলে অতি শীঘ্র বাগান হয়।

পূর্ব্বে যে কলা পুতিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই জমী দিব্য সরস থাকে, অথচ প্রচুর লাভও হয়। কথিত আছে, ৩৬৫ ঝাড় কলা থাকিলে প্রতিদিন এক টাকা আয় হয়। কলার পাতকাটা ফলের পক্ষে অনিষ্ট জনক, এজন্য কলা হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে পাত কাটা বন্ধ করিতে হয়। কলার আর কোন পাইট নাই, কেবল যে গাছটীর কলা ও থোড় কাটা হইল, সেই গাছের মূল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য! তাহা হইলে প্রত্যেক বারেই অধিক এবং পরিপুষ্ট কলা জন্মিবে।

কিরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চারা পুঁতিতে হয়, তাহার চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।

মধ্যস্থলে পুষ্করিণী অভাবে বাগানের চারি কোনে চারিটী কূপ খণন করিবে, এবং মধ্যস্থলে বসিবার ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি রাখিবার জন্য একখানি ঘর প্রস্তত করিবে।

যে খানে "সকের গাছ" আছে, সে খানে যাহা রোপন করিতে হইবে, তাহা "সকের গাছ" শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্টিকর।

এইরূপ প্রণালীতে বাগান করিলে খরচ অল্প হইবে। ইহাতে যে ফসল ও সাক্ সব্জী জান্মাইবে, তাহাতেই খরচের অনেক সুসার হইবে।

সকের গাছ।

বাগানের মধ্যে একটী আধটী দেখিবার জিনিস থাকা চাই। এতে দর্শকেরও তৃপ্তি হয়, কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও সফলতা দেখিয়া বাগানের অধিকারীর মনে আনন্দ হয় এবং বাগান দেখিতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। সকের গাছ কি কি, তাহা কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

লতাকলা।

একটি কলা গাছ একস্থানে পুঁতিবে। তাহার গোড়া হইতে যে চারা বাহির হয় তাহা মারিয়া ফেলিবে, এবং কলা গাছটির গোড়ার দিকে এক-

হাত বাদ দিয়া কাটিয়া দিবে। প্রত্যহ এক কলসী জল কলাগাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিবে, তাহা হইলে কর্ত্তিত স্থান হইতে পুনরায় কলাগাছ বাহির হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন "মোচা" বাহির হইবে; তখন আর না কাটিয়া গোড়ার যত দূর গাছ আছে, তাহা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে, তাহা হইলে ঐ মোচা ও থোড় অবলম্বন না পাইয়া মাটিতে লতাইয়া বেড়াইবে।

বিরাটলঙ্কা।

একটি টবে একসের আটাল মাটি, আধসের খইল, আধসের পচাখড় ও দুইসের পলিমাটি একত্রে মিশ্রিত করিয়া টবের চার অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত পূর্ণকর। প্রত্যহ সকালে টবপূর্ণ করিয়া জল দাও। এক সপ্তাহ পরে একটি সতেজ লঙ্কার চারা সেই টবে পুতিয়া ছায়ায় রাখ। চারাটি সতেজ হইলে ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপে রাখ, এখন আর প্রত্যহ জল দিবার প্রয়োজন নাই। যদি টবের মাটি শুকাইয়া যায়, তবে অতি সাবধানে মাটি খুঁড়িয়া দিয়া অল্প পরিমাণে জল দিলেও ক্ষতি নাই। ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে প্রথম দুইটী ফুল রাখিয়া অবশিষ্ট ফুলগুলী এমন ভাবে কাটিয়া ফেলিবে যে, কোনরূপে গাছে আঘাত না লাগে। ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে আবার জল সেচন আরম্ভ করিবে। এইরূপ করিতে ঐ লঙ্কা দুইটী এতদূর বড় হইবে যে, যিনি দেখিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিবেন।

আম্র-কাঁটাল।

একটী সুপক্ক কাঁটালের ভুস্কুড়ি (ভুষণা বা ভোতা) টানিয়া বাহির করিবে, এবং সেই ছিদ্রের মধ্যে একটী সুপক্ক আম্র বীজ পূরিয়া কাঁটালটী সরস সারপূর্ণ গর্ত্তে পুতিবে, কিছুদিন পরে দেখিবে মধ্যে একটী আমের চারা ও চারিদিকে অসংখ্য কাঁটালের চারা বাহির হইয়াছে। আমের চারার চারিদিকের অতি নিকটে যে চার বা পাঁচটী কাঁটালের চারা আছে, সেই আমের চারাটী মধ্যে রাখিয়া কাঁটালের চারা চারিটী দ্বারা

আবৃত করিয়া পাট দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ করিবে, এবং চারিদিকে যতগুলি কাঁটালের চারা থাকুক, সবগুলি কাটিয়া ফেলিবে, গাছ বড় হইলে এবং ফল ধরিলে এক গাছে আম ও কাঁটাল উভয়বিধ ফলই ফলিতে থাকিবে।

চৌমোচা।

চার জাতীয় চারিটী কলার চারা আনিয়া উপরের গাছ চারিটী কাটিয়া ফেলিয়া প্রত্যেকের এঠে (কাণ্ড) এমন ভাবে চারি ভাগে বিভক্ত করিবে যে, চারি জাতীয় কলার প্রত্যেকের সিকি (¼) অংশ একত্র করিলে একটী পুর্ণ এঠে হয়, এইরূপে চারি অংশ একত্র করিয়া পাঠ দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরে গোময় লেপিয়া দিবে। এক হস্ত পরিমিত একটী গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ পচা খড়ে পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে সেই এঠেটী বসাইয়া মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দিবে, কিছু দিন পরে চারা বাহির হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত মোচা বাহির হইবার সময় না হয়, তত দিন আর কিছু করিতে হইবে না। কেবল গাছটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যখন দেখিবে মোচা হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন গাছের অগ্রভাগ শক্ত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে গাছের গাত্র ভেদ করিয়া চারিটী মোচা বাহির হইবে, এবং সময়ে সেই চারি জাতীয় কলা বাহির হইয়া দর্শকগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে, বিশেষ বক্তব্য, এই গাছটীকে ঝড় হইতে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিবে, নতুবা সামান্ত বাতাসে গাছটী পড়িয়া গিয়া কৃষকের সকল পরিশ্রম নষ্ট করিবে।

একগাছে দুই রকম কুল।

একটী সতেজ এবং সরল দেশী কুলের চারা টবে উঠাইয়া রাখিবে, কিছু দিন পরে যে দিন বৃষ্টি হইবে, সেইদিন একখানি ধারাল ছুরি দ্বারা এক হাত উপরে দেশী কুলের গাছটীর অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিবে, কর্ত্তিত স্থানের নিম্নে চারি অঙ্গুলী পরিমাণ ছাল এমন ভাবে চাঁচিয়া ফেলিবে, যেন কাটে কোনরূপ আঘাত না লাগে। তৎপরে দেশী কুলের চারার উপর সতেজ ও সবল একটী বিলাতী কুলের ডাল কাটিয়া কর্ত্তিত স্থানের

পরের আট অঙ্গুলী পরিমাণ কাট এমন ভাবে বাহির করিয়া ফেলিবে যে, ত্বকের কোন স্থানে আঘাত না লাগে, পরে বিলাতী কুলের ডালের চার অঙ্গুলী পরিমাণ ছালের মধ্যে দেশী কুলের চারি অঙ্গুলী কাট (যাহা চাঁচিয়া রাখা হইয়াছে) প্রবেশ করাইয়া পাট ও খইল দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া দিবে, এই আবদ্ধ স্থানে সর্ব্বদা জল দিবার জন্য একটী কলসী ছিদ্র করিয়া তাহা জলপূর্ণ করত তাহার উপর ঝুলাইয়া দিবে, বলাবাহুল্য যে, লিখিত রূপ কার্য্য করিলে অল্প দিনেই জোড় লাগিয়া যাইবে। যখন কুল ধরিবে, তখন এক গাছে দেশী ও বিলাতী কুল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন, সন্দেহ নাই।

কলাফুল।

একটি ছোট কলার (মর্ত্তমান, চাঁপা বা চাটিম এই তিন প্রকার কদলীর যে কোন প্রকারের) চারা একটী তলশূন্য টবে এমন ভাবে পুঁতিবে, যেন তাহার মূলের উপর কেবল মাত্র ৮ বা দশ অঙ্গুলী মাটী থাকে। এইরূপ কদলীর চারাটী পুঁতিয়া যতদিন বেশ সতেজ না হয়, ততদিন অল্প পরিমাণে জলসেচন করিবে। যখন দেখিবে দিব্য সতেজ হইতেছে, তখন জল দেওয়া বন্দ করিয়া একটী একহাত উচ্চ বাঁশের মাচার উপর টবটী তুলিয়া রাখিবে, এবং সমস্ত পাতার গোড়ার দিকে ডাঁটা সহিত কাটিয়া ফেলিবে, যেমন পাত হইবে, অমনি কাটিয়া দিবে। এইরূপে কাটিতে কাটিতে দেখিবে যে স্বছিদ্র টবের নিম্নস্থ ছোট ছোট ছিদ্র পথে কদলীর মূল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তখন সেই মূল গুলীতে জলের ছিটা দিবে। ইহার পর যখন মোচার পূর্ব্বসূত্র স্বরূপ পাতমোচা পড়িবে, তখন সেই পত্র খানির অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে যে মোচা বাহির হইবে, তাহা কলাগাছের মাথার উপর দিব্য ফুলের মত গোলাকার এবং দেখিতে অতিসুদৃশ্য হইবে।

বোতলে ফুলের গাছ।

একটি বোতলের মুখে একটী কর্ক এমন ভাবে লাগাইবে যে, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। কর্কের মধ্যভাগে একটী ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে

লালপাতার সরল ডাল উত্তমরূপে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যেন কর্ক হইতে চারি অঙ্গুলী নিচে বাহির হইয়া থাকে, পরিশেষে বোতলটী জলপূর্ণ করিয়া ডাল সহিত কর্কটী আঁটিয়া দিবে। তাহা হইলে সেই ডাল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল বাহির হইয়া জলের মধ্যে বিচরণ করিবে, বৃক্ষটী জলে থাকিয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে। সাদা বোতলের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল গুলী দেখিতে বড়ই সুন্দর হইবে।

কাঁটাফুল।

একটী টবে এক বা দুইটীকাঁটাফুল লাগাইবে। ইহার পাতা নাই, কণ্টক ময় ছোট ছোট গাছ। উর্দ্ধে এক হাতের অধিক নয়, দেখিতে অনেকাংশে বাবলার ছোট চারার মত। ইহার কাঁটা পাকিয়া উঠিলে ফাটিয়া লাল বর্ণের ছোট ছোট সুন্দর ফুল হয়। এই গাছ কিনিতে পাওয়া যায়।

লজ্জাবতী।

ইহা সচরাচর পল্লিগ্রামের মাটে জন্মে। আট দশটী গাছ একটী টবে রোপন করিবে। এই গাছ মনুষ্যের সংস্পর্শেই আপনা হইতে মৃয়মান হইয়া লজ্জায় পাতাগুলী গুটাইয়া যায়।

বনচণ্ডাল।

ইহা দেখিতে অনেকাংশে কালকসিন্দার মত। পাতা ডাটা সবই সেই-রূপ। এই গাছের নিকটে তুড়ি দিলে ছোট ছোট পাতাগুলী আপনা হইতে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতে থাকিবে।

খৈগাছ।

দেখিতে বাব্‌লা গাছের মত, উচ্চ উর্দ্ধে দশ হাত হয়, বাব্‌লার মত লম্বা লম্বা ফল, সেই ফল ফুটিলে তাহার মধ্যে প্রত্যেক বীজ ফাটিয়া খৈ বাহির হয়, এই খৈ খাইতে অতি সুমিষ্ট।

চট্‌দ্রুম্‌।

দেখিতে হলুদ বা আদা গাছের ন্যায়। ফুল ও ফল হয় না। মূল আনিয়া রোপন করিলে তাহা হইতেই গাছ হয়। এই গাছের গুটিদুই ডাল

ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে পটকার মত ৭।৮ বা ততোধিক বার শব্দ হয়, কোন নূতন দর্শককে না বলিয়া এই গাছ ধরিয়া গোপনে আকর্ষণ করিলে এবং ঐরূপ শব্দ হইলে তিনি চমকিত ও অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সিমূল আলু।

ইহা দেখিতে সিমুল বৃক্ষের ন্যায়, গাছ প্রায় ২০।২৫ হাত বা ততোধিক উচ্চ হয়। ফল বা ফুল হয় না, ডাল আনিয়া পুঁতিলেই গাছ হয়, ইহার মূল আলু। এই আলু ব্যঞ্জনে সুন্দর রূপ ব্যবহার হইতে পারে।

বৃক্ষ পরিপালন।

বাগানের স্বত্বাধিকারীকে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১। প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যহ পরিদর্শন আবশ্যক;

২। দুর্ব্বল বৃক্ষাদির চিকিৎসা অনতিবিলম্বে করা উচিত।

৩। যে বৃক্ষের যেমন ফল, তাহা উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। অধিক ফলভার ক্ষুদ্রবৃক্ষ বহন করিতে পারে না, যে পরিমাণে ফল বহন করা তাহার ক্ষমতায়ত্ব, সেইরূপ রাখিয়া বাকী ফল তুলিয়া ফেলিবে।

৫। কৃবিযন্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৬। অস্বাভাবিক উপায়ে ফল লাভ অতিব গর্হিত।

৭। বৃক্ষ যাহাতে সবল থাকে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

বৃক্ষ চিকিৎসা।

১। বৃক্ষে পোকা লাগিলে তামাকু ভিজার জল সেচন করিবে।

২। পোকায় কাণ্ডাদি নষ্ট করিতে থাকিলে গুড় দিবে। তাহা হইলে পিপীলিকায় পোকা নষ্ট করিবে।

৩। পতঙ্গ কর্ত্তৃক বৃক্ষ নষ্ট হইবার উপক্রম করিলে বাসা সহিত বড় পিপীলিকা আনিয়া গাছে ছাড়িয়া দিবে।

৪। মূলে পোকা লাগিলে জল সিঞ্চন করিবে।

৫। গাত্রে পোকা লাগিলে গোময়জল সিঞ্চন করিবে।

৬। কাণ্ডে বা মূলে পোকা লাগিলে অবশিষ্ট কর্ত্তিতমূল তুলিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে চারাও বৃক্ষ সতেজ ও নিরুপদ্রবে বর্দ্ধিত এবং উদ্যানস্বামীর যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিবে।

☞ স্থানাভাবে সকল কথা বলা হইল না। তবে যাহা বলা হইল, ভরশা আছে, ইহাও বিফলে যাইবে না।

আইন অদালত।

যাঁহারা ভূমী সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত, আইন আদালত তাঁহাদেরই প্রয়োজন, সেই জন্য উহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

দলীল রেজেষ্টরী।—১০০ টাকার ॥০, ১০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ১৲ টাকা, ২৫০ হইতে ৫০০ টাকায় ১॥০ টাকা, ৫০০ হইতে হাজার ২৲টাকা, পরে প্রত্যেক হাজারে ১৲ টাকা ফি দিতে হয়। দলীলের তত্ত্ব লইতে হইলে যত দিনের দলীল তাহার প্রথম বৎসর ১৲ ও পরে প্রত্যেক বৎসর ।০ আনা খরচ দিলে অনুসন্ধান হইয়া থাকে। নকল বাঙ্গালার সব কথা /০ আনা, ইংরাজীতে ৵০ আনা। এগ্রিমেণ্ট সময় ভিন্ন নিয়ম নাই, তাহা চারি আনার ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে। হ্যাণ্ডনোট ও রসীদ /০ রসীদষ্ট্যাম্পে লিখিলেই হইবে। তাহার জন্য চারি আনার ষ্ট্যাম্প লাগে না।

পুলিশ।—ছোট আদালতে ১৲ টাকা হইতে ৫০০ টাকার দাবীতে খরচা প্রতি টাকার ৵ আনা, পরে এক আনা হিসাবে লাগিবে।

জমী।—অধিকারী জমীর খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু তাহা সে দেশের প্রচলিত খাজনার হারে কম না হয়, মৌরশী ও জমা ভিন্ন প্রজার জোত দখল হইতে উচ্ছেদ করা যায়। ৬মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিবার আবশ্যক। ১২ বৎসর জমা থাকিলে তার "বিশেষ কারণ" না দেখাইলে খাজনা বৃদ্ধি হইবে না।

খাজনা।—প্রজা খাজনা দিতে না চাহিলে তাহার নামে কিস্তি কিস্তি নালিশ করিয়া সুদ সমেত টাকা আদায় করা যায়, ইহাতে তাহার জোত উচ্ছেদ হয় না। তিন বৎসরের অধিক দিনের দেয় খাজনা তামাদি হইয়া যায়। পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি দলীল রেজেষ্টরী না হইলে

তাহা আদালতে গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু সেই দলীল রেজেষ্টরীর যে খরচ, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড দিলে উহা রেজেষ্টরী করা বলিয়া গণ্য হইবে। দেনার জন্য জেল হইলে ১ হইতে ১০ টাকার দেনায় ২ দিন, ১১ হইতে ২৫ টাকায় ৫ দিন, ২৫ হইতে ৫০ টাকায় ১০ দিন, দেড়শ টাকায় এক মাস, এইরূপ অনুপাত অনুসারে হইবে।

সম্পূর্ণ।

কুসুম-কোরক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৭

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

কুসুম-কোরক।

প্রার্থনা।

"জয় জগদীশ হরে!"

প্রেমময় তুমি, প্রেমের নিদান
প্রেমের প্রবাহে পূরিত ধরা।
প্রেম কর দান, প্রেমিকপ্রধান
প্রণমে পতিত লুটায়ে ধরা।

অনুরাগ।

তুমিলো আমার প্রাণের পরাণ
জীবন জুড়ান হৃদয়হার,
ও চারুমরমে আঘাত লাগিলে
বাজিয়ে উঠে এ হৃদয়তার।

২

তোমার পরশে, জীবন-আকাশে
ফুটয়ে প্রেমের জোছনাপাঁতি,
মোহমুকুরের ঘোর আলেপনা
ঘুচায়ে প্রকাশে প্রেমের জ্যোতি।

৩

জীবনমরুতে শান্তির সরসী

বিষাদনিদাঘ হৃদয়গগনে
ফুটয়ে আশার তারকাদল।

৪

ও চারুচন্দ্রিমা পিযুষ লহরী
পিয়াশে পিপাসে আকুল প্রাণ,
অমিয় ঝরিয়া হৃদয় ভরিয়া
দাও প্রাণে মোর হউক প্রাণ।

৫

কিবা ঘুমঘোরে দেখেছিনু তোরে
ভুলিতে চাহিলে ভুলিতে নারি,
মোহনরূপেতে ভুলেছে যে মন
এ জীবনে কিলো ভুলিতে পারি ?

৬

সংসারের সার, তুমিলো আমার
জীবন জুড়ান হৃদয়ধন,
জীবনের শান্তি অনন্তভ্রান্তির
তুমি কর দেবি নিরষণ।

৭

উর্ম্মিমালাময় সংসারসাগর
সেঁচিয়ে তোমায় পেয়েছি প্রিয়ে,
রাখি সদা সেই জলধিরতন
মানসমোহিনী চিরিয়ে হিয়ে।

৮

বৈশাখের ঝড়ে শান্তিনিকেতন
বরিষায় তুমি উজলো তারা,
প্রখর গ্রীষ্মের সংসারমরুতে
তুমি প্রিয়ে শান্তি সলিলধারা।

৯

সারদগগনে নীলিমার রাশী
যুথিকাকলির প্রেমের গান,

বিরহীজনের মরমনিশ্বাস
চাঁদের কীরণ ভ্রমরতান।

১০

শান্তিদয়া মাখা ও চারুচাহনী
যখন যে দিকে ছুটিয়ে ধায়,
বিশুদ্ধকুসুম উঠেলো ফুটিয়ে
ফুলকুল যেন ছিটায়ে যায়।

১১

বিঘোর আঁধার এ বিশ্বসংসার
আঁধারেতে হ'য়ে আঁধার পারা,
উদাসহৃদয়ে চাহি বার বার
আঁধারেতে হায় দেখি না তারা।

১২

চারি দিকে চাই দেখা নাহি পাই
নয়নে না দেখি নয়নতারা,
জ্ঞানহারা হোয়ে নেহারি হৃদয়ে
হৃদয়রতনে দেখিরে ত্বরা।

১৩

কত যে আশার আনন্দ-তরণী
হৃদয়সাগরে উঠেলো ভাসি,
উথলিয়া উঠে বাসনা জোয়ার
পাইয়ে ও চাঁদ মুখের হাসি।

১৪

প্রাণের প্রতিমা তুমি লো আমার
হৃদয় ভরিয়া রেখেছ মোর,
হৃদয়-আসনে তুমি রাজরাণী
তোমার প্রেমেতে হয়েছি ভোর।

১৫

নিকটে বা দূরে ভূধরে কান্তারে
যেথায় সেথায় যখনি রই,

ওই মুখশশি জাগেলো মরমে
তুমি যে আমার আনন্দময়ই।

১৬

জীবনের বল সংসারে সম্বল
তুমি লো আমার জীবনধন,
তোমার বিহনে জীবন মরুভূ
তোমার বিহনে ভুবন বন।

১৭

হা অন্ন! হা অন্ন! করি সদা খাটি
দারিদ্র্য-দংশনে কাতর হই,
ও চারুবয়ান নেহারি তখনি
বিষাদযাতনা ভুলিয়ে রই।

১৮

মনে ভাবি আমি সংসারের রাজা
প্রেমময়ী তুমি প্রেমের রাণী,
প্রেমরাজ্য বাসী আমরা দুজনে
প্রেমই জীবন প্রেমই জানি।

১৯

কত যে ভাবনা নিরাশহৃদয়ে
আপনা আপনি উঠে লো জাগি,
কর সব ক্ষয় প্রীতির প্রতিমা
নিজে হোয়ে ঘোর যাতনা ভাগী।

২০

ইচ্ছা করে প্রিয়ে কোন পুণ্য ফলে
অনন্তজীবন যদি লো পাই,
তোমা ধনে প্রিয়ে হৃদয়ে রাখিয়ে
প্রীতির সাগরে ডুবিয়ে যাই।

২১

মরণে কি কাজ? চাই পরমায়ু
চিরজীবি যদি হইতে পারি,

প্রেমধ্রুব তারা করিয়া নিসানা

প্রেমের সাগরে দিইগে পারি।

২২

জগতের তুমি অধিষ্ঠাতৃদেবী

তোমাতে প্রতিষ্ঠা বিশ্বচরাচর,

তোমার চরণে স্মরণে আগত

জীব জন্তু চর অমরনর।

২৩

কখন জননী কখন বালিকা

কখন প্রেমের স্রোতস্বতী,

জগতের তরে নানারূপা তুমি

তুমিই লো দেবী প্রকৃতিসতি।

২৪

আর কোথা পাব এমন বিভব

বিমল আনন্দ অনন্তসুখ,

তুমি বিধাতার মানসবালিকা

তোমাতে বুঝি বা নাহিক দুখ।

উদাস।

সর্ব্বদাই জ্বলিছে হৃদয়

হেরি বিশ্ব শূন্য শূন্যময়!

চৌদিকে শ্মশানবহ্নি ধিকি ধিকি করি

গ্রাসিতে আসিছে যেন ভীমবেশ ধরি।

২

জীবন হয়েছে প্রাণ হীন

খুঁজি প্রাণে সারা নিশি দিন,

কিছুতে না পাই দেখা হৃদয়ে হয়েছে ফাঁকা

নিরাশজীবন জীবহীন।

৩

জ্বলন্ত অনল হৃদেধরি
কাঁদি সদা দিবসশর্ব্বরী,
হৃদয় হইল ছাই তবু তার দেখা নাই
সে ধন বিহনে প্রাণে মরি।

৪

স্মৃতিমাত্র হ'য়েছে সম্বল
স্মৃতি সদা বড়ই চঞ্চল,
কখন স্বর্গের দ্বারে কখন নরকাগারে
ভোগায় বিরহ দাবানল।

৫

পড়ে মনে সদা প্রাণধনে
আজো সব পড়ে পোড়া মনে
পূর্ব্বকার যত সাধ মনে উঠে সাধে বাদ
পরমাদ ঘটায় পরাণে।

৬

সেই বিশ্ব সেই পশু পাখী
সেইরূপ বৃক্ষ আড়ে থাকি,
কুহু কুহু ধরি তান মাতায় ভাবুক প্রাণ
শূন্যপ্রাণে আমি পোড়ে থাকি।

৭

শুনি যবে কোকিলের স্বর
আকুল হয় যে এ অন্তর,
সেই স্বর পড়ে মনে ধারা বহে দুনয়নে
ফাঁক হয় উদাস অন্তর।

৮

মেঘে ঢাকা সুচারুচন্দ্রিমা
দেখে মনে পড়ে সে ভঙ্গিমা,

বিষাদজড়িত হাসি সেই হাসি ভালবাসি
ফিঁকে হাসি তুচ্ছ সে রঙ্গীমা।

৯

ঊষার শিশিরশিক্ত ফুল
হেরে প্রাণ হয়রে আকুল,
যে দিকে চাহিয়া থাকি বিষাদের রেখাপাঁতি
দেখি, কাঁদি হইয়ে আকুল।

১০

উন্মত্ত যুথিকাদাম যবে
হেলে দুলে সমীরণ বেগে,
নবীনারমণী প্রায় এ উহার পড়ে গায়
অসার যৌবনগর্ব্ব করে প্রদর্শন
সে সকল এবে হায় বিষন্দরশন!

১১

কিসলয় দোলে সমীরণে
হায় হায় করে সদা মনে,
সেই ভাব মিশে প্রাণে প্রাণে প্রাণে সংগোপনে
বিষাদলহরী তোলে হৃদয়সাগরে
তব [illegible]ড়—ভালবাসী তারে।

১২

জলদেতে ডাকিলে গগন
আশা—আশাময় দরশন!
বসি সেই বাতায়নে চাহিয়া গগন পানে
অন্ধকারে প্রেমচিত্র করি আলেপন।

১৩

আঁধারে মিশিয়ে ভূমণ্ডল
একাকার হয় স্থলজল,
আঁধারে আঁধারময় কিছু নাই দৃষ্টি হয়
বিঘোর আঁধারে ঢাকা সব সরাচর।

সে আঁধার বিলোকনে শান্তি পাই পোড়াপ্রাণে
তাই হেরি সেই একাকার।

১৪

একাকারে বড় তুষ্ট প্রাণ
এক হ'তে চাহে সদা প্রাণ,
কোন্ সুভক্ষণ দিনে মিলিত হব দুজনে
আঁধারে আঁধারে হবে অপূর্ব্ব মিলন,
হায়! কবে হবে সম্মিলন!

১৫

বিষাদেরে বুকে করি
আর না থাকিতে পারি
বিষাদে বিষাদময় হয়েছি এখন,
বিষাদেই ভাল থাকি
বিষাদই ভাল দেখি
বিষাদে বেঁধেছি প্রাণ বিষাদ বিষাদ!
হারায়েছি জনমের যত ছিল সাধ!

১৬

বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে
বিষাদের চরণ সে ি য়
প্রেমব্রত উদ্যাপন দেখুক প্রেমার্থিগণ
শিখুক প্রেমের রীতি পীরিতি কেমন।
বিষাদে সুদৃঢ় গাঁথা পীরিতি রতন।

আবাহন।

এস এস প্রাণসখা বহুদিন পরে দেখা
তোমার আমায় প্রাণধন,
হৃদে রাখি তবরূপ ভুলেছিল তব রূপ
নেহারিতে পোড়া দুনয়ন।

হৃদয়মন্দিরে সখা   এতদিন ছিলে আঁকা
বাহ্যদৃষ্টি লুপ্ত ছিল ভাবে,
সেই ভাবে ছিনু ভোর   বাঁধা দিয়ে প্রেমডোর
ছিলে সখা হৃদয়েতে যবে।
না ছিল দুঃখের ভোগ   নাহি ছিল অনুযোগ
সংযোগ হৃদয়ে দুই জনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রেখে   ছিনু নাথ বড় সুখে
বাহ্যদেখা দেখিনি নয়নে।
যে দিনেতে অদর্শন   হল সখা সঙ্ঘটন
সেই দিন পড়ে পোড়া মনে,
সেইদিন হতে সখা   শূন্য আশা আছি একা
হৃদে এঁকে রেখেছি যতনে, জীবন উৎসর্গী ও চরণে।
হৃদয়েতে পূজী সদা,   বলি সদা স্বাহা স্বধা,
প্রেমপুষ্প নৈরাশ্যচন্দনে,
নিশ্বাসের সমীরণ   সদত করে ব্যজন
প্রেম-অর্ঘ্য প্রীতি-পাদ্য দানে।
আকাঙ্খা আশাদি সখি   সবে মেলি জেগে থাকি
পদসেবা করি সদা মোরা,
তবপদ বুকে ধরে   ভাসি সংসারসাগরে
তব ভাব ভেবে মাতোয়ারা।

২

এস এস কাছে এস   দেখি চারুচন্দ্রানন
বহুদিন দেখিনি বয়ান,
ভেবেছিনু চিরদিন   বিরহে দহিয়ে তনু
প্রাণ বুঝি হবে অবসান।
বহুদিন পরে বিধি   সদয় হইল যদি
আর কেন ? এস প্রাণধন,
তব পদ বুকে ধরি   বিচ্ছেদ দুখ পাসরি
ঘুচাইব হৃদয় বেদন।

করযোড়ে নিবেদন ও চরণে প্রাণধন
আর দুখ দিওনা অধীনে,
যতদিন থাকি মেনে মিলিত থাকি দুজনে
আর যেন না দহে দহনে।

সম্ভোগ।

এস নাথ হৃদয়েশ এস এস কাছে এস
মরমে মরম ব্যথা কই,
এতদিন অদর্শনে ভাল ত ছিলে হে প্রাণে
মোর তরে সব কষ্ট সই।
হেমন্তের সমাগমে তৃষিত চাতকাধমে
দেখে নাথ হত কি হে মনে,
এক অভাগিনী নারী কাঁদে দিবসশর্ব্বরী
তব তরে পড়ি ধরাসনে?
রবীর কীরণ ধরি শীরে উষা যবে আসে ধীরেধীরে
দেখে সেই বিষণ্নতা দেখে সেই নৈরাশ্যতা
পড়িত কি "বসন্তে" স্মরণে?
না না তাও কি হও, স্বপ্ন এ যে স্বপ্নময়
স্বপ্নেও ত না হয় প্রত্যয়।
এতদিন ছিলে ভুলে কার প্রেমে মজেছিলে,
মনে হ'ল—তাই দেখা দিলে রসময়?
নাহি মোর কেহ এ জগতে তুমি মোর সার এ মহিতে
কিন্তু তব আছে কত মোর মত অবিরত
ভাসিতেছে নয়নসলিলে!
শুন ওহে মধুকর, বহুদিন ত অন্তর
এতদিন ছিলে ত কুশলে,
বোসেছিলে কাহার কমলে?

কেন নাথ এত অবিচার
ধন্য সেই কমলিনী ধন্য, তারে ধন্য মানি
দাসী হতে সাধ যায় তার।
যবে ওহে প্রাণধন বিরলে বসি দুজন
প্রেম আলিঙ্গনে তার তুষিতে অন্তর!
হেরিতাম হাসিমুখ থাকিয়া অন্তর।
ছিছি নাথ একি লাজ এই কি হে তব কাজ
হৃদে বাজ রহিয়া আপনি,
পায়ে ঠেলি অধিনীরে ভাসাইয়ে দুখ নীরে
কোথাছিলে বল গুণমণী?
কার কাছে শিখেছিলে কেবা প্রেম শিখাইলে
দেখা হলে বলি করে ধরে,
সেও ত রমণী বটে বুদ্ধি তার নাহি ঘটে
অকপটে-বধে রমণীরে!
যাও যাও প্রাণধন বৃথা কেন অকারণ
যথা ইচ্ছা করহে গমন!
যোগিনী সাজিয়ে সুখে ও শ্রীপদ ধরি বুকে
কাটাইব জাবত জীবন—
নাহি চাহি প্রেম আলাপন।

২

একি প্রিয়ে! একি কও কথা
দিওনা দিওনা প্রাণে ব্যথা
তুমি লতা আমি তরু তোমাবিনে বিশ্বমরু
তুমি মূর্ত্তিমতী সরলতা,
তবু কেন প্রাণে দাও ব্যথা?
তবরূপ ধ্যান করি যাপি দিবসশর্ব্বরী
তুমি ভিন্ন শূন্ত চরাচর!
দুরান্তরে যদি থাকি হৃদয়ে ও মুখ দেখি
জুড়াতেম তাপিত অন্তর।

ভারভূত এ জীবন তুমি শান্তিনিকেতন
স্নেহের প্রতিমা তুমি সতি,
দয়ার নির্ঝর তুমি প্রেমের আধার প্রিয়ে
ধরায় করুণা স্রোতস্বতী।

জীবন আকাশে ধ্রুবতারা!
তোমাকেই লক্ষ্য করি চালাই জীবনতরী
তবপ্রেমে সদা আত্মহারা।
তুমিই আমার দেহ তুমিই আমার মোহ
তুমিই আমার প্রিয়ে সুখ হর্ষ কামনা,
তুমিই আমার শান্তি তুমিই আমার যন্ত্রি
হৃদয়-তারেতে উঠে প্রতিঘাতে বাজনা।
তুমিই আমার ধন তুমিই আমার মন
তুমিই আমার দেবী দয়া ক্ষমা ভাবনা,
তুমিই আমার অর্থ তুমিই আমার তীর্থ
তুমিই আমার সার তোমারই কামনা।
তোমাকেই লক্ষ্য করি চালাই জীবনতরী
উতরিতে পারি তাই দেখি,
হৃদয়ে দিয়েছ বল তাইকরি যত বল
হৃদে আছে ও মোহন ছবি।

কেন প্রিয়ে কর অনুযোগ
হয় কিহে সেই শুভযোগ,
হৃদী-সিংহাসনে প্রিয়ে বিরাজিতা সদা রোয়ে
কেন দাও যাতনার ভোগ!
এক আকাশে উঠি যুগ্মশশি মধুময় করিতেছে নিশি
এও কি সম্ভব হয়? মিথ্যা, কভু সত্য নয়
হৃদাকাশে তুমি মোর শশি,
উজলিয়া আছ দশদিশি।
তব চিন্তা করি নিরন্তর অন্য চিন্তা(র) নাহি অবসর

তব ভাবে মম মন থাকে সদা নিমগন
তব রূপে পাগল অন্তর!

৩

থাক্—থাক্ আর নাহি কাজ যথেষ্ট হয়েছে—নাহি লাজ ?
প্রমাণে প্রমাণ নয় কাজে সব দৃষ্ট হয়
এতদিন কেন নাথ ছিলে অদর্শন ?
জানি নাথ—তোমার যে মন!
যার তরে ভাবি নিশিদিনে সে জন করেনা কভু মনে
এই রীতি জানি মনে তবু কেন পোড়ামনে
মনে পড়ে সদা ঐ ওরূপ মোহন!
শোনেনা এ পোড়ামন মানেনা প্রবোধ মন
তাই নাথ করিহে কামনা!
কেন তবে—করহে বঞ্চনা ?
যাতে তুমি পাও সুখ তাতেই আমার সুখ
অন্য সুখ চাহেনা এ জন
সুখে থাক, যাই প্রাণধন!

৪

একি প্রিয়ে একি তব রীত
এই কিহে তোমার উচিত ?
এস প্রিয়ে কাছে এস ব'স ব'স কাছে ব'স
শুনি দুটী মধুর বচন!
তৃষিত প্রাণ আমার, কর প্রিয়ে সৎকার
অবিচারে ঠেলোনা চরণে,
করকৃপা, অনুগত জনে।
বহুদিন ক'রে আছি আশা ক'রনা ক'রনা লো নিরাশা
রাখিয়ে তোমায় বুকে, শুনিব ও সুধা মুখে,
অমিয়বচন দুটী ক'রনা নৈরাশ
এস প্রিয়ে পূরাও লো আশ!

৫

কথায়—কথায় কাল ব্যাজ কথাতে কথাতে বাড়ে লাজ

কে কোথায় কথায় হারায় পুরুষেরে,

কিন্তু নাথ—জান ত অন্তরে!

যাহা তব ইচ্ছা হয় কর যেবা মনে লয়

অনুগতা চরণে তোমার?

দেখ নাথ—আর যেন হওনা অন্তর!

বিরহ।

সুখ মধুমাসে মধুকর ঘোষে

মধুর মলয় বহিছে বায়,

গুঞ্জরি ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে

প্রেমের বারতা কহিতে ধায়।

কুসুমিত বন রম্য উপবন

কুসুমিত হেরি জগতময়,

কুঞ্জে কুঞ্জে অলি করিছে কাকলি

ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হায়।

নবপল্লবিত পল্লব মাঝারে

কালিয়-বরণ ঢাকিয়ে পিক্,

পঞ্চম তানেতে জগত মাতাতে

কুহু কুহু রবে ছাড়িছে হিক্।

মধুর সমীর করি ঝিরি ঝির

লাগিয়ে বিলাসী জনের গায়,

মধুর প্রকৃতি মধুর বসন্তে

মধুরে মধুর করিছে হায়!

ফুল্ল ফুলকুল আবেশে আকুল

ঢলিয়ে পড়িছে এ ওর গায়,

নবিন যৌবনে আবেশ পরাণে

আলিঙ্গনে তোষে বঁধুয়ায়।

পূর্ণ চন্দ্রিমায় চকোরের সাধ
মধুপান,—তার পুরিল আশ,
বিরহীজনের কৈ তবে আর
পূর্ণ, প্রাণের প্রেমের পিপাস।
সকলের সাধ পূরাইল বিধি
আমার অদৃষ্টে কেবল দুখ,
চিরবিরহিণী অবলারমণী
করমেতে মোর নাহিক সুখ।
অবলা সরলা কত সবে বালা
বিরহের জ্বালা যাতনা কেমন,
এ বিরহে হায় না হবে স্বহায়
আসিবে না কভু হৃদয়ধন!
কোথা প্রাণধন অভাগী জীবন
যায় বুঝি প্রাণ বিরহদাপে,
হায় কি নিষ্ঠুর পুরুষপরাণ
আর কত দিন দহিব তাপে?
এ জ্বলন্ত জ্বালা, কত সবে বালা,
অবলার প্রাণে কতই সয়,
বিরহেতে প্রাণ করে আন্ চান্
ধৈরজ ধরিতে নারিনু হায়।
কোথা প্রাণসখা নাহি দিলে দেখা
অভাগিণী যায় জনম তরে,
একবার দেখা এই শেষ দেখা
দেখা দাও নাথ এ অবলারে!
আর নাহি পারি সহিতে এ তাপ
দেখা দাও নাথ মিনতি করি,
নাহি অন্য সাধ একবার দেখা
দেখিয়ে সে মুখ পরাণে মরি।

অকূলে কাণ্ডারি তুমি হে আমার
তুমিই আমার করণধার,
দেখা দিয়ে নাথ রাখ অবলায়
প্রেমের সাগরে করহে পার।
নতুবা অভাগী জন্মশোধ যায়
বাসনা সকল হইল গত,
এই তার শেষ, মিনতি চরণে
পুন যেন পাই তোমার মত।

প্রেম-প্রতিমা।

প্রেমের প্রতিমা নারী তুমি
বিরহীর জুড়াবার স্থল,
তুমি না থাকিলে শান্তিরূপে
ভূমণ্ডল হ'ত রসাতল।
পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত জনগণে
তুমি দেবি শান্তি নিকেতন,
তৃষ্ণাতুরে সংসারমরুতে
তুমি দেবি শীতল জীবন।
উর্ম্মিময় বিশ্বজলধিতে
তুমি নারী প্রেমের তরণী,

নৈরাশ্যমরীচি মাঝারেতে
তুমি দেবী আশা-কল্লোলিনী।
দয়ার সাগর তুমি নারী
মূর্ত্তিমতী মায়া অবনীতে,
স্নেহের নির্ঝররূপা তুমি
মর্ম্মাহত জীবে বাঁচাইতে।
নিবীড় আধার হৃদাকাশে
তুমি নারী সমুজ্জল শশি,
হৃদয়ের অমা করি দূর
উজলিয়া থাক দশদিশি।
দুঃখ নাই সুখের নিলয়
তুমি দেবী বিশ্বের মাঝারে,
তাপিত জনের তাপ নাশ
ঝরে দয়া অবিরাম ধারে।
সুবিশাল এই যে ব্রহ্মাণ্ড
বাঁধা সদা তোমার চরণে,
তোমাতেই বিশ্বের উদ্ভব
বিশ্বসৃষ্টি তোমারি কারণে।
মোহছটা করিয়া বিস্তার
ফেল জীবে ঘোর রসাতলে,
স্নেহময়ী রূপে দিয়ে দেখা
তুলে লও পুন তারে কোলে।
স্বর্গের সুষমা অলৌকিক
বিরাজিত নেহারি তোমাতে,
স্বর্গীয় পবিত্র চিত্র যত
অবিরত হেরি ও রূপেতে।
কেমন সে স্বর্গধাম হায়
দেখে নাই মর্ত্তবাসী যত,

তোমাকে দেখিয়ে দেবি মোরা
স্বর্গচিত্র ধারণায় রত।
স্বর্গীয় সুষমা সমন্বিতা
পবিত্র চরিত্র অবনিতে,
কর দয়া দয়াময়ী তুমি
নমি কোটী কোটী চরণেতে।

মিলন।

মধুময় মধুর সময় প্রকৃতির সুরম্য-নিলয়
উজলিয়া উপবন উজলি দিব্যকানন
মধুর চন্দ্রিমাধারা বহিছে হরষে,
মধুর তারকাভাতি ছড়ায়ে মধুরজ্যোতি
চন্দ্রিকার মধুরতা বাড়ায় সরসে।
মলয় সুমন্দ বয় বৃক্ষ পরে পিক্ গায়
দূরাগত বংশীরব পশিছে শ্রবণে,
ঝিল্লিগণ ঝি ঝি রবে, দিগাঙ্গণে প্রেম ভাবে
আলিঙ্গন করিতেছে প্রেমানন্দ মনে;
প্রকৃতির ভালবাসা বালিকার সনে।
বাসন্তি চন্দ্রিমা ধারা মিলি জ্যোতিঃ ক্ষুদ্রতারা
দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িছে হাসিয়া,
হাস্যময় সীমাহারা স্বর্গে মর্ত্তে এক ধারা
আকাশে জগতে গেছে একত্রে মিলিয়া;
মধুময়ী ধরাসতী আকুল হাসিয়া।
ফুলকুল হাসিছে সঘনে, সমীরণ করিতেছে খেলা,
সমীরণে প্রেম পাশে বাঁধি খেলিছে যুথিকা ফুলবালা।
হাসি হাসি প্রিয়তম গায় পড়িতেছে কুসুম নিচয়
অলি বঁধু প্রেমাবেশে মাতি প্রেম রসোল্লাসে
প্রিয়তমা ফুলকুলে করে সম্ভাষণ,
বিঘোর প্রণয় ভরে পুলকিত মন।

মধুময় এ হেন সময় কে ঐ রমণী বসি হায়
একাকিনী শীলাতলে বসি বামা ওকি বলে
বিরহ নিশ্বাসে তপ্ত মেদুর পবন,
ঝর ঝর অশ্রু পড়ি তিতিছে বসন।
ওকিও ওকিও হাসি প্রেমজ্যোতি পরকাশি
পুনঃ কেন বিষাদেতে ঢাকিল আনন?
আসার আশায় বুঝি নৈরাশ্য ঘটন।
আবার হাসিল বালা নয়নে প্রেমের জ্বালা
নয়নেতে অবিরত প্রেমাশ্রু বর্ষণ,
দূরে গেল তাপিনীর বিরহরোদন।
তরুণ নিকটে এসে কাছে বোসে প্রেমভাবে
সলাজ তরুণীগণ্ড করিল চুম্বন,
দূরে গেলে তরুণীর বিরহ দহন।
বসি সেই শীলাতলে প্রেমের প্রতিমা কোলে
কুতুহলে প্রেমিকের প্রেম সম্ভাষণ,
জগতের সার প্রেম অমূল্য রতন।
মধুময় মধুর সময় সুশীতল সমীরণ বয়
সুবাস বহিয়া ধীরে দম্পতির কাছে ফিরে
পরিচর্য্যা করিতেছে মন্দ সমীরণ,
সুপ্রবিত্র প্রেম, এই আনন্দমিলন।

মোহ।

জনম অবধি আমি ওরূপ নেহারিনু
তবু হিয়া তিরপিত নয়।
ওই মধুর বাণি প্রাণ ভরি শুনমু
তবু মন শুনিবারে চায়॥
ও বর বরণ হেরি সুধাকর বিমলিন
সুরভিত কুসুমের বায়।

যতদূর শ্বাস যায় মরম উদাস হয়
চিত পুন সেই শ্বাস চায়॥
জোছনা ঢালিয়া বিধি গঠিল ও রূপ বুঝি
কুসুমকোরক সম তনু।
ফুলধনু মাঝে মৃগ লুকায়েছে নিজ দেহ
হেরি আঁখি পরাণ হারানু॥
প্রাণের কামনা এক দরশন পরশন
নাহি চাহি পুনরায় আর।
একবার মাত্র দেখা হয় হোক শেষ দেখা
একবার মাত্র, নহে আর॥
ভুলিলে সকলি হায় ভুলিলে সে সমুদয়,
হায় তবু ভোলা বড় দায়।
অক্ষয় প্রণয় ধনে কোন প্রাণে ভুলি মনে
সদা পোড়া চিত যারে চায়॥

২

রূপে ভোর পরাণ আমার
নাহি চায় অন্য কিছু আর,
একবার দরশন সেই সাধ সন্দর্শন
জীবনের বাসনা আমার।
মহামোহে ঘেরেছে পরাণে
নাহি চাহে অন্য কিছু পানে,
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মান সেই প্রাণ
সেই সার অভাগা জীবনে।
যদি দেখা পাই একবার
এ কামনা সদত আমার,
সেই হেতু অনিবার খোজে আঁখি চারিধার
আশা কভু হয় না পূরণ।
মোহ ভরা করিয়ে বহন॥

৩

অবসাদে অবসন্ন পরাণ আমার হায়
আশা তবু নহে অবসান।
অন্তরে রহিয়া আশা পীড়ন করিতে হায়
নিযুক্ত রয়েছে অবিরাম।
লোকালয়ে থাকা দায় আর নাহি প্রাণে সয়
সংসারের জ্বালা বিষময়।
যাই যাই যাই একা পরাণ হয়েছে ফাঁকা
তবু হায় চিত তারে চায়।
মনে করি ভাবিব না ত্যজি তার কামনা
জড়ায়েছে মোহ ভোলা দায়।
কেন বা পারি না কেন একি এ বিষম মোহ
জড়ায়েছে ছাড়া নাহি যায়।
আমি ত এসেছি একা আমিও ত যাব একা
আর কেহ নাহিক স্বহায়।
একা যেবা কেবা তার সাথি হেতা আছে আর,
বিষম ফিকির হায় হায়।
এ সুধু স্বার্থের রাজ্য নহে হেতা প্রেম রাজ্য
প্রেমের সাম্রাজ্য যদি থাকে কোন স্থান।
যাই তথা হয় যদি মোহ অবসান॥

অন্তিমে।

আর না আরনা এ সংসারে,
থাকিব না আশা বুকে করে,
আর কিছু চাহিব না, নাহিক কিছু কামনা,
বুঝিলাম কামনার স্বভাব কেমন।
আশ সুধু আশাময় হয় না পূরণ॥
সংসারের প্রখর তাড়নে,
ভবেছিনু আগে মনে মনে,

সংসার বিষ-দংশন, করিবরে সম্বরণ,
বসিয়া সহাসে প্রিয়ে প্রেমতরুমূলে।
সে সকল কথা হায় এবে গেছি ভুলে ॥
আশা শুধু মাতাইয়ে প্রাণ,
করিছে মানবে লবেজান,
তবু তার শান্তি নাই, প্রলোভন সর্ব্বদাই,
অসার আশার ক্ষুধা মেটেনা কখন।
আশার গঠিত প্রাণে করে জ্বালাতন ॥
আর থাকিব না ছার ভবে,
সুখী হেতা কে কোথায় কবে,
বিশ্বে বুঝি সুখ নাই, নৈরাশ্য যে সর্ব্বদাই
সেই হেতু চিরতরে যাই সেই স্থান।
যথায় এ চিরদুখ হবে অবসান ॥
যথায় বিরহ নাই সদা সম্মিলন,
যথায় বিচ্ছেদতাপে দহে না জীবন,
প্রেমে যথা পাপ নাই, সম্মিলন সর্ব্বদাই,
ভালবাসা সংগোপনে নাহি প্রয়োজন।
যাই সেই বিধাতার মানসকানান ॥

৩

বিষাদের অমাবস্যা নাই,
সুখের যোজনা সর্ব্বদাই,
নাহি মান অভিমান, সর্ব্বদাই পূর্ণ প্রাণ,
অপূর্ণতা বিষণ্ণতা নাহি সেই স্থানে।
হরিষে বিষাদ ভাব কেহ নাহি জানে ॥
আর পোড়া সহে না পরাণে,
যন্ত্রণা অপরিসীম ক্রমে,
হৃদয় হয়েছে ছাই, তবু কেন তারে চাই,
সে চাহনী আর কেন চাহে হত মন,
জানিমনে প্রাণেপ্রাণে মিলিব দুজন ॥

বিচ্ছেদেতে আর নাহি খেদ,
হৃদয় করিয়ে ব্যবচ্ছেদ,
দেখাতেম যারে সদা সে এবে কোথায়।
এখন সে সব হায় দেখি স্বপ্নময়।
এ জীবনে হ'ল না পূরণ,
নাহি আর হ'ল সম্মিলন,
সেই দেখা বাল্যকালে, সেই হ'তে আছ ভুলে.
এত ভোলা ভোলামন তবু ভোলা দায়।
চারুচিত্র বুকে করে, ওই রূপ লক্ষ্য করে,
জন্মসোধ এ অভাগা লইল বিদায়।
বহুদিন বহুদিন গত
চিন্তা সুধু করি অবিরত,
চিন্তার বিরাম নাই, যদি বা বিরাম পাই,
সেই হেতু জন্মতরে লইনু বিদায়।
ধরিণি! অভাগা তব চিরতরে যায়॥
আর ভারে পীড়িব না,
আর ত ফিরে চাব না,
তব পরে পদ চিহ্ন করিয়া চিত্রণ।
বাল্যকালে খেলেছিল হৃদয়রতন।
পবিত্র সলিলা গঙ্গে, যাওমা তরঙ্গ রঙ্গে
পতিপাশে শুনাইতে প্রেমের বারতা।
মনে পড়ে সেই দিন, বাসন্তি পূর্ণিমা দিন,
তব তীরে রেখে গেছি হৃদয়ের লতা।
বহুদিন বহুদিন নয়,
বর্ষত্রয় মাত্র গত হয়,
এর মধ্যে ভুলে গেছ, এ ভোলা কোথা শিখেছ,
ভোলানাথ শীরে থেকে ভুলেছ সকল?
কোথায় রেখেছো মাগো দরিদ্র সম্বল।

কেঁদে কেঁদে চক্ষু জ্যোতিহীন
আর মা কাঁদিব কত দিন ?
কে তোরে বলে মা গঙ্গে করুণার রাণী।
নির্দ্দয়ে! কোথায় মোর জীবনরূপিণী ?
খোল দ্বার খোল খোল ত্বরা,
কোথা মোর নয়নের তারা,
কৈ সে সরমলতা, কৈ সেই পতিব্রতা,
কৈ মোর জীবনরূপিণী কৈ কোথা ?
এতদিন কোথা ছিলে ভুলে ?
এলে বুঝি দেখা দিতে এলে ?
নীলিম আকাশপটে কেন তবে আর ?
এস প্রিয়ে! এস, হর মানসান্ধকার ?
ওকি হাসি ? কেন এত হাসিছ সঘনে ?
এত হাসি এত দিন দেখেনি আননে,
ওকি হাসি সুবিকট ? একি একি শঙ্কট,
বিকট বিকটরূপ, ওকি কোথা যায় ?
ওই ওই—কই কই, লুকালো কোথায় ?
অভাগা সঙ্গের সাথি যায়, যায়, যায় ?

যুগল-মূর্ত্তি।

মনের বাজারে কি সুন্দর আজ, লেগেছে প্রেমের রসের হাট,
পীরিতি সোহাগ প্রেম অনুরাগ, কত ভাবে সবে করিছে নাট।
হাসির লহরী ছুটিছে সবেগে, প্রেমের নির্ঝরে ছুটেছে জল,
দুলিছে কমল সোহাগপবনে, ফুটিছে আশার তারকাদল।

ধন অপেক্ষা স্বীয় ব্যবহারের প্রতি নির্ভর করিও

প্রেমের সম্ভোগ প্রেম অনুযোগ, কতই মধুর ভাবের ভাব,
আদরে আদরে করে কর ধোরে, করিছে দম্পতি প্রেমের যাগ।
স্বর্গের সুষমা, স্বর্গের তুলনা, স্বর্গীয় সৌভাগ্য প্রকাশে ধরা,
স্বর্গের রাজত্বে রাজা রাজরাণী, এরাই ভুঞ্জিছে স্বরগ ধারা।
প্রেম পরিণাম একেই ত বলে, এই ত প্রকৃত প্রেমের ভাব,
এরই তরে জীব সদা ঘুরে মরে, পাগল পরাণ এরই ভাব।
এই প্রেম সার ছার স্বর্গ ভোগ, এর সহ নাহি তুলনা হয়,
এই স্বর্গ ভোগ, প্রেমের সম্ভোগ, এই প্রেমে বাঁধা বিশ্বময়।

স্নেহ।

এতদিন কোথা ছিলি মাগো
অভাগার তুই যে সম্বল,
শান্তিশূন্য অসার সংসারে
তুই যে মা জুড়াবার স্থল!
কোন্ পুণ্যে—তপস্যার বলে
এলি তুই দরিদ্র-কুটিরে,
স্নেহমায়া শূন্য যে গো আমি
স্নেহ দয়া আছে বহুদূরে।
স্নেহমায়া দেখেনি কখন
স্নেহদয়া পাইনি কখন,

তবে বল্ কোন্ প্রাণে বাছা
পাবি হেতা স্নেহনিকেতন।
আমি যে মা বড়ই নিঠুর
প্রাণ মোর পাষাণ সমান,
স্নেহতরু নাহি আছে তথা
মায়াস্রোত না করে পয়ান।
থাকি দূরে-বহু দূরে বাছা
সংসারের প্রখরশাসনে,
হাসিমাখা অমিয়বচন
করুণচাহুনী পড়ে মনে।
কিন্তু হায়—সংসারশাসনে
না দেখিতে পাই সে বয়ান,
আঁধারকুটিরে আলো তুই
দুঃখনিশা করেছে পয়ান।
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী
কেন মাগো দরিদ্র-কুটিরে,
অপার আনন্দে মোরা ভাসি
তুই যে মা সুখের বাহিরে।
অসুখে অশান্ত এ জীবন
প্রতিদান পাবে কোথা বাছা,
প্রাণশূন্য জীবন আমার
ভেঙেছে যে অন্তরের খাঁচা।
ও বর্ন বরণ হবে কালি
ভূমিতলে কঠিনশয়নে,
ভিক্ষাজীবি দরিদ্র যে আমি
কি দিব মা ও চাঁদ বদনে ?
কুসুমকোমল তনু তোর
ব্যথা পাবে দারিদ্র্যদংশনে,

ও মধুর হাসি যারে দূরে
আঁধার ঘেরিবে চন্দ্রাননে।
অনাহারে শীর্ণ কলেবর
বস্ত্রাভাবে বাকল ধারণ,
কুটির ত রাজহর্ম্ম্য নাশি
বৃক্ষতলে হবে যে শয়ন।
হতভাগ্য আমার সন্তান
নাহি বাছা এ মহিমণ্ডলে,
নতুবা স্নেহের বাছা তুই
লইলা মা তোরে কোলে তুলে।
কাজ নাই বৃথা এ সংসারে
হয় না মা আশার পূরণ,
রাজহর্ম্ম্য তোর নিকেতন
অযোগ্য যে কুটীর দর্শন।
তাই বলি কেন বাছা হেতা
কে রাখিবে যতনে তোমায়?
যতনের ধন যে মা তুই
যতন ত নাজানি কোথায়?
বিধাতার মহালীলা খেলা
তাই মাগো পেয়েছিরে তোরে,
অযতনে দুঃখ কষ্ট পেয়ে
কেন মাগো ছাড়িস্ না মোরে।
করুণার প্রতিমা যে তুই
আলোময় করেছ অবনী,
আয় মাগো আয় বাছা কোলে
আয় হেতা আয় দেবরাণী।

বৈরাগ্য।
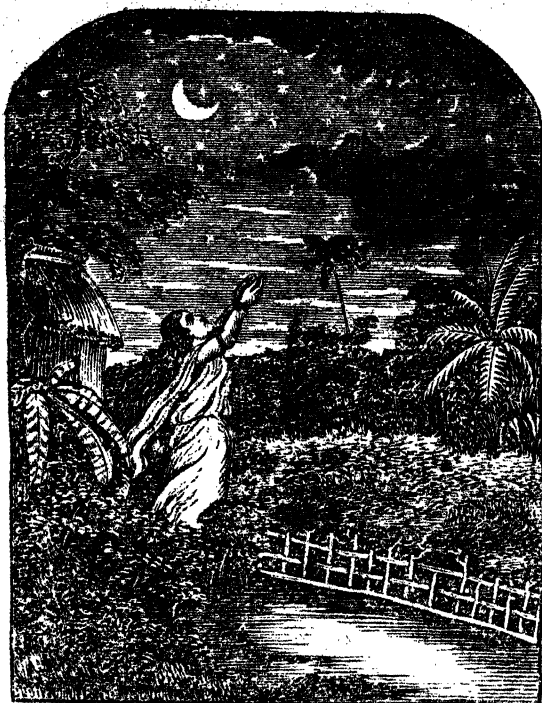
নিবীড় নীলিমা ধরি শীরে, তারাহার পরিয়ে গলায়,
নিশির শিশির শিক্ত হয়ে, মহাকালে কাল ভেসে যায়।
সুযুপ্তিতে নিথর ধরণী, বিশ্ববাসী ঘুমে অচেতন,
ধীরে ধীরে শান্তির আধার, করিতেছে সুধা বরিষণ।
থেকে থেকে নিশাচরগণ, স্তব্ধতায় হিল্লোল তুলিছে,
ক্ষীণশব্দ দিশাহারা হ'য়ে, স্তব্ধতায় মিলায়ে যেতেছে।
অনন্তেরে লক্ষ করি কাল, চলিতেছে আপনার মনে,
জীবকুল কালের নিয়মে, অগ্রসর মৃত্যুর কারণে।
কে ওই রমণী একাকিনী, কুসুমশয়ন ফেলি দূরে,
নিরবে বহিছে অশ্রুধারা, ফিরিছে এ ভীষণ কান্তারে।

নাহি কথা নাহি হাসি মুখে, শুকায়েছে বদন নলিনী,
হাসির নিশানা নাই মুখে, বিষাদের স্থিরসৌদামিনী।
ধীরে ধীরে নিরবে দাঁড়ায়ে, আনমনে নেহারে গগন,
কি ভাব ভাবিছে এবে বামা, কি ভাবেতে ভুলেছেরে মন।
অঙ্গুলী হেলায়ে দেখে তারা, শুন করে হৃদি দরশন,
হৃদয়গগন তারাহারা, তাই বড় পেয়েছে বেদন।
বহুদূরে রয়েছে যে তারা, কোথা তারা কোথা সে গগন,
তাই বুঝি ভেবে বামা একা, ভুলেছেরে সংসারবন্ধন।
সুকুমার কুমার বামার, আনন্দের পূর্ণ নিকেতন,
কুসুমের হাসি হাসিমুখে, সংসারের শান্তির সদন।
ভুলে বামা কুমারের স্নেহ, ছাড়িয়ে এসেছে নিজ গেহ,
যেরেছে কঠোর মায়ারাশী, এখনও যায় নাই মোহ।
ভাবিতেছে দুঃখিনী রমণী, পতি তার কোথায় কোথায়,
জীবনের সারধনে হারা, পতিহারা ধুলায় লুটায়।
বীজন কান্তার মাঝে হায়, কোথা যাবে কোথায় আশ্রয়,
বিধাতা হইয়ে বাদি তার, ভেঙ্গেছে যে সুখের নিলয়।
সংসার শ্মশানময় হায়, শূন্য তার আঁধার ভুবন,
কি সুখেতে রবে বামা আর, কি সুখেতে রাখিবে জীবন।
এই বুঝি সমাধি সময়, প্রকৃতির যোগ শিক্ষা কাল,
সমাধি সাধনে বামা ব্রত, ডাকিছে ঈঙ্গিতে মহাকাল।
নিরবে দাঁড়ায়ে বামা রয়, নিরবে বিরহগীতি গায়,
উষার বাতাস লাগি গায়, বিরহের সঙ্গীত শুনায়।
উষার সমীরে মিশি স্বর, ছড়াইল দিগ্ দিগন্তর,
মহা ঘোর শব্দ করি দূরে, ভাঙ্গিলরে প্রেমিকা অন্তর।
পঞ্চভূত মিলাইল ভূতে, রমণীর ফুরাল সমাধি,
রমণীর এই ব্রত সার, ঘুষিবে জগত যে অবধি।

সম্পূর্ণ।

যন্ত্র-শিক্ষা।

মিউসিক্ মাষ্টার
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৮

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

যন্ত্র-শিক্ষা।

তানপুরা।

সকলেই অবগত আছেন যে তানপুরা কিরূপ যন্ত্র। এদেশে ইহা সচরাচর সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত; কিন্তু ইহার আকৃতি, বন্ধন ও সাধনপ্রণালী লেখাই এ অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা আদৌ ইহার ব্যবহার শিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্পষ্ট ও বিশদরূপে ইহার ব্যবহার, সাধন ও বন্ধন ইত্যাদি বুঝাইয়া না দিলে, তাঁহারা কিরূপে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইবেন? এই যন্ত্র, গীতশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার আশ্রয় ব্যতীত কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতকার্য্য হওয়া অতীব দুরূহ। এমন কি ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে স্বরসাধন অভ্যাস করিতে গেলে গায়কের স্বর কর্কশ ও সুরহীন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন যে, গায়কমাত্রেই ইহার সহায়তা ভিন্ন কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতকার্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না; অতএব কণ্ঠসঙ্গীত সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণের অতি সাবধানের সহিত তানপুরা যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। এক্ষণে ইহার আকৃতি, বন্ধন ও ব্যবহারপ্রণালী অবগত করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সাধনে যত্নবান হই।
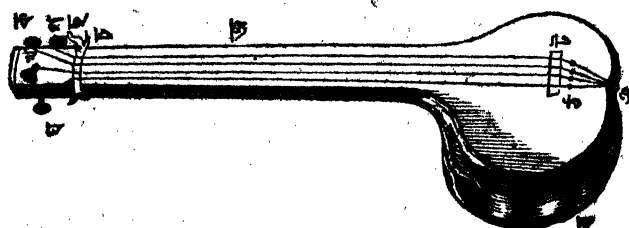
তানপুরার সহিত স্বর সাধিতে হইলে, শিক্ষার্থী প্রথমে তানপুরাটী লইয়া উহার কান যে দিকে আছে সেই ভাগ নিজের বাম হস্তের দিকে এবং ঝ চিহ্নিত দিকটী অর্থাৎ অলাবুর দিকটী নিজের দক্ষিণদিকে রাখিবেন। তৎপরে বাম হস্তে ক চিহ্নিত কানটী মোচড়াইয়া একত্র পরিমাণে উহার

শব্দ নির্গত করিবেন যে, যেন তারটী না ছিঁড়িয়া যায়। এই ক চিহ্নিত কানে যে ইস্পাতের তারটী থাকে তাহাকে স্বর কহা যায়। এই স্বর অবলম্বন করিয়া তানপুরার অপরাপর তারগুলি বাঁধিতে হয়। তৎপরে খ চিহ্নিত কানে (ঠিক ক চিহ্নিতের অনুরূপ) আর একটী ইস্পাতের পাকা তার থাকে; ইহাও ক চিহ্নিত তারের শব্দের সহিত ঐক্য করিয়া বাঁধিতে হয়। এই খ চিহ্নিত তারকে জুড়ি কহে। তৎপরে গ চিহ্নিত পিতলের তারটীকে (ইহাকে কাঁচা তার কহে) ক চিহ্নিত স্বরের নিম্নে চতুর্থ স্বরে অর্থাৎ নিম্নের পঞ্চমে বাঁধিতে হয়। অনন্তর ঘ চিহ্নিত পিতলের কাঁচা তারটীকে ক চিহ্নিতের খাদের সমস্বর করিয়া বাঁধিতে হয়। তানপুরায় সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চম, স্বর, জুড়ি ও খরজ,এই চারিটী তার থাকে। ট চিহ্নিত কাষ্ঠফলককে (যাহার উপর দিয়া চারিটী তার গিয়াছে) সোয়ারি কহে। এই সোয়ারির উপর প্রত্যেক তারের নিম্নে কতকগুলি সুতার গুচ্ছ থাকে, এই সুতার গুচ্ছ সরাইলে যখন প্রবল শব্দ বাহির হয়, তখন উহাকে জোয়ারি মিল কহিয়া থাকে। চ এবং চারিটি ছিদ্রযুক্ত ছ কাষ্ঠফলক বা অস্থিখণ্ডকে সংরক্ষণী বা আড়ি কহে। চ এর উপর দিয়া এবং ছ ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঐ তার চারিটী গিয়াছে। জ কাষ্ঠফলককে ডাণ্ডি কহে। ঞ চিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ডে চারিটী ছিদ্র আছে, ঐ প্রত্যেক ছিদ্রে এক একটী করিয়া তার পরাইতে হয়। ঠ চিহ্নিত চারিটী কাচের সছিদ্র বর্ত্তুল আছে, ইহাদিগকে ম্যান্‌কা কহে। স্বর একটু উচ্চ বা নীচ করিতে হইলে এই ম্যান্‌কা দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রথমে ম্যান্‌কা দ্বারা স্বর মিলাইয়া পরে জোয়ারি মিলান কর্ত্তব্য। তানপুরার স্বর ও জুড়ি মিল করা সহজ, কিন্তু খরজ ও পঞ্চম বাঁধা এবং জোয়ারি মিল করা অত্যন্ত কঠিন। তানপুরা বাঁধা হইলে উহা কোলে লইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা পঞ্চম এবং তর্জ্জনী দ্বারা স্বর, জুড়ি ও খরজ সম সময়ে ছাড়িতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। স্বর বন্ধন ও তানপুরা ছাড়িতে অভ্যাস হইলে পরে সারিগম্ সাধন করা কর্ত্তব্য।

তানপুরার স্বর ছাড়িয়া গলায় "আ" বলিয়া আওয়াজ দিয়া ঐ স্বরের সহিত কণ্ঠের স্বর ঐক্য করিলে সেই শব্দটীকে "সা" কহিয়া থাকে। তৎপরে ক্রমশঃ গলা চড়াইলে পঞ্চমের সহিত ও তদূর্দ্ধে চড়াইলে পুনরায় "সা" শব্দ উৎপন্ন হইয়া স্বরের তারের সহিত ঐক্য হইবে। যেমন একটী

স্ত্রীলোকে ও একটী পুরুষে একত্রে সমস্বরে "সা" শব্দটী উচ্চারণ করিলে কণ্ঠের ধ্বনি হয়, সেইরূপ গায়কের ও সুরের তারের ধ্বনি প্রতীত হইবে। সর্ব্ব সমেত সুর সাতটী। প্রথম সুর হইতে ক্রমশঃ গলা চড়াইয়া সপ্তম-পর্দ্দার উপর চড়াইলে পুনরায় ঐ তারের সুরের সহিত গলার ঐক্য হইবে। তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সুর সর্ব্ব সমেত সাতটী।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এইরূপে ক্রমান্বয়ে উঠাকে অনুলোম গতি কহে। এই অনুলোম ক্রিয়া অভ্যাস হইলে বিলোম অর্থাৎ সুর উল্টা করিয়া অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা;—নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

যখন তান্‌পুরার সহিত সারিগম্‌, অনুলোম ও বিলোমক্রমে উত্তমরূপে অবলীলাক্রমে অভ্যাস হইবে, তখন স্বরগ্রাম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা—

১। সা, গ, ঋ, ম, গ, প, ম, ধ, প, নি, ধ, সাঁ, (উপরে শূন্য যুক্ত সুরকে তারার সুর কহে)।

২। সাঁ, ধ, নি, প, ধ, ম, প, গ, ম, ঋ, গ, সা।

৩। সা, ম, ঋ, প, গ, ধ, ম, নি, প, সাঁ।

৪। সাঁ, প, নি, ম, ধ, গ, প, ঋ, ম, সা।

৫। সা, প, ঋ, ধ, গ, নি, ম, সাঁ।

৬। সাঁ, ম, নি, প, ধ, ঋ, প, সা।

৭। সা, ম, গ, প, ঋ, নি, গ, নি, প, সাঁ।

৮। সাঁ, প, নি, গ, নি, ঋ, প, গ, ম, সা।

তৎপরে সাতটী সুরের প্রত্যেক সুরটী মাত্রার সহিত অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এক হইতে দুই উচ্চারণ করিতে যে সময়, তাহাকে একমাত্রা কহে, ইহার চিহ্ন এক দাঁড়ি; দুই মাত্রার চিহ্ন দুই দাঁড়ি ইত্যাদি। একটী ক্লক্ ঘড়ি নিকটে রাখিয়া মাত্রা অভ্যাস করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কারণ ঘড়ির পেণ্ডুলাম যে বলে গতায়াত করে, তাহার প্রত্যেক গতি এক একটী মাত্রা জ্ঞান করিয়া স্বরগ্রাম সাধন করিলে সহজেই মাত্রা-বোধ হইতে পারে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে গমন করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে অর্দ্ধমাত্রা কহে। এইরূপে এক দুই তিন চারি মাত্রা গণনা করিয়া, তৎস্থায়ীকাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এক একটী স্বর উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। যথা—

১। সা ঋ গ ম প ধ নি। নি ধ প ম গ ঋ সা।

২। সা ঋ গ ম প ধ নি। নি ধ প ম গ ঋ সা।

৩ সা ঋ গ ম প ধ নি। নি ধ প ম গ ঋ সা।

এক মাত্রাকাল সময়ের মধ্যে দুইটী স্বর উচ্চারণ করিলে প্রত্যেক স্বরটী অর্দ্ধ মাত্রায় বিভক্ত হইবে। অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন ৮ এইরূপ। যথা;—

|সা ঋ| |গ ম|; বা, সাঁ ঋঁ গঁ মঁ।

এক মাত্রাকাল সময়ের মধ্যে চারিটী স্বর উচ্চারণ করিলে, প্রত্যেক স্বরটী সিকি বা অণুমাত্রায় বিভক্ত হইবে। অণুমাত্রার চিহ্ন × এইরূপ, যথা,—

|সা ঋ গ ম| বা সা ঋ গ ম। এইরূপে স্বরগ্রাম অভ্যাস হইলে, কড়ি ও কোমল সুরগুলি শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। দুই সুরের মধ্য-সুরকে কড়ি বা কোমল সুর কহে। যেমন "ম" হইতে "প" সুর না দিয়া উহাদের ঠিক মধ্যের সুর দিলে কড়ির মধ্যম হইবে। কড়ির চিহ্ন ৭ এইরূপ ও কোমলের চিহ্ন △ এইরূপ। এইরূপ সকল সুরের মধ্যের স্বর দিলে কোমল বা কড়ি পর্দ্দা হইয়া থাকে। "সা" ও "প" সুরের কোমল নাই। সর্ব্ব সমেত তের খানি পর্দ্দা গলা হইতে সহজে বাহির করিতে পারিলে সারিগম্ সাধন হয়।

তের খানি পর্দ্দা এই—সা, ঋ△, ঋ, গ△, গ, ম, ম৭, প, ধ△, ধ, নি△, নি, সা।

যাহা হউক, তানপুরা শিক্ষার মধ্যে কণ্ঠস্বর সাধন নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হইল না। পাঠকগণ ইহা পাঠে আনন্দিত হইয়া উৎসাহ প্রদান করিলে, কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইবে।

বাহুলীন যন্ত্র।

বাহুলীন যন্ত্রের অর্থ "বেহালা।" এই বাহুলীন যন্ত্র আজ কাল অনেকেই শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিক্ষাগুরুর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াও সকলে তদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সেই অভাব দুরীকরণার্থ এই বাহুলীন যন্ত্রের আকৃতি, বন্ধন, ধারণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইল।

বাহুলীন যন্ত্র দীর্ঘে প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ন্যূন সংখ্যা আট ইঞ্চি।
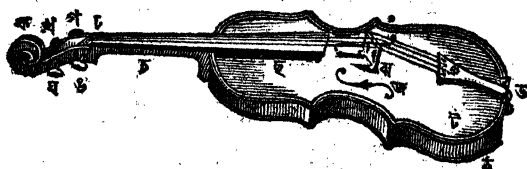
এক্ষণে বাহুলীন যন্ত্রের আকৃতি ও কোন্ কোন্ স্থানে কি কি আছে, তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

• ক কীলক স্থান, খ সুরের কাণ, এই কাণ টিপিয়া সুর বাঁধিতে হয়; গ পঞ্চমের কাণ, এই কাণ টিপিয়া পঞ্চম অর্থাৎ সুর হইতে পাঁচ সুর উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হয়; ঘ মধ্যমের কাণ, এই কাণে সুর হইতে পাঁচ সুর নীচে বাঁধিতে হয়; ঙ খাদের কাণ, এই কাণ মধ্যম কাণ হইতে পাঁচ সুর নীচে বাঁধিতে হয়। চ গ্রীবা বা ঘাড়ী, এই স্থানের নিম্নে বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিতে হয়। ছ ফিংগারবোর্ড বা স্বরস্থান, এই কাষ্ঠের উপরেই স্বরগ্রাম সাধন হয়। জ ধ্বনি ছিদ্র, এই স্থান হইতে বেহালার শব্দ নির্গত হয়। ঝ তন্ত্রাসন বা সোয়ারি, ইহার উপর দিয়া বেহালার চারিটী তাঁত গিয়াছে। ঞ পল্লী বা টেল্‌পিস, ইহাতে চারিটী ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়া চারিটী তাঁত ক্রমান্বয়ে এক একটীতে আবদ্ধ আছে; এবং ইহার পশ্চাৎভাগ একটী মোটা তারে আবদ্ধ হইয়া ড চিহ্নিত খুঁটিতে সংলগ্ন আছে; ট ধ্বনিপট্ট অর্থাৎ ইহাকে বেহালার বক্ষঃস্থল কহে; ঠ ধ্বনিকোষ অর্থাৎ ইহাই বেহালার শব্দের আধার স্থান। এই ত্রয়োদশ ভাগে বাহুলীন যন্ত্র বিভক্ত হইয়াছে।

ঙ খ
চ ক
ঘ গ
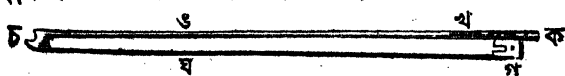
এক্ষণে বেহালার ছড়ির বিষয় বলা হইতেছে। বেহালার ছড়ির চ

চিহ্নিত দিকটী মস্তক, ও কাষ্ঠের ছড়ি, খ ধারণ স্থান, এই স্থানে জরি মিশ্রিত কতকগুলি সুতা বাঁধা আছে; এই স্থান দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করিতে হয়; ক ইস্ক্রু, ইহা ঘুরাইয়া ছড়ির চুল ইচ্ছামত শক্ত ও নরম করিতে পারা যায়; গ কীলক, ইহা দ্বারাই চুল শক্ত ও নরম হয়, অর্থাৎ স্ক্রু ঘুরাইলে ইহা সম্মুখে ও পশ্চাতে সরিয়া বেড়ায়; ঘ অশ্বপুচ্ছ অর্থাৎ বালামচি, ইহা তাঁতের উপর টানিয়া দিলে বাহুলীন হইতে শব্দ নির্গত হয়, এবং ইহা দ্বারা বাহুলীন বাদন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, কিন্তু ঐ চুলে রজন নামক একরূপ আঠা না লাগাইলে কোনরূপে ঐ যন্ত্রের শব্দ নির্গত হয় না। রজন শক্ত না হইয়া কিঞ্চিৎ কোমল হওয়া কর্ত্তব্য।

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, অর্থাৎ সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বর। এই সাতটী স্বরে এক গ্রাম। বাহুলীন যন্ত্রে তিন গ্রামে সর্ব্ব সমেত একুশ খানি স্বাভাবিক পর্দ্দা ও পনেরখানি কোমল পর্দ্দা পাওয়া যায়। কুড়িখানি স্বাভাবিক ও চৌদ্দখানি কোমল সর্ব্বসমেত চৌত্রিশ খানি পর্দ্দা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক এক গ্রামে সাতখানি স্বাভাবিক ও পাঁচখানি কোমল পর্দ্দা থাকে। তারা অর্থাৎ উচ্চ-সপ্তক, মুদারা অর্থাৎ মধ্যসপ্তক ও উদারা অর্থাৎ নিম্নসপ্তক এই তিনটী গ্রামই শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতিত অতিউদ্দার ও অতিতার আছে। ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয় না বলিয়া এখানে উহার উল্লেখ করিলাম না। কেবল অতি উদারের নিষাদ অর্থাৎ "নি" বাহুলীন যন্ত্রে আছে ও ব্যবহার হয়, তজ্জন্য উহারই কথা বলিলাম। নিম্ন লিখিত চিহ্নের দ্বারাই তারা, মুদারা, উদারা এবং অতিউদার ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা— অতি উদারের নিষাদ "নি়়" নিম্নে দুইটী বিন্দু থাকে, উদারার নিষাদ "নি়" নিম্নে একটী বিন্দু; মুদারার নিষাদ "নি"; তারার নিষাদ র্নি উপরের একটী বিন্দু। এইরূপে নিম্নে ও উপরে বিন্দু চিহ্ন দ্বারা প্রত্যেক গ্রাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্বরগ্রাম লিপিবদ্ধ করিতে গেলে { তা ——, মু ——, উ —— } এই চিহ্ন দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা গৎ বাজাইবার সময় দেখিতে অসুবিধা হয় বলিয়া শূন্য চিহ্নই ব্যবহার করিলাম।

একক্ষণে বাহুলীন যন্ত্রের স্বরগ্রাম ব্যবহারের বিষয় বলা হইতেছে।

নি়	সা় ঋ় গ় ম় প় ধ় নি়	সা ঋ গ ম প ধ নি	সা় ঋ় গ় ম়
অতি উদার	উদারা	মুদারা	তারা

এই কয়খানি স্বাভাবিক পর্দ্দা বাহুলীন যন্ত্রের কোন্ কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

প্রথমে বাহুলীন যন্ত্র খানি লইয়া বামহস্তে গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তাঁতে আঘাত করিয়া দক্ষিণ হস্তে খ কাণটি ধরিয়া পাকদিয়া সুর অর্থাৎ "সা" বন্ধন করিবে। ইহাই মুদারার সুর বলিয়া অভিহিত হয়। ঐরূপে গ কাণটী দ্বারা পঞ্চম অর্থাৎ এই সুর হইতে পাঁচ পর্দ্দা উচ্চ করিয়া সুর বাঁধিবে, ইহাকেও মুদারার পঞ্চম কহিয়া থাকে। পরে দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তাঁতে আঘাত করিয়া ব কাণ মোচ্ড়াইয়া সুরের পাঁচ সুর নিম্নে বন্ধন করিবে, ইহাকে উদারার মধ্যম কহে। এই উদারার মধ্যমের পঞ্চমসুর নিম্নে ঐরূপে ঙ কাণ টীপিয়া রৌপ্যবৎ তারসংযুক্ত খাদের তাঁত বন্ধন করিবে, ইহাকে অতি উদারের কোমল নিষাদ কহিয়া থাকে; উহার চিহ্ন "নি়" এইরূপ।

বেহালা ধারণের নিয়ম।—বাহুলীন যন্ত্রের সুর বন্ধন ক্রিয়া সমাপন হইলে পর, ঐ যন্ত্র বামহস্তে লইয়া বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া টেলপিসের বামভাগে অতি মৃদুভাবে দাড়ি দ্বারা চাপিয়া ধরা উচিত। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব, এই দুয়ের মধ্যে চ চিহ্নিত স্থানটী অর্থাৎ গলদেশ এমন আল্গোছে ধরিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিলে বামহস্ত উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়। তৎপরে বামহস্তের অঙ্গুলী এমন ভাবে কুঞ্চিত করিতে হইবে যে, অতি সহজে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ছ র উপর অর্থাৎ সুরস্থানে সংলগ্ন তন্তুর উপরে পড়ে। বাম হস্তের চাটু গ্রীবার নিকটে ক মস্তকের দিকে এরূপ আল্গোছে থাকিবে, যে গলার সহিত কোনরূপে সংস্রব না থাকে, এবং বাজাইবার সময় অনায়াসে উপরে ও নিম্নে সরান যায়।

ছড়ি ধারণ।—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও অপর চারিটী অঙ্গুলীর মধ্যভাগের দ্বারা ইহা ধরিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ খ স্থানে মধ্যমাঙ্গুলীর ঠিক বিপরীত দিকে রাখিতে হইবে। ছড়ি, তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর দ্বারা ধরিয়া অণামিকা ও কনিষ্ঠা অতি আলগোছে উহার উপরেই রাখিবে। এইরূপ ধরিয়া হস্ত এমন বক্র করিতে হইবে যে, অঙ্গুলীর গ্রন্থীগুলী দেখা না যায়, এবং হস্তও আড়ষ্ঠ না হয়।

বাদকের অবস্থা।—বসিয়া বা দাঁড়াইয়া, যে রূপে ইচ্ছা বেহালা বাজান যাইতে পারে। কেবল শরীর ও মস্তক ঠিক্ সোজারাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ মুদ্রাদোষ ঘটে। বাম হস্তের দিকে সঙ্গীত গ্রন্থ বা সরলিপি রাখা কর্ত্তব্য।

ছড়িচালন।—উপরের লিখিত নিয়মগুলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাদক ঝ চিহ্নিত সোয়ারির এক ইঞ্চি দূরে ছ ও ঝ র মধ্যে ক গ ম রেখা (Parallel) করিয়া ঠিক্ সোজা ভাবে নিজের দক্ষিণ দিকে ছড়ির গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত অর্থাৎ গ হইতে চ পর্য্যন্ত টানিলে যে জোর শব্দ নির্গত হইবে, তাহা "ডা" শব্দে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এবং চ হইতে গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিপরীতভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে টানিলে "রা" শব্দ উৎপন্ন হইবে; এই শব্দ "ডা" শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ মৃদু। এই নিয়মে যখন বেহালাতে ছড়ি চালনা করা হইবে, তখন হস্তের কব্জি যাহাতে উত্তমরূপ চলাচল হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

বাহুলীনযন্ত্র বন্ধনের নিয়ম যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শিক্ষার্থীদিগকে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। একটী হারমোনিয়ম বা একটী সেতার লইয়া এইরূপ সুরবন্ধন ক্রিয়া অভ্যাস করিলে সহজেই সুরবন্ধনে সক্ষম হইতে পারিবেন। একটী হারমোনিয়ম ফ্লুট লইয়া উহার যে স্থানে কাষ্টের নির্ম্মিত দুইখানি কাল পর্দ্দা আছে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সাদা হাড়ের পর্দ্দা আছে, তাহাকে (C) "সি" সুর কহে। এই "সি" সুরকে "সা" করিয়া, এই সুরে খ কীলকস্থ তাঁত সমসুরে বন্ধন করিবে। তৎপরে এই সাদা পর্দ্দা হইতে গণিয়া পঞ্চম পর্দ্দা, অর্থাৎ যেখানে তিনখানি কাল পর্দ্দা আছে, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয়ের

মধ্যে যে সাদা পর্দ্দা আছে সেই পর্দ্দা টিপিয়া গ কীলকস্থ তাঁত সমস্থর করিয়া বন্ধন করিবে। তদনন্তর "সি" অর্থাৎ "সা" স্থর হইতে বামদিকে গণিয়া যেখানি পঞ্চম পর্দ্দা অর্থাৎ "সি" র বামদিকে তিনখানি কাল পর্দ্দার ঠিক পূর্ব্বে যে সাদা পর্দ্দা আছে, তাহার সমস্থর করিয়া ঘ কীলকস্থ তাঁত বন্ধন করিবে। তৎপরে উহার ঠিক পূর্ব্বে তৃতীয় (কাল) পর্দ্দার সমস্থর করিয়া ঙ কীলকস্থ তাঁত বন্ধন করিবে। যদি হারমোনিয়মের অসুবিধা হয় তাহা হইলে একটী সেতার লইয়াও বাঁধা যাইতে পারে। প্রথমে একটী সেতার লইয়া উহার প্রথম কাঁচা তারটী যে কোন স্থরে বন্ধন কর; পরে উহার চতুর্থ পর্দ্দায় ঐ তার টিপিয়া প্রথমে যে ইস্পাতের পাকা তার আছে তাহা উহার সমস্থর করিয়া বন্ধন কর। তদনন্তর উহার ষষ্ঠ পর্দ্দায় ঐ পাকা তার টিপিয়া বেহালার খ তাঁত বন্ধন কর; তৎপরে একাদশ পর্দ্দায় ঐ পাকা তার টিপিয়া গ তাঁত বন্ধন কর; তৎপরে কেবল মাত্র ঐ পাকা তার ছাড়িয়া ঘ তাঁত বন্ধন কর, তৎপরে ঐ তারে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্দ্দার মধ্যস্থলস্থ সর খাদস্থর করিয়া ঙ তাঁত বন্ধন কর। এইরূপ অভ্যাস করিলেই থাহলীন যন্ত্রের স্থরবন্ধন শিক্ষা হইবে।

খ, স্থরের তাঁত; গ, পঞ্চমের তাঁত; ঘ, মধ্যমের তাঁত; এবং ঙ কে খাদের তাঁত কহিয়া থাকে।

এইরূপে স্থরবন্ধন ক্রিয়া সমাপন হইলে, উপরি উক্ত নিয়মে বেহালা ও ছড়ি ধারণ করিয়া ঙ তাঁতে শব্দ করিলে অতিউদারার কোমল নিষাদ, ঘ তাঁতে ঐরূপ শব্দ করিলে উদারার মধ্যম, খ তাঁতে মুদারার স্থর অর্থাৎ ষড়জ এবং গ তাঁতে মুদারার পঞ্চম স্বর নির্গত হইবে। ঢ চিহ্নিত স্থান হইতে ১½ ইঞ্চি দূরে প্রত্যেক তাঁতে তর্জ্জনী অঙ্গুলী চাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ছড়ি টানিলে উদারার স্থর, উদার পঞ্চম, মুদারার ঋষভ, এবং মুদারার ধৈবৎ স্বর নির্গত হইবে। ঢ স্থান হইতে ২½ ইঞ্চি দূরে ঐরূপ মধ্যম অঙ্গুলী চাপিয়া ছড়ি টানিলে উদারার ঋষভ, উদারার ধৈবৎ, মুদারার গান্ধার, ও মুদারার নিষাদ স্বর নির্গত হইবে। ঐরূপ ৩½ ইঞ্চি দূরে অণামিকা অঙ্গুলী চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার কোমলগান্ধার, উদারার কোমল-নিষাদ, মুদারার মধ্যম, এবং তারার স্থর নির্গত হইবে। ৪ ইঞ্চি দূরে কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া শব্দ করিলে উদারার গান্ধার, উদারার নিষাদ, মুদা-

রায় কড়িমধ্যম ও তারার কোমলঋষভ নির্গত হইবে। ঐরূপ চ গ্রন্থী হইতে গ অর্থাৎ পঞ্চমের তাঁতে ৪৳, ৪৳, ৫৳, ৬৳ ইঞ্চি দূরে কনিষ্ঠা দ্বারা চাপিয়া ক্রমান্বয়ে আঘাত করিলে তারার ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর নির্গত হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, বাহুলীন যন্ত্রের সারিগম অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা যেন সরু কাগজ ইঞ্চি পরিমাণ করিয়া আঠা দ্বারা তত্তৎ স্থানে বসাইয়া অভ্যাস করেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে অঙ্গুলী সকল প্রকৃত স্বরে সন্নিবিষ্ট হয়, অর্থাৎ বেসুরা হয় না। এই রূপে কাগজ বসাইয়া ক্রমান্বয়ে খাদের তাঁত হইতে আরম্ভ করিয়া খোলাশব্দ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অণামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী চাপিয়া আঘাত করিলে নিম্ন লিখিত স্বরগুলি মিলাইয়া দেখিতে পাইবেন, যথা—

০	১	২	৩	৪	০	১	২	৩	৪	০	১	২	৩	৪
নি	সা	ঋ	গ	গ	ম	প	ধ	নি	নি	সা	ঋ	গ	ম	ম
ঙ তাঁত					ঘ তাঁত					খ তাঁত				

০	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
প	ধ	নি	সা	ঋ	ঋ	গ	ম	প
গ তাঁত								

০=খোলা শব্দ, অর্থাৎ কেবল ছড়ি দ্বারা আঘাত করিতে হইবে।

১=তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ছড়ি দ্বারা আঘাত করিতে হইবে, এইরূপ ২=মধ্যম অঙ্গুলী, ৩=অণামিকা, ৪=কনিষ্ঠাঙ্গুলী জানিতে হইবে। মস্তকে △ চিহ্নিত স্বর কোমল ব্যঞ্জক ও পতাকা ৭ চিহ্নিত স্বরকে কড়ি স্বর কহে। ষড়জ ও পঞ্চমের কড়ি বা কোমল স্বর নাই। কেবল মধ্যমের কড়ি স্বর আছে কিন্তু কোমল নাই, ইহা স্বতঃই কোমল। আর অন্যান্য স্বরের অর্থাৎ ঋষভ, গান্ধার, ধৈবৎ ও নিষাদের কোমল স্বর আছে; ইহাদিগের কড়িস্বর নাই এবং ব্যবহারও হয় না। একস্বর হইতে অপর স্বরের যতদূর অন্তর, তাহার ঠিক অর্দ্ধ পরিমিত স্বরকে কোমল স্বর কহে।

শ্রুতি হইতে সপ্ত স্বরের জন্ম হইয়াছে। স্বরোৎপাদক শ্রুতি দ্বাবিংশ-

তিটী। ষড়জে চারিটী, ঋষভে তিনটী, গান্ধারে দুইটী, মধ্যমে চারিটী, পঞ্চমে চারিটী, ধৈবতে তিনটী এবং নিষাদে দুইটী শ্রুতি আছে। শ্রুতি সমানাংশে নাই বলিয়া সপ্তস্বরও সমভাবে নাই। এখানে আর অধিক জানিবার প্রয়োজন নাই, অতএব শ্রুতির বিষয় লইয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। যেখানে প্রয়োজন হইবে, সেই খানেই লিখিত হইবে।

সপ্তস্বরের ঊর্দ্ধগতির নাম অনুলোম। যথা—সা, ঋ, গ, ম ইত্যাদি এবং অধোগতির নাম বিলোম। যথা—ম, গ, ঋ, সা ইত্যাদি। এইরূপ অনুলোম বিলোম ক্রিয়া দ্বারা উপরের লিখিত স্বরগুলি বিশুদ্ধরূপে সাধনা হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাহুলীন যন্ত্র সাধনে শিক্ষার্থী অগ্রসর হইবেন।

মাত্রা।—মাত্রাবোধ না হইলে বেতালা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। মাত্রাদ্বারা সময় ও তালের ব্যবচ্ছেদ প্রকাশ হইয়া থাকে। তালের সহিত বাজাইবার মাত্রাই প্রধান উপায়। স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে মাত্রা কহে। "অ" হইতে"আ" উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয়, তাহাই এক মাত্রা রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাও সম সময়ে উচ্চারণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। হয়ত "অ"হইতে "আ" যে সময়ের মধ্যে উচ্চারণ করা গেল, "আ" হইতে "ই" পর্য্যন্ত সময় তাহাপেক্ষা ন্যূনাধিক হইতে পারে। অতএব ক্লক ঘড়িই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। ঘড়ি কখন বিশৃঙ্খলরূপে চলে না; এবং ইহার পেণ্ডুলামও ঠিক্ সমসময়ে আঘাত করিয়া থাকে। পেণ্ডুলামের জোর শব্দ একমাত্রা ও হ্রস্ব শব্দ অর্দ্ধ মাত্রা, অর্থাৎ উহার যে দিকে দুলিয়া জোরে শব্দ হয়, সেই দিকে পুনরায় আগমন করিলে একমাত্রা হইবে। এই শব্দ, বিশেষ মনযোগের সহিত শ্রবণ করিলে সহজেই উহা উপলব্ধি হইতে পারিবে।

এক্ষণে পঞ্চ প্রকার মাত্রার বিবরণ বলা যাইতেছে যথা,—

হ্রস্ব, দীর্ঘ প্লুত, অর্দ্ধ ও অণু; এই পাঁচপ্রকার মাত্রাই সচরাচর চলিত। একটী লঘুবর্ণ উচ্চারণের কালকে একমাত্রা বা হ্রস্ব মাত্রা কহে, যথা— অ, ই, উ ইত্যাদি; ইহার চিহ্ন | একদণ্ড, এই দণ্ডচিহ্ন স্বরের মস্তকে

| | | |

থাকে, যথা—সা, ঋ, গ, ম, ইত্যাদি। দুইটী বর্ণ উচ্চারণ কালকে দীর্ঘ

মাত্রা কহে; যথা—অ আ, ই ঈ ইত্যাদি, ইহার চিহ্ন ।। দুই দণ্ড, ইহাও ঐরূপ স্বরের উপরে থাকে। এইরূপ তিন বা চারিটা দণ্ড বিশিষ্টকে প্লুত মাত্রা কহে। একটী মাত্রা উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহার অর্দ্ধ সময়কে বা একটী ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিবার যে কাল, তাহাকে অর্দ্ধ-মাত্রা কহে; অতএব দুইটী অর্দ্ধ মাত্রায় একটী পূর্ণ মাত্রা হয়। অর্দ্ধমাত্রার এইরূপ ৺অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন; যথা—সা৺, ঋ৺, ইত্যাদি। একটী অর্দ্ধমাত্রাকে দ্বিখণ্ড করিলে প্রত্যেকটী অণু বা সিকি মাত্রা হইবে। অতএব দুইটী অণু-মাত্রায় একটী অর্দ্ধমাত্রা, এবং চারিটী অণুমাত্রায় একটি পূর্ণ মাত্রা হইবে। অণুমাত্রার এইরূপ × ডমরু চিহ্ন; যথা—সা×, ঋ×, গ×, ম× ইত্যাদি।

পদ্ম চিহ্নকে গৎ শেষ হওয়ার চিহ্ন কহা যায়, তাহা ঃঃ এইরূপ।

এক্ষণে অনুলোম বিলোমক্রমে স্বরগ্রাম সাধন প্রণালী কথিত হইতেছে।

১। এক মাত্রা অনুসারে;—

অনুলোম—সা। ঋ। গ। ম। প। ধ। নি। সাঁ।।

বিলোম—সাঁ। নি। ধ। প। ম। গ। ঋ। সা।।

২। দ্বিমাত্রা অনুসারে;—

অনুলোম—সা॥ ঋ॥ গ॥ ম॥ প॥ ধ॥ নি॥ সাঁ॥।

বিলোম—সাঁ॥ নি॥ ধ॥ প॥ ম॥ গ॥ ঋ॥ সা॥।

৩। ত্রিমাত্রানুসারে;—

অনুলোম—সা।।। ঋ।।। গ।।। ম।।। প।।। ধ।।। নি।।। সাঁ।।।।

বিলোম—সাঁ।।। নি।।। ধ।।। প।।। ম।।। গ।।। ঋ।।। সা।।।।

৪। অর্দ্ধমাত্রানুসারে;—

অনুলোম—সা৺ ঋ৺ গ৺ ম৺ প৺ ধ৺ নি৺ সাঁ৺। কিম্বা সাঋ। গম। পধ। নিসাঁ।।

বিলোম—সাঁ৺ নি৺ ধ৺ প৺ ম৺ গ৺ ঋ৺ সা৺। কিম্বা সাঁনি। ধপ। মগ। ঋসা।।

৫। অণুমাত্রানুসারে ;—

× × × × × × × × | |

অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা। কিম্বা সাঋগম পধনির্সা।

× × × × × × × × | |

বিলোম—র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা। কিম্বা র্সানিধপ মগঋসা।

৬। মিশ্রমাত্রানুসারে ;—

॥ ‿‿ | ‿‿ |

অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা।

| × × ‿ | ‿‿ |||

বিলোম—র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

৭। ভগ্ন মাত্রার চিহ্ন o এইরূপ। অর্থাৎ গত বাজাইতে বাজাইতে যেখানে ঐরূপ শূন্যের উপর মাত্রা চিহ্ন দেখিবে, তথায় কোন আঘাত না দিয়া ঐ মাত্রা ফাঁক দিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু গতের মাত্রা ঠিক সমান রাখা আবশ্যক। যথা ;—

| | | | ‿‿ | ‿‿ | ‿‿

অনুলোম—সা ঋ ০ গ ০ ম প ধ ০ নি ০ র্সা।

| ‿‿ | ‿‿ | ‿‿‿‿ | | ॥

বিলোম—০ র্সা নি ধ ০ ০ প ০ ম গ ০ ঋ ০ সা।

৮। আড়ি মাত্রার চিহ্ন + এইরূপ। গত বাজাইবার সময়ে যে স্থানে ঐরূপ ঢেরা চিহ্নের উপর মাত্রা চিহ্ন থাকিবে, তথায় পূর্ব্বস্বর সেই মাত্রাকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উহার পরের স্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া যাইবে। যথা ;—

| ‿ | ‿ | | ‿ | | ‿‿ |

অনুলোম—সা + ঋ + গ ম + প ধ + নি র্সা।

| ‿ ‿‿‿‿ | ‿‿ |

বিলোম—র্সা + নি ধ + ম গ ঋ + সা।

৯। মিশ্র মাত্রানুসারে অনুলোম ও বিলোম ক্রিয়া এক সঙ্গে সাধন ;—

‿ ‿ × ×

| | ‿‿‿৭ | ৭‿‿‿ | ‿ ‿‿‿‿‿‿‿৭ × ৭ ×

র্সা নি ধ প + ম গ ম প ধ নি ০ র্সা র্সা নি নি ধ ধ প প ম প ম প

৺ ৺ ৺

৺ ৭ ৺ ৺৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৭ | ৺ ৭ ৺ ৺ ‖ × × × × × × × ×
গ ম প ধ + নি সাঁ, সা ঋ গ ম প গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি নি ধ ধ প প

× × ৺ ×
৭ ৭ × × | × × ৺ × × × × ৭ ৺ ৭ × ৺ × × × × × × ৺
ম ম গ ঋ সা ; সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ + ম গ ঋ সা।

এইরূপে মুদারা গ্রামে সারিগম্ উত্তমরূপ সাধন হইলে পর, উদারা গ্রামে সারিগম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হস্তের জড়তা দূর হইয়া তিনগ্রামে স্বরে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায়।

উপরিলিখিত সাধনা গুলিন সাধন না করিয়া গত বাজাইতে অগ্রসর হইলে, কোন ক্রমেই সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া যায় না। যেমন কোন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে গৃহের ভিত্তিটী দৃঢ় করা আবশ্যক, নচেৎ সেই গৃহ অপরিপক্ক হয়; সেইরূপ স্বরগ্রাম সাধন না করিয়া গৎশিক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে অনুরূপ ফল লাভ হয়।

তাল—এক, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি মাত্রার সমষ্টিকে ছন্দোগত করিয়া বিভাগ করার নাম তাল। কালের অবিচ্ছেদ গতিকে লয় কহে। লয় চারি প্রকার—দ্রুত, বিলম্বিত, মধ্য এবং আড়ি। তালে সচরাচর আঘাত ও বিরাম এই দুইটিই আবশ্যক হইয়া থাকে। উভয় করতলাঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার নাম আঘাত, এবং উহার বিপরীত ভাবকে বিরাম কহে। সচরাচর সম, শেষ, ফাঁক, প্রথম, এই চারিটী পদে তাল বিভক্ত হইয়াছে। সমের চিহ্ন +, শেষ ৩, ফাঁক ০, প্রথম ১ এইরূপ। ইহা মাত্রার উপরে লিখিত হইয়া থাকে। গীতাদির সমকালে যে তাল গ্রহণ করা যায়, তাহাকে সম কহে। গীত আরম্ভ করিয়া পরে তাল গ্রহণ করিলে অতীত কহে। অগ্রে তাল গ্রহণ করিয়া পরে গীত আরম্ভ করিলে অনাগত কহে, এবং অতীত ও অনাগত এতদুভয়ের মধ্যে তাল গ্রহণ করিলে বিষম কহে।

দ্রুত ত্রিতালী অর্থাৎ কাওয়ালী, শ্লথত্রিতালী অর্থাৎ ঢিমে তেতালা, মধ্যমান, ও এক তালা এই চারিটী তালই প্রায় যন্ত্র সংগীতে আবশ্যক হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য তাল ও আবশ্যক হয়। তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত তবলাশিক্ষা গ্রন্থে দৃষ্টি করিলে বিশেষরূপ বুঝিতে পারিবেন।

রাগাদির বিবরণ—ষড়জাদি স্বর বিশিষ্ট মূর্চ্ছনা, শ্রুতি গমকাদি বিভূষিত লোকচিত্তহারী যে ধ্বনি, তাহার নাম রাগ। শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ, ভৈরব, এবং নটনারায়ণ এই ছয়টী রাগ, ও তাহাদের প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া স্ত্রী অর্থাৎ ছত্রিশটি রাগিণী প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাগ রাগিণী সমুদয় তিন জাতিতে বিভক্ত; যথা—শুদ্ধ, শালঙ্ক ও সংকীর্ণ। যে রাগের বা রাগিণীর সহিত অন্যরাগ বা রাগিণীর সংস্রব নাই তাহার নাম শুদ্ধ। দুই রাগ বা রাগিণীর পরস্পর মিশ্রণে যাহার জন্ম, তাহাকে শালঙ্ক; এবং তিন বা বহুর মিশ্রণে যাহার যাহার জন্ম, তাহাকে সংকীর্ণ কহে।

এই তিন জাতি রাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।—ওড়ব, খাড়ব, ও সম্পূর্ণ। যে রাগে পাঁচটি স্বর লাগে তাহাকে ওড়ব কহে; যেমন সারঙ্গ,—ইহাতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত, অর্থাৎ এই দুইটি স্বর ইহাতে ব্যবহার হয় না। যে রাগে ছয়টি স্বর লাগে তাহাকে খাড়ব কহে; যেমন বসন্ত,—ইহাতে পঞ্চম বর্জ্জিত। যে রাগে সাতটী স্বর লাগে তাহাকে সম্পূর্ণ কহে। রাগাদিতে যে স্বর বহুল প্রয়োগ হয় তাহাকে বাদী, অংশ, বা জান কহে। যে স্বর বাদী অপেক্ষা অল্প ব্যবহার হয়, তাহাকে সম্বাদী ও তদপেক্ষা যে স্বর অল্প ব্যবহার হয় তাহাকে অনুবাদী কহে। যে রাগে যে স্বর বর্জ্জিত, তাহাকে বিবাদী কহে।

মূর্চ্ছনা—ইতিপূর্ব্বে যে তিনটি গ্রামের বিবরণ বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের সাতটী করিয়া তিন গ্রামে সর্ব্বশুদ্ধ একুশটি মূর্চ্ছনা আছে। মূর্চ্ছনা শব্দে দুইটি স্বরের মধ্যগত অন্তর বুঝায়, অর্থাৎ কোন একটি স্বর হইতে অবিচ্ছেদে অন্য সুর প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। স্বর গ্রামের এক একটি স্বর পৃথক পৃথক উচ্চারণ করাকে মূর্চ্ছনা কহা যায় না। মূর্চ্ছনাদ্বারা স্বর সকল পরস্পর সংলগ্ন থাকে। হিন্দী ভাষায় মূর্চ্ছনাকে মাড় কহে। এক দুই তিন কিম্বা অধিক স্বর ঘর্ষণেও মূর্চ্ছনার কার্য্য সম্পাদিত হয়। মূর্চ্ছনার চিহ্ন (〰〰〰) এইরূপ। এই চিহ্নটি, যে যে স্বরে মূর্চ্ছনা হইবে, সেই সেই স্বরের নিম্নে থাকিবে।

আশ—এক আঘাতে বা এক ছড়িতে দুইটী বা ততোধিক স্বর ধ্বনিত করাকে আশ কহা যায়। ইহার চিহ্ন (———) এইরূপ।

গমক—তাঁতকে বাম হস্তের কোন অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া স্বর নির্গত করণান্তর ঐ তাঁত মৃদুমন্দ সঞ্চালন করিলে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ফিঙ্গার বোর্ডে ঠেকাইলে যে অস্থির ধ্বনি নির্গত হয় তাহাকে গমক অর্থাৎ স্বরকম্পন কহে। গমকের চিহ্ন ৭ এইরূপ। যে স্বর কম্পিত করিতে হইবে, তাহার মস্তকে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে তিনটি কম্পনের ন্যূন গমক কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কিন্তু সেতারাদি যন্ত্রে এক, দুই, তিন, বা ততোধিক কম্পন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ—কোন স্বরে আঘাত পূর্ব্বক এক, দুই, তিন, কিম্বা ততোধিক স্বর ব্যবধানে তৎক্ষণাৎ অনুলোম গতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ; ইহার চিহ্ন 7 এইরূপ। ঐ নিয়মে বিলোম গতিতে যাওয়ার নাম প্রক্ষেপ; ইহার চিহ্ন ∠ এইরূপ। এই দুই চিহ্ন শেষ স্বরে অর্থাৎ যথায় বিক্ষেপ বা প্রক্ষেপ হইবে, সেই স্বরের মস্তকে থাকিবে। এই চিহ্ন গুলি বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইলে নিম্ন লিখিত গতগুলি শিক্ষা করিবে।

গতারম্ভ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।

তাল — ০ ১ +
মাত্রা — | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺
অঙ্গুলী — ০ ০ ০ ২ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ০ ০ ০
স্বর — সা সা সা গ ঋ গ ম ম ম গ ঋ গ প প প
ছড়ি — ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

৩
৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
৩ ২ ৩ ২ ১ ১ ০ ১ ০ ৪
ম গ ম গ ঋ ঋ সা ঋ সা নি ॥
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডাঁ রা রা

অন্তরা।

০ ১ +
| ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺
০ ০ ০ ১ ১ ১ ২ ০ ৩ ৩ ২ ১ ২ ০ ০ ০
প প প ধ ধ ধ নি প ম ম গ ঋ গ প প প
ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

০ ৩
৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
৩ ২ ৩ ৩ ২ ১ ১ ০ ১ ০ ৪
ম গ ম ম গ ঋ ঋ সা ঋ সা নি ॥
রা ডা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

আভোগ।

০ ১ +
| ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺
০ ০ ০ ২ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৪
প প প নি ধ নি সা সা সা নি ধ নি সা ঋ ঋ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা-ডা রা ডা রা ডা

৩
৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ |
৪ ৪ ৩ ২ ২ ২ ৩ ২ ৩
ঋ ঋ সা নি নি নি সা নি সা :
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সঞ্চারী।

০ ১ +
| ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
০ ০ ০ ১ ১ ১ ২ ০ ৩ ৩ ২ ১ ২ ০ ০ ০ ৩ ২ ৩ ৩
প প প ধ ধ ধ নি প ম ম গ ঋ গ প প প ম গ ম ম
ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

৩
| ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ০
২ ১ ১ ০ ১ ০ ৪
গ ঋ ঋ সা ঋ সা নি ॥ : :
ডা রা ডা রা ডা রা রা

রাগিণী ঝুম্—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।

তাল ০ ১ + ৩
মাত্রা | ৺ ৺ × × ৺ | | ৺ ৺ | ৺ ৺
অঙ্গুলী ৩ ২ ২ ১ ২ ১ ০ ৪ ১ ১ ২ ০ ১
স্বর ম গ গ ঋ গ ঋ সা নি ঋ ঋ গ সা ঋ।

ছড়ি ডা রা ডা রা এ এ ডা রা ডা রা ডা রা রা

অন্তরা।

০ ১ + ৩
। ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ । ৺ ৺ । ৺ ৺
১ ৩ ৩ ০ ০ ১ ২ ০ ৩ ৩ ২ ০ ২
ঋ ম ম প প ধ নি প ম ম গ সা ঋ ॥
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

আভোগ।

০ ১ + ৩
। ৺ ৺ । ৺ ৺ । ৺ ৺ ৺ ৺ ।
১ ৩ ৩ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ৩ ২ ১
ঋ ম ম প র্সা র্সা নি ধ প ম গ ঋ ;
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সঞ্চারী।

০ ১ + ৩
। ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ । ৺ ৺ ৺ ৺
১ ০ ১ ০ ৩ ২ ১ ১ ০ ৩ ২ ১ ০ ১
ঋ প ধ প ম গ ঋ ঋ প ম গ ঋ সা ঋ ॥ : :
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।

+ ৩ ০ ১ × ৩
৺ ৺ × × ৺ ৺ ৺ × × ৺ ৺ × × × × × ×
০ ০ ১ ০ ১ ২ ২ ১ ০ ৩ ৩ ২ ২ ১ ০ ২ ০
সা সা ঋ সা ঋ গ গ ঋ সা নি সা নি নি ধ প ধ প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

০ ১
× ×
৺ × × ১ ০ ৺
৩ ২ ২ ৩
ম গ গ ঋ সা নি ॥
রা ডা রা ডা রা রা

আভোগ।

+ ৩ ০ ১ +
৺ ৺ × × ৺ ৺ × × × × ৺ ৺ × ×
৩ ০ ২ ০ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ২ ২
ম প নি প নি র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা নি র্সা নি নি
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩ • ১
× × × × ৺ × × × × ৺
৩ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩
সাঁ নি সা ঋ সা নি নি সাঁ নি সাঁ ;
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সঞ্চারী।

\+ ৩ • ১ +
৺ × × × × × × ৺ × × × × ৺ × × × ×
৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ২ ১ ০ ৩ ০ ১ ২ ৩
সাঁ নি নি সাঁ নি সাঁ ঋ সাঁ নি নি ধ প ম প ধ নি সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

৩ ০ ১
৺ × × ৺ × × × × ৺
২ ১ ০ ৩ ২ ২ ১ ০ ৩
নি ধ প ম গ গ ঋ সা নি ॥ ঃঃ
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

রাগিণী ছায়ানট—তাল শ্লথত্রিতালী।

আস্থাই।

• ১ + ৩ • ১
| ৺ ৺ | ৺ × × ৺ ৺ | | ৺ × × | | | |
১ ০ ৩ ০ ০ ১ ০ ৩ ০ ৩ ২ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ০
ঋ প ম প প ধ প ম প ম গ গ ম গ ঋ গ ম প
ডা রাএ ডা রাএ এ ডাএ রা ডা রা এ এ ডা রা ডা রা

\+ ৩
৺ × × ৺ × × | |
২ ৩ ২ ১ ২ ১ ০ ০
গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা ॥
ডা এ এ রা এ এ ডা রা

অন্তরা।

• ১ + ৩ • ১
| ৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ × × | | | | |
০ ১ ০ ১ ১ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ০ ১ ২ ৩ ০
প ধ প ধ ধ প ধ নি সা ধ নি ধ প ঋ গ ম প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা এ রা ডা রা ডা রা

+ ৩
৮ × × ৮ × × | |
২ ৩ ২ ১ ২ ১ ০ ০
গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা ॥
ডা এ এ রা এ এ ডা রা

আভোগ।

০ ১ + ৩ ০ ১ +
| | | | | | | | | | | | | |
০ ১ ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩
প ধ ধ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ ঋঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩
৮ × × |
১ ২ ১ ০
ধ নি ধ প ॥
ডা এ এ রা

সঞ্চারী।

০ ১ + ৩ ০ ১
| ৮ ৮ | | ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ × × | | | | |
০ ১ ০ ১ ১ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ০ ১ ২ ৩ ০
প ধ প ধ ধ প ধ নি সাঁ ধ নি ধ প ঋ গ ম প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা এ রা ডা রা ডা রা

+ ৩
৮ × × ৮ × × | |
২ ৩ ২ ১ ২ ১ ০ ০
গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা ॥ ::
ডা এ এ রা এ এ ডা রা

সেতার শিক্ষা।

সেতারে লাউয়ের উপরিস্থ ট কাষ্ঠ ফলক্‌কে তবলী, এবং তবলীর উপরে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত জ চৌকীকে সোয়ারী কহে। ইহার যে ভাগের উপর পর্দ্দা নামক ধাতুময় শলাকা শ্রেণী আছে, তাহাকে ডাণ্ডি; ডাণ্ডির উপরে যে অস্থিখণ্ড আড় ভাবে আছে, তাহাকে আড়ি; ইহার উপরিভাগে যে সকল ক, খ, গ, ঘ, ঙ, কীলকে তার আবদ্ধ আছে তাহাকে কাণ; চ কাচবর্ত্তলকে ম্যান্‌কা, এবং ছ তারের অঙ্গুলীত্রকে মেজ্‌রাব কহে।

Kill two birds with one stone.

সেতারে সচরাচর পাঁচটী করিয়া তার থাকে। উহার প্রথমটী পাকা অর্থাৎ ইস্পাতের তার, যাহা ক কীলকে আবদ্ধ থাকে; ইহাকে নায়কী তার কহে। খ, গ, কীলকদ্বয়ে আবদ্ধ দুইটি পিতলের তারকে খরজের জুড়ি কহে। ঘ কীলকস্থ পাকা তারকে পঞ্চম ; এবং ঙ কীলকস্থ কাঁচা তারকে খাদের ষড়জ কহে।
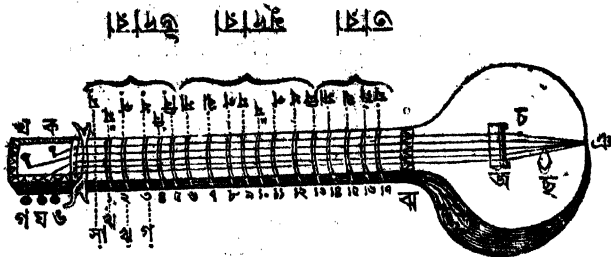
প্রথমে খ, গ, খরজের দুইটি জুড়িকে সমস্বর করিয়া বাঁধিয়া উহার একটি তার চতুর্থ পর্দ্দায় টিপিয়া ক, নায়কী তারটি উহার সমস্বর করিয়া বাঁধিলে মধ্যম হইবে। ধ তারটি কোন নির্দ্দিষ্ট স্বরে বাঁধার রীতি নাই, যে রাগিণীর যে স্বর প্রধান, সেই স্বরে উহা বাঁধা প্রায়ই চলিত; কিন্তু উহা প্রায়ই দ্বিতীয় পর্দ্দায় নায়কী তার টিপিয়া সমস্বরে অর্থাৎ পঞ্চমে বাঁধাই প্রচলিত। ঙ তারটি জুড়ির নিম্নস্থ ষড়জে বাঁধা কর্ত্তব্য। বড় বড় সেতারে চিকারী নামক তারযুক্ত তিন চারিটি অতিরিক্ত কীলক পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে। ইহা বাদকের ইচ্ছাধীন বাঁধা হইয়া থাকে। সেতারাতে ১৭ বা ১৬ খানি পর্দ্দা আবদ্ধ থাকে। এই পর্দ্দা গুলি বিনাইতসূত্র অর্থাৎ তাঁতে আবদ্ধ আছে, এই কারণ ইহাদিগকে সচল পর্দ্দা কহা যায়; সেই হেতু আবশ্যক মতে উহাদিগকে সরাইয়া সহজেই উপরে বা নিচে নামান যায় অর্থাৎ কোমল বা কড়ি করিতে পারা যায়। সেতারে খ তার ছাড়িলে উদারার "সা", ১ম পর্দ্দার ঋ., ২য় পর্দ্দার "ঋ.", ৩য় পর্দ্দায় "গ", ৪র্থ পর্দ্দায় "ম", ক নায়কীতার কেবল ছাড়িলে ঐ মধ্যম হইবে, অতএব ৪র্থ পর্দ্দায় "ম" না দিয়া নায়কীতারে দেওয়াই বিধি। সেই হেতু নায়কী তার ছাড়িয়া "ম", নায়কী তারে ১ম পর্দ্দায় "ম", ২য় পর্দ্দায় "প", তৃতীয়ে "ধ", চতুর্থে

৭

"নি" ৫মে "নি", ৬ষ্ঠে মুদারার "সা", ৭মে "ঋ", ৮মে "গ", ৯মে "ম",

১০ মে "ম্ঁ", ১১ শে "প", ১২ শে "ধ", ১৩ শে "নি", ১৪ শে তারার "সা",
১৫ শে "ঋ", ১৬ শে "গং", ১৭ শে "ম্ঁ"। এই স্বরগুলি সচরাচর পাওয়া যায়। ইহাদিগকে কোমল করিতে হইলে দুই পর্দ্দার ঠিক মধ্যস্থলে যে পর্দ্দা কোমল করিতে হইবে, সেই পর্দ্দা উপরে সরাইয়া দিতে হয়।

সেতারটি দক্ষিণ হস্তের কব্জি দ্বারা চাপিয়া বাম হস্তে আল্‌গোছে ঠেশ দিয়া বাজাইতে হয়। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে একটী মেজরাব্ দিয়া তাঁরে আঘাত করিতে হয়। সেতারের কানের দিক হইতে তুম্বের দিকে আসিবার সময় বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলী ব্যবহার করিতে হয়। ইহাকে অনুমোমিক গতি কহে; এবং তুম্বের দিক হইতে কানের দিকে আসিবার সময় ঐ হস্তের তর্জ্জনী ব্যবহার করিতে হয়, ইহাকে বিলোমিক গতি কহে।

প্রথম শিক্ষার সময় মুদারা গ্রামে সারিগম্ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য তৎপরে তারাগ্রাম; এই দুই গ্রামে সারিগম্ অভ্যাস্ হইলে তৎপরে উদারা গ্রামে সাধন বিধি। প্রথম সাধন সময়ে ১ম, ৪র্থ, ও ১০ম পর্দ্দায় এককালে হাত লাগিবে না; কারণ উহা বিকৃতস্বর।

সেতারা বাজাইবার জন্য কতক গুলিন্ কাল্পনিক বোল নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—ডা, ডে, ডি, ডারা, ডিরি, ডায়ে, ডায়ে রে, ডার্। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীস্থ মিজ্‌রাব দ্বারা তারকে কোলের দিকে আঘাত করিলে ডা, ডে, ডি উৎপন্ন হয়; এবং উহার বিপরীত দিকে আঘাত দ্বারা রা, রে, রি শব্দ উৎপন্ন হয়। ডারার দুন্ অর্থাৎ জলদ "ডিরি"। সারিগম্ সাধনের সময় একবার "ডা" ও একবার "রা" পড়িবে। কখন দুইটি "ডা" বা দুইটি "রা" একত্রে পড়িবে না। "রা" বাজাইবার সময় খরজের জুড়ির তারের সহিত নায়কীতারে আঘাত করা কর্ত্তব্য। *

---

* মাত্রা তাল ইত্যাদি "বাহুলীন শিক্ষায়" দেখ।

১। রাগিণী দেশমল্লার—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।

০ ১ +
| ৬ ৬ | | ৬ ৬ | | | ৬ ৬ | | | | | |
ঋ গ গ ম প ধ প প ধ ধ প নি নি ম প ম ঋগ ঋগ ঋ
ডাএ ডিরি ডা রা ডাএ ডি রি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডাএ ডাএ ডা

০ ১ + ৩
| ৬ ৬ | | | ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ |৬ |৬ | |৬ |৬ |
ম গ গ গ গ সা ম ম গ গ ম ম গ ঋ সা গ ঋ সা॥
রা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডার্ ডার্ ডা ডার্ ডার্

অন্তরা।

০ ১ + ৩
| | | | | | | | | ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ | | | |
ম প প নি নি ধ ধ ধ প প প গ গ ম ম গ ঋ সা সা
ডা ডা রা ডা রা এ ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা

০ ১ + ৩
| | | | | ৬ ৬ | | | ৬ ৬ | | | | | |
সা ঋ গ ম প ম ম গ ম ধ প প ম প প গ ঋ সা॥ ::
ডা ডা ডা রা ডাএ ডিরি ডারা ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

২। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

+ ৩ ০ ১
| ৬ ৬ | | | | | | | | ৬ ৬ | | | ৬ ৬ | |
ধ সা সা সা ঋ গ গ গ গ ম গ গ ম ঋ গ ঋ ঋ গ সা
ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

+ ৩ ০ ১
| ৬ ৬ ॥ | | | | ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ | ৬ | ৬ |
সা ঋ গ ম গ ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ সা সা সা সা সা ধ ধ প প ॥::
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা রে ডা রে ডা

৩। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

+ ৩ ০ ১ ৬
॥ | | | ৬ ৬ | | | ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ | ৬ ৬ ৬ ৭
গ গ ঋ গ প গ প প ম প প ধ ধ নি নি ধ প প ম ম
ডা ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা রা ডা রে রে

+ ৩৮৮ | | ০
৮৮ | ৮৮৮৮ | | ৭ ৭ ৭ ৭ | ৮৮৮৮৮৮
প নি ॥ সা ধ ধ গ প প প ম ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ গ গ
ডা রে ॥ ডা রা ডা রে রে ডা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি

১
| ৮ ৮ ৮ ৮ |
ঋ সা সা নি নি সা ॥ ::
ডা রা ডা রে রে ডা

তবলাশিক্ষা।

তবলা বলিলেই বামা ও ডাইনা দুইটী যন্ত্র একত্রে বুঝায়। বাম হস্ত-দ্বারা যাহা বাজান যায়, তাহাকে বামা কহে ; এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা যাহা বাজান যায়, তাহাকে ডাইনা কহে। এই যন্ত্র প্রায় অনেকেই দেখিয়াছেন এবং ইহা সকলেরই ঘরে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ধ্বনি অতি সুমিষ্ট, একারণ সকলেই ইহার আদর করেন।

বাদ্যের ফাঁক, সম ও অবশিষ্ট তাল জানা আবশ্যক। গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত কহে। বাদ্যের দুই অঙ্গ, লয় ও মান। বাদ্যের প্রকৃত বোল নিয়ত একরূপ বাজাইলে লয়, এবং উহা রূপান্তর ও অলঙ্কারযুক্ত করিয়া বাজাইলে মান অথবা পরণ কহে। চৌতাল, ধর্ম্ম বা ধামার, তীব্র বা তেওরা, ঝম্প বা ঝাঁপ-তাল, রূপক বা মাত্রাই, স্বরফাক বা সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্ম-যোগ, লক্ষ্মীতাল বা লচ্মীতাল, গণেশতাল, নবগ্রহতাল, বিষ্ণু, নারায়ণ, সূর্য্য, দোবাহার, সাত্তি, খাম্সা, বীরপঞ্চ, মোহন, ঢিমে তেতালা বা শ্লথ ত্রিতালী, পঠ প্রভৃতি ধ্রুপদের তাল বলিয়া ব্যবহৃত আছে। মধ্যমান, কাওয়ালী, একতালা, আড়া, তেওট, সওয়ারি, ফারদস্ত, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালকে খেয়ালের তাল কহে। যৎ, পোস্ত, আদ্ধা, ছেপ্কা, ঠুংরি, খেম্টা, আড়াখেম্টা প্রভৃতি, টপ্পার অনুযায়িক তাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। রূপক ও তেওরা ব্যতীত ধ্রুপদের সম প্রথম তালে। রূপকের ও তেওরার সম তৃতীয় তালে ; কাওয়ালীর সম দ্বিতীয় তালে। মধ্যমানের অর্দ্ধেক মাত্রা কাওয়ালী, কাওয়ালীর অর্দ্ধেক ঠুংরী, রূপকের দ্বিগুণ তেওট, একতলার দ্বিগুণ চৌতাল। রূপক ও তেওরা প্রায় এক। কারণ উভয়েরই ১৪ শ

মাত্রা। গীত কিম্বা বাদ্য, একটি তাল হইতে ধরিয়া সমে ছাড়িতে হয়। সমের চিহ্ন (+), অতীত (৩), অনাঘাত (০) ও বিষম (১) এইরূপ। এই চিহ্ন গুলি মাত্রার উপরে থাকে।

গতে যেমন কতকগুলিন্ বোল আছে, সেইরূপ তালেও কতকগুলিন কাল্পনিক বোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—ধে, ক, তে, রে, কেড়ান, থে, ঘা, নে, থুন, না; ঘা, ধী, ন, ধু, কি, টে, ত্রে, ড়ি, কে, ঘি, গি, ঘিং, ধা, খি, দিং, কা, থ্।
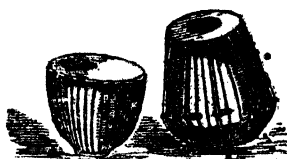
প্রথমে তবলার ডাহিনাটীর আটটী গাঁট চড়াইয়া উপরিস্থ চর্ম্মটি সমস্থর করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য। পরে ডাহিনাটী দক্ষিণ দিকে ও বাঁয়াটী বাম দিকের সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা, ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া ডাহিনার কিরণের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত দিলে "দিং" হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া ডাহিনার পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত করিলে "ঘা ও তা" হয়। মধ্যমা ও অনামিকা এই দুইটী অঙ্গুলী একত্র করিয়া যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা শব্দ করিলে "টে, টি, তে, ম, কি" উৎপন্ন হয়, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা কিরণের পার্শ্বে আঘাত করিলে "নে, না, ঘা, ও ন্" হয়। মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা কিরণের পার্শ্বে ঈষৎ আঘাত করিলে, "নে" হয়। বামহস্ত দ্বারা বাঁয়াতে ফুলা আঘাত ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চক্র পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত এক সময়ে করিলে "ধা" হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে ঈষৎ স্পর্শাঘাত দ্বারা "আন্" এবং আঘাত দ্বারা "না" হয়। এই দুইবোল একত্রে বাজাইলে "নান্" হয়। যন্ত্রপার্শ্বে দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতে "কে" এবং তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতে "ড়া" হয়। বামহস্ত দ্বারা চাপা আঘাতেও "কে" উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে "রে, ড়ি, টে" হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগে যন্ত্রের মধ্যে

চাপা আঘাত করিলে "তে" হয়। দুই তিন বোলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে[illegible] আন্=নান্; কে + ড়া + আন্=কেড়ান্, তে+রে=তেরে; "তেরে" র দ্রুত=ত্রে, দিন্+ তা দিনতা, তিন্ + তা=তিন্‌তা ; গ+ দ্দী=গদ্দী, ঘি+না=ঘিন্না, থু+না=থুন্না, ক+ তে=কত্তে+টে=তেটে, [illegible], ঘে+নে=ঘেনে, না+গ=নাগ্; ধা+গে= ধাগে; বাম হস্তে "ধি"+দক্ষিণ হস্তে ন=ধিন্, ইত্যাদি বোল্ হইতে পারে।

বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, ও কনিষ্ঠা, একত্র করিয়া বাম-দিকে চাপা আঘাত করিলে, খি, খে, ক, কা, কে, খু হয়। আর বামহস্ত খুলিয়া ঐ সকল অঙ্গুলী দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে ফুলা আঘাত করিলে গ, গি, গে, ধি, ধু, থে, হয়।

এই বোলগুলি পৃথক্ পৃথক্ ডাইনা ও বাঁয়াতে অভ্যাস করিয়া নিম্ন-লিখিত বোলগুলি অভ্যাস কর। যখন উভয় হস্তের জড়তা দূর হইবে; তখন ঠেকা, মাত্রা ও বোল সংযোগ সাধন করিবে।

১। ধা ধা তেরে কেটে, ধা ধা দিন্ তা, তাকে তাকে তেরে কেটে, ধা ধা দিন্ তা।

২। ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে, কেটে তাগ্ তেটে কেটে, তাগ্ তেটে ঘেঘে তেটে, কেটে তাগ্ তেটে কেটে।

৩। তেরে কেটে তাকে তাকে, তেরে কেটে তাক্ দেৎ, কেটে তাগ তেরে কেটে, তাক্ দেৎ তেরে কেটে।

৪। তাক তেরে কেটে তাক্, তাক্ দী কেটে তাক্, তেরে তেরে কেটে

+ ৩ ০ ১
১৮। খেম্‌টা—ধা টে ধে, না তে নে, তা টে ধে, না ধে নে।

+ ১
১৯। কাশ্মীরিখেম্‌টা—ধিক্ ধা ধা তিনা।

+ ১
২০। দাদ্‌রা—ধা ঘেড়ে নাক্, ধা কেড়ে নাক্।

+ ১
২১। কাহার্ব্বা—ধাগেন্ তিন্ তাকে ধিন্।

+ ৩ ০ ১
২২। যৎ—ধা ধিন্, ধাগে তিন্, না তিন্, ধাগে ধিন্।

+ ১
২৩। পোস্তা—ধিন্ ধাগে তিনতা।

+ ৩ ০ ১
২৪। ঠুংরী—ধেধা কিটি নেধা কিটি।

বিশেষ প্রয়োজনে নীতির অনুসরণ অনাবশ্যক।

সম্পূর্ণ।

ব্যায়াম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

—oo—

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে

শ্রী[illegible]ধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১০

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৫০

ব্যায়াম।

দুই একটী কথা।

পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে ব্যায়াম শিক্ষা অধিকতর প্রচলিত ছিল। ব্যায়াম-শিক্ষা কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। তাহার ফলও তাঁহারা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বকার বঙ্গবাসীগণের বীরত্ব, অদ্ভুতকীর্ত্তি এখন অমূলক গল্পমাত্র হইয়াছে। এইরূপ গল্প আমাদের নিকট এখন উপকথা! নির্জ্জীব দুর্ব্বলব্যক্তি দ্বারা কোন কার্য্যই সাধন হয় না। আজ কাল অনেকের মত, "ভদ্রলোকের পক্ষে ব্যায়াম শোভা পায় না" কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, শরীর দুর্ব্বল হইলে, শিক্ষা ও উপার্জ্জনাদি কিছুই হয় না। রুগ্ন-শরীর সংসারের অনিষ্টই সম্পাদন করে, তদ্দ্বারা উপকারের কোন প্রত্যাশাই নাই।

ব্যায়াম যে অবশ্যকর্ত্তব্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে যে ব্যায়ামশিক্ষা কর্ত্তব্য, মানসিক শিক্ষার সহিত শারিরীক শিক্ষা যে আবশ্যক, তাহা অনেকেই এখন বুঝিতেছেন, সুতরাং ব্যায়ামের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব?

ব্যায়ামকারীগণের নিম্ন কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

১। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন।

২। সকালেই কিছু জলযোগ করিবেন।

৩। পান ভোজন যাহা বলকারক ও পাচক, তাহাই ব্যবহার করিবেন।

৪। ব্যায়ামকালে গঞ্জিফ্রক, পেনটুলেন, কোট ও ট্রাওজার অথবা কাপড় এমন ভাবে মালকোঁচা করিয়া পরিবেন, যেন কোন দিক ঝুলিয়া না থাকে। হিন্দুস্থানীর মত ল্যাঙ্গটীও ব্যবহার করিতে পারেন। যাঁহারা কাপড় পরিবেন, তাঁহারা কাপড় পরিয়া এক খানি চাদর বা কোমরবন্ধ দ্বারা কটীদেশ বদ্ধ করিবেন।

৫। ব্যায়াম স্থানে শীতল জল ও পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড উপস্থিত রাখিতে হইবে।

৬। ব্যায়াম স্থানের মৃত্তিকা উচ্চ, নীচ বা কঠিন না হয়। সেই স্থান এক হাত গভীর বালুকা দ্বারা সমতল করিতে হইবে।

৭। অধিক পরিশ্রম হইলে ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

৮। ব্যায়াম শেষ হইলে এক ঘণ্টা কাল বায়ু সেবন করিবেন।

এই কয়েকটী নিয়ম স্মরণ রাখিয়া ব্যায়াম করিলে সত্বরই শরীরের উৎকর্ষতা বুঝিতে পারা যাইবে।

ব্যায়ামের আবশ্যকতা।

মানসীক বৃত্তি সকল পরিচালন করিলে যেমন ঐ বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইয়া চিত্তের সম্যক্‌রূপ উৎকর্ষ সাধন করে, তদ্রূপ শারিরীক শ্রমের দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালন জনিত শ্রম দ্বারা যে শারিরীক বলবৃদ্ধি ও শরীরের স্ফূর্ত্তি বিধান হয়, ব্যায়ামকারীগণই তাহার উপমাস্থল। বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি মানসীক উৎকর্ষ সাধন ও শারিরীক বল ও স্ফূর্ত্তির অপেক্ষা করে। মন অসুস্থ থাকিলে যেমন কোন মানসীক বৃত্তিই উত্তেজিত হইতে পারে না, তদ্রূপ দুর্ব্বল শরীরেও কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। আমার বিবেচনায় বালকদিগকে প্রথমেই বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি মানসীক বৃত্তি পরিচালনা করিতে না দিয়া অগ্রে তাহাদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা প্রদান দ্বারা শরীরের বল বিধান করিয়া, পরিশেষে মানসিক বৃত্তির পরিচালনে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানসীক পরিশ্রমে দৈহিক শক্তির হ্রাস হয়, শাস্ত্রে কথিত আছে;

"চিতাচিন্তাদ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং॥"

মানসীক পরিশ্রম মাত্রেই চিন্তা মূলক, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব বালকদিগের তরুণ শরীর অগ্রেই মানসীক পরিশ্রম দ্বারা ক্লিষ্ট ও শারিরীক-শক্তিবিহিন হইলে কখনই তাহারা সর্ব্বদা সুস্থশরীরে থাকিতে পারে না এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে কোন ক্রমেই আর অধিককাল মানসীক বৃত্তির পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় না। ব্যায়ামানুশীলনের বিশেষ গুণ এই যে, তদ্দ্বারা শরীর সবল, সুস্থ ও দৃঢ় হয়। যে হেতু, ব্যায়ামানুশীলনে শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং দেহা-

ভ্যন্তরস্থ ক্লেদাদি স্বেদজলরূপে বহিস্কৃত হইয়া শরীরকে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ও সুস্থ করে। ভূমণ্ডলে মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া অধিককাল জীবিত থাকিতে যত্ন করা সকলেরই নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দুর্ব্বল ব্যক্তির অপেক্ষা বলিষ্ঠ ব্যক্তি যে সাধারণত দীর্ঘজীবী, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। শরীর বলিষ্ঠ করার প্রধান উপায় ব্যায়ামানুশীলন।

মানব মাত্রেরই দুই প্রকার বৃত্তি আছে, শারিরীক ও মানসীক। ইহার একের অভ্যাসে অন্যের অপকর্ষ। কেবল মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিলে, দিন দিন শরীর বলহীন, রুগ্ন ও শুষ্ক হইয়া এক প্রকার অদ্ভুত জীবরূপে পরিণত হইয়া অন্যের বিদ্রূপভাজন হইতে হয়। শুদ্ধ শারীরিক বৃত্তির উত্তেজনা করিলে মনের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইয়া নিতান্ত পরুষ প্রকৃতি ও অন্যেয় শ্লেষের পাত্র হইতে হয়। এই উভয়বিধ বৃত্তির পরিচালনায় উভয়ের বৃদ্ধি সাধন হইলে মনুষ্য নামের যথার্থ কার্য্য করা হয়। অনেক সভ্যদেশবাসীদিগের এই প্রকার মত যে, রোগ-শূন্য সবল শরীরই সতেজ বুদ্ধিবৃত্তির আবাসস্থল। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত বালকগণের বিদ্যানুশীলন করিয়া চিত্তের উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে ব্যায়ামানুশীলন দ্বারা শরীর বলশালী করা যে নিতান্ত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, তাহা স্বীকার করেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে বিদ্যালয়ে বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা শরীর সবল করিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতেই তদ্দেশবাসী জনগণ এতাদৃশ সুস্থকায় ও সমধিক বুদ্ধিজীবী। এক্ষণে আমাদিগের দেশে এইপ্রকার নিয়মই প্রচলিত হইয়াছে যে, সন্তানগণ বিদ্যানুশীল করিয়া কোন রূপে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার পালন করিতে পারিলেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল; কিন্তু কি উপায়দ্বারা যে সন্তানগণ দীর্ঘজীবী ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারিবে, তৎপক্ষে দৃষ্টি নাই। এই প্রকার বিবেচনাই ব্যায়ামানুশীলনে বিরত থাকার কারণ। বাস্তবিক কেবল শারিরীক বলবিধানের চেষ্টায় রত থাকিয়া সাংসারীক কার্য্যসমূহে পরাঙ্মুখ থাকাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

সাংসারীক বিষয় নির্ব্বাহে রত থাকিলে সাংসারীক কার্য্যকলাপ আরও সুচারু ও সুশৃঙ্খলরূপে সমাধা হইতে পারে। এরূপ অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, যাঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মানসীক পরিশ্রমে বিরত

থাকিয়া কেবল মাত্র শারিরীক পরিশ্রম দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বল-বিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং যাহাদিগের মানসীকবৃত্তি মাত্রেই নিস্তেজ হইয়াছে, তাঁহারা তৎপরে বিদ্যানুশীলনে রত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের মেধা পুনর্জ্জীবিত ও অসামান্য তেজবিশিষ্ট হইয়াছে, এবং অবশেষে অচিরাৎ বিলক্ষণ বিদ্যাবিৎ বলিয়া জনসমাজে আদরণীয় হইয়াছেন।

শ্রম যাহাদিগের অভ্যাসসিদ্ধ, তাহারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, যাহার যে কোন নৈপুণ্য থাকুক না কেন, শ্রমাভ্যাস না থাকিলে তৎসমুদায়ই রুদ্ধ-প্রায় থাকে, শ্রমবিমুখ ব্যক্তি কোন কার্য্যেই সফল কাম হয়েন না, পরিশ্রমই সকল সুখের নিদান। শ্রমশীলব্যক্তি, সকল কার্য্যেই দক্ষতালাভ করিতে পারেন, অতএব মানবমাত্রেই ব্যায়ামানুশীলন কর্ত্তব্য।

ব্যায়াম কি কি ?

মল্লক্রীড়া বা কুস্তী করিতে হইলে প্রথমত একটী সমতল প্রসস্ত ভূমি চুর্ণ মৃত্তিকা বা বালুকা দ্বারা আবৃত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু উক্ত মৃত্তিকা বা বালুকা চালনী দ্বারা অগ্রে এরূপ ভাবে চালিতে হইবে যে, তাহাতে কঙ্করাদি কোন প্রকার অঙ্গ-ক্ষতকর কঠিন দ্রব্য না থাকে। মুদ্গর, সাস্তোলা, সামলা এবং নেজাম, এই কয়েকটী মল্লক্রীড়ার প্রাধান উপকরণ। ইংলণ্ডীয় ব্যায়াম (Gymnastic) করিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র অনাবৃত স্থান আবশ্যক। উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত স্থানটী অনাবৃত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহার প্রধান উপকরণ হোরাইজণ্ট্যাল বার (Horizontal bar), প্যারালিলবার, (Parllel-bar), ল্যাডার (Ladder), ট্র্যাপিজিয়াম (Trapezium), রিং (Ring), উডেন হর্স (Wooden horse) ইত্যাদি। প্রসস্ত নির্জ্জন স্থানই ব্যায়মের সম্যক্ উপযোগী, এবং তীর, ধনু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন। আপন মস্তকাপেক্ষা এক হস্ত দীর্ঘ যষ্টি, যষ্টিক্রীড়ার উপযোগী। সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইলে নাভীগভীর পুষ্করিণীর প্রয়োজন এবং একজন প্রকৃত সন্তরণবেত্তার উপদেশ ও নিকটে অবস্থিতির আবশ্যক।

পূর্ব্বোল্লিখিত উপকরণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, কোন উপকরণ জীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, নতুবা তদ্বারা অনিষ্ট ঘটনার নিতান্ত সম্ভাবনা।

Soon gotten soon spent.

পরিচ্ছদ।

ব্যায়ামকারীদিগের সামান্য পরিচ্ছদ ধারণ করাই কর্ত্তব্য। দেশকাল ও পাত্র ভেদে পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান-দেশে ব্যায়ামকালে পেণ্টুলন কোর্ট প্রভৃতি পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; হিন্দুস্থানীরা লেঙ্গটী অথবা জাঙ্গিয়া মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশও জাঙ্গিয়া বা লেঙ্গটী পরিধান করিয়া ব্যায়ামাভ্যাস করা উচিত। কেহ কেহ ব্যায়ামকালে মস্তককে ধুলি হইতে রক্ষা করণ মানসে টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত অহিতকর ইহাতে মস্তিষ্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। ব্যায়ামকালে মস্তকে অনাবৃত রাখাই কর্ত্তব্য।

খাদ্য।

"অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলীভিষক্॥"

দেশ কাল বিশেষতঃ জলবায়ুর বিভিন্নতা প্রযুক্ত খাদ্য দ্রব্যের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শীতপ্রধানদেশে মাংস অধিক পরিমাণে আহার করিলেও পীড়া-জনক হয় না বরং তাহাতে শরীরের বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন ও বলবিধান হয়। উষ্ণপ্রধানদেশে মাংসাহার করা অবিধেয়, যেহেতু তদ্বারা অজীর্ণাদি রোগ সঞ্জাত হইয়া শরীরকে বলহীন এবং অচিরাৎ অকালে কালের করালগ্রাসে পাতিত করে। বঙ্গদেশে মাংস অধিক পরিমাণে আহার না করিয়া অল্প পরিমাণে আহার করিলে বিশেষ হানিজনক হয় না। এই দেশবাসী জন-গণ যে অধিকাংশই অনিয়মিত ও অপরিমিত ভোজনে রোগগ্রস্থ হয়েন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এতদ্দেশে সাধরণতঃ তণ্ডুল, গম, ছোলা, ময়দা, দুগ্ধ এবং তরকারির মধ্যে আলু, কাঁচকলা, কাঁটালের বীজ, মানকচু, ডুম্বুর পটল, মোচা প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই শরীরের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, শাকাদির বিশেষ কোন গুণ নাই, অতএব পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ব্যায়ামকারীদিগের পক্ষে গম, আতপতণ্ডুল, ছোলা বিশেষ উপকারী। ঘৃতপক্ক বা তৈলময় দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিলে শরীরের পক্ষে ক্ষতি হয়। আহারকালে বিষম সংযোগ না হওয়ার পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মাংসের সহিত দুগ্ধ ও লবণ মিশ্রিত দুগ্ধ ইত্যাদি। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে আহার করা উচিত নহে, ক্ষুধার

সময়ে পরিমিতরূপে আহার করা উচিত, অর্থাৎ এরূপ আহার করিবে, যাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় অথচ শরীরে কোন প্রকার গ্লানি-ভাব লক্ষিত না হয়, নতুবা শরীরে বিঘ্ন জন্মে। আহার করিবার অগ্রে এবং পরে অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। আহারের পর বিশ্রাম করিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করা উচিত; কথিত আছে,

"ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবন্ন বিকৃতিংগতঃ।
ততঃ শতপদং গত্বা বামপার্শ্বেতু সংবিশেৎ॥"

পশ্চাৎ লম্ফন।

দুই দিকে দুইটী কাট পুঁতিয়া তাহার দুইদিকে একগাছি রজ্জু বাঁধিবে। লম্ফন শিক্ষাকালে কাষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন রজ্জুর দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াও, পদদ্বয় যোড় করিয়া লম্ফত্যাগ পূর্ব্বক রজ্জু ডিঙ্গাইয়া অপর দিকে যাও। এইরূপ লম্ফন কালে, পদদ্বয় রজ্জু সংলগ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অতএব এই সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

একপদে উত্থান ও ডন।

পদদ্বয় সংবত করিয়া সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তৎপরে একপায়ে দাঁড়াইয়া ক্রমান্বয়ে উপবেশন কর। পুনরায় ঐরূপ প্রকারে একপায়ে উপবেশন করিয়া দ্বিতীয় পদ প্রসারিত কর ও এক পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে করিলে পদদ্বয় বলযুক্ত হয়।

প্রথমে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মস্তক ক্রমে ক্রমে পাশ্চাৎদিকে নিচু করিয়া হস্ত দ্বারা ভূমি স্পর্শ কর।

উক্ত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে একটী প্রোথিত কাষ্ঠ বা প্রাচীরকে পশ্চাতে রাখিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক, কারণ প্রথম শিক্ষার্থিগণের তাহা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা করিলে, কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অগ্রে পা জোড় করিয়া সরলভাবে দাঁড়াও, পরে মস্তক ক্রমে পাশ্চাৎ-দিকে নিচু কর। এইরূপে ক্রমান্বয়ে মস্তক, গ্রীবাদেশ, তৎপরে কটীদেশ পর্য্যন্ত নিচু করিয়া উভয় হস্ত ভূমিতে রাখিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করত পুনর্ব্বার মস্তক ভূমি হইতে উঠাইয়া ক্রমে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমত সরলভাবে

দাঁড়াও। অভ্যাসের উন্নতির সহিত ক্রমে বিনা অবলম্বনে এই ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে এই ব্যায়ামে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে যে, যদ্যপি পশ্চাৎদিকে কোন বস্তু রাখা যায় তাহা হইলে বিনা কষ্টে মস্তক ঐরূপ নত করত দন্ত দ্বারা উঠাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার সেই-রূপ সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতে পারিবে।

এইরূপ শিক্ষায় শরীরের বিশেষ উপকার হইবে, ইহার দ্বারা কটিদেশ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং গ্রীবাদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বলশালী হয়।

পদ জোড় করিয়া সম্মুখ ভাবে (উল্টাইয়া) অবস্থিতি কর। পা উল্টা-ইবার কালে দুই হাতের উপর ভর দিয়া ভূমি হইতে ঊর্দ্ধদিকে বলে নিক্ষেপ কর ও উল্টাইয়া সহজভাবে অবস্থিতি কর।

নিম্নপাদের উপর ঊর্দ্ধপদ হওন।

শূন্যে অন্যব্যক্তির হাতের উপর ভর দিয়া ঊর্দ্ধপদে অবস্থান। প্রথমে এক ব্যক্তি সরল হইয়া দাঁড়াও, পরে অপর এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রথম ব্যক্তি এক্ষণে সম্মুখস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির বাহুদ্বয় (কফোণি বা কনুইয়ের উপরিভাগ,—অপ-ভ্রংশ ভাষায় যাহাকে হস্তের গুল বা গুলি কহে) দৃঢ়রূপে ধারণ কর; দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির হস্তের উক্ত অংশ দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তৎপরে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তি সবলে উত্তোলন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠাও, এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঊর্দ্ধদিকে সরল করিয়া দাও ও নিম্নস্থ চিত্রের ন্যায় অবস্থিতি কর। এই ব্যায়ামে উভয় ব্যক্তিরই হস্তের বল-বৃদ্ধি হয় ও দ্বিতীয় ব্যক্তির শরীর লঘু হয়।

ঊর্দ্ধপদে হস্ত দ্বারা ভ্রমণ।

পদদ্বয় একত্র করিয়া সরলভাবে দাঁড়াও। হস্তদ্বয় ভূমে স্থাপন পূর্ব্বক সমুদয় শরীর ঊর্দ্ধে রাখিতে যত্ন কর, এইরূপে হস্তের উপর ভর দিয়া শরী-রকে শূন্যে রাখিতে সমর্থ হইলে ঐরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া উভয় পদ পশ্চাৎদিকে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে হেলাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে ধীরে ধীরে বাম হস্তের উপর সমুদায় শরীরের ভর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে বাড়াইয়া দাও; এইরূপে ক্রমান্বয়ে হস্তদ্বয় অগ্রসর হইতে পারিলেই হস্ত

দ্বারা ভ্রমণ করিতে পারিবে, সম্মুখ ভাগে গমন শিক্ষা হইলে ঐরূপে পশ্চাতে গমন করিতে শিক্ষা করিবে।

হরাইজন্‌দাল।

আপন পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পরিমাণ লইয়া, তাহা হইতে দুই হস্ত উচ্চ হয়, এরূপ চতুর্দ্দিকে আট ইঞ্চ্‌ বা দশ ইঞ্চ্‌ পরিমাণ চতুষ্কোণ দুই খণ্ড কাষ্ঠকে গোল করিয়া কুঁদিয়া তাহার উপরিভাগে একটী করিয়া উভয় কাষ্ঠে একটী গোলাকার ছিদ্র কর। (ছিদ্র দুইটী এরূপ বৃহৎ হইবে যে, তাহার মধ্য দিয়া চারিদিকে তিন বা চারি ইঞ্চ পরিমাণে একটী গোলাকার দণ্ড, অনায়াসে প্রবেশ করান যাইতে পারে) পরে চারি হস্ত লম্বে একটী গোলাকার লৌহদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া একটী প্রসস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে উক্ত লৌহদণ্ড পরিমাণ স্থান ব্যবধান রাখিয়া দুই দিকে দুইটী খুঁটি দণ্ডায়মান করাইয়া রাখ, পরে পূর্ব্বোক্ত লৌহদণ্ডটীর উভয় পার্শ্বে, উভয় কাষ্ঠের (খুঁটির) ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। লৌহদণ্ডের এক পার্শ্ব, প্রথমে একটী খুঁটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দণ্ডের উভয় পার্শ্বে এরূপভাবে খিল আঁটিয়া দাও, যাহাতে দণ্ডটী খুঁটি হইতে খুলিয়া না যায়। এক্ষণে চতুর্দ্দিকে কৌশল পূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে টানা বাঁধিয়া সমরৈখিক ভাবে দণ্ডটীকে দাঁড় করাও। টানার রজ্জু স্থূল ও শক্ত হওয়া উচিত এবং উক্ত টানাটীও এত দৃঢ় হওয়া উচিত যে, দুই তিন জন বলবান ব্যক্তিও খুঁটিদ্বয়কে বলপুর্ব্বক ঠেলিয়া কাঁপাইতে না পারে।

দণ্ডধারণ, আকুঞ্চন ও প্রসরণ।

সমরৈখিক দণ্ড প্রস্তুত ও প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইলে দণ্ডটী ধারণ কর, দৃষ্টি সম্মুখে এবং পদদ্বয় সরলভাবে ঝুলাইয়া রাখ। নিম্নে চিত্র দৃষ্টি কর।
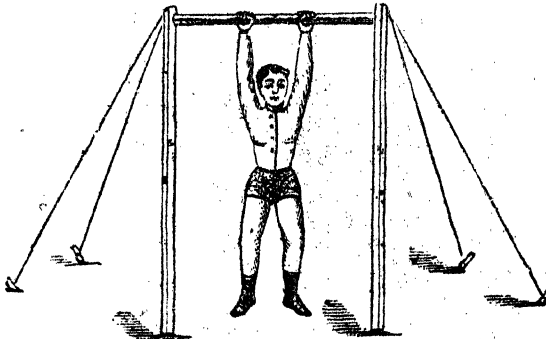
উপরোক্ত চিত্রানুযায়ী অবস্থিতি করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা দণ্ডটীকে আকর্ষণ করত, আপন শরীরকে ঊর্দ্ধে উঠাও। উভয় হস্ত দ্বারা দণ্ডটী টানিয়া শরীরকে উর্দ্ধে উঠাইবার কালে হস্তদ্বয় আকুঞ্চিত হইবে। পরে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া শরীরকে পূর্ব্বানুরূপ রাখ, বার বার এইরূপ করিলে ক্রমে হস্তদ্বয়ের বল বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে দণ্ডের ক্রিড়া সমাপ্ত হইলে তখন অন্যান্য নানাবিধ কঠিন প্রক্রিয়া সাধনে আপনা হইতেই ক্ষমতা জন্মিবে।

প্যারেলিল বার।

প্রায় ৫ হাত দীর্ঘ, ৪ ইঞ্চি বেধ, ৩ ইঞ্চি পরিসর এবং উপরি ভাগ বৃত্তাকার, এরূপ দুইটী কাষ্ঠ খণ্ড, ৪ ফিট উর্দ্ধে ৪টী খুঁটির উপর পরস্পর ১৮।২০ ইঞ্চি ব্যববানে সমান্তর ভাবে রাখিবে। ইহাকে প্যারেলিল বার কহে। ইহারা পরস্পর নীচের ভূমির সহিত যেন সমান্তরাল থাকে। চারিটী খুঁটি, দুই হাত পরিমাণ মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিবে। ইহা ইচ্ছামত উচ্চ বা নিম্ন করিয়া প্রস্তুত করা যায়। পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট বালক-দিগের জন্য ২ ফিট উচ্চ, মধ্য বয়স্ক বালকদিগের জন্য ৩ ফিট উচ্চ ও যুবকদিগের জন্য ৪ ফিট উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা বাঁশের দ্বারাও প্রস্তুত করা যায়। বাঁশের প্যারেলিল বার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, মধ্যে মধ্যে শিথিল হইলে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে, সচরাচর শাল অথবা সেগুন কাষ্ঠেরই ভাল হয়। কাষ্ঠ সারযুক্ত দেখিয়া লইতে হইবে।

যদি প্যারেলিল বার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়, তবে কাষ্ঠের উপর প্রস্তুত করা, এবং যোড়ের স্থানে পেঁচযুক্ত কাঁটার দ্বারা বদ্ধ রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে ইচ্ছামত খুলিয়া অনায়াসে বাঁধিয়া লওয়া যায়।

আমি প্রথমে অল্প ব্যয়ে বাঁশেরই প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিই। কেন না, ইহাতেই সহজে সকল প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিতে পারিবে, তবে সমর্থ হইলে কাষ্টের করাই ভাল।

প্যারেলিল বারে আরোহণ।

দুই হস্ত দ্বারা পার্শ্বের দুইটী বার চাপিয়া ধরিয়া দুই বারের মধ্যে দাঁড়াও, লম্ফ দিয়া উঠিয়া ও দুই বারের উপর দুই হস্তের ভর দিয়া, সরল ও লম্বভাবে শূন্যে অবস্থিতি কর। পুনরায়ভূমিতে অবরোহণ কর। এই প্রকার পুনঃ পুঃন অভ্যাস কর।
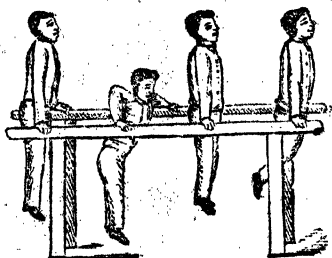
প্যারেলিল বারে দোলন।

দুই দণ্ডের উপর দুই হস্তের ভর দিয়া শূন্যে লম্বভাবে থাক। দুই পদ সরলভাবে একত্র কর। এই অবস্থাতে পশ্চাতে ও সম্মুখে পদ দ্বারা দুলিতে আরম্ভ কর। দোলন ক্রমে এমত বৃদ্ধি কর যে, সম্মুখে দুলিতে দুলিতে পদদ্বয় যেন প্রায় মস্তক অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠে।

দুই হাতে বার ধরিয়া হাতের উপর ভর দিয়া ও দুই পা শূন্যে লম্বভাবে রাখিয়া দাঁড়াও। এই অবস্থাতে বক্ষঃস্থল ক্রমে ক্রমে অবনত কর। দুই কনুই যেন বক্র হইয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ দিকে যায়, এবং দুই বারের সহিত সমান ভাবে উচ্চ থাকে।

এই অবস্থাতে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া পুনরায় উঠিয়া পূর্ব্ববৎ হও। ইহাতে বক্ষঃস্থল প্রসারিত ও মাংসল হয়।

মুদগর।

সম্মুখে এক হাত পরিমাণ অন্তরে মুদগর রাখ। দুই পা পরস্পর এক হাত পরিমাণ অন্তরে পার্শ্বের দিকে প্রসারিত করিয়া সরল ভাবে দাঁড়াও, বক্ষঃস্থল যেন ঠিক সরল ভাবে থাকে। সম্মুখে কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া মুদগরের গোড়া পশ্চাৎ দিকে ধর, এবং দুইহস্তে মুদগর লইয়া দাঁড়াও। ঈষৎ দোলাইয়া দক্ষিণ হস্তের মুদগর বলপূর্ব্বক উর্দ্ধ দিকে উত্তোলন কর। তৎকালে হস্তের মুষ্টি যেন দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করে। পরে মুদগর পশ্চাৎদিক দিয়া পৃষ্ঠদেশের সমান্তর ভাবে ঘুরাইয়া মুদগরের সহিত মুষ্টি পুনরায় দক্ষিণ

স্তনের নিকট পূর্ব্ববৎ রাখ। (চিত্র দেখ।) দক্ষিণ হস্তে মুদ্গর পরিচালন
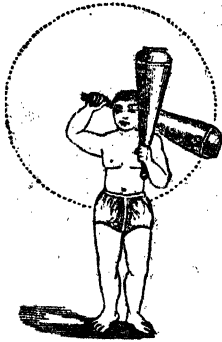
ভালরূপ অভ্যাস হইলে বাম হস্তে অভ্যাস করিবে, এবং বাম হস্তে অভ্যাস হইলে এক সময়ে দুই হস্তে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া অভ্যাস করিবে। এক সময়ে দুই হস্তে অভ্যাস করিতে হইলে দুই হস্তে দুই মুদ্গর উত্তোলন করিয়া দুই মুষ্টির প্রথমতঃ দুই স্তনের নিকট রাখিবে। পরে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া দুই হস্তের মুদ্গর পরিচালন করিবে। দুই মুদ্গর একেবারে পরিচালন করা যায় না। এক মুদ্গর পশ্চাৎ দিক দিয়া ঘুরিয়া স্তনের নিকট আসিলে অপর মুদ্গর পরিচালন আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ বার বার ঘুরাইয়া বাহু ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বাহুর শক্তি যেমন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। পরিচালন করাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অধিক করিয়া অভ্যাস করিবে।

দুই হস্তে দুই মুদ্গর ধরিয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হও। দুই বাহু ও হস্ত দুই পার্শ্বে প্রসারিত কর। এ সময় দুই মুদ্গরের অগ্রভাগ যেন উর্দ্ধে থাকে। বাম হস্তের মুদ্গর হস্তের বাহিরে পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া সম্মুখে স্কন্ধের নিকট দিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে আনায়ন কর। এ যাবৎকাল বাহু ও হস্ত যেন প্রসারিত থাকে। পরে দক্ষিণ হস্তের মুদ্গর বাম হস্তের মুদ্গরের ন্যায় ঘুরাইয়া পূর্ব্বস্থানে আন। পরে দুই হস্তের মুদ্গর এক সময়ে ঘুরাইয়া উন্নত কর। আবার এক হস্তের মুদ্গর সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ববৎ ঘুরাও এবং পশ্চাতে ঘুরাইয়া পূর্ব্ববৎ রাখ।

দুই পদ উর্দ্ধে রাখিয়া স্কন্ধ ও কটিদেশ ঠিক করিয়া আস্তে আস্তে পর্য্যায় ক্রমে হস্ত তুলিয়া অগ্রসর হও, দুই পদ যেন এক ভাবে উর্দ্ধেই থাকে। অগ্রসর হওয়া অভ্যাস হইলে ঐ ভাবে পশ্চাৎদিকে গমন অভ্যাস কর। অগ্র পশ্চাতে গমন অভ্যাস হইলে দক্ষিণে বামে ও অন্যান্য দিকে ইচ্ছামত হস্তদ্বারা গমন অভ্যাস করিও।

ময়ূর হওয়া।

দুই হাত ভূমিতে রাখিয়া পদদ্বয় ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ কর, এবং ক্রমে ক্রমে দুই পদ পশ্চাৎদিকে আস্তে আস্তে অবনত কর; যেন দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মস্তক স্পর্শ করে। এই অবস্থাতে চারিদিকে চল। চলন যখন ভালরূপ অভ্যাস হইবে, তখন দক্ষিণহস্ত দ্বারা পরে বাম হস্ত দ্বারা মুখ স্পর্শ কর। ইহাকে "ময়ূরে খুঁটে খাওয়া বলে"। এটী ভালরূপ অভ্যাস হইলে দুই হাত একবারে উঠাইয়া অগ্রে চল। দুইপদ দ্বারা যে প্রকার লম্ফন কর, দুই হস্ত দ্বারা সে প্রকার অভ্যাস করা অতি কঠিন। বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ শক্তি পরিচালন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। যাহাদিগের এটি অভ্যাস করিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইবে, তাহাদিগের ইহা অভ্যাস করিবার কোন আবশ্যক নাই। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতিকষ্ট স্বীকার করিয়া কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করিবার আবশ্যক নাই। যাহার নিকট যে যে ব্যায়াম সহজবোধ্য হয়, তাহা অভ্যাস করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে।

সিঁড়ি।

একখানি পরিষ্কার কাঠের সিড়ি আনিয়া এই খেলা শিক্ষা করিবে। সিড়িতে উঠিবার সময় দুইপদ যেন শূন্তে ঝুলিয়া থাকে। সিঁড়ির উপরের পাখি প্রাপ্ত হইলে পরে ক্রমে ক্রমে এক এক পাখি ধরিয়া নিম্নে নামিবে॥

সমাপ্ত।

সরল চিকিৎসা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
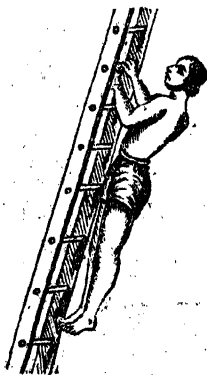
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১১

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ১০ দুই আনা মাত্র।

সরল-চিকিৎসা।

•০•

উদ্দেশ্য।

আজকাল চিকিৎসাগ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা বঙ্গবাসী অতি অল্পই উপকৃত হন। পুস্তকে অনেক বড় বড় কঠিন রোগের ঔষধ লিখিত থাকে সত্য, কিন্তু অতি সামান্য ব্যাধিরও তদ্দৃষ্টে চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আজ কাল চিকিৎসা পুস্তকের প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। আমরা সেই সমস্ত কারণে কয়েকটী সামান্য সামান্য পীড়ার ঔষধ মাত্র ইহাতে লিখিলাম, কিন্তু ইহাতে যে কয়েকটী ঔষধ লিখিত হইল, পাঠকগণ দেখিবেন তাহা কতদূর ফলপ্রদ।

উপদংশ।

। একটী লৌহপাত্রে থুথু (ছেপ) দিয়া একটী জাঙ্গী হরিতকী ঘষিবে; পরে কিয়ৎ পরিমাণে খদীর দিয়া তাহাতে ঘর্ষণ করিবে। যখন ঘন হইবে তখন তিনটী কাঁটা নটীয়ার শিকড় ঘর্ষণ করিলে যে মলম হইবে, সেই মলম উপদংশের ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে অল্পদিনেই ক্ষত নিশ্চয়ই শুষ্ক হইবে। ঔষধে জল না লাগে।

পারদ নিবারণ।

। পারদে শরীর পরিপূর্ণ হইলেও একটী সামান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত পারদ নির্গত করা যাইতে পারে। নাটা নামক এক প্রকার বৃক্ষ প্রায়ই পল্লিগ্রামের ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার গোলাকার বর্ত্তুলবৎ ফলের শস্যও অনেকে অনেক রোগে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই নাটার কচিডগা (অগ্রভাগ) যাহার গাত্রে এখন পর্য্যন্ত কণ্টকাদি জন্মে নাই এবং পত্রাদিও তাদৃশ সতেজ হয় নাই, সেই ডগার অর্দ্ধছটাক পরিমাণ রস বিনাজলে বাহির করিয়া প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে শরীরস্থ পারদ নির্গত হয়।

প্রয়োগ।—শরীরে যদি পারদব্যবহারজনিত ক্ষত পরিদৃষ্ট হয়, ক্ষত হইতে শোণিত ও পুয নির্গত হইতে থাকে, স্থানে স্থানে ফুলা ও তাহার মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন ও নিম্নলিখিত ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা হইলে অতি সামান্য দিনের মধ্যে যেমন শরীরস্থ পারদ নির্গত হইতে থাকিবে, সেই সঙ্গে ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কুকসীমা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ পল্লিস্থ পতিত জমিতে প্রায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কুকসীমার রস নির্গত করিয়া একটী প্রস্তরের বাটিতে রাখিতে হইবে, এবং তাহা হস্তদ্বারা বারম্বার নাড়িয়া যখন তাহা একটু লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে, তখন সেই রস ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে, এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে নূতন রস নির্গত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। সপ্তাহকাল ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

অম্লরোগ।

উৎকৃষ্ট নূতন হরিতকী আনিয়া তাহা অতি অল্প পরিমাণে পেষণ (থেঁৎলাইয়া) করিয়া তাহা নূতন পাত্রস্থ সদ্য দধিতে নিক্ষেপ করিবে। ত্রিশটি হরিতকী ও সেই হরিতকীগুলি ডুবিতে পারে, এই পরিমাণে দধি লইবে। দধির মধ্যে হরিতকীগুলি নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে দিবে। পরদিন প্রাতে পাত্রস্থ দধি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় নূতন দধি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করত রৌদ্রে দিবে। এইরূপ প্রত্যহ দধি পরিবর্ত্তন করিয়া এক সপ্তাহ পরে প্রতিদিন প্রাতে একটী করিয়া হরিতকী সেবন করিবে। হরিতকী সেবন আরম্ভ হইলে তখন আর প্রত্যহ দধি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। ২।৩ দিন অন্তর দধি পরিবর্ত্তন করিবে।

প্রকারান্তর।

যাঁহাদের অম্লশূলে বুক অত্যন্ত কন্ কন্ করে, যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারণ হয় না, তাঁহারা এই সামান্য ঔষধ দ্বারা নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

ঔষধ। প্রতিদিন গুঁড়া চা খড়ি ১০।১২ বার ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। উপসম হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইবে। সকলেই জানেন, সোডা খাইলে সামান্য অম্ল রোগ কিছু উপসম

খোস (পাঁচড়া)।

যদি একবারে শরীর হইতে এই বিষ নির্গত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রাতে এক তোলা ইক্ষু গুড় ও এক তোলা কাঁচা হরিদ্রা সেবন করিলেই খোস আরোগ্য হইবে। এমন কি জীবনে আর কখন এই রোগে কষ্ট পাইতে হয় না।

প্রকারান্তর। খাঁটি শরিষার তৈল ১ পোয়া পরিমাণে লইয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে। তৈল উত্তমরূপ ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে অর্দ্ধ তোলা মনঃশিলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরিশেষে এক ছটাক কুক্‌সীমার রস দ্বারা ঐ তৈলে মূর্চ্ছনা দিবে। আবার কিয়ৎকাল পরে পুনরায় এক ছটাক পরিমাণে কুক্‌সীমার রস মূর্চ্ছনা দিবে। এইরূপে তৈল উত্তমরূপ পাক হইলে একটী পাথরের বাটিতে জল রাখিয়া তাহাতে তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরিশেষে তৈল শীতল হইলে উঠাইয়া পৃথক পাত্রে রাখিয়া দিবে। খোস উত্তমরূপ ধৌত করিয়া এই তৈল প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই আরোগ হইবে, সন্দেহ নাই।

পোড়ার ঔষধ।

দগ্ধ হইবামাত্র পুনরায় দগ্ধ স্থান অগ্নিতে অনেকক্ষণ সেঁক দিলে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় এবং ফোস্কা হয় না। দগ্ধ স্থানে গোল আলু বাঁটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার অবসান হয়। আলু জলদ্বারা বাঁটীলে কোন ফল হইবে না। দগ্ধস্থানে তৎক্ষণাৎ চুণ দিলে তখনই আরোগ্য হয়।

স্নিগ্ধ জোলাপ।

অনেকস্থানে উগ্রজোলাপ ব্যবহার করিয়া অনেকে বিষম পীড়িত হন। সময় বিশেষে স্নিগ্ধজোলাপ প্রযুক্ত না হইলে পরিশেষে অধিক পরিমাণে মল নির্গত হইয়া উদরের নাড়ী পর্য্যন্ত মলের সহিত নির্গত হয়, কোথায়ও বা অতিসার, বিসূচিকা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। তজ্জন্য যে জোলাপ স্নিগ্ধ ও মৃদুবিরেচক [illegible] ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দুইটী স্নিগ্ধবিরেচক নিম্নে লিখিত হইতেছে। ইহার যে কোনটী ব্যবহার করিলেই ফল দর্শিবে।

ঔষধ।—সোণামুখী ১ তোলা, পুরাতন তেঁতুল ১ তোলা, মিশ্রি ১ তোলা, কাবাবচিনি ১ তোলা ও জল ১৫ তোলা। এই কয়েকটী দ্রব্য

১২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে উত্তমরূপে কাৎ বাহির করিয়া পান করিবে।

প্রকারান্তর।—মিশ্রি, কিস্‌মিস্‌ ও সোণামুখীর গুড়া সমভাগে লইয়া বিনা জলে বণ্টন করত বর্ত্তুল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শয়ন কালে ইহার একটী বটিকা সেবন করিলে ইচ্ছামত অর্থাৎ আবশ্যক মত বাহ্য হইবে। কুপিত মল যতটুকু মলযন্ত্রে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ইহা দ্বারা বিনির্গত হইবে, এই জন্য ইহার নাম "ইচ্ছাভেদী বটিকা" হইয়াছে।

গেঁটে বাত।

তিল তৈল এক সের, কবুতরের মাংসের (অর্দ্ধসের মাংস আড়াই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের থাকিতে নামাও) কাত অর্দ্ধসের, ধুতুরার পাতার রস আড়াই সের, অহিফেন আড়াই তোলা, জায়ফল চূর্ণ দুই আনা, হিজ্‌লিপাতার রস অর্দ্ধ পোয়া এবং সুরাসার (স্পীট্‌) এক তোলা। এই কয়েক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে। প্রথমে এক খানি খোলায় তিল তৈল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তৈল যথারীতি উষ্ণ ও ফেণাশূন্য হইলে তাহাতে ধুতুরার পত্ররস ও কবুতরের কাত নিক্ষেপ করিবে। যখন বুঝিবে, তৈলটী উপযুক্ত পরিমাণে পক্ক ও রস শূন্য হইয়াছে, তখন সুরাসার ব্যতিত অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য গুলি নিক্ষেপ করিবে এবং অল্পকাল জ্বাল দিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি তৈলের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে সুরাসার দিয়া নামাইবে। তাহা হইলেই তৈল প্রস্তুত হইল।

প্রয়োগ।—যে যে স্থানে বেদনা অনুভূত হইবে, সেই সেই স্থানে তৈল মর্দ্দন করিলে অতি সামান্য দিনের মধ্যেই বেদনা প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণ ও অম্ল।

পিপুল দুই পল, পিপুলমূল দুই পল, ধনিয়া দুই পল, কৃষ্ণজিরা দুই পল, সৈন্ধব লবণ দুই পল, বিট্‌ লবণ দুই পল, তেজপত্র দুই পল, তালিস পত্র দুই পল; নাগেশ্বর দুই পল, সচল লবণ দুই পল, মরীচ এক পল, শুঁঠ দুই পল, গুড়ত্বক চারি পল, এলাইচ চারি পল, করকচ লবণ চারি পল, দালিম খোলা চারি পল ও অম্লবেতস দুই পল, এই কয় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া প্রতি এক তোলা পরিমাণে পুরিয়া বাঁধিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ ও অম্লরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

হাঁপানিকাশির যন্ত্রণা নিবারণ।

এক তোলা পরিমাণে সোহাগা জলে ভিজাইয়া সেই জলে একখানি ব্লটিং কাগজ উপর্য্যুপরি সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে। হাঁপানির সময় সেই ব্লটিং কাগজ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ধূম নাসিকারন্ধ্রে আকর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ হাঁপানি বন্ধ হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তর।—ধুতুরার বীজ ভাজিয়া (তামাকের মত) ধূম পান করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

টাক।

টাকের উপর যদি দুই এক গাছি চুল থাকে তাহা ক্ষুর দিয়া কামাইয়া সেই স্থানে পরিষ্কার চিনি ও পেঁয়াজ বা লাল জবা ফুল প্রতিদিন তিন চারি বার ঘর্ষণ করিলে নিরাময় হয়।

ফোড়া।

নটের মূল, রক্ত চন্দন, গাওয়া ঘৃত, সিমুলের কাঁটা সমান অংশে লইয়া বাঁটিয়া লাগাইলে ফোড়া আপনা হইতে পাকিবে এবং ফাটিয়া যাইবে।

আমাশয়।

পুরাতন তেঁতুল এক ছটাক এক পোয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল লবণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে আরোগ্য হইতে পারে।

কাঁচা আম্র লবণ সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলেও আমাশয় নিরাকৃত হইয়া থাকে।

অর্শ।

মনসা-সীজের আটা ও হরিদ্রা চূর্ণ সমানাংশে লইয়া প্রলেপ দিলে বলি খসিয়া পড়ে এবং ক্ষতও আরোগ্য হয়। তিল, ভেলা, হরিতকী ও ইক্ষু গুড় সমভাগে নিয়মিত সেবন করিলে অন্তর্ব্বলী নিরাময় হয়।

বিসূচীকা।

সিকি রতি আফিং, সিকি রতি হিং, সিকি রতি গোল মরীচের গুঁড়া লইয়া রতি প্রমান বটিকা জলমাত্র অনুপানে সেবন করাইলে বিশূচিকা নিরাময় হয়। রোগী অবসন্ন হইয়া গেলে আপাংমূল জলে বাঁটিয়া সেবন করাইলে নিরাময় হইবার সম্ভাবনা।

মৃত্যুই যুদ্ধের আহার্য্য স্বরূপ

প্রমেহ।

একটী পুঁই শাকের শিকড় এক পোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া স্নানান্তে সেবন করিবে, পরিশেষে ভিজা কাঁচা কলাইয়ের দাইল শর্করার সহিত সেবন করিবে, তাহা হইলে তিন দিনে প্রমেহ আরোগ্য হইবে।

বমন নিবারণ।

একছটাক ইক্ষু চিনির সরবতের সহিত দশ বারটী কচি আঁবের পাতা রগড়াইয়া সেই সরবৎ সেবন মাত্রেই বমন নিবারণ হইবে।

আঁচিল।

হরিদ্রাদগ্ধ চুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আঁচিলের উপর প্রলেপ দিলে আঁচিল খসিয়া পড়ে।

বাঘী।

ভেলার আঠায় নেকড়া ভিজাইয়া তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচুণ মাখাইয়া পটি দিলে একরাত্রেই বাঘী বসিয়া যায়।

শীরঃপীড়া।

কুলপাতার উল্টা দিকে কলিচুণ মাখাইয়া রগে দিলে শীরঃপীড়া তৎ-ক্ষণাৎ নিবারণ হয়।

ছুলি।

পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘষিয়া সূর্য্যপক্ক করত প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

সম্পূর্ণ।

জ্যোতিষ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

—oo—

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১২

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

৫৩

জ্যোতিষ।

একটী কথা।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সর্ব্ব-কার্য্যেই জ্যোতিষের সাহায্য লওয়া হইত। কর্ম্মচারী নিয়োগে, বিবাহে, গমনে, অধিক কি প্রত্যেক কার্য্যে জ্যোতিষের ফলাফল গ্রাহ্য হইত, সেই জন্য মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব সংহিতায় জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধুনা এই মহোপকারী শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার একমাত্র কারণ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা। এই সুমহান্ শাস্ত্র যাহা বহুদিন অধ্যয়নেও আয়ত্ব করা কঠিন হইত, এখন তাহা বর্ণজ্ঞানশূন্য আচার্য্যগণের অবলম্বন হইয়াছে। তাহারা দুই একটী সামান্য বিষয় শুনিয়াই গণনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং ফলও হয় না, লোকেও বিশ্বাস করে না। এ অবিশ্বাস লোকের দোষে নহে, শিক্ষা ও আচরণের দোষে। এক্ষণে এই শাস্ত্রের প্রতি সাধা-রণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য কতিপয় সহজ বিষয় ইহাতে লিখিত হইল। আশা আছে, এই সহজ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া পাঠক ইহার মূলতত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে অধুনা যে সকল গ্রন্থ সাহিত্যসংসারে বর্ত্তমান আছে, তাহার অধিকাংশ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেই হেতু এই গ্রন্থ সে সকল পুস্তক হইতে সংগৃহীত হয় নাই। প্রাচীন তামীলভাষায় লিখিত সুব্রহ্মণ্য সংগৃহীত "জ্যোতিষ"গ্রন্থ এই অনুবাদের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থের সমস্ত অংশই পরীক্ষিত, সেই হেতু ইহা জগতের সতেরটী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এগ্রন্থের কেহই তত্ত্ব জানিতেন না। এই অমূল্য গ্রন্থ সুদূর মান্দ্রাজ প্রদেশের জনৈক মহারাষ্ট্রপণ্ডিতের নিকট ছিল, তাঁহার নিকট হইতেই ইহা বহুযত্নে বহুচেষ্টায় আনাইয়া অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টে কররেখাগণনা (Palmistry), পদচিহ্ন ও শরীর লক্ষণ (Physiognomy), ললাটরেখা (Metophoscopy), তিলাদিচিহ্ন

জ্ঞান (Moles), গ্রহজ্ঞান (Astrology), স্বপ্নজ্ঞান (Physiognomy of Dreams) প্রভৃতি সমস্তই গণনা করিতে পারিবেন।

করকোষ্ঠি।

যে শাস্ত্রবলে হস্তের রেখা দেখিয়া জন্ম, আয়ু, বিবাহ, সন্তান, বিপদ ও সম্পদাদি অনায়াসে প্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায়, তাহারই নাম করকোষ্ঠি। ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় যে করচিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার সম্যক বিবরণ লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ এই আদর্শহস্তের সহিত নিজ হস্ত মিলাইলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

প্রত্যেক মানবের হস্তে গ্রহ সমূহ বর্ত্তমান আছে। হস্তের যে যে স্থানে যে যে গ্রহের অবস্থান এবং তাহার চিহ্ন ও বিবরণ লিখিত হইতেছে।

শু—শুক্র, বৃ—বৃহস্পতি, শ—শনি, র—রবি, বু—বুধ, চ—চন্দ্র, ম—মঙ্গল।

এই সাতটী গ্রহ মানবের হস্তে বর্ত্তমান।

মানবের অদৃষ্টে রাশী, কাল ও লক্ষণাদির পরিবর্ত্তনে এক একটী গ্রহের ভোগ হয়। কোন্ গ্রহ ভোগে মানবের কি প্রকার অবস্থান্তর ঘটে, তাহাও লিখিত হইল।

গ্রহ			ভোগ
রবি	...	...	ধন।
সোম	...	...	মানসীক পীড়া।
মঙ্গল	...	...	যুদ্ধ, কলহ।
বুধ	...	...	শিল্পবিজ্ঞান।
বৃহস্পতি	...	...	সম্মান।
শুক্র	...	...	প্রেম।
শনি	...	...	দূরাদৃষ্ট।

কোন্ গ্রহ কোন্ ধাতুতে পরিতুষ্ট এবং কোন্ গ্রহের সঞ্চারে কোন্ পীড়া মানবকে প্রপীড়িত করে, তাহাও বিবৃত হইল।

চিহ্ন	ফল।
১ ...	এক সংখ্যক চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তাঁহার চরিত্র যে কোন বিষয়ে দুষিত, বুঝিতে হইবে।
২ ...	দুই সংখ্যক, চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তিনি সকল কার্য্যেই শৈথিল্য প্রকাশ করেন।
৩ ...	তিন সংখ্যক চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বত্রই সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন।
৪ ...	চার চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই অপমান ভোগ করেন।
৫ ...	পাঁচ চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে যাঁহার, তাঁহার মান কদাচ নষ্ট হয় না।
৬ ...	ছয় চিহ্নিত চিত্র যাঁহার হস্তে, তিনি বড় লজ্জাশীল।
৭ ...	সাত সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে বুঝিতে হইবে, তাহার মৃত্যু আসন্নপ্রায়।
৮ ...	আট সংখ্যক চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তিনি কারাগারে বা বিদেশভ্রমণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন।
৯ ...	নয় সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিন ধনলাভে সমর্থ হয়েন।
১০ ...	দশ সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি কখন ধনবান হইতে পারেন না।
১১ ...	এগার সংখ্যক চিহ্ন থাকিলে দুঃখকষ্টে তাঁহার প্রাণান্ত হয়।
১২ ...	বার সংখ্যক চিহ্ন থাকিলে তিনি প্রভূত বিদ্যা লাভ করেন।
১৩ ...	তের সংখ্যক চিত্র করচিত্রে চিত্রিত থাকিলে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।
১৪ ...	চৌদ্দ চিহ্নিত চিহ্ন হস্ততলে অঙ্কিত থাকিলে তিনি সর্ব্বত্রই অধিকার ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়েন।
১৫ ...	পনের চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে থাকিলে তাঁহাকে আজীবন দুঃখ ভোগ করিতে হয়।
১৬ ...	ষোল চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি সর্ব্বত্র অপমানিত হয়েন।
১৭ ...	সতের সংখ্যক চিত্র হস্তে থাকিলে তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদ করে।

চিহ্ন	ফল।
১৮ ...	আঠার সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তাঁহাকে আজীবন রোগভোগ করিতে হয়।
১৯ ...	উনিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি সর্ব্বকার্য্যেই ভয় প্রাপ্ত হন।
২০ ...	কুড়ি চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি অস্বাভাবিক অভিগমনে পটুতা প্রকাশ করেন। ঘৃণিত অস্বাভাবিক কার্য্যে তাঁহার মন সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হয়।
২১ ...	একুশ সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি লম্পট হয়েন। স্ত্রী-লোকের এই চিহ্ন অসতীত্ব প্রকাশ করে।
২২ ...	বাইশ সংখ্যক চিত্র যাহার হস্ততলে থাকে, তিনি জারজ।
২৩ ...	তেইশ চিহ্নিত চিহ্ন যাঁহার হস্তে, তিনি বড় কৌতুকপ্রিয়।
২৪ ...	চোব্বিশ চিহ্নিত চিত্র হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি বড় প্রেমিক, প্রেমই তাঁহার প্রাণের স্বভাব বুঝিবে।
২৫ ...	পঁচিশ সংখ্যক চিহ্নে হস্ততল চিহ্নিত থাকিলে তিনি বহুভার্য্যার পতি হয়েন। তিনি বহুস্ত্রী সম্ভোগ করেন।
২৬ ...	ছাব্বিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে থাকিলে ক্রূর, নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী জানিবে।
২৭ ...	সাতাশ চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি সর্ব্বকার্য্যে সম্মান প্রাপ্ত হয়েন।
২৯ ...	উনত্রিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি পুত্রহীন হয়েন। তাঁহার কখন পুত্র জন্মে না।
৩০ ...	ত্রিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে সকলেই তাঁহার শত্রু হয়। তিনি আজীবন শত্রুবেষ্টিত হইয়া কর্ত্তন করেন।

যাঁহার হস্ত যে সকল চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি এই সকল ফললাভ করেন। এই সকল, চিহ্ন ও তাহার ফল বারম্বার পরীক্ষিত, জ্যোতিষের সম্পূর্ণ সাফল্যের নিদর্শন পাঠক ইহাতেই প্রাপ্ত হইবেন।

আয়ু গণনা।

এসংসার যেমনই হউক; সুখময়ই হউক আর দুঃখময়ই হউক, মরিতে কে চাহে? পরমায়ু বৃদ্ধি কাহার না প্রার্থনীয়? সেই পরমায়ুর পরিমাণ জানিবার এক অতি সহজ অভ্রান্ত উপায় লিখিত হইতেছে।

হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বক্র করিলে হস্তের মূলদেশে (চিত্রে যে স্থানে ৩০, ৩০, ২০ ও ১০ লিখিত আছে) যে কয়েকটী রেখা পড়িবে, সেই রেখাই পরমায়ুর পরিমাণ জানিবার একমাত্র সহজ উপায়। পাঠক নিজ হস্তের মূলে ঐ প্রকার রেখা ফেলিয়া তাহার পরিমাণ জ্ঞাত হউন।

১। হস্তমূল বক্র করিলে যদি চারিটী সমান রেখা পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ু একশত বৎসর। যদি উহার কোন রেখা হইতে দুইটী রেখা বাহির হইয়া একটী ত্রিভুজের মত দেখায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পরধন প্রাপ্ত হন, বৃদ্ধ বয়সে সম্মান ও ধনলাভ করেন এবং আজীবন সুস্থ শরীরে অবস্থান করেন।

২। যদি তিনটী মাত্র রেখা স্থূল এবং দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে পরমায়ু ষাট বৎসর বুঝিতে হইবে।

ক। ঐ তিনটী রেখার প্রথমটী যদি স্থূল, দ্বিতীয়টী সূক্ষ্ম এবং তৃতীয়টী ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহার পরমায়ু পঞ্চাশ বৎসর। তিনি বাল্যকালে সুখী, যৌবনে সামান্য কষ্ট এবং বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন।

৩। যদি দুইটীমাত্র রেখা হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ঊর্দ্ধসংখ্যা ষাট বৎসর এবং তাঁহাকে সমস্ত জীবন রোগভোগ করিতে হইবে।

৪। যাঁহার একটী মাত্র রেখা, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন, আর যদি ঐ রেখা ত্রিকোনাকার হয়, তবে তাঁহার জীবন রোগভোগ করিয়াও অল্প দিন স্থায়ী হয়।

৫। যদি সেই রেখা ঋজুভাবে থাকে, তবে তাহার আয়ু ঊর্দ্ধসংখ্যা চল্লিশ বৎসর এবং তাহার বুদ্ধিহীনতা লক্ষিত হইবে।

৬। যদি রেখাদ্বয় পরস্পর পরস্পরের উপরে উপরে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত এবং তিনি কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন বুঝিবে।

৭। হস্তের রেখা ঋজু হইয়াও যদি পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ না করে,

তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম, সমালোচক এবং কঠিন বিষয়ও তিনি সহজে বুঝিতে পারেন।

৮। রেখাগুলী শৃঙ্খলের মত হইলে তিনি পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, কোন কার্য্যে তিনি বিফল মনোরথ হন না।

আয়ুরেখা বিচার।

যে রেখা ক চিহ্নিত স্থান হইতে খ পর্য্যন্ত অর্থাৎ হস্তের নিম্নদিকের মধ্য ভাগ হইতে উঠিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, তাহার নাম আয়ুরেখা। এক্ষণে এই আয়ুরেখার ফলাফল লিখিত হইতেছে।

১। যদি এই রেখা যথাস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়মিত স্থানে (যেমন চিত্রে আছে) পতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পূর্ণ আয়ু, ধন এবং সম্মান লাভ করেন। আর যদি ঐ রেখার কোন স্থানে (শুক্র বা মঙ্গলের) তারকা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হতভাগ্য হয়। কোন কার্য্যে সে সিদ্ধকাম হইতে পারে না, তাহার জীবন ভারভূত হইয়া উঠে।

২। যদি ঐ আয়ুরেখা দ্বিখণ্ড হয়, তবে সে বহুদিন সৌভাগ্য ভোগ করে, রাজার অনুগ্রহ লাভে সে অধিকারী হয়। ঐ রেখা যদি কোন রাজার থাকে, তবে তিনি যে যুদ্ধে গমন করেন, তাহাতেই বিনা বাধাবিপত্তিতে জয়লাভ করেন।

৩। এই রেখা যদি স্ত্রীলোকের হয়, তবে তিনি চিরদিন স্বামীসোহাগে পুত্রবতী হইয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করেন।

৪। যদি ঐ রেখা অনামিকা অঙ্গুলীর নিম্নে সংযুক্ত হইয়া ত্রিভুজাকার হয়, তাহা হইলে রোগভোগ করিতে হয়।

৫। ঐ রেখা যদি মধ্যস্থলে বিভাগে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শরীর রুগ্ন এবং পরিণামে ফুস্‌ফুসের পীড়ায় তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

মস্তক পরীক্ষা। *

ইংরাজি জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে লোকের মস্তক দেখিয়া তাহার অদৃষ্টের

* Vide Aristotle's "Physiognomy"

শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহাকে "ললাট-দর্পণ" কহে। এক্ষণে এই ললাটদর্পণের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

১। যাঁহার মস্তক দেহের পরিমাণের অনুরূপ, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, অধ্যয়ণনিপুণ, ভদ্র, স্মৃতি এবং শ্রুতিধর হইয়া থাকেন।

২। যাহার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ এবং কদাকার; সে নির্ব্বোধ, অত্যাচারী, অসত্যবাদী। উন্মাদ হইতে তাহার স্বভাব সামান্যমাত্র ভিন্ন।

৩। যাহার মস্তক দেহের পরিমাণ হইতে বৃহৎ, ঘাড় লম্বা এবং কঠিন, সে ব্যক্তি সহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং কার্য্যদক্ষ, কিন্তু ক্রুর।

৪। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহাদের মস্তক লম্বা ও চ্যাপ্টা; সে ব্যক্তি তেজিস্মান এবং নির্লজ্জ্য, কিন্তু কুড়িবৎসর পরে তাহারা স্বভাবতই নিস্তেজ হয়।

৫। যাহাদের কপাল ছোট, তাহারা দুর্ভাগ্য, এবং যাহাদের কপাল প্রসস্থ এবং পুরস্ত, তাহারা প্রায়ই সৌভাগ্যশালী এবং বুদ্ধিমান। তাহারা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সকল বস্তু দর্শন করে।

৬। যাহাদের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ চ্যাপ্টা, চুল রুক্ষ এবং কর্কশ, ওষ্ঠ সরু, তাহারা নির্ব্বোধ, সর্ব্বজ্ঞানশূন্য এবং যথেচ্ছাচারী।

৭। মস্তক ছোট হইলে স্বল্পবুদ্ধি এবং সরল ও সরু হইলে বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।*

কেশপরীক্ষা।

১। চুল ঘন এবং কোমল হইলে তাহা সম্মান এবং বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

২। অধিক চুল ক্রোধের চিহ্ন।

৩। শুকরলোমের ন্যায় যাহার চুল কর্কশ, সে ব্যক্তি ভীত, অথচ দুর্দ্দশ্য হয়।

৪। বিরল ও ক্ষুদ্র কেশ, লম্পটের চিহ্ন।

৫। কটা, অথবা অন্যবর্ণের চুল কামুকের চিহ্ন।

৬। কুঞ্চিতকেশ বুদ্ধিমান্ ও ধীরের চিহ্ন।

* এই কয়েকটী বিষয়ের সহিত মহিধরাচার্য্য ও Mr. Sander's এর মতের ঐক্য দৃষ্ট হয়।

৭। ক্ষুদ্র এবং স্বল্পবর্দ্ধনশীল কেশ, সরল, এবং মূর্খতার পরিচায়ক।
৮। স্ত্রীলোকের দীর্ঘ, চিকণ এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশ সদ্গুণের আধার।

চক্ষু পরীক্ষা।

১। সুন্দর, কৃষ্ণতার যুক্ত বৃহৎ চক্ষু; সত্যবাদী, ধনবান এবং সরল অন্তঃকরণের চিহ্ন।
২। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট এবং বিবর্ণ হইলে লম্পট, দুর্ব্বল এবং ক্রূরতার পরিচায়ক।
৩। তিক্ষ্ণ দৃষ্টি—সর্ব্বপ্রবেশক এবং সর্ব্বদর্শক কিন্তু অত্যাচারী।
৪। কটাচক্ষু কুবুদ্ধি, স্বল্পজ্ঞানে জ্ঞানবান, বিবেচক ও অহঙ্কারী জানিবে।
৫। ক্ষুদ্র চক্ষু নিষ্ঠুর, নির্ব্বোধ, এবং অসৎ।
৬। বাঁকা চক্ষু—বুদ্ধিমান কিন্তু নিজের লক্ষণে অনুপযুক্ত, ক্রোধন-স্বভাব।

নাসিকা পরীক্ষা।

১। উচ্চ নাসা বুদ্ধিমান, মাননীয় এবং ধনবানের লক্ষণ।
২। স্থূল, বৃহৎ এবং দীর্ঘনাসা, বস্তুর প্রতি স্বল্পদৃষ্টি, ভদ্র, ক্ষুদ্রচেতা এবং লোভী।
৩। নিম্ন নাসিকা, ক্ষুদ্র চিত্ততা, চৌর এবং ষড়যন্ত্রকারী।
৪। যে নাসিকার অগ্রভাগ উচ্চ, তাহা নির্ব্বোধ, মূর্খ এবং চপলতার চিহ্ন।
৫। নাসিকার মধ্যস্থল উচ্চ হইলে তাহা মূর্খতা ও জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।
৬। সরল ও সরু নাসা বুদ্ধিমানের চিহ্ন।

Every couple is not pair,

মুখগহ্বর পরীক্ষা।

১। যাহার মুখগহ্বর বৃহৎ, সে ব্যক্তি লজ্জাহীন, মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট হয়।

২। যাহার মুখগহ্বর সমান (ঠোঁট সরু, লাল এবং সুদৃশ্য), সে সচ্চরিত্র, ধনবান, নির্লোভ এবং ভদ্র হয়।

৩। যাহার মুখগহ্বর—দীর্ঘ (ঠোঁট সরু এবং কৃষ্ণবর্ণ), সে অত্যাচারী, নির্ব্বোধ, কুকর্ম্মে রত, চিত্ত দুষ্কর্ম্মের চিন্তায় নিযুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য।

৪। মুখগহ্বর ক্ষুদ্র হইলে সে ব্যক্তি ভদ্র, লোভী, বুদ্ধিমান ও স্বার্থজ্ঞানী হয়।

৫। স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র মুখগহ্বর, সৌভাগ্য, সতীত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে।

কর্ণ পরীক্ষা।

১। বৃহৎকর্ণ—ক্ষুদ্রচেতা, দুষ্কর্ম্মাশক্ত, লম্পট ও বুদ্ধিহীন।

২। ক্ষুদ্রকর্ণ—বুদ্ধিমান, ভদ্র ও সৌভাগ্যবান।

৩। যাহার কর্ণ বিপরীতদিকে উল্টান, সে মূর্খ ও কুকার্য্যকারী হয়।

৪। লম্বা কর্ণ—বুদ্ধিমান, ধনশালী এবং স্বার্থপরের চিহ্ন।

৫। যাহার কর্ণের মধ্যভাগ অত্যধিক রোম দ্বারা আবৃত, সেব্যক্তি বুদ্ধিমান, হিংস্রক, দুষ্ট, এবং পরিশ্রমী।

৬। যেব্যক্তির কর্ণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সে হীনবল, ভীত এবং নির্লজ্জ হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

ক্রোধিতের লক্ষণ—রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, কেশ কঠিন, কর্কশ এবং সত্বর বর্দ্ধনশীল।

ধীরের লক্ষণ—মুখের স্বাভাবিক ভাব, সরল, ঘন এবং সামান্য হরিৎবর্ণ কেশ।

বুদ্ধিমানের লক্ষণ—শরীর সরল, এবং সর্ব্বাঙ্গ যথোপযুক্ত-ভাগে বিভক্ত নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র। শরীর মাংসল, চর্ম্ম কোমল, দেহ জ্যোতিঃ বিশিষ্ট, মস্তক সামান্য বৃহৎ, চক্ষু এবং ললাট প্রসস্থ, দন্তশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ, অঙ্গুলি সুন্দর এবং দৃষ্টি তিক্ষ্ণ।

নির্ব্বোধের চিহ্ন—শরীর স্থূল, কেশ কর্কশ, মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, ললাটের উপরী ভাগ ক্ষুদ্র, নিম্ন গোলাকার, চিবুক মাংসল, দৃষ্টি চঞ্চল, কর্ণ গোলাকার।

দয়ালুর চিহ্ন—মুখ হাসি হাসি, দৃষ্টি গম্ভীর সরলতাময়। স্বর গম্ভীর মধ্যম।

নির্দ্দয়ের চিহ্ন—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, লম্বা এবং ঋজু, মুখগহ্বর ক্ষুদ্র, দন্তশ্রেণী দীর্ঘ, স্বর অনুনাসিক, পদ ও দৃষ্টি-চঞ্চল, সংযত।

বিশ্বাসীর চিহ্ন—ললাট ছোট। চক্ষু মধ্যম প্রকার, দৃষ্টি সরল, স্বভাব মৃদু।

পরিশ্রমীর চিহ্ন—মস্তক ক্ষুদ্র বা অত্যন্ত বৃহৎ নয়। মুখ—শুষ্কভাব। চক্ষুদৃষ্টি—চঞ্চল, স্বর দ্রুত ও জড়তাময়।

আল্‌সের চিহ্ন—মুখ মাংসল, দৃষ্টি ধীর, চিবুক মাংসল এবং গোল, স্বর—ছোট। চলন—ধীর।

পাঠক! এই চিহ্ন দেখিয়া কোন অপরিচিত লোকের স্বভাব জ্ঞাত হইয়া তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন। অনেক স্থানে মানুষ চিনিতে না পারিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করত বিপদে পতিত এবং পরিণামে বিষম মনস্তাপ পাইতে হয়। এই সমস্ত লক্ষণ জানা থাকিলে আর এইরূপ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। পাঠকগণ কোন পরিচিত লোকের স্বভাব এই লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহার ফলাফল সত্যাসত্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

বারজ্ঞান।

কোন্ সনের কোন্ তারিখে কি বার, তাহা জানিবার সহজ উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে। এতদ্বারা অতি সহজে কোন্ সনের কোন্ তারিখে কি বার বলিতে পারা যাইবে।

তালিকা।

তারিখ	বার	দণ্ড	পল	বিপল	তারিখ	বার	দণ্ড	পল	বিপল
১ ...	১।	১৫।	৩১।	৩০	৩ ...	৩।	৪৬।	৩৪।	৩০
২ ...	২।	৩১।	৩।	০	৪ ...	৫।	২।	৬।	০

তারিখ	বার	দণ্ড	পল	বিপল
৫ …	৬	১৭	৩৭	৩০
৬ …	৭	৩৩	৯	০
৭ …	১	৪৮	৪০	৩০
৮ …	৩	৪	১২	০
৯ …	৪	১৯	৪৩	৩০
১০ …	৫	৩৫	১৫	০
১১ …	৬	৫০	৪৬	৩০
১২ …	১	৬	১৮	০
১৩ …	২	২১	৪৯	৩০
১৪ …	৩	৩৭	২১	০
১৫ …	৪	৫২	৫২	৩০
১৬ …	৬	৮	২১	০
১৭ …	৭	২৩	৫৫	৩০
১৮ …	১	৩৯	২৭	০
১৯ …	২	৫৪	৫৮	৩০
২০ …	৪	১০	৩০	০
২১ …	৫	২৬	১	৩০
২২ …	৬	৪১	৩৩	০
২৩ …	৭	৫৭	৪	৩০
২৪ …	২	১২	৩৬	০
২৫ …	৩	২৮	৭	৩০
২৬ …	৪	৪৩	৪৯	০
২৭ …	৫	৪৯	৪৯	৩০
২৮ …	৭	১৪	৪২	০
২৯ …	১	৩০	১৩	৩০
৩০ …	২	৪৫	৪৫	০
৩১ …	৪	১	১৬	৩০
৩২ …	৫	১৬	৪৮	০
৩৩ …	৬	৩২	০	৩০
৩৪ …	৭	৪৭	৫১	০
৩৫ …	২	৩	২২	৩০
৩৬ …	৩	১৮	৫৪	০
৩৭ …	৪	৩৪	২৫	৩০
৩৮ …	৫	৪৯	৫৭	০
৩৯ …	৭	৫	২৮	৩০
৪০ …	১	২১	০	০
৪১ …	২	৩৬	৩১	৩০
৪২ …	৩	৫২	৩	০
৪৩ …	৫	৭	৩৪	৩০
৪৪ …	৬	২৩	৬	০
৪৫ …	৭	৩৮	৩৭	৩০
৪৬ …	১	৫৪	৯	০
৪৭ …	৩	৯	৪০	৩০
৪৮ …	৪	২৫	১২	০
৪৯ …	৫	৪০	৪৩	০
৫০ …	৬	[illegible]৫৬	১৫	০
৫১ …	১	১১	৪৬	৩০
৫২ …	২	২৭	১৮	০
৫৩ …	৩	৪২	৪৯	৩০
৫ …	৪	৫৮	২১	০
৫৫ …	৬	১৩	৫২	৩০
৫৬ …	৭	২৯	২৪	০
৫৭ …	১	৪৪	৫৫	৩০
৫৮ …	৩	০	২৭	০
৫৯ …	৪	১৫	৫৮	৩০
৬০ …	৫	৩১	৩০	০
৭০ …	৪	৬	৪৫	০
৮০ …	২	৪২	০	০
৯০ …	১	১৭	১৫	০
১০০ …	৫	৫২	৩০	০

উপদেশ।

যে সনের বার জানিতে হইবে, তাহা যদি সন ১২৯০ সালের পূর্ব্বে হয়, তবে সেই সন, ১২৯০ হইতে বাদ দিয়া যে রাশী পাইবে সেই রাশীর খণ্ডা

প্রত্যেক আলোকেরই ছায়া আছে

যাহা তালিকায় লিখিত আছে তাহা লইবে এবং সেই রাশী ৬।১৬।৪ হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক বার, দ্বিতীয় পল এবং তৃতীয় অনুপল বুঝিবে। বার—রবি ১, মঙ্গল ২ ইত্যাদি নিয়মে ধরিবে।

যদি ১২৯০ সালের পর কোন দিনের বার জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই সনের রাশী হইতে ১২৯০ বাদ দিয়া তাহার খণ্ডা ৬। ১৬। ৪০ অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যদি ৭ এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৭ বাদ দিয়া যে সংখ্যা হইবে তাহাই বার জানিবে। আর যুক্তাঙ্কর ও দণ্ডাদি ৪৬ সংখ্যার অধিক হইলে বারে ১ যোগ করিয়া সেই সনের ১লা বৈশাখ তারিখের বার বলিবে। যথাক্রমে সেই হইতে বার হিসাব করিলেই জানা যাইবে।

তিথি গণনা।

মাষাঙ্ক।—"০—বৈশাখ, ১ জ্যৈষ্ঠ, ৩ আষাঢ়, ৫ শ্রাবণ, ৭ ভাদ্র, ৯ আশ্বিন, ১০ কার্ত্তিক, ১০ অগ্রহায়ণ, ৯ পৌষ, ৯ মাঘ, ১০ ফাল্গুন, ১০চৈত্র।

তিথিসংখ্যা।

শুক্ল পক্ষ।—১প্রতিপদ, ২ দ্বিতীয়া, ৩ তৃতীয়া, ৪ চতুর্থী, ৫ পঞ্চমী, ৬ ষষ্ঠী, ৭ সপ্তমী, ৮ অষ্টমী, ৯ নবমী, ১০ দশমী, ১১ একাদশী, ১২

১৩ ত্রয়োদশী; ১৪ চতুর্দ্দশী, ১৫ পূর্ণীমা।

কৃষ্ণ পক্ষ।—১৬ প্রতিপদ, ১৭ দ্বিতীয়া, ১৮ তৃতীয়া, ১৯ ২০ পঞ্চমী, ২১ ষষ্ঠী, ২২ সপ্তমী, ২৩ অষ্টমী, ২৪ নবমী, ২৫ দশমী, ২৬ একা-দশী, ২৭ দ্বাদশী, ২৮ ত্রয়োদশী, ২৯ চতুর্দ্দশী, ৩০ অমাবস্যা।

এতদ্বারা কোন্ দিনে কোন্ তিথি, তাহা সহজে জানিতে পারা যায়। শকাব্দার সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ১১ দ্বারা পূরণ করিলে যে রাশী হইবে, তাহাতে মাসাঙ্ক, দিন সংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা হরণ করিলে যে অঙ্কে যে তিথি থাকে, তাহাই তিথি জানিবে।

প্রকারান্তর।

যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার নিয়ম এই প্রকার।

দিন সংখ্যা + মাসাঙ্ক + যে বর্ষের তিথি গণনা হইবে, তাহার ১লা বৈশাখের তিথির সংখ্যা—৩১ = তিথি।

নক্ষত্র গণনা।

এতদ্বারা কোন্ তারিখে কোন্ নক্ষত্র, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যাইবে।

প্রথমে জিজ্ঞাসিত তারিখের তিথি স্থির করিবেন, সেই তিথির সংখ্যার সহিত মাসাঙ্ক যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই নক্ষত্র বুঝিবে।

তিথির অঙ্ক বুঝিবার তালিকা।

সন শক	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১২৭০-১২৮৯-১৭৮৫-১৮০৪	২৫	২৬	২৮	০	২	৪	৫	৫	৪	৪	৫	৫
১২৭১-১২৯০-১৭৮৬-১৮০৫	৬	৭	৯	১১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৫	১৫	১৬	২৬
১২৭২-১২৯১-১৭৮৭-১৮০৬	১৭	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৭	২৭	২৬	২৬	২৭	২৭
১২৭৩-১২৯২-১৭৮৮-১৮০৭	২৯	১	২	৪	৬	৮	৯	৯	৮	৮	৯	৯
১২৭৪-১২৯৩-১৭৮৯-১৮০৮	১০	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২০	২০	১৯	১৯	২০	২০
১২৭৫-১২৯৪-১৭৯০-১৮০৯	২১	২২	২৪	২৬	২৮	০	০	১	০	০	১	১
১২৭৬-১২৯৫-১৭৯১-১৮১০	২	৩	৫	৭	৯	১১	১২	১২	১১	১১	১২	১২
১২৭৭-১২৯৬-১৭৯২-১৮১১	১৩	১৪	১৬	১০	২০	২২	২৩	২৩	২২	২২	২৩	২৩
১২৭৮-১২৯৭-১৭৯৩-১৮১২	২৪	২৫	২৭	২৯	১	৩	৪	৪	৩	৩	৪	৪
১২৭৯-১২৯৮-১৭৯৪-১৮১৩	৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫
১২৮০-১২৯৯-১৭৯৫-১৮১৪	১৬	১৭	১৯	২১	২৩	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	২৬	২৬
১২৮১-১৩০০-১৭৯৬-১৮১৫	২৭	২৮	০	২	৪	৬	৭	৭	৬	৬	৭	৭
১২৮২-১৩০১-১৭৯৭-১৮১৬	৮	৯	১৬	১৩	১৫	১৭	১৮	১৮	১৭	১৭	১৮	১৮
১২৮৩-১৩০২-১৭৯৮-১৮১৭	১৯	২০	২২	২৪	২৬	২৮	২৯	২৯	২৮	২৮	২৯	২৯
১২৮৪-১৩০৩-১৭৯৯-১৮১৮	০	১	৩	৫	৭	৯	১০	১১	৯	৯	১০	১০
১২৮৫-১৩০৪-১৮০০-১৮১৯	১১	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২১	২১	২০	২০	২১	২১
১২৮৬ ১৩০৫-১৮০১-১৮২০	২২	২৩	২৫	২৭	২৯	১	২	২	১	১	২	২
১২৮৭-১৩০৬-১৮০২-১৮২১	৩	৪	৬	৮	১০	১২	১৩	১৩	১২	১৩	১৩	১৩
১২৮৮ ১৩০৭-১৮০৩-১৮২২	১৪	১৫	১৭	১৯	২১	২৩	২৬	২৬	২৩	২৩	২৬	২৬

প্রত্যেক বস্তু সময় বিশেষে উপকারী

উপরোক্ত তালিকা দ্বারা অতি সহজে কোন্ সনের বা কোন্ শকাব্দার কোন্ তারিখে কোন্ তিথি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। যে শকাব্দার বা যে সনের তিথি জানিতে হইবে, সেই মাসের তারিখ তালিকার লিখিত মাসের অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে সংখ্যা হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা বুঝিবে। দিন+মাসের অঙ্ক—৩০=তিথি। যদি ত্রিশ বাদ না যায়, তবে সেই সংখ্যাই তিথির সংখ্যা।

সামুদ্রিক।*

মস্তক পরীক্ষা। গোলাকার, বৃহৎ এবং স্বল্পক্ষুদ্র মস্তক, শ্রী এবং ধনের পরিচায়ক। দীর্ঘ মস্তক দুরাদৃষ্টের চিহ্ন।

কেশ পরীক্ষা। কেশ ঘন এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে সুখ, ঘন এবং রক্ত বর্ণ হইলে দারিদ্র্য, হস্তীর মত বিরল কেশ রুগ্ন ও পরিণামে ধনীর চিহ্ন। পরিষ্কার সুদৃশ্য কেশ দীর্ঘজীবি এবং ক্ষুদ্র ও রক্তবর্ণ কেশ দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ, উস্‌কা খুস্‌কা চুল কদাকার এবং আসন্নমৃত্যুজ্ঞাপক।

মুখ পরীক্ষা। ক্ষুদ্রমুখ সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। বৃহৎ মুখ ভদ্র এবং সদ্ব্যবহারের পরিচায়ক। যাহার মুখ পুরন্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লোম যুক্ত, সে ব্যক্তি পরিণামে ধনবান হয়। রক্তবর্ণ কেশযুক্ত মুখ দুঃখের নিদর্শন।

ললাট পরীক্ষা। ললাটের পরিমাণমাত্র গ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ললাটের পরিমাণ নিজের অঙ্গুলী দ্বারা পাশাপাশি ভাবে পরিমিত হইয়া থাকে। যাহার গণনা হইবে, তিনি স্বহস্তে স্বীয় ললাটের পরিমাণ স্থির করিবেন।

যাহার ললাট চারি অঙ্গুলী পরিমাণ প্রসস্থ সে ব্যক্তি ভদ্র, তিন অঙ্গুলী প্রসস্থ হইলে ধনবান এবং ভদ্র, দুই অঙ্গুলী প্রসস্থ হইলে স্বোপার্জ্জিত ধনে অধিকারী এবং এক অঙ্গুলী পরিসর ললাট ক্রূর, দুষ্ট ও নিচাশর হইয়া থাকেন। ইহার অধিক প্রসস্থ ললাট দুঃখের পরিচায়ক।

ললাটরেখা গণনা। ললাট সঙ্কুচিত করিলে যে রেখা পাত হয়, তাহার দ্বারা মানবের পরমায়ু পরিমিত হইয়া থাকে। সংকুচিত ললাটে

* Vide the "Samudrika Lakshana" Madras printing

Dr. L. oxcey সামুদ্রিকের এইরূপ অর্থ করেন। Sa=will assuredly. Mud=joy, and Ra=is give. অর্থাৎ যদ্বারা রেখা দর্শনে শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম সামুদ্রিক।

যে কয়েকটী রেখা পড়িবে, তাহাতে যে পরিমাণে বয়স নির্ণিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। ১

পাঁচটী রেখা পতিত হইলে একশত বৎসর পরমায়ু জানিবে। চারটী রেখা হইলে ৮০ বৎসর (Four score) পরমায়ু, তিনটী রেখা হইলে ৬০ বৎসর, দুইটী রেখায় ৪০ বৎসর, একটী মাত্র রেখা হইলে ২৪ বৎসর পরমায়ু জানিবে। যাহার ললাটরেখা ছিন্ন ভিন্ন, তাহার অপমৃত্যুতে মৃত্যু ঘটে।*

চক্ষু পরীক্ষা। চক্ষুর অবস্থা পরীক্ষা করিয়াও লোকের সৌভাগ্য অবধারিত হইয়া থাকে। যাহার চক্ষু নাতিদীর্ঘ এবং নাতি প্রসস্ত, চক্ষুর কোন্ রক্ত বর্ণের আভাযুক্ত, সে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হয়। যাহার চক্ষুর পাতার নিম্নভাগ পুরন্ত সে সুখী, এক চক্ষু বৃহৎ ও এক চক্ষু ক্ষুদ্র রোগভোগের চিহ্ন। ক্ষুদ্রচক্ষু যাহার, সে দীর্ঘজীবি হয়। চক্ষু যাহার কৃষ্ণ বর্ণ— তিনি বহু স্ত্রীসম্ভোগ করেন। ঈষৎ কটা চক্ষু নির্ধন এবং ক্রুরতার নিদর্শন, শ্বেতচক্ষু যাহার, তিনি অসাবধানী, লোভী এবং ক্রুর হয়েন।

নাসা পরীক্ষা। বুদ্ধিমান জ্যোতিষীগণ লোকের নাসিকার অবস্থা দর্শন করিয়াও তাহার অদৃষ্টের ফলাফল বলিতে পারেন। এই সমস্ত স্থির করণে তাঁহারা যে সমস্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য সে সকলও লিপিবদ্ধ হইল।

১। নিজের অঙ্গুলীর তিন অঙ্গুলী পরিমিত নাসিকা—দীর্ঘ জীবন এবং পরিণামে ধনবান করে। ২। স্থূল নাসিকা ধনবানের চিহ্ন। ৩। নাসার অগ্রভাগ দক্ষিণ বা বাম ভাগে বক্র হইলে সে ব্যক্তি চোর, লম্পট ও অসাধু হয়। ৪। নাসিকার অগ্রভাগ নিম্নদিকে বাঁকা হইলে সে সরল ও মিষ্টভাষী হয়, সুখে থাকিলেও সে ধনবান হইতে পারে না। ৫। নাসিকার অগ্র-

(১) মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই জন্যই দণ্ডপানীমুনির জন্মদিনে বলিয়াছিলেন, ইহাঁর অপমৃত্যু ঘটিবে। কালে তাহাই ঘটিল, দণ্ডপানী সমীৎ আহরণার্থ বৃক্ষে উঠিয়া ছিলেন, দৈববশে তথা হইতে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীনরেখায় জীবতি।
ভিন্নাভিন্নৈব রেখাভিরপমৃত্যু নরস্তুহি॥

Vide Dr. Albus "Metophoscopy' Page 236 chap XXI.

ভাগ উপরে উঠা হইলে সে লম্পট, বক্তা, চতুর ও নির্লজ্জ হয়। ৬। ক্ষুদ্র-নাসা ধনবান, নির্ব্বোধ, একরোকা ও বুদ্ধিমানের ভাব প্রকাশ করে।

বক্ষঃস্থলের শুভাশুভ জ্ঞান। ১। বঃক্ষস্থল নিজ হস্তের ২০ ইঞ্চি প্রসস্থ হইলে, রোগী এবং ইহা অপেক্ষা প্রসস্থ হইলে বলবান হয়। ২। নাভিদেশ হইতে একটী রেখা উর্দ্ধে প্রসারিত থাকিলে সেব্যক্তি ভাগ্যবান এবং রাজসম্মান লাভ করে। ৩। বক্ষঃস্থল সরল ও কোমল-কেশযুক্ত থাকিলে ভাগ্যবান ও ব্যয়শীল হয়। মেষরোম সদৃশ বহুরোম হইলে দুঃখী ও কৃপণ হয়। ৫। রোমশূন্য বক্ষঃস্থল সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ৬। পুরুষের বক্ষে বৃহৎ স্তন থাকিলে রোগী এবং দুঃখী হয়। ৭। পুরুষের স্তনাগ্র বৃহৎ হইলে নিষ্ঠুর, কামুক, ক্রুর এবং চোর হয়। ৮। স্ত্রীলোকের লম্বিত স্তন—ধার্ম্মিকা ও পতির প্রিয়বাদিনী হয়। ৯। দৃঢ় এবং কঠিন স্তন—কামুকী, কুলটা ও অপ্রিয়বাদিনী হয়। ১০। গোলস্তন—স্বামীঘা-তিনী, নির্লজ্জ্যা ও মুখরা হয়। ১২। স্তনগ্রন্থি সমুন্নত হইলে পুত্রবতী এবং নিম্নগত হইলে কন্যা প্রসবিনী, পতিপ্রাণা এবং প্রেমিকা হয়।

যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়।

কোন স্থানে গমন করিতে হইলে শুভাশুভ বিশেষপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া গমন করিলে, অভিষ্ট লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাত্রায় কোন্ কোন্ জীব দর্শনে শুভ, এবং কোন্ জীব দর্শনে অশুভ হয়, তাহা লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহা দেখিয়া যাত্রার শুভ বা অশুভ অবধারণ করিবেন।

১। মৃগ, ইন্দুর, চাতকপক্ষী, পেচক, কাঠ বিড়াল, ঘুড়ী, এবং কুকুর, শৃগাল, সব, কুম্ভ যদি বাম দিক দিয়া চলিয়া যায় তবেই শুভ জানিবে।*

২। কাক, নীলকণ্ঠ, খেঁক্‌শিয়ালী, তোতাপাখী, কামপাখী, ময়ুর, মহিষ, গো, ব্রাহ্মণী ও বনবিড়াল দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিলে শুভ হয়।

৩। খরগোস, এবং ব্রাহ্মণতনয়া পথিমধ্যে দৃষ্ট হইলে শুভ হয়।

৪। যাত্রাকালে পশ্চাতে ডাকা অশুভদায়ক, কিন্তু মাতৃআহ্বান শুভ।

৫। শূন্য কলসী দর্শন অশুভজনক কিন্তু জল আনয়নার্থ গমন করিলে শুভ হয়।

* বামে শবশিবাকুম্ভ, দক্ষিণে গোমৃগদ্বীজা। ইতি মতান্তর।

৬। পদে, শরীর বা বস্ত্রাদি গমনে বাধা জন্মাইলে অশুভদায়ক, কিন্তু মস্তকের বাধা শুভদায়ক হয়।

৭। হাঁচি পড়িলে যাত্রা করিবে না।

৮। টিকটিকির শব্দে অশুভ হয়, কিন্তু মস্তকের উপরে শব্দ হইলে শুভ-দায়ক হয়।

হস্ততললক্ষণ।

১। হস্ততলে ধ্বজ, শঙ্খ ও চক্র চিহ্ন থাকিলে পরিণামে সুখ হয়।

২। মন্দির, খড়্গ, পত্র, চক্র, ও চক্ররেখা থাকিলে নারী কুলটা ও পুরুষ লম্পট হয়;

৩। বামরেখা বক্র হইলে ধনবান ও উর্দ্ধরেখা খণ্ডিত হইলে রোগভোগ করে।

৪। ধ্বজাগ্র বক্র হইলে সন্তানহীনতা প্রতিয়-মান হয়।

৫। চন্দ্র অপরিস্ফুট হইলে কলঙ্ক ও স্ফুট হইলে মানবৃদ্ধি হয়।

৬। বাম রেখা থাকিলে ধনবান, মৎস্যপুচ্ছ সুখজ্ঞাপক।

৭। হস্তের নিম্নতলে ব কার চিহ্ন থাকিলে ধনবান ও সেই ব কার খণ্ডিত হইলে লোক নির্দ্ধন হইয়া থাকে।

৮। চক্ররেখা উর্দ্ধচিহ্নে মিলিত হইলে সর্ব্বকার্য্যে সে সফলকাম হইয়া থাকে।

পাদলক্ষণ।

Physiognomy.

পদতলে যে সমস্ত রেখা আছে, তাহার শুভাশুভ নির্ণিত হইতেছে। সচরাচর বামপদে আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে এগারটী চিহ্ন এই উনিশটী চিহ্ন জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনায় ফলাফল অবধারিত হয়। এতদ্ব্যতিত

অন্যান্য চিহ্নের লক্ষণ লিখিত হয় নাই। ঐ উনিশটী চিহ্নের ফলাফল লিখিত হইতেছে।

ক। বামপদে—অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, পোষ্ট-মৎস ও শঙ্খ এই আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে—অষ্টকোন, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, উর্দ্ধরেখা, ও পদ্ম, এই একাদশটী রেখা থাকিলে, সে ব্যক্তি পরম সৌভাগ্যশালী হয়। স্বয়ং মহালক্ষ্মী তাহার পদ-সেবা করেন।

খ। পদতলে পদ্ম, চক্র, তড়াগ, তোরণ, অঙ্কুশ, ও বজ্রচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি রাজা হয়।

গ। যে নারীর পদতলে দীর্ঘরেখা মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে রমণী সৌভাগ্যশালিনী হয়।

ঘ। যাহার গুল্‌ফ উন্নত ও প্রসস্ত, পদতল পদ্মসদৃশ কোমল, ও ঘর্ম্ম-যুক্ত, মৃদু ও মৎস্য মকরাঙ্কিত, তাহার সর্ব্বদা মঙ্গল হয়।

ঙ। যে স্ত্রীর বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিন্ন অন্য গুলিতে প্রদেশিনী রেখা মিলিত হইয়াছে সে কুলটা হয়।

চ। গমনে পদশব্দ হইলে সেই নারী নিশ্চয়ই বিধবা হইয়া থাকে।

ছ। যে নারীর কণিষ্ঠাঙ্গুলী ভূমিতল স্পর্শ না করে, সে প্রথম স্বামীকে বিনাশ করিয়া দ্বিতীয় স্বামীতে উপরতা হয়।

জ। গমনকালে যে নারীর কণিষ্ঠা কি অনামিকা মৃত্তিকা স্পর্শ না করে, অথবা তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, সে নারী কুলটা হয়।

ঝ। যাহার চরণ কুলার ন্যায় বৃহৎ, কুরূপ, বক্র ও দেখিতে কঠোর, পদাঙ্গুলী সকল বিরল, সে দরিদ্র হয়।

স্বপ্ন। *

অনেকে নিদ্রায় নানাবিধ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইহার একটী ফলাফল আছে, সেই ফলাফল দ্বারা স্বপ্ন দর্শনের সার্থকতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

* Mr. K. P. Egrettach বলেন—"The Dream is a thought of mind, but there is some means.

অনেকে বলেন স্বপ্ন, "অমূলক চিন্তামাত্র, an unequel streem of mind" কিন্তু অনেক স্থানে স্বপ্নদর্শনের প্রত্যক্ষফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। (১) সেই জন্য ইহা অসারচিন্তা মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার নহে। ইহা জ্যোতিষের একটী প্রধান অঙ্গ। এক্ষণে কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে তাহার ফলাফল কিরূপ হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

স্বপ্ন প্রধানতঃ ১৭ প্রকার। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ।

আরও বক্তব্য, স্বপ্ন দর্শনের ফলাফল রাশী অনুসারে পরিমিত হয়। এক প্রকার স্বপ্নে প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করেন, সেই জন্য রাশীর নাম সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইতেছে, যে স্বপ্নে যে রাশীর যেরূপ ফল তাহাই লিখিত হইবে। পাঠক ফলাফল নিজের রাশীর সহিত মিলাইয়া লইবেন।

রাশীর নাম।		ইংরাজী নাম।	রাশীর নাম।		ইংরাজী নাম।
মেষ	...	Aries.	তুলা	...	Libra.
বৃষ	...	Taurns.	বৃশ্চিক	...	Scorpius.
মিথুন	...	Gemin.	ধনুঃ	...	Sarittarims.
কর্কট	...	Cancer.	মকর	...	Capr icovums
সিংহ	...	Leo.	কুম্ভ	...	Agharins.
কন্যা	...	Virgo.	মীন	...	Pisces.

কোন্ রাশীর কোন্ স্বপ্ন দর্শনে কি প্রকার ফললাভ ঘটে, তাহাই এখন লিখিত হইতেছে।

১। ক্রন্দনে

মেষের—বিচ্ছেদ, বৃষের—বন্ধুভয়, মিথুনের—আনন্দের সম্ভাবনা, কর্কটের—নিরানন্দ, সিংহের—মান, কন্যার—সুখ, তুলার-আনন্দ, বৃশ্চিকের—লোক সমাগম অথবা প্রতিজ্ঞা, ধনুর—ভয়, মকরের—বন্ধুনাশ, কুম্ভের—ভ্রমণ, মীনের—কোন সংবাদ লাভ।

(১) Extract from the Physiognomy of Dreams —of the Celestial signe S. By Hary and it come Pearit with the ফলিত জ্যোতিষ" and other books. S. H. D,

২। আনন্দে

মেষের—কষ্ট, বৃষের—বন্ধুসমাগম, মিথুনের—অর্থলাভ, কর্কটের—বন্ধু-সমাগম, সিংহের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার—আনন্দ, তুলার—প্রাপ্তি, বৃশ্চি-কের—ভ্রাতৃদুঃখ, ধনুর—আনন্দ, মকরের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কুম্ভের—ভ্রমণ, মীনের—মিথ্যাসপ্ন।

৩। বস্ত্রাদি দর্শনে

মেষের—০, বৃষের—আনন্দ, মিথুনের—০, কর্কটের—সুস্থতা, সিংহের শত্রুতা, কন্যার—অপমান, তুলার—বিষাদ, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—পীড়া, মকরের—অতিথিলাভ, কুম্ভের—মানসীক পীড়া, মীনের—০।

৪। জল দর্শনে

মেষের—কষ্ট, বৃষের—ভয়, মিথুনের—ভোগ, কর্কটের—অসাধারণতা, সিংহের—ক্ষমতা, কন্যার—ধন, তুলার—০, বৃশ্চিকের—আনন্দ, ধনুর—অপমৃত্যু, মকরের—অনুযোগ, কুম্ভের—০, মীনের—পীড়া।

৫। জল মধ্যে জীবিত জন্তুদর্শনে

মেষের—ভয়, বৃষের—বন্ধন, মিথুনের—ধনলাভ, কর্কটের—মানসীক যন্ত্রণা, সিংহের—ভয়, কন্যার—ধনহানী, তুলার—আত্মীয় নাশ, বৃশ্চি-কের—জীবনের শঙ্কা, ধনুর—সুসংবাদ লাভ, মকরের—কষ্ট, কুম্ভের—পীড়া, মীনের—০।

৬। সৌভাগ্য দর্শনে

মেষের—দুঃখ, বৃষের—শয়ন, মিথুনের—মান, কর্কটের—পীড়া, সিংহের ও কন্যার—দুর্ভিক্ষ, তুলার—শত্রুক্ষয়, বৃশ্চিকের—আরোগ্য, ধনুর—নববন্ধু লাভ, মকরের—মনের চাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফলস্বপ্ন, মীনের—০।

৭। ইষ্টকালয়াদি দর্শনে

মেষের—ভয়, বৃষের—প্রবলের অত্যাচার, মিথুনের—মাংসলাভ, * কর্কটের—ধন, সিংহের—ভ্রমণ, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—সফলকাম, বৃশ্চিকের—জয়লাভ, ধনুর—বন্ধুলাভ, মকরের—চিত্তচাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফল স্বপ্ন, মীনের—০।

* এস্থলে সন্তানলাভই অধিকতর বিশ্বাস্য।

৮। সঙ্গীতে

মেষের লাভ, বৃষের—সৌভাগ্য, মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের—অভিযোগ, সিংহের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার—জয়, তুলার—অপমান, বৃশ্চিকের পীড়া, ধনুর—ক্রুরতা, মকরের—ধন, কুম্ভের—০, মীনের—সামান্য লাভ।

৯। বন্ধুসমাগমে

মেষের পুরস্কার, বৃষ ও মিথুনের—০, কর্কটের—ধনবৃদ্ধি, সিংহের—মানহানী, কন্যার—অর্থলাভ, তুলার—ধীরতা, বৃশ্চিকের—ধনলাভ, ধনুর—মান, মকরের—সুসংবাদ লাভ, কুম্ভের—ভ্রমণ ও কষ্ট, মীনের—বিলাসীতা

১০। স্থান পরিবর্ত্তনে

মেষের—শঙ্কা, বৃষের—সুস্থতা, মিথুনের—সংবাদ লাভ, কর্কটের—প্রভুর মৃত্যু, সিংহের—অতিথিলাভে আনন্দ, কন্যার—শত্রু, তুলার—ক্ষতি, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—০, মকরের—ক্রোধ, কুম্ভের—বন্ধনভয়, মীনের—আশ্চর্য্য সংবাদ।

১১। অগ্নি দর্শনে

মেষের—কষ্ট, বৃষের—অতিথিলাভ, মিথুনের—ধনবৃদ্ধি, কর্কটের—পীড়া, সিংহের—ক্ষতি, কন্যার—কষ্ট, তুলার—সংবাদলাভ, বৃশ্চিকের—পীড়া, ধনুর—সংবাদলাভ, মকরের—সংবাদলাভ, কুম্ভের—চিত্তবিভ্রম, মীনের—মর্ম্মাঘাত।

১২। পাঠে

মেষের—মৃত্যু, বৃষের—মান, মিথুনের—বন্ধুলাভ, কর্কটের—০, সিংহের দীর্ঘজীবন, কন্যার—যুদ্ধ, তুলার—সন্তানলাভ, বৃশ্চিকের—কষ্ট, ধনুর—অপমৃত্যু, মকরের—চুরী, কুম্ভের—অতিথিলাভ, মীনের—মৃত্যুবৎ।

১৩। হত্যাদর্শনে

মেষের—বিষাদ, বৃষের—বন্ধুনাশ, মিথুনের—দুরভিসন্ধি, কর্কটের—ধন, সিংহের—পীড়া, কন্যার—লাভ, তুলার—ধন, বৃশ্চিকের—পাপ, ধনুর—মৃত্যু, মকরের—পুরস্কার প্রাপ্তে আনন্দ, কুম্ভ—০, মীনের—প্রাপ্তি।

১৪। মৃত্যু দর্শনে

মেষের—ধন, বৃষের—ক্ষতি, মিথুনের—সংবাদলাভ, কর্কটের—ক্রোধ,

সিংহের—ধনলাভ, কন্যার—অতিথিলাভ, তুলার—আনন্দ, বৃশ্চিকের মিথ্যা স্বপ্ন, ধনুর—সুসংবাদ, মকরের—জয়, কুম্ভের—সুভাগমনের সুসংবাদ, মীনের—০।

১৫। ধন দর্শনে

মেষের পীড়া, বৃষের—কঠিন স্বপ্ন, মিথুনের বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের—অতিথি লাভ, সিংহের—ধন, কন্যার—প্রতারণা, তুলার—শত্রুনাশ, বৃশ্চিকের—চুরী, ধনুর—মিথ্যা স্বপ্ন, মকরের—আতিথ্য, কুম্ভের—জয়লাভ, মীনের—অতিথ্য।

১৬। যুদ্ধাদি দর্শনে

মেষের—অপমান, বৃষের—জয়, মিথুনের—প্রেমলাভ, কর্কটের—উন্নতি, সিংহের—হিংসা, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—শত্রু, বৃশ্চিকের—কর্ম্ম, ধনুর—স্ত্রীলাভ, মকরের—সংবাদ, কুম্ভের—শত্রুতা, মীনের—জয়লাভ।

১৭। পীড়াদি দর্শনে

মেষের—অপমান, বৃষের—জয়, মিথুনের—মীমাংসা, কর্কটের—অর্থ হানী, সিংহের—পুরস্কার, কন্যার—ধন, তুলার—শত্রুতা, বৃশ্চিকের—যুদ্ধ, ধনুর—পীড়া, মকরের—জয়, কুম্ভের—বহুবিষয়ক আনন্দ, মীন ও বৃশ্চিকের—কলহ, ধনুর—পীড়া, মকরের—জয়, কুম্ভের—বহুবিষয়ক আনন্দ, মীনের—বৃত্তিলাভ।

খনা।

খনার বচন এক আধটী বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং খনার জীবনী সম্বন্ধে যে একটা মহা হট্টগোল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাজে হইয়াছেও তাহাই। কেহ বলেন, খনা শুক্রাচার্য্যের কন্যা, কেহ বলেন, এ কথা ভুল, খনা শঙ্করাচার্য্যের কন্যা, আবার কেহ বা বলেন, খনা মহিধরাচার্য্যের কন্যা, যাহা হউক খনা যে, যে কোন এক আচার্য্যের কন্যা এবং সেই আচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সুপণ্ডিত, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। সেই আচার্য্য মহাশয় কন্যাকে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যায়ন করাইয়াছিলেন, একথা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য বটে। আর আমাদের আবশ্যকও ইহাই, আমরা খনাকে চাহি না,—খনার বচন চাহি।

খনা কতকগুলি জ্যোতিষ গণনা অতি সহজ কথায় এত সরলে এমন কৌশল বাহির করিয়া গিয়াছেন, যাহার সাহায্যে ঠাকুরমাও অনায়াসে গণনা করিতে পারেন। পল্লিগ্রামে এই খনার প্রসাদে অনেকে গর্ভস্থ সন্তান গণনা করিয়া অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরাও গুটিকত খনার বচন পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এসকল বচন বিশেষ পরীক্ষিত, নিষ্ফলের কোন চিন্তা নাই।

সন্তান গণনা।

গর্ভিণী যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের নামের অক্ষর, গর্ভিণীর নামের অক্ষর এবং গর্ভিণী যে কোন একটী ফলের নাম করিলে সেই ফলের অক্ষর একত্রে যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যদি ১ হয় তবে পুত্র, ২ হইলে কন্যা এবং তিন হইলে গর্ভপাত বা গর্ভবাক্যই মিথ্যা, ইহার অন্যথা হইলে সে সন্তান জারজা বুঝিতে হইবে।

দম্পতির অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু নির্ণয়।

স্ত্রী ও পুরুষের নামের অক্ষর দ্বিগুণ করত এবং মাত্রার সংখ্যাকে চতুর্গুণ করিবে। শেষে উভয় অঙ্ককে যোগ করিয়া যোগফল তিন দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট যদি ১ অথবা ০ থাকে, তবে পতির অগ্রে মৃত্যু হইবে এবং ২ থাকিলে অগ্রে পত্নির মৃত্যু হইবে।

মৃত্যুগণনা।

পীড়ার সংবাদ লইয়া দূত যদি গৃহের কোণে দণ্ডায়মান হয়, উর্দ্ধ নয়নে কথা কহে, মস্তকে, পৃষ্ঠে বা বক্ষস্থলে হাত দিয়া থাকে, অথবা কুটা ছিঁড়ে, তবে বুঝিবে, পীড়িতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

তিথি গণনা।

বৎসরের কোন্ দিন কোন্ তিথি জানিতে হইলে সেই বৎসরের প্রথম দিনের অর্থাৎ ১ লা বৈশাখে যে তিথি ছিল, তাহার অঙ্ক (অর্থাৎ প্রতিপদ ১ দ্বিতীয়া ২ তৃতীয়া ৩ এই প্রকার), যে দিনের তিথি জানিতে হইবে, সেই দিনের অঙ্ক (যেমন ১ লা ২ রা ৮ই ১০ই ইত্যাদি) এবং যে মাসের তিথি আবশ্যক সেই মাসের অঙ্ক (মাসের অঙ্ক বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ২ আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৩ ভাদ্র ৮ এবং অবশিষ্ট সকল মাসের সংখ্যা ১০) একত্র করিয়া

যদি তাহা ৩০ হইতে কম হয়, তবে সেই অঙ্কই তিথির অঙ্ক, ,এবং ৩০ এর অধিক হইলে তাহা হইতে ৩১ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তিথির অঙ্ক বুঝিতে হইবে।

আয়ু গণনা।

ভূমিষ্ঠ হইতে জন্মনক্ষত্রের যতক্ষণ স্থিতি, সেই সময়কে পল, করিয়া প্রত্যেক পলে ১২ দিন আয়ু ধরিলেই শিশুর পরমায়ু জানা যাইবে।

যাত্রার দিন গণনা।

আপনার অঙ্গুলীর ১২ অঙ্গুলী পরিমাণে একটী কাটি সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপন করিয়া ঐ কাটীর ছায়া যদি রবিবারে ২০, সোমবারে ১৬, মঙ্গলবারে ১৫, বুধে ১৬, বৃহস্পতিতে ১২, শুক্রবারে ১৪ ও শনিবারে ১৩ অঙ্গুলী হয়, তাহা হইলে যাত্রায় শুভ আর এই সময় যদি হাঁচি টিক্‌টিকি (জেটী) পড়ে, তবে তাহার অষ্টগুণ লাভ হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩-১৪

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ৴০ দুই আনা মাত্র।

ইন্দ্রজাল।

ইন্দ্রজাল শাস্ত্র স্বয়ং মহাদেব রচিত, সুতরাং ইহার ফলও প্রত্যক্ষ, কিন্তু অধুনা চারিদিকে নানাবিধ অসার ইন্দ্রজালের প্রাদুর্ভাবে ইহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য কেবল তাঁহাদের যৎসামান্য দৃষ্টি আকর্ষণার্থ দুই একটী বিষয় লিখিত হইল। অনর্থক বাজে কথায় ইহার কলেবর পূর্ণ না করিয়া যে কয়েকটী কাজের কথা লিখিলাম, তাহাতে যদি ফল পান, তখন আরও আবশ্যকীয় পরীক্ষিত বিষয় লিখিতে চেষ্টা করিব। ভরসা করি, পাঠক এ কথার অর্থ বুঝিবেন।

সকলের সম্মুখে চারা, ফল ও ফুল উৎপাদন।

আকোড় ফলের তৈলে সরিষা বা তথাবিধ কোন ক্ষুদ্র বীজ ভিজাইয়া পূর্ব্ব হইতে নিকটে রাখিবে, পরে দর্শকগণের সম্মুখে একটী টবে কতকগুলি মাটী জল দ্বারা ভিজাইয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বীজগুলি বপন করিয়া একখানি কলাপাত দিয়া ঢাকিয়া দণ্ডৈকমাত্র অন্যান্য কথোপকথন করিবে পরে পাতাখানি সরাইয়া ফেলিলেই দেখিবে যে, এক ইঞ্চি পরিমাণে গাছ বাহির হইয়াছে। এই গাছ দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টার অনধিক কালের মধ্যে পাতা, ফুল ও ফল ধরিয়া তখনি আবার শুকাইয়া যাইবে।

সদ্য আম্রবৃক্ষ উৎপাদন।

একটী সুপক্ক আমের বীজ শুষ্ক করিয়া তাহা ২০ বা ২৫ বার মনসাসিজের আটায় সিক্ত ও ছায়ায় ক্রমান্বয়ে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শুষ্ক হইলে সেই বীজটী নিকটে রাখিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া দর্শকগণের সম্মুখে একটী টবে যথারীতি মাটি দিয়া বীজটী পুতিয়া তদুপরি জল সেচন করিবে। এইরূপ করিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে আম্রের চারা বাহির হইয়া দুই তিন হস্ত উচ্চ ও তাহাতে মুকুল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম্রও হইবে।

বস্ত্রের উপর অগ্নিতরঙ্গ।

উৎকৃষ্ট চিনের কর্পূর নূতন হরিদ্রাচূর্ণের সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা দীপা-

লোকে প্রজ্বলিত করিয়া বস্ত্রের উপর নিক্ষেপ করত নাড়িলে কাপড়ের উপর অগ্নির তরঙ্গ উঠিবে, কিন্তু কাপড় দগ্ধ হইবে না।

অন্ধকারে দিনের ন্যায় দর্শন।

শ্বেতকলমীর পত্ররস রজনীযোগে চক্ষুতে দিলে গভীর অন্ধকারেও সমস্ত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবে।

বৌলাহীন কাষ্ঠপাদুকা পদে দিয়া ভ্রমণ।

দুইখানি বৌলাহীন পাদুকা পূর্ব্ব হইতে ডুমুরের আটায় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। দুই বা তিনবার ভিজাইবে এবং শুষ্ক করিবে। এইরূপ প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণের সম্মুখে বাক্যচ্ছলে পদধৌত ও পদদ্বয় সামান্য পরিমাণে গামছা দিয়া মুছিয়া ধীরে ধীরে পাদুকার উপর পদদ্বয় রাখিয়া কিয়ৎকাল নানা প্রকার কথা কহিয়া যখন দেখিবে, পাদুকার সহিত পদদ্বয় উত্তম আঁটিয়া গিয়াছে, তখন চলিয়া বেড়াইবে, কোন মতে পাদুকা খুলিবে না।

দগ্ধসূত্রে অঙ্গুরী ঝুলান।

এক গাছি সূতা দুই তিনবার গোমূত্রে ভিজাইয়া শুষ্ক করত তাহাতে একটী অঙ্গুরী বাঁধিয়া দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সূতায় অগ্নি সংযোগ করিবে। দেখিতে দেখিতে সূতা গাছি পুড়িয়া যাইবে, তথাপি অঙ্গুরীটী পূর্ব্ববৎ সেই সূত্রে ঝুলিতে থাকিবে। দর্শকগণ এতদ্দর্শনে অবশ্যই চমৎকৃত হইবেন।

বাগানে পদ্মবন করণ।

আকোড় ফলের তৈলে কতকগুলি পদ্মবীজ এক দিন ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। পরে এক দিন যে স্থানে কৌতুক প্রদর্শিত হইবে, সেই স্থানের কতকটা জমী উত্তমরূপে খনন করিয়া, তাহাতে প্রচুর জল সেচন করত পদ্মবীজগুলি পুতিয়া দিবে। এইরূপ একদিন পরে অর্থাৎ অদ্য বৈকালে পুতিয়া কল্য প্রাতে দেখিবে সমস্ত জমীতে দুই হস্ত বা এক হস্ত পরিমিত পদ্মনালে পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই পদ্মবীজ যত অধিক পুতিবে ততই অধিক ফুল ধরিবে এবং দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ফল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই

ফুল এক দিনের পরেই আপনা হইতে শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ প্রণালীতে ফুলের বীজ উক্ত তৈলে ভিজাইয়া পরিশেষে রোপণ করিলেই এইরূপ হইয়া থাকে। পাঠক ইহা যদৃচ্ছা পরীক্ষা করিবেন।

একগাছে নানাবিধ ফুল।

• একটী সুপক্ক আম্রের বীজের একটী মুখ ধারাল ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া তন্মধ্য হইতে শস্য বাহির করিয়া কেবল খোলটী লইবে। সেই খোলের অর্দ্ধাংশ শুকরের তৈলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে দোপাটী, গাঁদা প্রভৃতির চার বা পাঁচটী বীজ পুরিয়া তাহার মুখ বন্দ করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে। পর দিন সেই বীজটী বাগানের যে কোন স্থানে রোপণ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে যে ফুলের গাছ হইবে সেই গাছে পূর্ব্বোক্ত আম্রের বীজের মধ্যে যে যে ফুলের বীজ রাখা হইয়াছে, সেই সেই ফুল ধরিবে। দর্শকগণ দেখিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

কৃত্রিম মুক্তা।

• একটী কুচিয়া মৎস্য ধরিয়া তাহাকে একটী টবপূর্ণ কাদায় রাখিয়া দিবে। শেষে আর একটী টব করিবে, তাহাতে কাদার পরিবর্ত্তে ময়দা, ভেরেন্দার আটা, বালী ও অভ্র থাকিবে। মৎস্যটী পূর্ব্বোক্ত কর্দ্দমপূর্ণ টব হইতে তুলিয়া এই টবে রাখিবে। কিছুদিন পরে এই টবে উক্ত মৎস্য স্বভাবতঃ যে বমন করিবে এবং যখন সেই বমন শুষ্ক হইয়া টবের গাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তখন অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্যস্থ গোলাকার পদার্থ অবিকল মুক্তার ন্যায় বিবেচিত হইবে।

ইন্দ্রজাল সম্পূর্ণ।

ভোজরহস্য।

কুঁজী কে?

কুঁজী—বৃদ্ধা দাসী। এখন আর সে কাজকর্ম্ম করিতে পারে না, দাসী মহলে সে এখন কর্ত্রী; সকলের উপর সে কর্ত্তৃত্ব করে। কোন কাজ তার

উপর হুকুম হইলে কুঁজী তাহা দাসীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেয়। কুঁজীর মনের আশা বড় বলবতী, সে সামান্ত দ্রব্য হইতে ঘষিয়া মাজিয়া ভাল জিনিস করে, দুপয়সা পাইবার প্রত্যাশায়। রাজবাড়ীর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সংযোগ বিয়োগ করিয়া সে তাহা নূতন ভাবে প্রস্তুত করে, বাজারে গোপনে বিক্রয় করিয়া দুপয়সা পাইয়াও থাকে। কুঁজী সে দিন তামা ঘষিয়া পরিস্কার করিতেছে, ইচ্ছা—ইহা সোনার মত পরিষ্কার হয় কি না একবার দেখিবে। এমন সময় একজন দীর্ঘজটা ভস্মমাখা সন্ন্যাসী দাসী-মহলে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা, প্রার্থনা ভিক্ষা, ভিক্ষা-দানের জন্য কুঁজীকে বলিলেন। কুঁজীর স্বভাবটা বুড়া বয়সে যেমন হয় তেমনি উগ্র, সে নাক বাঁকাইয়া বলিল, "কে তোকে এখন ভিক্ষে দিবে? আমি আপন জ্বালায় বাঁচিনে।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বলিলেন, "বুঢ্যি! হাম্ তোম্‌কো সাব বৎলায়ে দেঙ্গে।" কুঁজী হাতে স্বর্গ পাইল, গোপনে সন্ন্যাসীর নিকট বিবিধ গুপ্ত বিষয় শিক্ষা করিল, কিন্তু কথাটা গোপনে থাকিল না, প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাতে কুঁজীর ক্ষতি হইল না, অচিরে তাহার নাম বিখ্যাত হইল।

ভোজরাজ বিবাহ করিলে এই কুঁজী যৌতুক পাইলেন, ভোজরাজ শ্বশুর প্রদত্ত যৌতুক প্রত্যাখ্যান করিলেন না, কিন্তু যৌতুকের মূল্যটা মনে ভাবিয়া হাসিলেন, কুঁজীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল। একটু শিক্ষা দিবে এই তার সংকল্প। ভোজরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য শ্বশুরঘর হইতে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কুঁজী। পথিমধ্যে কুঁজী মায়াজাল বিস্তার করিল, ভোজরাজ সম্মুখে দেখেন—ভীষণ মরুভূমী। মরুভূমী কিরূপে পার হইবেন, ভোজবিদ্যায় অসামান্ত পারদর্শী ভোজরাজ তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। কুঁজীর নাম, গুণগ্রাম শুনিয়াছিলেন, কুঁজীর স্মরণ গ্রহণ করিলে বিপদ নিরাকৃত হইল। এইরূপ কখন অকুলসমুদ্র, কখন ঝড়বৃষ্টি, কখন বন, পর্ব্বত, এই সকল দৃশ্য দেখাইয়া কুঁজী বড় প্রতিপত্তি পাইল। ভোজরাজ কুঁজীকে সাদরে গৃহে আনিলেন। পাঠক! কুঁজীর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, সে সকল কথা আর লেখা হইল না, পরন্তু কুঁজীই ভোজবিদ্যা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, ইহাতে যাহা লিখিত হইল এবং যাহা হইল না, সে সমস্তই কুঁজীর কৌশল।

Evdery man is a fool is anothers opinion.

কাঁচ চর্ব্বণ।

একটী ফরাসী বোতল অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া আদার রসে ডুবাইয়া শীতল করিয়া রাখিয়া দিবে। যখন এই কৌতুক প্রদর্শন করিবে তখন এক খানি আদা চর্ব্বণ করিয়া এই বোতলের কিয়দংশ বিশেষ সাবধানে চর্ব্বণ করিলে অনায়াসে চর্ব্বণ করিতে পারা যাইবে। তাহাতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু বিশেষ সাবধান, যেন কোন প্রকারে কাচচূর্ণ উদরস্থ না হয়।

কণ্টক চর্ব্বণ।

নূতন কাঁচা কণ্টিকারীর কাঁটা চর্ব্বণ করিতে হইলে পূর্ব্বে গন্ধসার পাতা চিবাইয়া এই কণ্টিকারীর কাঁটা চর্ব্বণ করিতে কোন কষ্টই হইবে না। কাঁটা মুখের মধ্যে দিবার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে দিবে, যেন কোনরূপে মুখের উপরে বা পার্শ্বে এই কাঁটার আঘাত না লাগে।

রুমালভস্ম পূর্ব্বরূপ করণ।

যে রুমালখানি দগ্ধ করিতে হইবে, তাহার অনুরূপ আর এক খানি রুমাল পূর্ব্ব হইতে একটী বোতলে পুরিয়া রাখিবে। যে রুমাল সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহাই লইবে, কেন না কেহ নিজ হইতে রুমাল দিতে চাহিলেও ইহাতে ঠকিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অতঃপর একটী ক্ষুদ্র পিস্তলে যথারীতি বারুদাদি পুর্ণ করিবে এবং দর্শকগণের সম্মুখে রুমালখানি দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম বন্দুকে পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত বোতলকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেই সেই বোতল হইতে পূর্ব্ব রক্ষিত রুমাল বাহির করিবে।

শাখা সহিত বাবলার কাঁটা চর্ব্বণ।

কণ্টক চর্ব্বণের পূর্ব্বে জামের পাতা উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া সেই রস এমন ভাবে কুলী করিবে, যেন সেই রস মুখের সর্ব্বত্র উত্তমরূপ লাগে। এইরূপ করিয়া জামের পাতা শাখা সহিত নূতন কাঁচা কণ্টক অনায়াসে চর্ব্বণ করিতে পারা যাইবে তাহাতে কোন কষ্টই হইবে না।

অগ্নি ভক্ষণ।

প্রথমে কৌতুক প্রদর্শনের পূর্ব্বে আকোরকোরা বচ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবেম, এবং কুলী করিয়া সেই রস মুখের সর্ব্বত্র উত্তমরূপে লাগাইয়া

দিবেন। কিয়দংশ বচ মুখের একদিকে এমন ভাবে লুকাইয়া রাখিবেন যে, দর্শকগণ তাহা জানিতে না পারে। এইরূপে বচ চর্ব্বণ করিয়া ভেরেণ্ডা প্রভৃতি কাষ্ঠের অগ্নি মুখের মধ্যে দিবে ও পূর্ব্বোক্ত রসে নির্ব্বাণ করিবে এবং সেই কয়লাখানি ফেলিয়া দিবে, আবার নূতন অগ্নি মুখে দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে করিবে, ইহাতে মুখের কোন স্থান দগ্ধ বা ফোস্কা হইবে না।

এক বোতল হইতে বিবিধ দ্রব্য দান।

একটী সাদা বড় বোতল হুক্কাকদের নিকট হইতে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া আনিয়া তাহার মধ্যে তদপেক্ষা একটী ছোট বোতলে একটী কুক্কুটের ছোট ছানা পুরিয়া বড় বোতলের নিচের অংশে ছোট বোতলের মুখ কর্কদ্বারা উত্তমরূপে আঁটিয়া দিয়া রাখিবে, পরে উপরের অংশ সংযোগ করিয়া মধ্যে ধীরে ধীরে পোর্ট সুরা ঢালিয়া দিবে। পরে বোতলের কাক আটিয়া দিবে। পূর্ব্বে যে স্থানে পুরিয়া দিয়া আঁটা হইয়াছে, সেই পুটীনের মধ্যে এমন ভাবে কয়েকটী ছিদ্র করিবে যে, তাহার মধ্যে অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া কুক্কুট শাবকটী বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইরূপ করিয়া রাখিবে। দুইটী ছোট গ্ল্যাসের মধ্যে এমন ভাবে ভিনিগার লাগাইয়া রাখিবে যে, তাহা দর্শকগণের নয়নগোচর না হয়। আর একটী গ্ল্যাস কংকুফুট নামক দ্রব্য লাগাইয়া রাখিবে। কৌতুক প্রদর্শনের সময় যে গ্ল্যাসে কংকুফুট লাগান আছে, তাহাতে সর্ব্ব প্রথমে পোর্টসুরা নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা দর্শকগণকে খাইতে দিবে। ঐ ঔষধের গুণে পোর্টসুরার কোন গন্ধ কেহ জানিতে পারিবেন না। পরে যে বোতলে ভিনিগার লাগান আছে তাহাতে পুনর্ব্বার অবশিষ্ট পোর্টের কিয়দংশ ঢালিয়া দিলেই দুগ্ধের মত দেখাইবে। শেষে আর একটী গ্ল্যাসে প্রকৃত পোর্ট যাহা বোতলে এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাই ঢালিয়া দর্শকগণকে প্রদান করিবে এবং যখন তাঁহারা ঐ পোর্টের প্রতি সকলে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন, সেই অবসরে কৌশলে বোতলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কুক্কুট সাবকটী বাহির হইবে। দর্শকগণ এই অত্যাশ্চর্য্য কৌতুক দর্শনে বিমোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ভোজরহস্য সম্পূর্ণ

সিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্র।

কামরূপ প্রবাসী জনৈক উদাসীন কর্ত্তৃক
সংগৃহিত।

—oo—

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৫

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

সিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্র।

আত্মসাবধান।

মন্ত্র দ্বারা কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে আত্মসাবধান হওয়া উচিত। অনেক ওঝা আত্মসাবধান না হইয়া অনেক স্থানে বিপদগ্রস্ত হন। এ নিমিত্ত অগ্রে আত্মসাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ ও তিনবার বক্ষে ফুৎকার দিয়া গৃহের বাহির হইলে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না।

আস্তলবৎ কোরাণ বারিফট্ কে তেরা বদ্‌নাল। ঘণ্টে যাওগে ঘণ্টে আওগে, লোহকা স্তম্বেকা খুঁটী, সুবর্ণকা তীর বন্দ খোদা ছেলাম পেকে-ম্বর। লা ইলাহি ইল্লেল লা, মহম্মদে রসুল এল্লা।

প্রকারান্তরে আত্মরক্ষা।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার বক্ষে ফুৎকার দিলে, ওঝার ভয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

কোথায় চলিয়ে যাই করিয়ে পয়াণ। আপনি সারিয়ে যাই হইয়ে সাবধান। পিট্ পিট্ পদ সারি, আর সারি মুখ। নাক্ কান্ চোক্ সারি, আর সারি বুক্। সর্ব্বাঙ্গ সারিয়ে যাই মা মনসার বরে। লক্ষ লক্ষ বাণে আমার কি করিতে পারে॥ আকোড় দৃষ্টে নির্চ্ছের ঘা তব স্মরণে ঘা নেই কোটে অমুকের গায়, সাজা আসি হাজার পীর প্যাকম্বরকি তুলে দিনু অমুকের গায়, অমুকের রক্ষে, কর্‌বে কামরূপের কামিক্ষ্যে হাড়ির ঝি চণ্ডি কলিকা মা।

হাত চালা।

গৃহে সর্প আছে কিনা, সর্পে দংশন করিলে বিষ হইয়াছে কি না; এই সমস্ত জানিবার জন্য হাত চালিয়া দেখা আবশ্যক।

কাল কালকাসিন্দার সিকড় অমারজনীতে তুলিয়া রাখিতে হয়। (ওঝা মাত্রেরই তুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।) ইহা অঙ্গুলীর মধ্যে রাখিয়া ভূমিতে হস্ত পাতিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী ক্রমান্বয়ে পাঠ করিয়া ভূমিতলস্থিত হস্তে ফুৎকার দিবেন।

জেলালা তেলালা প্লাতিয়ালা শিস। দৃষ্টে উঠিল কালকুট বিষ॥
ক্ষৌর নাঙ্গল কাঞ্চন বিষ। তাৎ উঠে কাঞ্চনের বিষ॥
অসময় পরীরায় স্মরণ নিল আই, পদ্মার আই পদ্মা উড়ি আয়।
দুর্ব্বা পাতে হাত চালায়, জোর বিষ তোর পায়!
চল্ চল্ হাত চল্। চাওঁ ময়ী বিষর বল্। বোলা হাত উজান ধাই।
আচলীর বিষ গাওত পাই॥ হাত চলী বিষত পর। পদ্মার আজ্ঞা নেতুর বর॥
গুরুর আজ্ঞা মোর মন্ত্রে গুচি যায়। জরৎকারুর বধ লাগে গোহানীর পায়॥

ক্রমান্বয়ে এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে আর হস্তের উপর ফুৎকার দিবে। দ্রব্য যে স্থানে আছে, হাত সেইখানে উপস্থিত হইবে, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে।

আচল চালম্ সুচাল চালম্ চালম্ গোক্ষনাথ। পাতালে বাসুকী চালম্ চালম্ অমুকের হাত, যদি অমুকের অঙ্গে না কর ভর। শীঘ্র করিয়া না চলম্ হাত। তবে তোমার ডাকিনী যোগিনীর মাথা খাস, বাং বিং আং স্বাহা।

বিষ ঝাড়া।

সর্পে দংশন করিলে ওঝা শুনিবামাত্র স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের একটী কোনে গাঁট দিবে আর একবার নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তিনবার পাঠ আর তিনটী গাঁট দিবে। তৎপরে যে স্থানে গাঁট দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থান রীতিমত কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে যে স্থান পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে, সেই স্থান হইতে বিষ আর উঠিবে না।

বিচল তাঁতির আচল গাথ্নী আচল করি হাতে।
রক্ষা বগা কোলা সপর বিষ থুইলো তাথে॥
সাপ না হয় সাপিনী হোক্ দে কালির ঘরণী।
লগৎ লৈ আহক দেচুন ঘৈনাক্ আপনি॥

সাপ হোক্ সাপীনি হোক্ থাক্ দেচুন ফালে।
মোৎ বিষ তোৎ থাকি বন্ধ্যা থাক আচলে॥
(অমুকের) গাওর বিষ ভাটির পেরা উজানী করা ধাই।
বধ লাগে আই মনসার পরি আস্তিক ককাই॥

অন্য প্রকার বিষ ঝাড়া।

এই নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া, দংশন স্থানে ফুৎকার দিবে। যতক্ষণ না বিষ নষ্ট হয়, ততক্ষণ ঝাড়িবে।

এলে খেটে কেউটে। আয় বিষ নেউটে॥ তুই খেলি যা, মুই পূচন্থ পা। তোর বিষ নাই মোর নাথির ঘা॥ নেই বিষ (অমুকের) গায়। কার আজ্ঞে দেবী মনসার আজ্ঞে॥

বোড়াবিষ ঝাড়া।

নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে বাঁশের মাচনায় শয়ন করাইয়া জলসার অর্থাৎ ক্রমাগত মস্তকে জল ঢালিবে।

শ্রীহরি শ্রীহরি বল ওরে আমার ভাই।
কামাখ্যা মায়ের বরে বোড়া বিষ নাই॥
লীছাক বিষের জোর আর নাই বিষ।
প্রশাদ দিবরে তোরে ছার বাই রিশ।
সর্ব্বকাজে মোন্সা পূজা দিব দুধ কলা।
নহেক নহের কর এই মোর বালা।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি ভাই আমার বাক্যি সার।
টম্বরু ভৈরবের কিরে শিগ্র এসে ধর।
পান কর ভৈরুঠাকুর নিনড় আচিল্।
ধ্যাং ধ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং নিহত হইল্।
অয় আয় রব শিব ছাপার ছানা যত।
আমার এই জল সারে বিষ হইল হত।

নাই বিষ, নাই বিষ, নাই বিষ।
কার আজ্ঞে, কাঁউরুপীর আজ্ঞে।

প্রকারান্তর।

নেতু ধোপানি কাপড় কাচে মন পবনের ক্ষারে। বেটী মরা ছেলে জেন্ত করে জেন্ত ছেলে মারে॥ খানিক আছাড়ে খানিক পাছাড়ে খানিক দেয় শিশ। চল্‌রে পুতো ঘরে যাই হলো নিবিষ॥ নেতু ধোপানির গির মাটী। খিচ দিয়ে পাখালে ধুতি॥ শাকা নাড়ে পাকা নড়ে। নির্ঝরে বিষ মরে॥ নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।

বশীকরণ।

আমাবস্যা রজনীতে শ্বেত আকন্দের সিকড় তুলিয়া গোরোচনার সহিত পেষণ করত যাহার নাম করিয়া কপালে তিলক করিবে, সে তিন দিবসের মধ্যে তিলকধারীর জন্য পাগল হইবে।

পোড়া ঘায়ের জল পড়া।

অগ্নিতে পুড়িয়া গেলে এক ঘটি জল লইয়া শূন্যে ধারণ করিয়া তিনবার নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করত তিনবার ফু দিবে। পরে দগ্ধ স্থানে ঐ জল দুই তিনবার লাগাইলে তৎক্ষণাৎ ভাল হইবে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিনে মিলে দিলেন বর,
তিনের আজ্ঞে অমুকের অঙ্গের, পোড়া ঘা হলো জল, হলোজল২॥

সুপ্রসবার্থ কবচ।

প্রসব বেদনায় স্ত্রীলোকের সময়২ জীবনান্ত হয়। এমন যন্ত্রণা আর নাই, সেই কষ্ট নিবারণার্থে নিম্ন প্রকরণটী লেখা হইল।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তৎদণ্ডে লাল অক্ষরে ভূর্জপত্রে নিম্নরূপ কবচ লিখিয়া গলদেশে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।
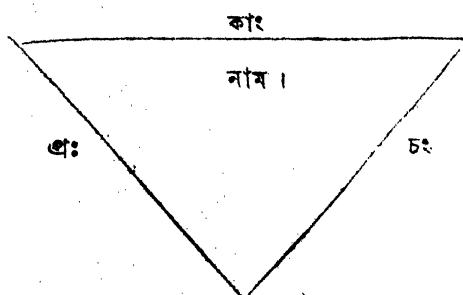
বিচ্ছেদ সম্পাদক কবচ।

এই কবচ আলতা দ্বারা লিখিয়া ধারণ করাইলে, বিচ্ছেদ সম্পাদিত হয়।

য	তে	ষ্টি
কাঃ	ক্ষ মঃ বেঃ	ভা
পে	না	চ

তান্ত্রিক কবচ।

মিলন যন্ত্র।

অলক্তকেন ইদং যন্ত্র ভূর্জ্জে লিখিত্বা ভুজে বা কণ্ঠে ধারয়েৎ।
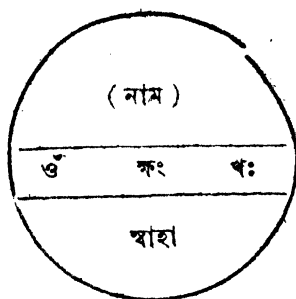
এই যন্ত্র আলতায় লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে বিচ্ছেদে মিলন হয়।

গ্রহশান্তি যন্ত্র।
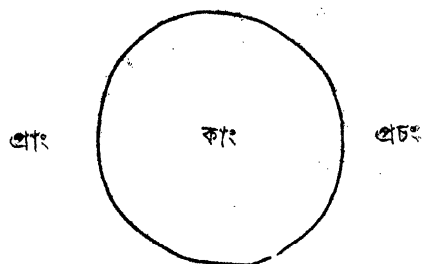
কিলয় কিলয় গ্রহং শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা।

এই মন্ত্র ভূর্য্যপত্রে হরিদ্রা দ্বারা লিখিয়া হস্তে তাম্র বা স্বর্ণ কবচে ধারণ করিলে গ্রহ শান্তি হয়।

সম্পূর্ণ।

দু-পিট-সাদা।

হাসির—হর্‌রা, আনন্দের—ফোয়ারা,
ক্রোধের—উদ্দীপক, শান্তির—জনক,
দর্শনে—পরিহাস, ক্রেতার—সর্ব্বনাশ,
বিজ্ঞাপনের—চটক, এই
গ্রন্থখানি না
মিষ্টি না
টক।

"সংগ্রাহক শ্রীবোকারাম"

১৩

ফের ছাপা।

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য—অমূল্য।

হু-পিট-সাদা।

অনুশোচনা।

'এমেন্—এইখানেই শেষ।

প্রকাশকের জবানি।—এই বৃহৎ সসার গ্রন্থখানি অসার কথায় পূর্ণ করা হয় নাই। পাঠক! তা স্ব-চক্ষেই দেখুন।
"দুষ্ট এঁড়ে অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।"
আমরা এই নীতির পরিপোষক।

সমাজরহস্য।

অদ্ভুত কাণ্ড !

"কালীপ্রসন্ন নিষ্ঠাচেৎ জগতীহ্যভবেত্তদা ।
धर्म्मार्थकाममोक्षाणां लोकनाथपुरेऽपि च ॥"

বিদ্যানন্দোপাধিক্

শ্রীকারমান্ প্রসাদ চণ্ডূসেবকেন

প্রণীতা উদ্ভাবিতা চ।

১৭

(সেকেন্দ আদসেন্)

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

সমাজরহস্য

থরো চেঞ্জ।

আমার কৈফিয়ৎ।

আমার এই নিত্য নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া অনুগ্রাহক পাঠকগণ হয়ত কতই কি মনে করিবেন। আমার চিন্তাশীলমস্তিষ্কের গাঢ় আবর্ত্তনোৎপন্ন মধুর (আমার মতে মধুরতম) লেখাগুলী এত অল্পকালস্থায়ী হইল দেখিয়া পাছে তাঁহারা আমার মস্তকের প্রতি দোষারোপ করেন, এজন্য একটা উচিত সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি।

আমার একটী পরম পূজনীয় খোঁড়া বন্ধু আছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সহিত আমার সম্প্রীতি! তাই তাড়াতাড়ি আমার বহুযত্নকৃত "এরাদদস্ত" খানি দেখাইলাম। তিনিই আমার দীক্ষা গুরু! তাঁহার নিকটেই আমার হাতে খড়ি। তাঁহার নিকটেই আমার এই বেজার নেশার সূত্রপাত! তিনিই এই থরো চেঞ্জের মূলসূত্র! খোদ নির্দ্দোষী। আমার ঘাড়ে পাছে কেহ এই গুরুভার প্রশ্নপ্রস্তর চাপাইয়া দেন, সেই জন্য এই খানে তাহার মুখবন্ধ করিলাম। বিস্তরেণালমেতি।

মুল্লুকের সঠীক খবর। *

ন্যাকাবোকা দেশের লোকগুলাকে এক একটু বুদ্ধিদান করিতে আমি আজ এক মহান ব্রতে ব্রতি হইয়াছি। আমি আজ জগতের লোকের চরিত্র সমালোচন করিব, মুল্লুকের যেখানে যা, সমস্তই বলিয়া দিব। কে চোর কে সাধু, কে শত্রু কে মিত্র, কিসে লাভ কিসে ক্ষতি, কিসে দণ্ড কিসে অব্যহতি, সব খবর আমার নিকটে পাইবেন। এই দেখুন, (হিয়র! হিয়র!)

---

* একদিন শ্রীযুতের যুতার আবশ্যক হইবাতে ঠনঠনিয়া হইতে এক পবিত্র যুতাযুগল আনিত হয়। এই হস্তবীল খানি সেই জুতার কবারিং ছিল। পড়িয়া বড়ই কৌতূহল হইল, তাই তাহার অবিকল নকল এই খানেই দ্বিধাং ভাবে বসাইলাম। শ্রীকারমান।

আমি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডকে ভাঁটার মত করিয়া নিজের টেবিলের নিচে রাখিয়াছি। জগতের সমস্ত খবর লিখিয়া বঙ্গবাসী, আমি তোমাদের সম্মুখে ধরিতেছি, দেখ! দেখ! দেখ! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব লিখিয়া পাত খুলিয়া রাখিয়াছি, আমার বামপায়ের দিকে চাহিবে কি? বঙ্গবাসি! তোমরা বুদ্ধিদোষে মারা পড়িতেছ, তোমাদের ভাবনা ভাবিয়া সমস্ত শরীরের রক্ত-মাংস আমার মাথায় উঠিয়াছে, তোমাদের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষুর ধার ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। তাই অল্পবয়সে আমাকে চস্‌মা ধরিতে হইয়াছে। আমার রোদন কি তোমরা দেখ নাই? খবরের কাগজে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তোমরা এই ভবের বাজারে না ঠক এজন্য কতই কাঁদিয়াছি! সে কান্নার প্রতিদান কি তোমাদের নাই? আমাতে না পাইবে কি? গাভী গর্ভিণী হইবে কি না, ছাগী কবে প্রসব করিবে, এ সকল হইতে রাজা রাজ্‌ড়ার চুরী, কত ফকির কাক্‌রার জুয়াচোরী, কত সত্যাসত্য কাহিনী পাইবে। কত উড়ো খবর আমার কল্পনাযন্ত্রে ফেলিয়া এমন গাঁচ্চার কাজে সাজাই, যে, তাহা কি আর মিথ্যা বলিতে পারিবে? আমি পিঁড়ায় বসিয়া পেঁড়োর খবর পাই। নিজের দোষ ঢাকিয়া পরের দোষ কীর্ত্তন যে কি ভাবে করিতে হয়, পরের ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার পচামাল পাচার করিবার যে কত প্রকার মোহিনী ছলনা আছে, তাহা যদি দেখিতে চাও, তবে দেড়টী টাকার মায়া ত্যাগ কর। সময়ের গতি আমি বেশ জানি! নিজে চুরী করিয়া পরকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিয়া কি প্রণালীতে দশজনকে বৃদ্ধ-অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়, নিজে কাক হইয়া ময়ুরের পাখা গায়ে দিয়া কি প্রণালীতে ময়ুরের দলে মিশিতে হয়, কি করিয়া সস্তাদরে নাম কিনিতে হয়, তাহা আমাতেই পাইবে। গায়ে পড়িয়া পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া নিজের সাধুতা দেখাইবার,—নিজের পসার জাঁকাইবার শতসহস্র যুক্তি আমার মস্তকে সর্ব্বদাই বিরাজ করে। জগতের চোর ছ্যাঁচোড়গণের চরিত্রচিত্র আমি এমন শ্লেষমাখা অতিরঞ্জিত ভাষায় লিখি, যে লোক তাহা

দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। এত গুণ আমার, তোমরা লইবে কি? এস, সত্বর এই বহুপুণ্যজনক "মুলুকের খবর" গ্রহণ কর। যদি পার, তবে ইচ্ছামত ৩ হইতে উর্দ্ধসংখ্যা ১২ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পার, টাকা লইতে আমি নারাজ নই, না পার, দেড়টী টাকা পাঠাও। তাহাতেও এই অমূল্য ধন পাইবে। পষ্টাক্ষরে নিম্নের ঠিকানায় অর্ডার পাঠাইবে।

শ্রীদুর্গাকিঙ্কর পাহাড়ী।

কপীবর রাজা অপকৃষ্ট রায় বাহাদুরের বক্তৃতা।

বঙ্গবাসি! একবার এদিকে নেত্রপাত কর। মস্তিকের ভারে—বুদ্ধির জোরে আর বিদ্যার তোড়ে আমি আজ মাথার ভারে মারা যাই। তোমরা কি চাহিবে না? এমন মাথা কেহ কখন দেখেছ কি? তোমরা অবশ্যই জান, মাথার জোরেই লোকে কাজ করে। যার যেমন মাথা, তার তেমন বিদ্যা, তার তেমন বুদ্ধি! সুতরাং আমার বিদ্যাবুদ্ধি তোমরা আমার মাথা দেখিয়াও কি বুঝিতে পার নাই? আমার এ মাথার বোঝা তোমরা কি নামাইবে না? আমার যাতে বুদ্ধির ব্যয় হয়, যাতে আমার মাথা কমিয়া যায়, তাহার উপায় তোমাদের হাতে! এই দেখ, আমার সমস্ত শরীর বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া মাথায় ভর করিয়াছে। আমার এত বিদ্যা কিসে ব্যয় করিব? কত লিখিলাম, কত ছাপা ছাপিলাম, কেহ লইল না, শেষে আধাদরে মাল ছড়িলাম, একটু বিদ্যা ব্যয় হইল, কিন্তু সমুদ্রের এক ফোটা বারী কমিলেই বা কি, না কমিলেই বা কি? আমি যে কতবড় লোক, তাহা এতদিন কেহ বলে নাই, অনেক যত্ন করিয়া সম্বাদপত্র সম্পাদকগণের চরণযুগলে অনেক পক্কতৈল মর্দ্দন করিয়া এখন একটু যেন হাল্কা লাগিতেছে। পোড়া দেশের জন্য আমি কি কম-বুদ্ধি ব্যয় করিয়াছি? কত পদ্য লিখিলাম, ইংরাজি জানি না জানি, পদ্যশীরে বড় বড় বিলাতী কবীর বচন তুলিয়া দিলাম, নাটুকের অন্ন ধ্বংস

করিবার জন্য কত মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর, মিত্রামিত্রাক্ষর, গদ্য, পদ্যগদ্য কত ছাঁদের নাটক লিখিলাম, বটতলায় জীবনসম্বল অপহরণ করিতে বসিলাম; উপন্যাস, প্রহসন, আরটিকেল, সায়েন্স, যাহার মানে জানিনা, তেমন বিষয়ের কতই প্রবন্ধ লিখিলাম, ভেঙ্কনারী, খবরের কাগজ চালাইলাম, সঙ্গীতেও আমার দখল দেখাইবার জন্য দেশে একটী সকের থিয়েটর খুলিলাম, লোকে বলিল, "অপকৃষ্ট—রায় 'বড়' বাহাদুর লোক। আমি মধ্যের "বড়" কথাটী তুলিয়া দিয়া রায় বাহাদুর বলিয়া পরিচয় দিলাম। এক জন বন্ধু আবার সুধু রায় বাহাদুরটা ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায় বলিয়া নামের আগায় "রাজা" বসাইয়া দিলেন, এত চেষ্টা করিতেছি, তবু এ হতভাগার "বিরাট—মাথা" আর কমে না। তাই করযোড়ে বঙ্গবাসী তোমাদের নিকট সবিনয় নিবেদনমিদং, আমার মাথা কমাইয়া দাও। আমি যাত্রাদলের সাট লিখি, থিয়েটরের বেলাংভর্সায়ও বিশেষ ভর্সা আছে, উপন্যাসে দখল আছে, ন্যায় মিমাংসা কখন করি নাই, কিন্তু প্রচীন কেতাব জীবিত থাকুক, তাহাতেও আমি নারাজ নই। মিল, পেন্সার, মাঘ, ভট্টনারাণ, দান্ত, কোমৎ, বেদব্যাস, কালীদাস, বাল্মিকী, সব আমার করতল গত! প্রহসনে আমি মূর্ত্তিমান! লোক হাসাইতে আমার লজ্জা নাই, খবরের কাগজে লিখিতে প্রস্তুত আছি, কৃপা করিয়া তোমার চাই কি, একটী বার প্রকাশ কর, আমার মাথার ভার কমাও; এখন মাথা লইয়া আমার প্রাণ ঠোঁটস্থ, যায় যায় হইয়াছে।

তোমাদের একান্ত তামাসার পাত্র

শ্রী—(হেডিং দেখ)

নিঃ—নানাস্থান।

প্রথম ছড়া।

প্রথম রস্তা।

যুবতী বিদ্যালয়।

একদা আমি গর্দ্দভজাতির উন্নতিবিধান কল্পে কল্পনা করিতে করিতে বীদন ষ্ট্রীট দিয়া চলিয়াছি। দেহরথে শ্রীচরণ অশ্ব যুতিয়া কল্পনা রাস ধরিয়া

A good wife makes a good husband.

আছি। চিন্তাবাতাসে রাস সুখ হওয়ায় চরণরাজ আমাকে অন্যত্র উপস্থাপিত করিল, দেখিলাম পথিপার্শ্বে এক রাক্ষসী সৌধ, যুবতী ও ভবিষ্য-যুবতীতে পূর্ণ, সকলের হস্তেই কেতাব। এতগুলি সরস্বতী ও ছাঁ সরস্বতী দর্শনে বুঝিলাম, গতিক তেমন সুবিধা জনক নহে। দেখিতে সাধ গেল, সাহস বাল্যকাল হইতেই প্রবল—প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম পুরুষও আছেন। সুভদ্রশিক্ষক আমাকে আসন দিলেন, আমি "শ্রীযুক্ত" ভাবে বসিলাম! পণ্ডিত পড়াইতেছেন, "রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আমার নিতান্ত বাসনা," ছাত্রি কহিল "যৌবরাজ্য কি?" পণ্ডিত "যে রাজ্যের রাজা যুবা।" ছাত্রি "যুবা কি?" পণ্ডিত "ইন্দ্রিয় সমূহের স্ফূরণই যুবত্বের লক্ষণ।" ছাত্রি "আমি তবে যুবা?" পণ্ডিত "না"। ছাত্রি "কেন না?" পণ্ডিত "ঋপু সকল প্রকৃত প্রস্ফূরিত হইলে যুবা হয়।" ছাত্রি "ঋপু আবার কি?" পণ্ডিত "এই কাম ক্রোধ—" ছাত্রি "কাম কি?" পণ্ডিতের পোর রগ ঘামিল, চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িত প্রবাহ বহিল, ভাবিয়া চিন্তিয়া "ওঁ—ওঁ—ই ওসব কথা, থাক।" ছাত্রি তর্কচূড়ামণিনী, কহিল, "কেন থাকিবে? কাম কি?" পণ্ডিত "এই সন্তান জণনের—এই" ছাত্রি "আমার কি সন্তান হইবার সময় হইয়াছে?" পণ্ডিত বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "মা! বিবাহ হইলে এত দিন হইত!" এদিকে ছুটির ঘণ্টা বাজিল। পণ্ডিতও "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও দৃষ্টবিষয়ের সহিত পণ্ডিতের অদৃষ্ট ভাবিতে ভাবিতে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইলাম।

প্রথম ছড়া।

২য় রস্তা।

কসাই খানা।

কোন পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে যাওয়া হইয়াছিল। শুনলেম, দুই চারি দিনেই তথাকার কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে "কসাই খানার মহোৎসব হইবে।" শুনিয়া বড়ই কৌতুহল জন্মিল। ব্রাহ্মণ বাড়ি—কসাই খানা—আবার তার উৎসব! ব্যাপারটা কি, জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিল। সে কয়েক দিন তথায় অপেক্ষা করিলাম।

ক্রমে শুভদিন আসিল। বাদ্য বাজিল, আত্মীয় স্বজন সমাগত হইয়া একটী সভা করিলেন। একটী ক্ষুদ্র বালিকা মূর্ত্তি সেই উৎসবে উৎসর্গ হইবে। মূর্ত্তিটী রক্তবস্ত্রে রঞ্জিত—নাসিকায় শ্বেতবর্ণ পদার্থবিশেষ তরঙ্গিনীর ন্যায় প্রবাহিত। অগ্রে মূল্য অবধারণ—পরে উৎসর্গ। মূল্য অবধারিত হইল, একটী শিক্ষিত যুবা ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রজতের অসচ্ছলতা প্রযুক্ত তিনি সেই অমূল্যরত্ন খরিদ করিতে পারিলেন না, একটী অশিতি বৎসরের বৃদ্ধ, সহস্রমুদ্রা মূল্যে সেই নিধি ক্রয় করিলেন। আত্মিয়গণ আনন্দিত, সকলে চোব্য, চুশ্য লেহ্য, পেয়, কাঁচা, পাকা ও ডাঁসা আহার করিলেন। সেই ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড বৃদ্ধের চরণে অধিকারী কর্ত্তৃক উৎসর্গি-কৃত হইল। একজন মূর্খ তথায় বসিয়াছিল, বলিল ৫২৷৹ টাকা হিসাবে সের পড়িয়াছে। আমি নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।

সার! সার!! সার!!!

অবরোধনাশিনী সভা।

অনুষ্ঠান পত্র ও কার্য্যবিবরণী।

সভাই সভ্যগণের প্রধান অবলম্বন, সভা ভিন্ন মুখ ফুটে না, গলা মিষ্টি হয় না, পইণ্টস্ ব্রেণে জমে না, সুতরাং অপরন্তা কিং ভবিষ্যতি কিছুই হয় না। অতএব সভার আবশ্যকতা আমি প্রাণে প্রাণে কায়মনে সযতনে উপলব্ধি করিয়াছি। বৃদ্ধ—যাহারা আমাদিগের কার্য্যে প্রতিবাদ বা হাস্য করে, যাহাদিগের ভূরিভাগ মুর্খ; মিল, স্পেনস্‌র, কোমৎ, বেনথাম্ চুলায় যাক্, যাহারা পাতঞ্জলদর্শন খানা দেখে নাই, নবনারী খানা পড়ে নাই, তারা আমাদিগের কার্য্যে কেনই বা যোগদান করিবে? আর যোগদান করিলেই বা আমরা তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিব কেন? তাদের দর-খাস্তের ডগায় লাল কালিতে লিখিয়া দিব "Can not begranted" ভাল কথা, আজ কাল আমার বিশ্বাস, আমারই বা কেন হোল ইণ্ডিয়ার ইয়ং-বেঙ্গল অবশ্য Feel করে যে, সোসিয়াল ইমপ্রুভ না হলে আমাদের মঙ্গ-লের সম্ভাবনা কোথায়? রমণীগণ—যুবতীভগ্নিগণ, তাহারা গৃহের একপার্শ্বে

প্রাচীর দেওয়া ঘরের মধ্যে একাকিনী ধনিনীগণ বিরষবদনী বন্দিনী হয়ে কালযাপন কর্ব্বে, তা আমার প্রাণে কখনই সহিবে না? আমার কর্ণ বধির হোক, চক্ষু অন্ধ হোক, জিহ্বার কথা কয়ে কাজ নাই, কানের লেড্ পেনশিল পড়ে যাগ, তুলোর আতর শুকিয়ে যাগ, এমন কি আমার নোট বই যদি থরোচেঞ্জ কত্তে হয়, তাও রাজি, কিন্তু রমণীর আর্ত্তনাদ আর সহ্য হয় না। বঙ্গবাসি! প্রিয় ভাই! ঐ শোন, কাণ পাতিয়া শোন, রমণীগণের নিঃশব্দ যন্ত্রণার কি কামননিন্দি শব্দ। প্রাণ যায়, ভ্রাতগণ অগ্রসর হও, গেল সব গেল, ভারত ছারখার হ'ল। রমণি! তুমি পুরুষপ্রসবিনী, পুরুষপালিনী। চাণক্য পিতাকে সন্তানকে লালয়েৎ তাড়য়েৎ ও মিত্রবদাচরেৎ কত্তে বলেছেন। সেটা ভুল, রমণীই সেই অনন্ত গুণপুঞ্জদায়িনী। ৫ বৎসর পর্য্যন্ত লালন পালন, ১৩। ১৪ পর্য্যন্ত লেখা পড়া—তাড়না, এবং যেই প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষ অমনি মিত্রবৎ। আহা রমণি! কে তুমি মা, কিন্তু কেমন পাগল মন, কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম, রমণি! ইঙ্গবঙ্গবাসী তথা বঙ্গযুবকের হৃদয়ের ধন, দেহের শোণিত হুঁকোর কল্কে, সীতের লেপ, পাশের * * *, জামার বোতাম সবই সব, অতএব বল ভাই কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই রমণী!—(স্বয়ং করতালী দান)।

পূর্ব্বকালে রমণী স্বাধীনা ছিল। সীতা সভামধ্যে রামের বামে বসিতেন, সাবিত্রী সত্যবানের সহিত কাট কাটাতে গিয়াছিলেন; এই সেই দিন বিদ্যা পণ করিয়া কত রাজপুত্রের কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিল, আরও কি উদাহরণ দিতে হইবে? এই সামান্য কথাটা কি আরও উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে? ভাই সকল আইস! আমরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করি।

J. DETTA, M. P.

নম্বর নাই।

সকের খানা।

কলিকাতা সহরে ব্যাবসার আর বাকী নাই। সেই জন্য আমরা কয়েক বন্ধু তাহাদিগের দুঃখ দূরকরণার্থ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। সময়ে

সময়ে হিন্দু সন্তানগণের "ফাউল করি—মেটন চপ্" প্রভৃতির জন্য নিতান্ত কষ্ট পাইতে হয়, তাহাদিগের কষ্ট সচক্ষে দেখিয়া আমরা পথের জলে চোক দেখিতে পাই না, সেই জন্য একটী—"খানা কার্য্যালয়" স্থাপন করিয়াছি। চারিজন সুপবিত্র যজ্ঞোপবিতধারী—সুব্রাহ্মণ বাবুর্চি। ফয়জুর মন্ত্রশিষ্য কেহ বা সকুন্তলা, কেহ বা কাদম্বরী হোটিয়ালের বাবুর্জিবর পণ্ডিত ফতেউল্লার হস্তশিষ্য। ইহারা গঙ্গাস্নান করিয়া বাবুর্চিখানায় অবতির্ণ হয়, রন্ধন পরিপাটী। কার্য্যালয়ের সম্মুখে একটী মোরগ পুষ্পের অরণ্য আছে, কুক্কুটগণের পায়ে দাড়ি বাঁধিয়া সেই অরণ্যে ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যহ বন্যকুক্কুট এবং বরাহগর্ণের গাত্রে ময়দার পুলটীস দিয়া শ্বেতবরাহ করিয়া লওয়া হয়, এমত স্থলে বোধ হয়, প্রধান প্রধান ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি প্রভৃতিরও কোন বাধা থাকিতে পারে না। চুনা বাজারের রসিক সিদ্ধান্ত, দুঃখের গোলির হরকালী বিদ্যারত্ন, ইটেব্রসের কৃপণদাস কামরত্ন প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদিগের কার্য্যালয়ের ও রন্ধনাদির প্রশংসাপত্র দান করিয়াছেন। কার্য্যালয় সর্ব্বথা পরিষ্কৃত। পাত্র বিশুদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত, সুতরাং অতি বিশুদ্ধ। ভদ্রগণের সুবিধার্থে কার্য্যালয় সর্ব্বদা খোলা থাকে। বাগানে লইয়া যাইতে হইলে ৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে নুটীস দিতে হয়। খানার চারিটী শ্রেণী, ২৲ ১৲ ৷৷০ ও চারি আনা। খাদকগণ ইচ্ছা করিলে, টেবিল বা মাটীতে খাইতে পারেন। পাছে কোন ব্রাহ্মণ তনয় দাড়ি না হইলে খাইতে অস্বীকার করেন, সে জন্য দুইজন ব্রাহ্মণের মোক্ষমূলরের নিয়মে দাড়ী রাখা আছে, বাকী দুজনের মাথা অর্দ্ধ বৃত্তাকার, তাহাতে আপগনিস্থানের তরমুজের ন্যায় অর্ক ফলা আছে, বিশেষ কিছুই জানিতে হইলে পৃথক পত্র লেখ।

শ্রীপ্রেমদাস তর্কসিদ্ধি গোঁড়ামণি অধ্যক্ষ।

সকেরখানা কার্য্যালয়, সকের কুলের ষ্ট্রীট্ (লীটন উদ্যানের পূর্ব্ব)

পাঁচুইনম্বর।

সোম রস।

সময়ে সময়ে অনেক ন্যাড়ামাথা হাতভাগা বৃদ্ধগণ, মদ্যপানের নিষিদ্ধতা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সোমরস যে সুলভ্য দেবদলেরও সেবনীয়, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন, এবং ভরসা যে, সোমরস পাইলে তৎপানের প্রতিবন্ধকতা দূরে থাকুক, নিজেও একটু চাকিয়া দেখেন, এই ভরসায় একজন মদ্যবিৎ পণ্ডিতকে ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া সোমরস প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা করাইয়াছি, তিনি তথাকার পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ এবং "সোমপণ্ডিত" উপাধি পাইয়া সম্প্রতি "যমাপত্য" নাম্নি ষ্টীমট্রামে প্রত্যাগমন করিয়া এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সোমসুরা নিতান্ত বিশুদ্ধ, ইহা সেবনে জ্বর জ্বালা, পীড়া মহাপীড়া পর্য্যন্ত নিবারণ হয়; দেনা সোধ যায়, বন্ধ্যা পুত্র, অপত্নিক পত্নি ও বিধবা—সধবাত্ব প্রাপ্ত হয়। অধিক কি সোমরস কল্পতরু বিশেষ, যাহা মনে করিয়া পান করা যায়, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি! কাঁচা দুগ্ধ, আতপ চাউল, গঙ্গাজল প্রভৃতি বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা সোমরস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেবনে কোন জ্বালাযন্ত্রণা নাই, অতি সুখশেব্য, রুচীকর, কষ্টনাশক। অধিক সেবনে ভবভয়নিস্তার, মাঝারি গোছের—হস্তপদ পরিহার ও প্রহার ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল্য নিতান্ত সুলভ, প্রত্যেক কমণ্ডলু সমেত ব্যবস্থাপত্র চৌদ্দ শিকা।

গাধাইরাম সোমপণ্ডিত।

সক্তিপূজা বা দুর্গো চচ্চড়ী।

উদ্বোধন বা উদ্বন্ধন।

আবার পূজা আসিল। কোন বাড়িতে ঠাকুর চিত্র হইতেছে, কোন বাড়ীতে গৃহ পরিষ্কার—গোলা ফিরান হইতেছে। পূজাবাড়ী টায়বার বাঁধার

ধুম পড়িয়া গিয়াছে, কুমার, চিত্রকর, চুলিরা এতদিন ফর্লোতে ছিল, এখন পুনরায় রিজিউম হল। পূজা বাড়ীতে সকাল সকাল স্নান করে ভাণ্ডারীর নিকট "এ দাও ও দাও এটুকু তামাকে হবে কেন? মোরা ষোল জন" ইত্যাদি আবদার করিতেছে, কাপড়ের দোকান ধুতি, উড়ানী, চাদর, রুমালে পূর্ণ, দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। জুতার দোকানে মস্ত ভীড়, খস্ খস্ শব্দে মেসিন চলিতেছে, কচ্ কচ্ করিয়া জুতা পায়ে দেওয়া খোলার শব্দ এবং মচ্ মচ্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। স্বর্ণকারদের আহার নিদ্রা নাই, কেবল পার করিতেছে; টক্ টাক্ টুং হাতুড়ী চলিতেছে, ফোঁস ফোঁস ফোঁ—উস্ শব্দে জাঁতা চলিয়াছে। মুচিরা বাজাইতে যাইবে বলিয়া নিজেও হাত পাকাইতেছে এবং নাবালক ছেলেটাকে কাঁশীর তাল শিখাইতেছে। যাত্রাওয়ালারা নূতন পালার রিহর্শল দিতেছে এবং শুষ্ক মৃত্তিকাতে কেমন করিয়া পড়িবে তাহারই মহলা দিতেছে। অধিকারী নরম গরমে বসিয়া আছেন। বিদেশী লোক সহরের কাপড় সস্তাদরে কিনিয়া গাঁট্‌রী বগলে পান চিবাইতে চিবাইতে ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে। সহরের গলিতে গলিতে ফচ্‌কে ছোঁড়ারা মায়ের পেট হ'তে সদ্য নির্গত হইয়া "পূজার স্থলোব" "উৎকট বিরহ—বিকট মিলন" "মজার কথা" ইত্যাদি বই বিক্রয় করিতেছে। ছুটী পেয়ে ছেলেগুলো দেশের দিকে যাচ্চে। ছুটী-প্রাপ্ত কেরাণীরা বন্ধন নির্ম্মুক্ত বৃষবৎ ছুটাছুটী করিতেছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ট্রেন চলিয়াছে তবুও সকলে টিকিট কিনিতে পায় না। চোপরাশী ভায়ারা চক্ষু মুদিয়া দুই একটী পয়সা কোর্ত্তার ভিতরপকেটে রাখিয়া পয়সাদাতাকে টিকিটক্রয় করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। গাড়ীতে লোকারণ্য—ষ্টেশ-নমাষ্টার নবাবী ধরণে পেট উঁচু করিয়া প্ল্যাট ফারমে ঘুরিতেছেন। বধুরা রং ফর্শায় বিব্রত। তাহাদিগের শ্রীকর মর্ষণে সাবানকুল বিনষ্ট প্রায় হইল। গোপকুলোদ্ভবা প্রহ্লাদের মা গোময় দ্বারা যথাসাধ্য আদবকায়দা বজায় রাখিল। নবযুবতীগণ ইতি পূর্ব্বে ফরমাশের লিষ্ট পাঠিয়েছেন, এখন তাহারই শুভাগমন প্রতিক্ষায় আছেন, বিগতযৌবনা রমণী ভাবিতেছে "তাঁহার কিছু আনিয়া কাজ নাই, তিনি আসিলেই হইল।" এইরূপ যে কেবল মর্ত্তধামেই ধুম পড়িয়া গিয়াছে তাহা নহে, কৈলাশেও মস্ত ধুম। হাতির হাওদায় রং মাখান হইতেছে, কার্ত্তিক গণপতির ফিটনাদি ঘেরা-

Go not to hell for company.

টপ খুলিয়া ঝাড়া হইতেছে, ময়ুরের পাখাগুলি ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, সাঁড় ইন্দুর ইহাদের প্রচুর আহার দিয়া হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ট করিবার যোগাড় করা হইতেছে, কতকগুলি ভূত জঙ্গল্ হইতে সিংহ ধরিতে গিয়াছে, মাল বেদেরা আভাঙা কেউটে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে—এবার অসুরের প্রোর প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

লক্ষ্মী মহাদেবের জন্য এক শিশি ঢোলকোম্পানির সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈল পাঠাইয়াছিলেন, নন্দী দেবদেবের জটায় সেই তৈল মাখাইয়া দিতেছে। নারায়ণ উনবিংশ শতাব্দির সভ্যতা আলোকে আলোকিত নব্য ছোক্‌রা, শ্বশুর যে ধাঙড়ের মত থাকেন এটা তাঁহার ইচ্ছা নয়, কেশ সংস্কারের জন্য দিব্য গস্‌নেলের ব্রুস পাঠাইয়াছিলেন। নন্দী যেই তদ্দারা চুল পরিষ্কার করিতে যাইবে, মহাদেব কাঁদিয়াই বিহ্বল! নাকে সুপক্ক শিক্নীস্রোত, তিন চোকের ত্রিধারার সহিত মিশিয়া গোঁপের উপর বাইসকোদালের সৃজন করিল। দেব কাঁদিয়া কহিলেন, "নন্দিরে! উহা আর মাথা হইতে নামাস্‌নে! আহা! ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণ করে কি না করেছেন, সেই তাঁরই সুপবিত্র লোমে এই পরম পবিত্র বস্তু বিনির্ম্মিত; বৎসরে! উহা আমার জটায় বাঁধিয়া দে।" নন্দী প্রভুর আদেশ পালন করিল।

এমতকালে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জামাতা নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত। গরুড়কে কৈলাশ পর্ব্বতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে সুবিধামত সাপ্‌টা ব্যাংটা ধরিয়া খাইতে লাগিল।

নারায়ণ দিব্য ছোক্‌রা। নধর শরীর, তেমনি পোষাক, তেমনি সব। আসিয়া ভগবতীর পায়ের উপর দশ টাকার এক খানা নোট্ রাখিয়া প্রণাম করিলেন; ভগবতী নোটখানি বস্ত্রাঞ্চলে দৃঢ়তর বাঁধিয়া মহাব্যস্তে জামাইকে জল খাবার যোগাড় করিয়া দিলেন। মেয়েরা তাড়া তাড়ি চাট্টি আলুভাতে ভাত রাঁধিয়া খাইয়া লইল। দেরী আর সয় না।

কার্ত্তিক বাবু দিব্য শান্তিপুরে কালাপেড়ে ধুতি পরণে, মণ্টিথের বাড়ীর শ্লিপার পায়, পায়ে অন্‌সেলাই ষ্টকিন, ডবলব্রেষ্ট কামিজ গায়, মাথায় গিলবার্ট ফেসন। রিমেলের এসেন্সের গন্ধ আধক্রোশ হতে পাওয়া যায়— এসে বল্লেন, "মা! খাবার দাও।" ভগবতী "ঘরে বৌ আছে" বলিয়া উচ্চৈ-

স্বরে কহিলেন, "ওগো বৌ মা! তোমার ঠাকুরপোকে খাবার দাও।" কার্ত্তিক ঘরের ভিতর গিয়া তক্তাপোষে উপবেশন করিলেন। কলা বধূমাতা জল খাবার সাজাইতে গেলেন। কার্ত্তিকবাবু জল খাবার আসিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া খাম্বাজ রাগিণীতে ঠেকায় তক্তাপোষ বাজাইয়া গান ধরিলেন "যার তরে শোকনীরে আঁখি ভেসে যায়। হে বিধি আর কভু পাইব কি তায়।" মাথা নাড়িয়া চোক ঘুরাইয়া গান চলিল। এমন সময় কলাবৌ জল খাবার আনিলেন। খাবার কার্ত্তিক বাবুর হাতে দিয়া কহিলেন "ঠাকুরপো! আমার একটী কথা রাখ্‌বে কি? এবার ভাই তোমাদের নূতন পোষাকে পূজায় বৈতে হবে।"

কা। তুমি কি রকম পোষাক Like কর সেটা Fxpress না কল্লে ত আমি কোন Opinion pass কত্তে পারিনে।

কলা। ঠাকুরপো! তোমার ও ইংরাজী রাখ, দেবতার মুখে কি ইংরাজি ভাল শোনায়?

কা। Why not?

কলা। তোমার ও হোয়াই নট ফোয়াই নট বুঝিনে, একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিলেম, তা—

কা। আচ্ছা বৌ আর বোল্‌বনা, আমার ঘাট হয়েছে, এখন তোমার মত কি?

কলা। তুমি চোগা চাপকান আর মোগ্‌লাই পাক্‌ড়ী নেবে, হাতে তীর ধনুকে আর কাজ নেই বরং তার বদলে সিগারকেস্‌ আর ম্যাচ বক্‌স্‌ নিতে পার। বুকে চেন ঘড়িটে যেন বেশ নজর হয়। আর আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, মিন্সের পরণের থানফাড়া খানা কেড়ে নিয়ে একখানা রেলির ৪৯ পরিয়ে দিও, খড়ম জোড়ার বদলে ঠন্‌ঠনের এক জোড়া চটী দিও। ও যে বেশে যায়, বল্‌তে নেই—যেন মাতৃদায়গ্রস্ত।

কা।—আর কিছু নয় ত?

কলা। আবার বা কি? ঠাকুর ত প্রাণান্তেও বাঘছাল ছাড়্‌বেন না, তবে মায়ের জন্যে এক খানা গুল দেওয়া ঢাকাই, আর আমার জন্যে এক খানা কীরণশশি এনো।

কার্ত্তিক স্বীকৃত হয়ে বৈঠকখানায় গেলেন, এবং এই তিন দিন কি

কি নিয়ে কাটাবেন তাই ভাবতে লাগলেন। একটী ফ্লুট গোপনে এক পকেটে আর এক পকেটে এক খানা "দ্বাদশ গোপাল" রক্ষা কল্লেন।

গণেশ খড়ম পায়ে দিয়ে ইন্দুরকে খড়রা ক্রস করাচ্ছেন।

বহির্ব্বাটীতেও প্রচুর গোল। অনেক দেবতার সমাগম, নন্দী ভৃঙ্গি দুজনে তামাক সেজে কুলুতে পাচ্চে না। ঘরের মধ্যে হা হা হা, হি হি হি, হো হো হো ইত্যাকার নানাবিধ হাসির গট্রা উট্‌ছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। একটা ছোড়া ভূত এসে বল্লে "কর্ত্তা! আপনি শিঙা নিয়ে যাবেন, না ডম্বুর নিয়ে যাবেন? যেটা বলেন সেইটে একটু পরিষ্কার কত্তে হয়।" সদাশিব চিন্তা করিয়া বল্লেন, "থাক্, এবার তানপুরাটাই নিয়ে যাব, বাবা! নূতন তার চড়ণ কতক চড়িয়ে রাখ।" ভৃত্য যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। বরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর কোথায় গমন হবে? সদাশিব চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, "আশ্বিনে পূজা। বাড়ীর এঁরা পিত্রালয়ে যেতে বড় ব্যাকুলা হয়েছেন, বিশেষ বাবাজীবন আবার কন্যাদ্বয় সহ উপস্থিত।"

পবন। এবার মর্ত্তে পূজায় না গিয়ে কৈলাশে ঘটস্থাপন করে পার্ব্বতী রক্ষা কল্লে কি হয় না? এর পর শীতকালে গিয়ে থিয়েটর, সারকাস্ মরার খেলা, বাঘের খেলা সবই—দেখা হবে।

মহা। আমিও তাই বলি। বিশেষ আমার ত গিয়ে পোশায় না, তথায় সিদ্ধির বিশেষ অনটন, তবে এঁর নিতান্ত ইচ্ছে, আচ্ছা দেখা যাক্। এই বলিয়া ত্রিলোচন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং "কোথায় গেলে গো" বলিয়া যথায় পার্ব্বতী বেশভূষায় নিমগ্না, সেইখানে গিয়া উপস্থিত, কহিলেন "আজ আবার একি?—জয়া! এঁদের আজ বেশভূষা কেন?" জয়া উত্তর করিল "মা যে আজ বাপের বাড়ী যাবেন।" জটাধারী সুদীর্ঘ জটা নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "না না, যাওয়া হবে না।" ভগবতী বড় ধীরা, কহিলেন "কেন হবে না, আমার কি মা বাপের কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না? আমি যাব, দেখি কে আমাকে ঠেকায়।" মহাদেব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "কখন না, কখন না—কিছুতেই যাওয়া হবে না।" ভগবতী বলিতেছেন, যাইবই, মহাদেব কহিতেছেন কখন না, শেষে ব্যোমকেশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন ক'রে তুমি যাও—"

এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। পাহাড়নন্দিনী নাকী সুরে পাহাড়ী রাগিণীতে বলিলেন "এমন ছার কপালের হাতেও পড়েছি, যে কিছুতেই সোয়াস্তি নাই—মরণটা হয় ত বাঁচি।"

এদিকে যাইবার সময় হইল। রীতিমত সরঞ্জামে সকলে বাহির হইলেন। কার্ত্তিক ময়ূরের ফিটানে, নারায়ণ গরুড়ের চেরেটে, গণেশ ইঁদুরের ব্রুহামে চলিলেন। শ্যালাসম্বন্ধীতে একবার পাল্লা হইল। মনের দুঃখে গণেশচন্দ্র ইঁন্দুরভায়াকে সজোরে গোটা কত চাবুক লাগাইয়া দিলেন। দেবীর সেবার গজে গমন, তিনি গজারোহনে গজগমনে চলিলেন। ভূতগণ আশা শোটা খাস নিশান লইয়া আগু পিছু ছুটিতে লাগিল। দেবাদিদেব দেখিলেন প্রমাদ! রাগে কিছুফল হইল না, তখন তিনি গজাগ্রে গিয়া দাড়াইয়া কহিলেন "পার্ব্বতি! আমি নিষেধ করিতেছি তোমার যাওয়া হইবে না।" তখন ভগবতী তিন চোকে কাঁদিয়া উঠিলেন, নিজের চৌরস কাপালের প্রচুর ধিক্কার দিলেন, মহাদেব অবিদ্যার এই প্রথম মূর্ত্তি দর্শনে পিছাইয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে কহিলেন "কি আশ্চর্য্য! তুচ্ছ স্ত্রীলোকের রোদনে জ্ঞানশূন্য হইলাম? লোকে যে আমাকে স্ত্রৈণ বলিবে," দেবনাথ এই বলিয়া প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় গজসম্মুখে দাঁড়াইলেন, কহিলেন "শিবানি! আমার বাণী রক্ষা কর, প্রত্যাগতা হও।" শিবানি তখন কহিলেন "যদি না যাইতে দাও তবে আমি মরিব।" শিব মরার ঘা বিশেষ জানেন, বিনাবাক্যব্যয়ে অমনি প্রস্থান। শিব মনে করিলেন 'লোকে মরিতে চাইলেই কি মরিতে পারে?' আবার আসিলেন, তখন দেবি এক বিষের কৌটা বাহির করিলেন, এই দেখ মরি। এইরূপে ছুরী, বিষ, গলায় দড়ি, ডোবাডুবি নয়টী মহাবিদ্যার হাত এড়াইয়া শেষে দশম মহাবিদ্যা পড়িল, ভগবতী তখন এক বিচিত্র সম্মার্জ্জনী হস্তে করিয়া দেবাদিদেবের প্রতি ধাবমানা হইলেন, শিব তখন গণিলেন প্রমাদ! তাড়াতাড়ি খানার জলে আচমন করিয়া "ত্রাহিমাং ভবভাবিনী চামুণ্ডেমুণ্ডমালিনী।" বলিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। কহিলেন "দেবি! আমি দিনহীন ক্ষীণ মলিনবদনে ও চরণে প্রাণপণে ক্ষমা চাই—প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ। তুমি বাপের বাড়ী যাও, যাও, যেখানে যাও কোন্ শালা আর কথা কয়।" দেবী প্রসন্না হইলেন,

কহিলেন "নাথ! আমি যে ঝাঁটা তুলিয়াছি তাহা ত বৃথায় যাইবার নহে, অতএব উপায়?" তখন মহাদেব মস্তক আলোড়ন করিয়া কহিলেন "দেবি! উহা তুমি মর্ত্তের হিতার্থ তথায় প্রেরণ কর। তথাকার পুরুষগণ দুর্দ্দান্ত হইয়াছে, নারীমণ্ডলী ঐ মহৌষধি সম্মার্জ্জনী প্রভাবে তাহাদিগকে প্রকৃতস্থ রাখিতে সমর্থা হইবে। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া সেই বিরাট সম্মার্জ্জণী মর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। পাঠক! কখন এই সম্মার্জ্জনীধারিণীর উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিয়াছ কি?

সপ্তমী।

বিষ্ণুপুরের আনন্দ বাড়ুয্যে এবার নূতন পূজা কচ্চেন। পূর্ব্বে অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা, অনেক দুঃখকষ্টের ঝড় মাথার উপর দিয়া চলে গ্যাছে। এখন অদৃষ্টগুণে আর উপরিতম সাহেব বাহাদুরের করুণ কটাক্ষের গুণে বাড়ুয্যে মশায়ের এবার পোয়া বারো। নিজের তেমন ইচ্ছা ছিল না, "আরও দুদিন যাগ, বিষয় আশয় ঘরদোর ভাল রকম করি, তারপর পূজা কর্ব্বো।" কিন্তু বুড়া মা জিদ কল্লেন। বল্লেন "আনন্দ! এখন তুমি ৺ইচ্ছায় দুপয়সা অন্চ, একবার মায়ের মুখ দেখাও।" আনন্দ অগত্যা অপার্য্যমানে পূজা এনেছেন। বহির্বাটীর ঘর আলো করে দুর্গা প্রতিমা বিরাজ কচ্চেন। পুরোহিত বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কচ্চেন। ধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধ, কাঁসর ঘণ্টার ঢং ঢং টং টং শব্দ, ঢাক ঢোলের বাদ্যে মহা জম্ জমাট; মহামায়া আর স্থির থাক্‌তে পাল্লেন না, একবারে সপরিবারে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে আম বাগানে আম তলায় উপস্থিত! গ্রামে ছোট বড় আরও তিন বাড়ীতে পূজা আছে। কোথায় কোন্ কোন্ সময়ে দৃষ্টিপাত হবে, তারই এখান হতে রুটীন হচ্চে। মহাদেব এই অবসরে পথশ্রান্তের কষ্টদূর কর্ব্বার জন্য এক ছিলিম গাঁজা সাজ্‌লেন। স্থির হলো, অন্য তিন বাড়ী তিন দিনে তিন মুহূর্ত্ত,—নূতন পূজা বাড়ীতে বাকী সমস্ত সময়। এইরূপ বন্দোবস্ত কোরে মহামায়া যথাস্থানে প্রতিমায় আবির্ভূতা হলেন। বাবুর পূজার এষ্টিমেট পাঁচশত টাকা। প্রতিমা ২৫৲ টাকা, পূজার সাকুল্য ব্যয় নৈবিদ্য পুরোহিতাদি ভোগরাগ সমেৎ ২৫ টাকা। ব্রাহ্মণ ভোজনদিগর এক শত, ঢলী বাজন্দার ১০৲ টাকা, বাজে ব্যয়

৫ টাকা। বিলাতি খানা একশত টাকা, বিঃ সেন সাহেবের হটিয়ালের ফর্দ্দ, বিলাতি ধান্যেশ্বরী বিবিধ নামযুক্ত সুরতরঙ্গিণী মায় লেমনেড সোডাওয়াটার প্রভৃতি দুই শত, বাইনাচ মায় ট্রেন হায়ার ৪৫৲ টাকা। বাবু দাতার অগ্রগণ্য, আরও ২৫টী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় যদি হয় ভাবিয়া তাহাও তুলিয়া রাখিছেন। সপ্তমী পূজা এক রকম সাদা মাটা গোছ শেষ হইল। অষ্টমীর দিন মহা সমারোহ। নিমন্ত্রিতগণ যাঁহারা জল পথের পথিক, তাঁহারা উপরে বাবুর খাস বৈটকখানায় গেলেন, সেখানে কাটলীশ, চাবোস ভরপূর! এলাহি কারখানা! কে কত খায়! জন কতক ন্যাড়া মাথা ভূশ্চাজ ধরণের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ শাক, দুটা দাইল, কণিকা প্রমান মহাপ্রসাদ, যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন, জলোদুধের মিষ্টহীন পায়েস আর দুই এক খানা চুলোব্যঞ্জন দিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। পানের ঘরের চাবী বন্ধ, সুতরাং তাম্বুল চর্ব্বণ আর তাঁদের ভাগ্যে ঘটিল না।

বাবুর খাস্ বৈটকখানার দীয়তাং ভোজ্যতাং রূপে চোব্যচুষ্যাদি ক্রমে সেবন করে বাবুরা তথাই বিশ্রাম কল্লেন। এ দিকে দেবীর আকৃতি ছয়ে গেল। বাবুদের মনে সক্ হইল, বাজনা শুনিব। একটু গান বাজনা করিব। বাবুরও ইহাতে অমত হইল না। সকলে ত্বর, চঞ্চলচরণে দালানের সম্মুখে দেখা দিলেন। বাবু স্বয়ং গান ধরিলেন, বাকী বাবুরা দোহার হইয়া দোহারকীতে মন দিলেন, বাবু গাইলেন,—

এবার তারা যাবে জানা।
বেঁধেছ মা মায়ার ডোরে, সে তার কেন ছেঁড়ে না মা,
যেমন দুখ্ দিতেছ, শোধ তুলিব, বাঁধ্‌বো দেখি কে করে মানা।
এবার কোটে পেয়েছি কোট ছাড়ব না।

বাবু গান ধরেছেন, মুচীব্যাটারা ভাল বাজাইতে পাল্লে না, বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া মুচীর গণ্ড কররেখাঙ্কিত কোরে নিজে ঢোল ঝুলাইলেন, সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত উদরের উপর আবার ঢোল ভায়া ঘাড় উঁচু করিয়া থাকায় বাবুর হাত ততদূর গেল না, বাবু আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, সদুঃখে ঢোলটী দূরে নিক্ষেপ কোরে আপন ডাগর পেটটী বাজাইয়া গান ধরিলেন। নৃত্য গীতে আসর সরগরম্। বাবু গাইলেন,—"বাঁধবো তোরে

কে কর্ব্বে মানা ?” সকলেই বলিয়া উঠিলেন, “বাঁধ্‌বো তোরে কে করে মানা।”

চারিদিক হইতে বাবুর দল এই বাক্যের প্রতিধ্বনি কল্লেন। আন্ দড়া, আন্ দড়ী,—বাঁধ বাঁধ বাঁধ।—ভগবতী তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়া তথা হইতে ভোঁ দৌড়। বাঁড়ুয্যের বাড়ী অষ্টমী পূজা এই পর্য্যন্ত শেষ।

মহামায়া এইবার হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, “এ জন্মে এমন বাড়ীতে আর দৃষ্টিপাতও করিব না।” এখন কোথায় গমন হবে, এই ভাবনাই ত অধিক হইল। বেলাও ক্রমে ভাবনায় চিন্তায় অধিক হইল। গণেশ শুড় নাড়িয়া “খাবার দে খাবার দে” বলিয়া বায়না যুড়িয়া দিলেন, এক খানি লুচী অভাবে মালক্ষীর পদ্মমুখ ম্লান হয়ে এল, সিদ্ধি অভাবে সিদ্ধিনাথ ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিলেন, চারি দিকে রৈ রৈ ব্যাপার। শেষে জবাব করিলেন, গ্রামে প্রান্তভাগে যাদব চক্রবর্ত্তীর ভিক্ষার চাউলে উদর পূর্ণ করিবেন। চক্রবর্ত্তীর ধন নাই, ভিক্ষা করিয়া পূজা করেন। তাঁহার আছে কেবল ভক্তি। ভগবতীর এবার যাত্রাটী বড় অশুভ। নবমী দশমী কেবল ভক্তি আর ভিক্ষার চাউলে উদর পূর্ণ করিয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলেন। ভিক্ষার পাঁচ রকম চাউলে কার্ত্তিক বাবুর ডাইরিয়া হইল। শেষে ধন্বন্তরীর অকাট্য টারচিং তৈল সেবনে আরাম হইল। বিজয়া এবার হয় নাই। পূজার দিন নিয়েই গোল, কোথায় একদিনে নবমী, কোথাও সেই দিনেই দশমীর নিরঞ্জনা হইয়াছে, আমরা প্রকৃত সটীক সময় নির্দ্দিষ্ট না করিতে পারিয়া পাছে মায়ের অপমৃত্যু হয়, এজন্য এবার বিসর্জ্জন দিই নাই। ভরসা আছে, আগামীতে মায়ের দুইবার বিসর্জ্জন দিয়া এর ক্ষতি পূরণ করিব।

সম্পূর্ণ।

সংসারকোষের পরিশিষ্ট।

নীতিকুসুমমালা।

সদ্‌গুরুপাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান্ করে উপদেশ্।
তও কোয়লা কি ময়লা ছোটে, যও আগ্ করে পরবেশ্॥ ১

যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া কয়লার মলীনত্ব নষ্ট করে। সদ্‌গুরু কার্য্যাকার্য্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়া তদ্রূপ শিষ্যের মনোমালিন্য বিদূরিত করেন।

সব্ কি ঘট্‌মে হরি হেঁয়, পহছান্ তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ্ মৃগ নাহি জানত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।

মৃগ স্বীয় নাভিতে সুগন্ধ থাকিতেও ব্যাকুলমনে যেমন চারিদিক অনুসন্ধান করে, তদ্রূপ সর্ব্বঘটস্থিত হরিকে না জানিয়া জীব অন্যত্র তাঁহাকে অনুসন্ধান করে।

দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখ্ মে যো হরি ভজে, দুখ্ কাঁহাসে হোই।

দুঃখে পড়িয়াই লোকে হরিকে ভজনা করেন, কিন্তু যিনি সুখে থাকিয়া হরিকে ভজনা করেন. তাঁহাকে (কখনও) দুঃখভোগ করিতে হয় না।

হরিকে হরিজন্ বহুত হেঁয়, হরিজন্ কো হরি এক্।
শশিকে কুমদন্ বহুত হেঁয়, কুমদন্ কো শশি এক্।

শশির অনেক কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর কেবল শশিই একমাত্র পতি, তদ্রূপ হরির হরিভক্ত অনেক আছে, কিন্তু সেই অসংখ্য ভক্তগণের হরিই একমাত্র ভরসা।

সুখ্‌মে বাজ পঁড়ু, দুখ্‌কো বলিহারি যাই।
অ্যায়্‌সে দুখ্ আওয়ে, যো ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম্ সোঁরাই।

সুখে কাজ নাই, দুঃখই উত্তম। যে দুঃখে পড়িলে প্রতিমুহূর্ত্তে হরিনাম স্মরণ করিতে হয়, আমি সেই দুঃখ ভোগ করিতেই বাসনা করি।

তুল্সী পিঁন্‌নে হরি মেলে তো, মৈয় পেঁদে কুঁদা ঝাড়।
পাথর পূজনে হর মেলেতে মেয়্ পূজে পাহাড়।
নিত্‌না হোনেসে হরি মেলেতো জলজন্ত হোই।
ফল্‌মুল্ খাকে হরি মেলে তো, বাদুড়্ বাঁদরোই।
তিরণ্ ভখন্ কে হরি মেলে তো বহুৎ মৃগী অজা॥
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মেলে তো, বহুৎ রহে হেঁয় খোজা।
ছুদ্ পিকে হরি মেলে তো বহুৎ বৎস বালা,
মিরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দ্‌লালা।

তুলসী মাল্য পরিধান করিলে যদি হরি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আমি বৃহৎ কাষ্ঠ পূজিতে পারি, পাথর পূজায় যদি হরি মিলে, তবে আমি পর্ব্বত পূজা করিতে পারি, নিদ্রা না হইলে যদি হরি মিলে, তাহা হইলে বহু সংখ্যক জলজন্তুও ত মুক্তি পাইতে পারে? তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে ত বিস্তর মৃগ ছাগাদি আছে, স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেই যদি হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ত অনেক নমুক্ষ আছে, দুগ্ধমাত্র পান করিলে যদি হরি মিলে তবে বালক বৎসাদিও ত হরিকে পাইতে পারে; (কিন্তু তাহা হয় না,) মিরা বলিতেছেন, বিনা প্রেম-ভক্তিতে সেই নন্দনন্দনকে প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী, পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া লোক সব্ বাউরা হোকে ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে।

স্ত্রী দিবসে মোহিনী, কিন্তু রজনীতে বাঘিনীর ন্যায় শোণিত শোষণ করেন, কিন্তু জগতবাসীগণ এমন উন্মাদ্ যে, তবুও প্রতিঘরে এই বাঘি-নীরা প্রতিপালিত হয়।

বহুৎ ভালানা বোল্‌না চল্‌না বহুৎ ভালানা চুপ্।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর্, বহুৎ ভালানা ধুপ।
ভাট্‌কে ভালা বোল্‌না চল্‌না বহুড়ীকে ভালা চুপ্।
ভেককে ভালা বর্ষাবাদর, অজকে ভালা ধুপ্।

অধিক ব্যাক্য প্রয়োগ, বা একবারেই মৌনব্রত শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু ভাটের পক্ষে অধিক বাক্য, এবং কুলরমণীর নিস্তব্ধতাই উত্তম। বর্ষা বা

গ্রীষ্ম ভাল নহে, কিন্তু বর্ষায় ভেকের ও গ্রীষ্ম অজের পক্ষেই ভাল। সাধারণের পক্ষে নহে।

বিপদ্ বরাবর্ সুখ নহি, যৌ, থোড়া দিন্ হোর্;
লোক্ বন্ধু মৈত্রতা, জান্ পড়ে সব্ কোর্।

স্বল্পকাল স্থায়ী দুঃখ সুখজনক, শত্রুমিত্র বুঝিবার বিপদই একমাত্র উপায়।

প্রীত্ ন টুটে অন্ মিলে, উত্তম্ মন্কি লাগ্।
শত যুগ্ পানিমে রহে, মিটেনা চকমককে আগ্॥

যেমন শতযুগ জলমধ্যে থাকিলেও চকমকী প্রস্তরের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত প্রীতির বন্ধন—মনের মিলন বহুদিন অদর্শনে থাকিলেও শিথিল হয় না।

জলবিচ্ কুমুদ বসে চন্দা বসে আকাশ্।
যোজন্ যাকে হৃদ্ বসে, সে জন্ তাকো পাশ্॥

কুমুদিনী সলীলশয্যায় থাকিয়াও গগনস্থিত শশাঙ্কের অনুবর্ত্তিনী। কেননা যে জন যাহার হৃদয় অধিকার করে, সেজন দূরে থাকিয়াও সর্ব্বদাই তাহার নিকট অবস্থান করে।

যো যাকো পেয়ার্ লাগে, সো তাকো করত বাখান্।
জ্যায়্সে বিষকো বিষ্ মখি, মানত অমৃত সমান॥

যেমন বিষমক্ষিকা বিষকেও অমৃতজ্ঞান করে, তদ্রূপ লোকে প্রিয়জনের দোষ গুণনির্ব্বিশেষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

উদর্ ভরণকে কারণে, প্রাণী ন করতহি লাজ্।
নাচে বাচে রণ্ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ্॥

উদরের জন্য লোকে লজ্জাকে পরিত্যাগ করে। কেহ সভা মধ্যে নৃত্য করে, কেহ প্রবল তরঙ্গিণী মধ্যে বহিত্র বাহিয়া নানাস্থানে গমন করে, কেহ বা নিজে দুর্ব্বল হইয়াও রণক্ষেত্রে গমন করে। পরন্তু উদর পূর্ত্তির জন্য প্রাণীগণ কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করে না।

কাহা কহোঁ বিধি কি গতি, ভুলে পড়ে প্রবীন্।
মুরখকে সম্পতি দেখি, পণ্ডিত সম্পতি হীন্॥

বিধির বিধান প্রবীনের বুদ্ধিরও অতিত। তিনি মূর্খকে সম্পত্তিশালী করিয়া পণ্ডিতকে পথের ভিকারী করিতেছেন।

নির্গুণ হেয়্ সো পিতা হামারা সগুণ হেয়্ মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারী॥

আমার পিতা নিগুণ, (নির্গুণ জগতের পিতা) মাতা সগুণ (সগুণ জগতের মাতা, অর্থাৎ এই নির্গুণ সগুণের সংযোগবিয়োগে জগতের উৎপত্তি) অতএব এই উভয় পক্ষের কাহাকে আমি নিন্দা এবং কাহাকে পূজা করিব?

দয়া ধরম্‌কি মূল্ হেঁয়, নরক্ মূল অভিমান্।
তুল্‌সী মৎ ছোড়িয়ে দয়া, যও কণ্ঠাগত জান্॥

দয়া ধর্ম্মের এবং অভিমান নরকের মূল। তুলসি! কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও দয়া হীন হইও না।

রাজা করে রাজ্যবশ্ যোদ্ধা করে রণ্ জই।
আপ্‌না মন্‌কো বশ্ করে যো, সব্‌কো সেরা ওই॥

রাজা রাজ্যবশীভূত করেন, যোদ্ধা যুদ্ধে জয়লাভ করেন, কিন্তু এসকল হইতে যিনি আপন মনকে জয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সঙ্গত্ করিয়ে সাধুকি অন্ত করে নিবাহ।
শাকট সঙ্গ ন কিজিয়ে, অন্ত হোয় বিনাহ॥

সাধুসঙ্গ করিবে, তাহাতে মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়। অসাধুসঙ্গ করিও না, তাহাতে চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়া চরমে পরমপথে কণ্টার্পণ করে।

হস্তি চলে রাজপথ্‌মে, কুত্তা ফুকারে হাজার্।
সাধুন্‌কে ভাব্‌না কেয়া, যাঁও নিন্দে সংসার্॥

যেমন হস্তি রাজপথে সহস্র কুক্কুরের চিৎকার উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত গতিতে গমন করে, তদ্রূপ সাধু অসংখ্য সংসারবাসী কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহাতে চিন্তিত হয়েন না।

পণ্ডিত ও মাশালচি, ইন্ কি গত্ কহা না যায়্।
পরকে পথ দেখায়্ কে, আপ্ আঁধার মে যায়্॥

পণ্ডিত ধর্ম্মজ্ঞানহীনকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা এবং আলোকধারী আলোক

যাঁরা অপরকে পথ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু উভয়েই নিজে পথ দেখিতে পান না।

রাগী বাগী পার্থী দেখিয়ে নাব আউর নাব।

এ পাঁচ্ কো গুরু হেয় নৈ, উপজে অঙ্গ্ স্বভাব॥

রাগলয়জ্ঞান, কবিত্ব, স্বর্ণরোপ্য পরীক্ষকতা, নাবিকতা ও তার্কিকতা, এই পাঁচটী শক্তির কেহ গুরু নাই, ইহা স্বভাববশেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তুলসী তাঁহা ন যাইয়ে যাঁহা নহি বরণ বিবেক্।

রাং রূপা রুয়া ভুয়া শ্বেত অশ্বেৎ সব্ এক্॥

তুলসি! যেখানে যেখানে গুণের বিচার নাই সে স্থানে যাইও না। সেখানে রাং রূপা, নিরেট ফাঁপা, শ্বেত কৃষ্ণ সবই এক বলিয়া বিবেচিত হয়।

এমন্ রসনা সাফ্ করো, ধরো গরিবী বেশ্।

শীতলবোলি লই চলো, সব্ হি তোমরা দেশ্॥

জিহ্বাকে সংশোধন করিয়া, দরিদ্র বেশে মিষ্ট বচন লইয়া যে দেশে যাইবে. সেই দেশেই আত্মিয়ের অভাব থাকে না।

তুলসী ইয়ে সংসার্ মে, পাঁচো রতন হেয়্ সার্।

সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন, পরো কার্।

তুলসি! এই সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দৈন্যভাব ও পরোপকার, এই পাঁচটী মাত্র রত্ন আছে।

যো পরবিত্ত হরে সদা, সো বহুদান কিয়া ন কিয়া।

যো পরদার করে সদা সো বহুতীর্থ গয়া ন গয়া॥

যো পর আশ্ করে সদা, সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।

যো মহুমে পরচুক্লি ওগারত্ সো মহুমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

যে পরস্বাপহারী, তাহার দান দান নহে, যে পরদাররত, তীর্থ ভ্রমণ তাহার বৃথা, যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে, তাহার জীবন ও মৃত্যু সমান, যে মুখে পরের নিন্দা করে, সে মুখে হরিনাম উচ্চারণ করা না করা উভয়ই সমান।

কুঁন্তকে সাগর উতারা পিয়া কোহি কিয়া মিৎ।

কোহি উখাড়া গিরি পরবৎ কোহি শিখায়া নীৎ।

ক্যা কহঙ্গা সীতানাথ্কো মেন্ন্‌নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল্ উদ্ভব হামেরা, বেদিয়া খিঁচে ডোরি।

কেহ বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইয়াছেন, কেহ মৈত্রতা করিয়াছেন, কেহ পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়াছেন, কেহ নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, আমার জন্মও সেই বংশে। রঘুনাথ! আমি কি চুরী করিয়াছি যে, বেদে বন্ধন করিয়া আমাকে দ্বারে দ্বারে নাচাইয়া বেড়াইতেছে?

চারি জাত্ মিলে হরিভজিয়ে, এক বরণ হো যায়।
অষ্ট ধাত্মে পরশ্ লাগায়ে, এক মূল্কে বিকায়॥

যেমন অষ্টধাতু একত্রে মিশাইয়া স্পর্শমণি সংস্পর্শে এক মূল্যে বিক্রিত হয়, তদ্রূপ চারিজাতি মিলিয়া হরিকে ভজনা করিলে আর জাতিভেদ থাকে না।

সব্ বন তুলসী ভেয়ো, সব্ পাহাড়্ ভেয়ো শাল্গেরাম্।
সব্ পাণি গঙ্গা ভেয়ো, যেস্ ঘট্মে বিরাজে রাম্॥

যাঁহার হৃদয়মন্দিরে নিত্যানন্দ বিরাজমান, তিনি সকল বনেই তুলসী বন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম এবং সকল জলই গঙ্গাজল বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার আর ভেদজ্ঞান থাকে না।

তেরি বিরহ সমুদ্র মে, তরণী ভেয়ি এ কন্ত।
তন্ মন্ যৌবন্ ডুবিয়ো, প্রেমধ্বজা যাহে রন্ত॥

কান্ত! তোমার বিরহসমুদ্রে আমার দেহ তরণী, মন ও যৌবন ডুবিয়াছে। কেবল প্রেমধ্বজা মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

তুলসী ইয়ে আয়্কে জগ্ কোন্ ভয়ো সোমরত্।
এক কাঞ্চন ও কুচন্ কো, কিনন্ পসারা হত্॥

হে তুলসি! এ জগতে রমণীর কঠোর কুচযুগল এবং স্বর্ণ ত্যাগ করিতে পারে এমন সমর্থ ব্যক্তি দেখিতে পাও কি?

ছোড়হুঁ ছয় দোষ সদা যো চাহ কল্যাণ।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয় আলস দীর্ঘ গুমান্॥

আপন কল্যাণের জন্য নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, ভয় ও আলস্য এই ছয়টী দোষ পরিহার করিবে।

সাচ্চা কহে ত মারে লাট্টা, ঝুটা জগত ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই ॥
চোর্‌কা ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আর হাসি ॥

যে সত্যভাষী, তাহার অদৃষ্টে প্রহার, কিন্তু মিথ্যাভাষী জগতকে ঠকাইয়া উদর পূর্ণ করিতেছে। দুগ্ধ দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কেহ লয় না। সুরা বিক্রেতা একস্থানে বসিয়া অজস্র সুরা বিক্রয় করিতেছে। চোর মুক্ত, সাধু বন্দী এবং পথিক ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। কলিকাল! ধন্য! তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখেও হাসিতে হয়।

মালা জপে শালা, কর্‌ জপে ভাই।
যো মন্‌ মন্‌ জপে ওস্‌কো বলিহারি যাই ॥

যে ভণ্ডামী করিয়া মালা জপে সে শালা, যে করাঙ্গুলী গণনায় জপ করে তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করা যায়, আর যিনি মনে মনে জপ করেন, তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই।

গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওস্‌কি বাছুরা ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ্‌ না পাওয়ে রুখা।
ঘর কা বহুরী পিরীত না পাওয়ে চিৎ চোরায়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তোরি তামাসা দুঃখ লাগে আর হাসি ॥

কলিকাল! তোমার তামসা ধন্য! বৎসকে ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়া কলির লোক সেই গাভীদুগ্ধে কুকুর পোষে, শালাকে উত্তম আহার দেয়, পিতা দুইটী অন্নের জন্য লালায়িত, স্ত্রী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, কিন্তু দাসী গৃহস্বামীর চিত্ত চুরী করিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত দেখিয়া বড় দুঃখেই হাসিতে হয়।

যো জন্‌ সগুণ ভক্তি ছোড়্‌কে নির্গুণ ব্রহ্মরূপ ভজহিঁ।
ওয়াকো হোত কেলেশ সদাহিঁ, তুষ কুট্টি কোউ চাউল পাহিঁ?

যেমন তুষ কুটিলে কেহ চাউল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সগুণ উপসনা ত্যাগ করিয়া নির্গুণের চিন্তায় কোন ফল লাভ হয় না, কেবল কষ্ট সার হয় মাত্র।

যাকো মান গুমান হয় মানী মানে সোই।
মানহীন-জন মান্‌কো কা জানে প্রভু কই॥

মানীব্যক্তিই মানীর মান রক্ষা করিয়া থাকেন। মানহীন জন মানের মর্য্যদা কি জানিবে ?

ঘোর বিপিন মহ দেখি খল পুছহিঁ পথিক চকাই।
কাহে বসহু বনমাঝে তুম্ কহহু মোহি সমুঝাই॥
খল কহে মোর দেহ কো লোথ বাঘ যব খাই।
স্বাদ্ জানি তব ভখহিঁ সব জগকে নর সমুদাই।
সবকে অনহিত করণ হম বসহিঁ ঘোর বনমাহি।
করি নিজ হানি করহিঁ খল সারকে বুরা সদাহি॥

ঘোর অরণ্যের মধ্যে একজন লোককে দেখিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি ব্যাঘ্রভল্লুক পূর্ণ অরণ্যে একাকী কি জন্য দণ্ডায়মান ?" তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি খল! ব্যাঘ্র আমাকে আহার করিয়া মনুষ্য মাংসের স্বাদ বুঝিবে এবং তখন সকল মনুষ্যকে বিনাশ করিবে। পরের অহিত জন্য খলেরা আপন প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

মেরা মুজকো কুচ্ছ নহীং যো কুচ্ছ হৈ সো তোর।
তেরা তুষ্‌কো সৌংপত ক্যালাগে হৈ মোর॥

হে ঈশ্বর! আমার কিছুই নাই। আমার যাহা কিছু, তাহা আমার নয়, তোমার। তোমার জিনিস্ তোমাকে দিতে আমার আর কষ্ট কি ?

দুঃখমে সুমিরন্ সব করে, সুখমে করে না কোই।
সুখমেং সুমিরন্ করে তো দুঃখ কাহে হোই॥

দুঃখের সময় লোকে দুঃখের অবস্থা স্মরণ করে কিন্তু সুখের সময় কেহ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করে না, যদি সুখের সময় লোকে স্বকীয় অবস্থার কথা স্মরণ করে, তবে কি এ সংসারে আর দুঃখ থাকে ?

সম্পূর্ণ।

সরকার এণ্ড কোম্পানী

পুস্তক বিক্রেতা, মুদ্রাকর, রবার-
ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত কারক, প্রকাশক,
মফঃস্বলএজেণ্ট, এন্‌গ্রেভার, লিথো-
গ্রাফার প্রভৃতি। ঠিকানা
৩৭নং ফকির চাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, গরাণহাটা,
কলিকাতা।

রবার ষ্ট্যাম্প নমুনা। SPECIMENS.

সরকার এণ্ড কোম্পানীর

কলিকাতা,—১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্

রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

☞ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে সর্ব্বত্রেই এই নমুনা পুস্তক পাঠান যায়।

সরকার এণ্ড কোম্পানী

কি কি কার্য্য করিয়া থাকেন।

শিল্পবিভাগ।—এত দিন পিতলের শীলমোহরই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পিতলের মোহরে পরিষ্কার অক্ষর উঠে না, নাম ভাল পড়া যায় না বলিয়া আজ কয়েক বৎসর হইতে পিতলের পরিবর্ত্তে রবারের শীল-মোহর প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ঠিক ছাপার ন্যায় অক্ষর উঠে, সহজে সকলেই ছাপিতে পারেন, ইহার ছাপা অতি পরিষ্কার, দেখিতে সুদৃশ্য এবং অধিকদিন স্থায়ী। এত গুণেও মূল্য অধিক বলিয়া সকলের সাধ মিটে না। যদি মূল্য কম হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সকলের আশাই মিটিতে পারে, এইজন্য আমরা বিলাত হইতে কল ও সরঞ্জাম আনাইয়া আশাতীত সুলভে এই রবারের শীলমোহর প্রস্তুত করিতেছি। এত সস্তায় এপর্য্যন্ত কেহই এই শীল প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত দ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় করেন, সেই সকল দ্রব্য এককালে অধিক পরিমাণে বিলাত হইতে আনাইয়াছি বলিয়া অনেক সুলভে পাইয়াছি, এজন্য সুলভে দিতেছি। আমরা যে দরে শীলমোহর প্রস্তুত করি, তাহা সাহেব বাড়ীর দরের সিকি এবং সাধারণ প্রস্তুতকারকগণের দরের অর্দ্ধেক বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, অথচ জিনিস উৎকৃষ্ট। শীলমোহরের দর প্রত্যেক নমুনার শীলের উপরে লিখিত হইল। গ্রাহকগণ যেপ্রকার শীল প্রস্তুত করাইতে বাসনা করেন, এই নমুনা দেখিয়া পছন্দ করিয়া ও নম্বর দিয়া লিখিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মায় সরঞ্জাম পাঠাইব। সরঞ্জাম কি কি? একটী শীল, একশিশি ছাপিবার কালি, দুইটী গদী (একটীর উপর কাগজ রাখিয়া ছাপিতে হয় এবং অপরটীতে কালি দিয়া তাহার উপর শীল ঘষিয়া লইতে হয়), এই সমস্ত রাখিবার একটী বাক্স। ডাকে লইতে হইলে অতিরিক্ত চারি আনা মাশুল লাগিবে। শীল ব্যারিং পাঠাইব। যে কোন শীল প্রস্তুত করাইতে হইলে নমুনার লিখিত মূল্য অথবা সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। অবশিষ্ট মূল্য ভেলুপেবলে লইতে পারি। ইহা ভিন্ন লিথোগ্রাপ কার্য্য, পিতলের শীলমোহর, চাপরাশ, মেডেল মনোগ্রাম ও ছবি খোদাই প্রভৃতি কার্য্যও সুলভে সম্পন্ন করিয়া থাকি

পুস্তক বিক্রয় বিভাগ।—আমাদিগের নিজের প্রকাশিত পুস্তক ভিন্ন অপর পুস্তক প্রার্থনা করিলে ক্রেতাকে অনুমান সিকি মূল্য পাঠাইতে হইবে, তাহা হইলে ভেলুপেবেলে পুস্তক পাঠাইয়া অবশিষ্ট মূল্য লইব। ক্রেতার লাভ এই যে, আমরা তাঁহার লিখিত পুস্তক উপযুক্ত কি না, তাহা ক্রয় করিলে ঠকিতে হইবে কি না, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া উচিত দরে ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া থাকি। এজন্য টাকায় এক আনা হিসাবে কমিসন লই। আমাদের নিজের প্রকাশিত পুস্তক কেবল পত্র লিখিলেই ভেলুপেবেলে পাঠাইয়া থাকি।

মুদ্রাযন্ত্র বিভাগ।—ইংরাজী, বাঙ্গালা, নাগরী প্রভৃতি যে কোন ভাষার যে কোন আকারের পুস্তক, চেক, বিল, দাখিলাদি সকল প্রকার কার্য্য সুচারুরূপে উৎকৃষ্ট অক্ষরে অতি সুলভে মুদ্রিত করিয়া দিয়া থাকি।

এজেন্সি বিভাগ।—মফঃস্বলের লোকের কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে তাহা সময়ে সুবিধামত প্রাপ্ত হন না, অন্য লোকের দ্বারায় আনাইলেও জিনিস তেমন ভাল হয় না, দরও অধিক লাগে। এই সমস্ত কারণে আমরা স্বয়ং এজেন্সি বিভাগ খুলিয়াছি; যাঁহার যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, অনুমান সিকি মূল্য সহ পত্র লিখিলে তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য কিনিয়া পাঠাইব। সাল, রুমাল, জামা, পীরাণ, কোট, সার্ট, স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কার, ঔষধ, ঘড়ি, চেন, বাক্স, বাদ্যযন্ত্র, তাম্রপিত্তলাদির বাসন, অক্ষর, প্রেস, সেলাইয়ের কল, ছুরি, কাঁচি যাঁহার যেকোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, (মাদকদ্রব্য ব্যতিত) আমরা তাহাই সরবরাহ করিব। আমরা এক টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা, দশ হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় ৴১৫ পয়সা, ২৫ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৴১০ আনা, ১০০ হইতে তদূর্দ্ধ শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিসন লইয়া থাকি। জিনিসের সঙ্গেই চালান পাঠাই। ক্রেতাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, ঘরে বসিয়া উৎকৃষ্ট জিনিস পাইয়া থাকেন। যে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

সরকার এণ্ড কোম্পানী।

৩৭নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, গরাণহাটা, কলিকাতা।

সরকার এণ্ড কোম্পানী

পুস্তক বিক্রেতা, মুদ্রাকর, রবার-
ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত কারক, প্রকাশক,
মফঃস্বলএজেণ্ট, এন্‌গ্রেভার, লিথো-
গ্রাফার প্রভৃতি। ঠিকানা
৩৭নং ফকির চাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, গরাণহাটা,
কলিকাতা।

নমুনা। SPECIMENS.

নং ১ মূল্য ১০ টাকা।
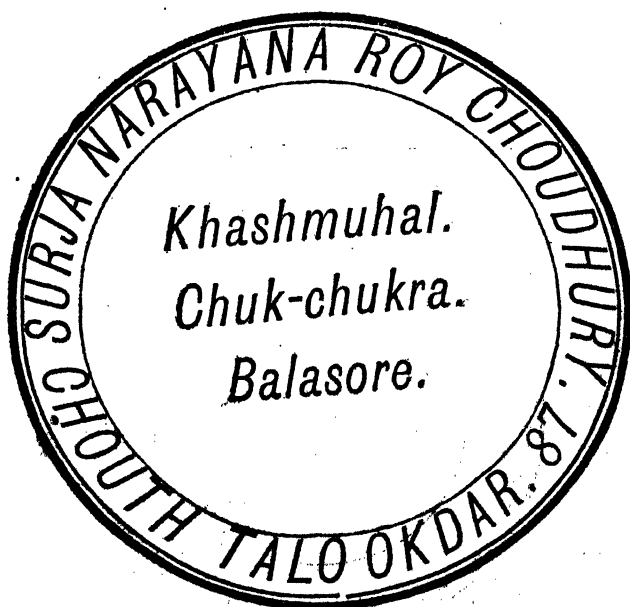
Merchandise is the mother of rich.

নং ২ মূল্য ৮ টাকা।
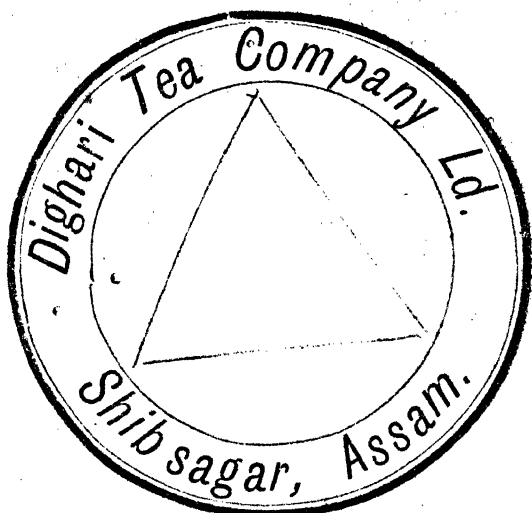
নং ৩ মূল্য ৬ টাকা।

নং ৪ মূল্য ৫ টাকা।
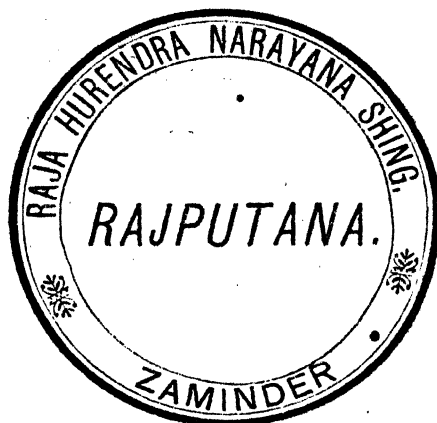
নং ৫ মূল্য ৪ টাকা।

নং ৬ মূল্য ২ টাকা।
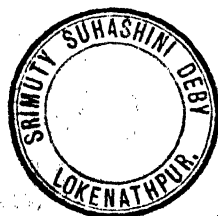
নং ৭ মূল্য ৮ টাকা।

নং ৮ মূল্য ৬ টাকা।
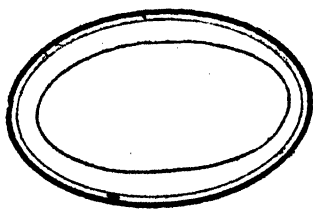
নং ৯ মূল্য ৫ টাকা।
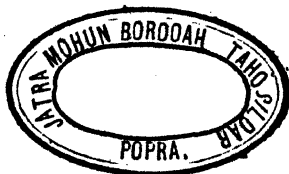
নং ১০ মূল্য ৪ টাকা।

নং ১১ মূল্য ৩ টাকা।

নং ১২ মূল্য ৩ টাকা।

নং ১৩ মূল্য ৩ টাকা।

নং ১৪ মূল্য ৩ টাকা।

নং ১৫ মূল্য ৩ টাকা।
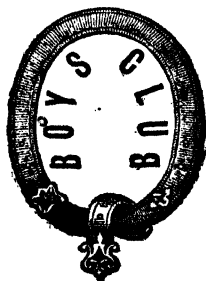
নং১৬ মূল্য ২৷৹ টাকা।

নং ১৭ মূল্য ২ টাকা।

নং ১৮ মূল্য ৩৷৹ টাকা।
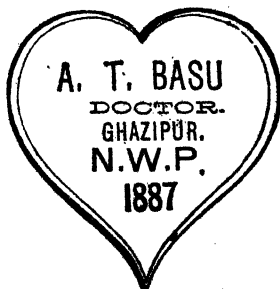
নং ১৯ মূল্য ৩ টাকা।

নং ২০ মূল্য ৫ টাকা।

নং ২১ মূল্য ৩ টাকা।
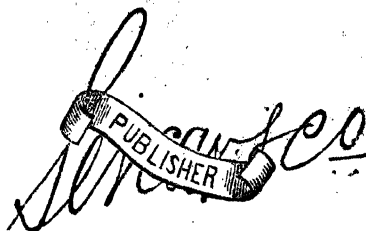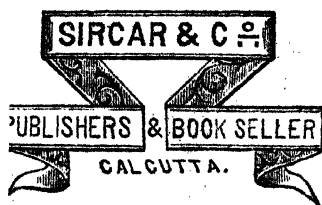
নং ২২ মূল্য ১০ টাকা।

নং ২৩ মূল্য ৮ টাকা।

নং ২৪ মূল্য ৪ টাকা।

শ্রীকালীভূষণ বন্দোপাধ্যায়
পত্তনিদার।
গ্রাম সামন্তা,
পোষ্ট শামকুড়
যশোহর
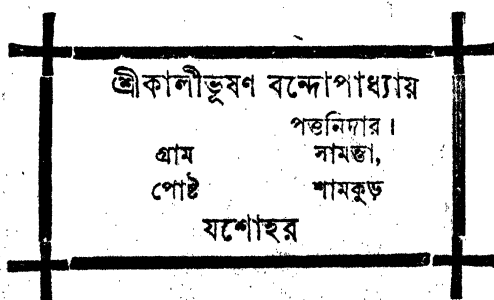
নং ২৫ মূল্য ৪ টাকা।
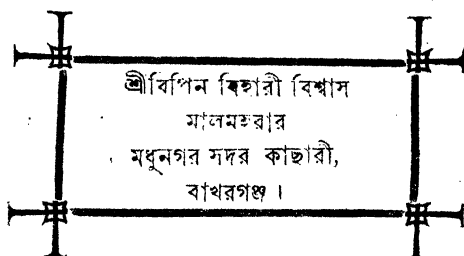
নং ২৬ মূল্য ৪ টাকা।

নং ২৭ মূল্য ৪ টাকা।

নং ২৮ মূল্য ৪ টাকা।

শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী চৌধুরাণী
ইংরেজবাজার
মালদহ।
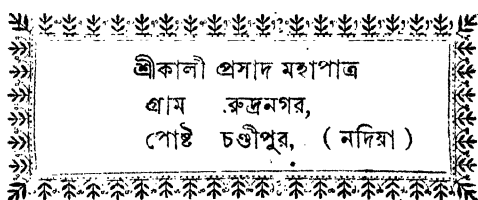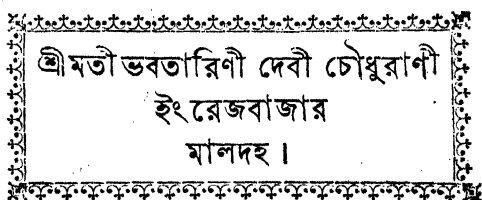
নং ২৯ মূল্য ৪ টাকা।

HEM CHANDRA SEN
COMMISSION AGENT.
JINDH GHAT NORTH.
AGRAH.

নং ৩০ মূল্য ৪ টাকা।

DINA NATH MUKARJEE.
BANKRA KACHARY,
KALIGANJ P.O.
KHOOLNA.

নং ৩১ মূল্য ৪ টাকা।

KAMALA KUMAR DAW.
Bilashiparah t c.

নং ৩২ মূল্য ২ টাকা।
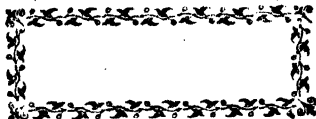
নং ৩৩ মূল্য ৪ টাকা।

নং ৩৪ মূল্য ৪ টাকা।
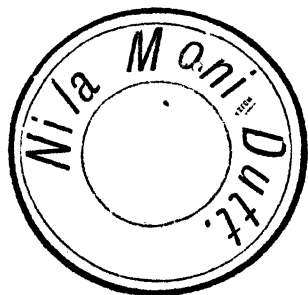
নং ৩৫ হইতে ৩৯ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীর মূল্য ৫ টাকা।

নং ৪০ মূল্য ১ টাকা।

FREECIRCULATION.

নং ৪১ মূল্য ৩ টাকা।

SAKTI PROSONNA CHATTERJEE.

নং ৪২ মূল্য ২ টাকা।

B. K. DAS & Co.

25 CANNING STREET CALCUTTA.

নং ৪৩ মূল্য ২ টাকা।

B. M. MOKERJEE

Salikhah Howrah.

নং ৪৪ মূল্য ২ টাকা।

UMESH CHUNDAR DUTT.

JULPAIGUREE.

নং ৪৫ মূল্য ২ টাকা।

RAJONI KANTA BASU.

KHUNDUKBERIA, NUDDIA.

নং ৪৬ মূল্য ২ টাকা।

দত্ত এণ্ড কোং

নং ৪৭ মূল্য ১ টাকা।

শ্রীমতী নৃত্য কালী দাসী

নং ৪৮ মূল্য ২ টাকা।

ঘোষ, বসু এণ্ড কোং

সিমলা, কলিকাতা।

নং ৪৯ মূল্য ২ টাকা।

শ্রীবিমলা চরণ দাস

কলিকাতা।